মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে
গ্রেড ১১তম থেকে গ্রেড ২০তম [৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] পদে
নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত বাংলা সহায়িকা

সেল্ফ প্রিপারেশন
বাংলা

SELF SERIES

সেল্ফ পাবলিকেশন্স

CamScanner

সূচিপত্র

বিষয়	অনুশীলন	
১। সন্ধি		
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	০৫
	সংগৃহীত	০৯
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	১২
	নমুনা প্রশ্ন	১৯
২। সমাস		
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	২০
	সংগৃহীত	২৭
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	৩৪
	নমুনা প্রশ্ন	৪৪
৩। কারক ও বিভক্তি		
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	৪৫
	সংগৃহীত	৪৯
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	৫৭
	নমুনা প্রশ্ন	৬৪
৪। প্রত্যয়		
	অনুশীলন	৬৫
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	৬৮
৫। এক কথায় প্রকাশ		
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	৬৯
	সংগৃহীত — গুচ্ছ আকারে	৭১
	সংগৃহীত — বর্ণক্রমানুসারে	৭৮
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	৯২
	নমুনা প্রশ্ন	১১০
৬। বাগধারা		
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	১১১
	সংগৃহীত	১১৪
	সমার্থক বাগধারা	১২৬
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	১২৭
	নমুনা প্রশ্ন	১৪২

CamScanner

বিষয় অনুশীলন

৭। একই শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ১৪৩
সংগৃহীত..... ১৪৫

৮। বানান শুদ্ধি

অনুশীলন..... ১৪৭
বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর..... ১৫৭
নমুনা প্রশ্ন..... ১৬৮

৯। বাক্য শুদ্ধি

অনুশীলন..... ১৬৯
বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর..... ১৮০
নমুনা প্রশ্ন..... ১৮৫

১০। বিপরীত শব্দ

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ১৮৬
সংগৃহীত..... ১৮৮
বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর..... ১৯২

১১। সমার্থক শব্দ

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ১৯৮
সংগৃহীত..... ১৯৯
বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর..... ২০০

১২। বিবিধ

অনুশীলন..... ২০২
বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর..... ২১৫

১৩। বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য..... ২২৭
সাহিত্যিকদের উপাধি..... ২৩০
সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম ও প্রকৃত নাম..... ২৩১
ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রচনা..... ২৩১
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা..... ২৩১
গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি..... ২৩২
বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর..... ২৩৭

১৪। ভাবসম্প্রসারণ/অনুচ্ছেদ/পত্র

ভাবসম্প্রসারণ/অনুচ্ছেদ..... ২৫৩
পত্র..... ২৬৩

CamScanner

১ সন্ধি

সন্ধি: সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। পাশাপাশি অবস্থিত দুটো ধ্বনির মিলনের ফলে যদি এক ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তবে তাকে সন্ধি বলে। অথবা, সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনি তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

- বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে/বাংলা সন্ধি দুই প্রকার। যথা- (ক) স্বরসন্ধি (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
- সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে/তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা- (ক) স্বরসন্ধি (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি (গ) বিসর্গসন্ধি
- সন্ধি তিন প্রকার। যথা- (ক) স্বরসন্ধি (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি (গ) বিসর্গসন্ধি

স্বরসন্ধি	স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন: হিম + অচল = হিমাচল, অতি + ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়, উত্তর + অধিকার = উত্তরাধিকার ইত্যাদি।
ব্যঞ্জনসন্ধি	স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন: দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, পদ্ + হতি = পদ্ধতি, সম্ + বাদ = সংবাদ ইত্যাদি।
বিসর্গসন্ধি	পূর্বপদের বিসর্গের সঙ্গে পরের পদের ব্যঞ্জনধ্বনি বা স্বরধ্বনির সন্ধিকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন: পুনঃ + মিলন = পুনর্মিলন, অধঃ + পতন = অধঃপতন, নিঃ + রোগ = নীরোগ ইত্যাদি।

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

স্বরসন্ধি

শতেক	= শত + এক	হিমালয়	= হিম + আলয়	শ্রবণেন্দ্রিয়	= শ্রবণ + ইন্দ্রিয়
কতেক	= কত + এক	দেবালয়	= দেব + আলয়	স্বেচ্ছা	= স্ব + ইচ্ছা
শাঁখারি	= শাঁখা + আরি	রত্নাকর	= রত্ন + আকর	নরেশ	= নর + ঈশ
রূপালি	= রূপা + আলি	সিংহাসন	= সিংহ + আসন	রমেশ	= রমা + ঈশ
মিথ্যুক	= মিথ্যা + উক	যথার্থ	= যথা + অর্থ	নরেন্দ্র	= নর + ইন্দ্র
হিংসুক	= হিংসা + উক	আশাতীত	= আশা + অতীত	শচীন্দ্র	= শচী + ইন্দ্র
নিন্দুক	= নিন্দা+উক	কথামৃত	= কথা + অমৃত	মহীন্দ্র	= মহী + ইন্দ্র
কুড়িক	= কুড়ি + এক	মহার্ঘ	= মহা + অর্ঘ	৩।	
ধনিক	= ধনি + এক	বিদ্যালয়	= বিদ্যা + আলয়	সূর্যোদয়	= সূর্য + উদয়
গুটিক	= গুটি + এক	কারাগার	= কারা + আগার	যথোচিত	= যথা + উচিত
আশির	= আশি + এর	মহাশয়	= মহা + আশয়	গৃহোর্ধ্ব	= গৃহ + ঊর্ধ্ব
নদীর	= নদী + এর	সদানন্দ	= সদা + আনন্দ	গঙ্গোর্মি	= গঙ্গা + ঊর্মি
মায়ের	= মা+এর	পরমাণু	= পরম + অণু	নীলোৎপল	= নীল + উৎপল
যাচ্ছেতাই	= যা + ইচ্ছা + তাই	২।		চলোর্মি	= চল + ঊর্মি
নরাধম	= নর + অধম	শুভেচ্ছা	= শুভ + ইচ্ছা	মহোৎসব	= মহা + উৎসব
হিমাচল	= হিম + অচল	যথেষ্ট	= যথা + ইষ্ট	নবোঢ়া	= নব + ঊঢ়া
প্রাণাধিক	= প্রাণ + অধিক	পরমেশ	= পরম + ঈশ	ফলোদয়	= ফল + উদয়
হস্তান্তর	= হস্ত + অন্তর	মহেশ	= মহা + ঈশ	যথোপযুক্ত	= যথা + উপযুক্ত
হিতাহিত	= হিত + অহিত	পূর্ণেন্দু	= পূর্ণ + ইন্দু	হিতোপদেশ	= হিত + উপদেশ

CamScanner

পরোপকার = পর + উপকার
প্রশ্নোত্তর = প্রশ্ন +উত্তর

৪।

দেবর্ষি = দেব + ঋষি
মহর্ষি = মহা + ঋষি
অধমর্ণ = অধম + ঋণ
উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
সপ্তর্ষি = সপ্ত + ঋষি
রাজর্ষি = রাজা + ঋষি

৫।

শীতার্ত = শীত + ঋত
তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত
ভয়ার্ত = ভয় + ঋত
ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত

৬।

জনৈক = জন + এক
সদৈব = সদা + এব
মতৈক্য = মত + ঐক্য
মহৈশ্বর্য = মহা + ঐশ্বর্য
হিতৈষী = হিত + ঐষী
সর্বৈব = সর্ব + এব
অতুলৈশ্বর্য = অতুল + ঐশ্বর্য

৭।

বনৌষধি = বন + ওষধি
মহৌষধি = মহা + ওষধি
পরমৌষধ = পরম + ঔষধ
মহৌষধ = মহা + ঔষধ
চিত্তৌদার্য = চিত্ত + ঔদার্য

৮।

অতীত = অতি + ইত
পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা
সতীন্দ্র = সতী + ইন্দ্র
সতীশ = সতী + ঈশ
গিরীন্দ্র = গিরি + ইন্দ্র
ক্ষিতীশ = ক্ষিতি + ঈশ
মহীন্দ্র = মহী + ইন্দ্র
শ্রীশ = শ্রী + ঈশ
পৃথ্বীশ = পৃথ্বী + ঈশ
অতীব = অতি + ইব
প্রতীক্ষা = প্রতি + ঈক্ষা
অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা
প্রতীত = প্রতি + ইত
রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র
দিল্লীশ্বর = দিল্লি + ঈশ্বর
অধীশ্বর = অধি + ঈশ্বর
পৃথিবীশ্বর = পৃথিবী + ঈশ্বর
মহেশ্বর = মহা + ঈশ্বর

৯।

অত্যন্ত = অতি + অন্ত
ইত্যাদি = ইতি + আদি
অত্যুক্তি = অতি + উক্তি
প্রত্যূষ = প্রতি + ঊষ
মস্যাধার = মসী + আধার
প্রত্যেক = প্রতি + এক
নদ্যম্বু = নদী + অম্বু
প্রত্যহ = প্রতি + অহ
অত্যধিক = অতি + অধিক
গত্যন্তর = গতি + অন্তর
প্রত্যাশা = প্রতি + আশা
প্রত্যাবর্তন = প্রতি + আবর্তন
আদ্যন্ত = আদি + অন্ত
যদ্যপি = যদি + অপি
অভ্যুত্থান = অভি + উত্থান
অত্যাশ্চর্য = অতি + আশ্চর্য
প্রত্যুপকার = প্রতি + উপকার

১০।

মরূদ্যান = মরু + উদ্যান
বহূর্ধ্ব = বহু + ঊর্ধ্ব
বধূৎসব = বধূ + উৎসব
ভূর্ধ্ব = ভূ + ঊর্ধ্ব
বধূক্তি = বধূ + উক্তি

১১।

সুস্থ = সু + অস্থ
স্বাগত = সু + আগত
অন্বিত = অনু + ইত
তন্বী = তনু + ঈ
অন্বেষণ = অনু + এষণ
পশ্বধম = পশু + অধম
পশ্বাচার = পশু + আচার
অন্বয় = অনু + অয়
মন্বন্তর = মনু + অন্তর

১২।

পিত্রালয় = পিতৃ + আলয়
পিত্রাদেশ = পিতৃ + আদেশ

১৩।

নয়ন = নে + অন
শয়ন = শে +অন
নায়ক = নৈ + অক
গায়ক = গৈ + অক
পবন = পো + অন
লবণ = লো + অন
পাবক = পৌ + অক
গবাদি = গো + আদি
গবেষণা = গো + এষণা
পবিত্র = পো + ইত্র
নাবিক = নৌ + ইক
ভাবুক = ভৌ + উক

১৪।

কুলটা = কুল + অটা
গবাক্ষ = গো + অক্ষ
প্রৌঢ় = প্র + ঊঢ়
অন্যান্য = অন্য + অন্য
মার্তণ্ড = মার্ত + অণ্ড
শুদ্ধোদন = শুদ্ধ + ওদন

CamScanner

ব্যঞ্জনসন্ধি

ছোড়দা = ছোট + দা
আন্না = আর্ + না
চাট্টি = চার্ + টি
ধন্না = ধর্ + না
দুচ্ছাই = দুর্ + ছাই
নাজ্‌জামাই = নাত + জামাই
বজ্জাত = বদ্ + জাত
হাচ্ছানি = হাত + ছানি
পাঁশ্‌শ = পাঁচ + শ
সাশ্‌শ = সাত + শ
পাঁশ্‌শিকা = পাঁচ + সিকা
বোনাই = বোন + আই
চুনাই = চুন + আই
তিলেক = তিল + এক
বারেক = বার + এক
তিনেক = তিন + এক
কাঁচকলা = কাঁচা + কলা
নাতবৌ = নাতি + বৌ
ঘোড়দৌড় = ঘোড়া + দৌড়
ঘোড়াগাড়ি = ঘোড়া + গাড়ি
দিগন্ত = দিক্ + অন্ত
ণিজন্ত = ণিচ্ + অন্ত
ষড়ানন = ষট্ + আনন
তদবধি = তৎ + অবধি
সুবন্ত = সুপ্ + অন্ত
বাগীশ = বাক্ + ঈশ
তদন্ত = তৎ + অন্ত
বাগাড়ম্বর = বাক্ + আড়ম্বর
কৃদন্ত = কৃৎ + অন্ত
সদানন্দ = সৎ + আনন্দ
সদুপায় = সৎ + উপায়
সদুপদেশ = সৎ + উপদেশ
জগদিন্দ্র = জগৎ + ইন্দ্র

২.
একচ্ছত্র = এক + ছত্র
কথাচ্ছলে = কথা+ছলে
পরিচ্ছদ = পরি + ছদ
মুখচ্ছবি = মুখ + ছবি
বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ
বিচ্ছিন্ন = বি + ছিন্ন
অঙ্গচ্ছেদ = অঙ্গ + ছেদ
আলোকচ্ছটা = আলোক + ছটা
প্রতিচ্ছবি = প্রতি + ছবি
প্রচ্ছদ = প্র + ছদ
আচ্ছাদন = আ + ছাদন
বৃক্ষচ্ছায়া = বৃক্ষ + ছায়া
স্বচ্ছন্দে = স্ব + ছন্দে
অনুচ্ছেদ = অনু + ছেদ

৩. ক) ১.
সচ্চিন্তা = সৎ + চিন্তা
উচ্ছেদ = উৎ+ ছেদ
বিপচ্চয় = বিপদ + চয়
বিপচ্ছায়া = বিপদ + ছায়া
উচ্চারণ = উৎ + চারণ
শরচ্চন্দ্র = শরৎ + চন্দ্র
সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র
তচ্ছবি = তদ্ + ছবি

২.
সজ্জন = সৎ + জন
বিপজ্জাল = বিপদ + জাল
কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা
উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল
তজ্জন্য = তদ্ + জন্য
যাবজ্জীবন = যাবৎ + জীবন্
জগজ্জীবন = জগৎ + জীবন

৩.
উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস
চলচ্ছক্তি = চলৎ + শক্তি
উচ্ছৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল
৪. উড্ডীন = উৎ + ডীন
বৃহড্ঢক্কা = বৃহৎ + ঢক্কা
৫. উদ্ধার = উৎ + হার
পদ্ধতি = পদ্+ হতি
উদ্ধৃত = উৎ + হৃত
উদ্ধত = উৎ + হত
তদ্ধিত = তদ্ + হিত
৬. উল্লাস = উৎ + লাস
উল্লেখ = উৎ + লেখ
উল্লিখিত = উৎ + লিখিত
উল্লেখ্য = উৎ + লেখ্য
উল্লঙ্ঘন = উৎ + লঙ্ঘন

খ) ১.
বাগদান = বাক্ + দান
ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র
উদ্‌ঘাটন = উৎ + ঘাটন
উদ্যোগ = উৎ + যোগ
উদ্বন্ধন = উৎ + বন্ধন
তদ্রুপ = তৎ + রূপ
দিগ্বিজয় = দিক্ + বিজয়
উদ্যম = উৎ + যম
উদ্‌গার = উৎ + গার
উদ্‌গিরণ = উৎ + গিরণ
উদ্ভব = উৎ + ভব
বাগ্‌জাল = বাক্ + জাল
সদ্‌গুরু = সৎ + গুরু
বাগ্‌দেবী = বাক্ + দেবী

২.
দিগ্‌নির্ণয় = দিক্ + নির্ণয়
তন্মধ্যে = তৎ + মধ্যে
বাঙ্‌ময় = বাক্ + ময়
তন্ময় = তৎ + ময়
মৃন্ময় = মৃৎ + ময়
জগন্নাথ = জগৎ + নাথ
উন্নয়ন = উৎ + নয়ন
উন্নীত = উৎ + নীত
চিন্ময় = চিৎ+ ময়
৩. শঙ্কা = শম্ + কা
সঞ্চয় = সম্ + চয়
সন্তাপ = সম্ + তাপ
কিম্ভূত = কিম্ + ভূত

সন্দর্শন = সম্ + দর্শন	কিংবা = কিম্ + বা	কৃষ্টি = কৃষ্ + তি
কিন্নর = কিম্ + নর	সংবরণ = সম্ + বরণ	ষষ্ঠ = ষষ্ + থ
সম্মান = সম্ + মান	সংযোগ = সম্ + যোগ	৯.
সন্ধান = সম্ + ধান	সংযোজন = সম্ + যোজন	উত্থান = উৎ + স্থান
সন্ন্যাস = সম্ + ন্যাস	সংশোধন = সম্ + শোধন	সংস্কার = সম্ + কার
সংগত = সম্+ গত	সর্বংসহা = সর্বম্ + সহা	উত্থাপন = উৎ + স্থাপন
অহংকার = অহম্ + কার	স্বয়ংবরা = স্বয়ম্ + বরা	সংস্কৃত = সম্ + কৃত
সংখ্যা = সম্ + খ্যা	সম্রাট = সম্ + রাট	পরিষ্কার = পরি + কার
সংকীর্ণ = সম্ + কীর্ণ	৫. রাজ্ঞী = রাজ্ + নী	সংস্কৃতি = সম্ + কৃতি
সংগীত = সম্ + গীত	যাচ্ঞা = যাচ্ + না	পরিষ্কৃত = পরি + কৃত
সংগঠন = সম্ + গঠন	যজ্ঞ = যজ্ + ন	১০. আশ্চর্য = আ + চর্য
সংঘাত = সম্ + ঘাত	৬. তৎকাল = তদ্ + কাল	গোষ্পদ = গো + পদ
৪. সংযম = সম্ + যম	ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধ্ + পিপাসা	বনস্পতি = বন্ + পতি
সংবাদ = সম্ + বাদ	হৃৎকম্প = হৃদ্ + কম্প	বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি
সংরক্ষণ = সম্ + রক্ষণ	তৎপর = তদ্ + পর	তস্কর = তৎ + কর
সংলাপ = সম্ + লাপ	তত্ত্ব = তদ্ + ত্ব	পরস্পর = পর + পর
সংশয় = সম্ + শয়	৭.	মনীষা = মনস্ + ঈষা
সংসার = সম্ + সার	বিপৎসংকুল = বিপদ্ + সংকুল	ষোড়শ = ষট্ + দশ
সংহার = সম্ + হার	তৎসম = তদ্ + সম	একাদশ = এক্+ দশ
বারংবার = বারম্ + বার	৮.	পতঞ্জলি = পতৎ + অঞ্জলি

বিসর্গসন্ধি

ততোধিক = ততঃ + অধিক	পুনরপি = পুনঃ + অপি	নিশ্চয় = নিঃ + চয়
তিরোধান = তিরঃ + ধান	অন্তবর্তী = অন্তঃ + বর্তী	শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ
মনোরম = মনঃ + রম	নিরাকার = নিঃ + আকার	ধনুষ্টঙ্কার = ধনুঃ + টঙ্কার
মনোহর = মনঃ + হর	আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ	নিষ্ঠুর = নিঃ + ঠুর
তপোবন = তপঃ + বন	দুর্যোগ = দুঃ + যোগ	দুস্তর = দুঃ + তর
অন্তর্গত = অন্তঃ + গত	নিরাকারণ = নিঃ + আকরণ	দুস্থ = দুঃ+ থ
অন্তর্ধান = অন্তঃ + ধান	জ্যোতির্ময় = জ্যোতিঃ + ময়	নমস্কার = নমঃ + কার
পুনরায় = পুনঃ + আয়	প্রাদুর্ভাব = প্রাদুঃ + ভাব	পদস্খলন = পদঃ + খলন
পুনরুক্ত = পুনঃ + উক্ত	নির্জন = নিঃ + জন	নিষ্কর = নিঃ + কর
অহরহ = অহঃ + অহ	বহির্গত = বহিঃ + গত	দুষ্কর = দুঃ + কর
পুনর্জন্ম = পুনঃ + জন্ম	দুর্লোভ = দুঃ + লোভ	পুরস্কার = পুরঃ + কার
পুনর্বার = পুনঃ + বার	দুরন্ত = দুঃ +অন্ত	মনস্কামনা = মনঃ + কামনা
পুনরুত্থান = পুনঃ + উত্থান	নীরব = নিঃ + রব	তিরস্কার = তিরঃ + কার
অন্তর্ভুক্ত = অন্তঃ + ভুক্ত	নীরস = নিঃ + রস	চতুষ্পদ = চতুঃ + পদ
		নিষ্ফল = নিঃ + ফল

CamScanner

নিষ্পাপ = নিঃ + পাপ
দুষ্প্রাপ্য = দুঃ + প্রাপ্য
বহিষ্কৃত = বহিঃ + কৃত
দুষ্কৃতি = দুঃ + কৃতি
আবিষ্কার = আবিঃ + কার
চতুষ্কোণ = চতুঃ + কোণ
বাচস্পতি = বাচঃ + পতি
ভাস্কর = ভাঃ + কর

৬. প্রাতঃকাল = প্রাতঃ + কাল
মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট
শিরঃপীড়া = শিরঃ + পীড়া
বয়ঃসন্ধি = বয়ঃ + সন্ধি
অন্তঃকরণ = অন্তঃ + করণ
৭.
নিঃস্তব্ধ/নিস্তব্ধ = নিঃ+স্তব্ধ
দুঃস্থ/দুস্থ = দুঃ+স্থ

নিঃস্পন্দ/নিস্পন্দ = নিঃ +স্পন্দ
বাচস্পতি = বাচঃ + পতি
ভাস্কর = ভাঃ + কর
অহর্নিশ = অহঃ + নিশা
অহরহ = অহঃ + অহ

সংগৃহীত

স্বরসন্ধি

অত্যাচার - = অতি + আচার
অত্যূর্ধ্ব = অতি + ঊর্ধ্ব
অন্বিত = অনু + ইত
অগ্ন্যুৎপাত = অগ্নি + উৎপাত
অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট
অবনীশ্বর = অবনী + ঈশ্বর
অভ্যুদয় = অভি + উদয়
অতীষ্ট = অতি + ইষ্ট
অত্যুজ্জ্বল = অতি + উজ্জ্বল
অপরাহ্ণ = অপর + অহ্ন
অপরাপর = অপর + অপর
অনুচ্ছেদ = অনু + ছেদ
অনূদিত = অনু + উদিত
অধ্যয়ন = অধি + অয়ন
অধ্যক্ষ = অধি + অক্ষ
অনৈক্য = অন + ঐক্য
অক্ষৌহিণী = অক্ষ + উহিনী
অন্বেষণ = অনু +এষণ
অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা
অনেক = অন + এক
অর্ধেক = অর্ধ + এক
আশানন্দ = আশা + আনন্দ
আমায় = আমা + এ
আজ্ঞাধীন = আজ্ঞা + অধীন
আলোয় = আলো + এ

আদ্যোপান্ত = আদ্য + উপান্ত
আচ্ছাদন = আ + ছাদন
আচ্ছন্ন = আ + ছন্ন
ইতরেতর = ইতর + ইতর
উত্তমৌষধ = উত্তম + ঔষধ
উত্তরোত্তর = উত্তর + উত্তর
উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত
উমেশ = উমা + ঈশ
এমনি = এমন + ই
একোন = এক + ঊন
একত্রিত = একত্র + ইত
একৈক = এক + এক
ঐচ্ছিক = ইচ্ছা + ইক
কটাক্ষ = কট + অক্ষ
কটূক্তি = কটু + উক্তি
কণ্ঠাগত = কণ্ঠ + আগত
কথোপকথন = কথা + উপকথন
কথামৃত = কথা + অমৃত
কারাগার = কারা + আগার
গ্রন্থাগার = গ্রন্থ + আগার
গিরীশ = গিরি + ঈশ
গবাদি = গো + আদি
গণেশ = গণ +ঈশ
গবেশ্বর = গো + ঈশ্বর
গত্যন্তর = গতি + অন্তর

ঘড়িয়াল = ঘড়ি + ইয়াল
ঘ্রাণ = ঘ্রা + অন
ঘোড়ার = ঘোড়া + এর
চন্দ্রানন = চন্দ্র + আনন
চয়ন = চে + অন
চাবুক = চৌ + উক
চলাচল = চল + অচল
চিরাচরিত = চির + আচরিত
ছাত্রাবাস = ছাত্র + আবাস
জাত্যভিমান = জাতি + অভিমান
জলাশয় = জল + আশয়
জমানো = জমা + আনো
জলোচ্ছ্বাস = জল + উচ্ছ্বাস
জলৌকা = জল + ওকা
টাকশাল = টাকা + শাল
ঢাকেশ্বরী = ঢাকা + ঈশ্বরী
তথৈবচ = তথা + এবচ
তথৈব = তথা + এব
ত্বরান্বিত = ত্বরা+অন্বিত
দ্রাবক = দ্রৌ + অক
দেবালয় = দেব + আলয়
দেবেন্দ্র = দেব + ইন্দ্র
দৃষ্টান্ত = দৃষ্টি + অন্ত
দ্বৈপায়ন = দ্বীপ + অয়ন
ধর্মাধর্ম = ধর্ম + অধর্ম

CamScanner

ধর্মাধম = ধর্ম + অধম
ধনৈশ্বর্য = ধন + ঐশ্বর্য
নবান্ন = নব + অন্ন
নিন্দার্হ = নিন্দা + অর্হ
নরোত্তম = নর + উত্তম
ন্যূন = নি + ঊন
নদ্যুপকণ্ঠ = নদী + উপকণ্ঠ
নদ্যম্বু = নদী + অম্বু
পুরাধ্যক্ষ = পুর + অধ্যক্ষ
প্রত্যুক্তি = প্রতি + উক্তি
প্রতীতি = প্রতি + ইতি
প্রত্যক্ষ = প্রতি + অক্ষ
প্রতিচ্ছবি = প্রতি + ছবি
প্রাণাধিক = প্রাণ + অধিক
প্রত্যেক = প্রতি + এক
প্রচ্ছদ = প্র + ছদ
পর্যায় = পরি + আয়
পর্যালোচনা = পরি + আলোচনা
পর্যবেক্ষণ = পরি + অবেক্ষণ
পঞ্চেন্দ্রিয় = পঞ্চ + ইন্দ্রিয়
পৃথ্বীশ্বর = পৃথ্বী + ঈশ্বর
পূর্ণেন্দু = পূর্ণ + ইন্দু
প্রৈষণ = প্র + এষণ
পিপাসার্ত = পিপাসা + ঋত
পরমেশ = পরম + ঈশ
বাঙ্গাল = বঙ্গ + আল
বধূক্তি = বধূ + উক্তি

ব্যাধি = বি + আধি
ব্যবস্থা = বি + অবস্থা
বেশকম = বেশি + কম
বন্যার্ত = বন্যা + ঋত
বিদ্যাভ্যাস = বিদ্যা + অভ্যাস
বাগাড়ম্বর = বাক্ + আড়ম্বর
ভাবান্তর = ভাব + অন্তর
ভয়ার্ত = ভয় + ঋত
ভবন = ভো + অন
মাত্রাধিক্য = মাত্রা + আধিক্য
মাত্রাদেশ = মাতৃ + আদেশ
মাত্রুপদেশ = মাতৃ + উপদেশ
মাথায় = মাথা+এ
মহোর্মি = মহা + ঊর্মি
মহোর্ধ্ব = মহা + ঊর্ধ্ব
মহোদর = মহা + উদর
মহেন্দ্র = মহা + ইন্দ্র
মিশকাল = মিশি + কাল
যতীন্দ্র = যতি + ইন্দ্র
যথোচিত = যথা + উচিত
যথোপযুক্ত = যথা + উপযুক্ত
যদ্যপি = যদি + অপি
যথার্থ = যথা + অর্থ
যথাযথ = যথা + যথ
রক্তোষ্ঠ = রক্ত + ওষ্ঠ
লঘূর্মি = লঘু + ঊর্মি
শীতোষ্ণ = শীত +উষ্ণ

শয়ন = শে + অন
[illegible] = শর + [illegible]
শোকার্ত = শোক + ঋত
ষষ্ঠাংশ = ষষ্ঠ + অংশ
স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা
স্বাধিকার = স্ব + অধিকার
স্বাগত = সু + আগত
স্বাধীনতা = স্ব + অধীনতা
স্বাধীন = স্ব + অধীন
স্বাধিকার = স্ব + অধিকার
স্বচ্ছন্দ = স্ব + ছন্দ
স্বার্থ = স্ব + অর্থ
স্বারত্ত = স্ব + আরত্ত
স্বৈরাচার = স্বৈর + আচার
স্বৈর = স্ব + ঈর
সুধীন্দ্র = সুধী +ইন্দ্র
সীমান্ত = সীমা + অন্ত
সানুনাসিক = স + অনুনাসিক
সূক্ত = সু + উক্ত
সূর্যোদয় = সূর্য + উদয়
সূর্যাস্ত = সূর্য + অস্ত
সর্বস্বান্ত = সর্বস্ব + অন্ত
হস্তান্তর = হস্ত + অন্তর
হিতৈষণা = হিত + এষণা
ক্ষয় = ক্ষি + অ
ক্ষণেক = ক্ষণ + এক

ব্যঞ্জনসন্ধি

অম্ময় = অপ + ময়
অহংকার = অহম্ + কার
আকৃষ্ট = আকৃষ্ + ত
ঈশ্বর = ঈশ্ + বর
উল্লিখিত = উৎ + লিখিত
উত্থাপন = উৎ + স্থাপন
উড্ডীন = উৎ + ডীন
উন্নয়ন = উৎ + নয়ন
উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল

উল্লেখ্য = উৎ + লেখ্য
উল্লেখ = উৎ + লেখ
উন্মেষ = উৎ + মেষ
উদ্যোগ = উৎ + যোগ
উদ্বেগ = উৎ + বেগ
উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস
উদ্যম = উৎ + যম
উদ্ভিদ = উৎ + ভিদ
উষর = উষ্ + র

এদ্দুর = এত + দূর
একোনবিংশ = এক + ঊনবিংশ
ঐতিহাসিক = ইতিহাস + ইক
ঐতিহ্য = ইতিহ্ + য
ঐহিক = ইহ + ইক্
ঐক্য = এক + য
ঐশ্বর্য = ঈশ্বর + য
ঋণ = ঋ + ত
ঋতু = ঋ + তু

CamScanner

কিঞ্চিৎ = কিম্ + চিৎ
কিংবা = কিম্ + বা
কিংবদন্তি = কিম্ + বদন্তি
কিন্তু = কিম্ + তু
কৃদন্ত = কৃৎ + অন্ত
কর্তা = কৃ + তৃ
গতি = গম্ + তি
কাঁদুনি = কাঁদ্ + উনি
কর্ম = কৃ + ম
ঘর্ম = ঘৃ + ম
চরিত্র = চর্ + ইত্র
চার্বাক = চারু + বাক
চলচ্চিত্র = চলৎ + চিত্র
চিরুনি = চির্ + উনি
ছাত্র = ছত্র + অ
জীবদ্দশা = জীবৎ + দশা
জগদ্দল = জগৎ + দল
জগদীশ = জগৎ + ঈশ
জগদীশ = জগৎ + ঈশ
জগদীন্দ্র = জগৎ + ইন্দ্র
ফণীন্দ্র = ফণী + ইন্দ্র
ডিঙি = ডিঙা + ই
তুষ্ট = তুষ্ + ত
তৎক্ষণিক = তৎ + ক্ষণিক
তৎপর = তদ্ + পর
তরুচ্ছায়া = তরু+ছায়া
তন্ময় = তৎ + ময়
তজ্জন্য = তদ্ + জন্য
তদন্ত = তৎ + অন্ত
ত্রৈমাসিক = ত্রিমাস + ইক
দুগ্ধ = দুহ্ + ত
দুচ্চার = দুৎ + চার
দ্যুলোক = দিব্ + লোক
দংশন = দন্ + শন
দর্শক = দৃশ +অক
দৃষ্ট = দৃশ্ + ত
দৃশ্য = দৃশ্ + য

দিগন্ত = দিক্ + অন্ত
নষ্ট = নষ্ + ত
নাব্য = নৌ + য
নব্য = নব + য
পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ
প্রায়শ্চিত্র = প্রায় + চিত্ত
প্রাগৈতিহাসিক = প্রাক্+ ঐতিহাসিক
প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ + বদা
বিশ্বামিত্র = বিশ্ব + মিত্র
বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
বুদ্ধ = বুধ্ + ত
বাগীশ = বাক্ + ঈশ
বাগধারা = বাক্ + ধারা
বাগ্‌লোপ = বাক্ + লোপ
বাঙ্ময় = বাক্ + ময়
বসুন্ধরা = বসুম্ + ধরা
বরঞ্চ = বরম্ + চ
বক্তা = বচ্ + তৃ
বক্তৃতা = বক্তৃ + তা
বৃহদারণ্যক = বৃহৎ + আরণ্যক
বৈঠক = বৈঠ + ক
ভাগ্য = ভজ্ + য
ভুক্ত = ভুজ্ + ত
মতানৈক্য = মত + অনৈক্য
মুক্ত = মুচ্ + ত
মুগ্ধ = মুহ্ + ত
মহত্ত্ব = মহৎ + ত্ব
মৃন্ময় = মৃৎ + ময়
মিথ্যা = মিথ্ + যা
লক্ষ্য = লক্ষ + য
যথার্থ = যথা + অর্থ
শান্ত = শাম্ + ত
শরৎকাল = শরদ + কাল
ষড়ানন = ষট্ + আনন
ষন্মাস = ষট্ + মাস
ষান্মাসিক = ষন্মাষ + ইক
ষড়ঋতু = ষট্ + ঋতু

ষড়ভুজ = ষট্ + ভুজ
ষড়জ = ষট্ + জ
ষড়বিংশ = ষট্ + বিংশ
সংজ্ঞা = সম্ + জ্ঞা
সংশোধন = সম্ + শোধন
সংযোজন = সম্ + যোজন
সংযোগ = সম্ + যোগ
সংস্কৃত = সম্ + কৃত
সঞ্চয় = সম্ + চয়
সজ্জন = সৎ + জন
সম্পল্লাভ = সম্পদ্ + লাভ
সম্মান = সম্ + মান
সম্বোধন = সম্ + বোধন
সম্বন্ধ = সম্ + বন্ধ
সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র
সিংহ = সিন্ + হ
সুবন্ত = সুপ্ + অন্ত
সন্ধি = সম্ + ধি
সচ্চিন্তা = সৎ + চিন্তা
সান্নিধ্য = সন্নিধি + য
সংবিধান = সম্ + বিধান
সংঘাত = সম্ +ঘাত
সংঘ = সম্ + ঘ
সংগত = সম্ + গত
সংকল্প = সম্ + কল্প
সংলগ্ন = সম্ + লগ্ন
সন্তান = সম্ + তন্/তান
সম্পূর্ণ = সম্ + পূর্ণ
সদ্ভাব = সৎ + ভাব
হিতাহিত = হিত + অহিত
হিংসা = হিন্ + সা
হিমাদ্রি = হিম + অদ্রি
হৃৎকম্প = হৃদ + কম্প
ক্ষুব্ধ = ক্ষুভ + ত
ক্ষত = ক্ষণ্ +ত
ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধ্ + পিপাসা

CamScanner

বিসর্গসন্ধি

অতএব = অতঃ + এব	দ্বিরাগমন = দ্বিঃ + আগমন	প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ
অধঃপতন = অধঃ + পতন	দুস্তর = দুঃ + তর	বহিষ্কার = বহিঃ + কার
আবিষ্কার = আবিঃ + কার	নির্ণয় = নিঃ + নয়	বাচস্পতি = বাচঃ + পতি
আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ	নিশ্চিত = নিঃ + চিত	বয়োবৃদ্ধ = বয়ঃ + বৃদ্ধ
আস্পদ = আঃ + পদ	নিশ্চিন্ত = নিঃ + চিন্ত	ভাস্কর = ভাঃ + কর
অন্তর্লীন = অন্তঃ + লীন	নিশ্ছিদ্র = নিঃ + ছিদ্র	ভ্রাতুষ্পুত্র = ভ্রাতুঃ + পুত্র
ইতস্তত = ইতঃ + তত	নিঃস্ব = নিঃ + স্ব	মনস্তাপ = মনঃ + তাপ
ইতোমধ্যে = ইতঃ + মধ্যে	নিষ্ঠা = নিঃ + ঠা	মনোজ = মনঃ + জ
চতুর্দিক = চতুঃ + দিক	নিরক্ষর = নিঃ + অক্ষর	মনোযোগ = মনঃ + যোগ
চতুর্ভুজ = চতুঃ + ভুজ	নিরপরাধ = নিঃ + অপরাধ	যশইচ্ছা = যশঃ + ইচ্ছা
জ্যোতির্বিদ = জ্যোতিঃ + বিদ	নিরবধি = নিঃ+ অবধি	যশোভিলাষ = যশঃ + অভিলাষ
তপআধিক্য = তপঃ + আধিক্য	নির্মল = নিঃ +মল	যশোলাভ = যশঃ + লাভ
তপোবন = তপঃ + বন	নিশ্চয় = নিঃ + চয়	শিরউপরি = শিরঃ + উপরি
তেজস্বী = তেজঃ + বিন	নিষ্কৃতি = নিঃ + কৃতি	শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ
ত্রয়োদশ = ত্রয়ঃ + দশ	নিষ্কাম = নিঃ + কাম	শ্রেয়স্কর = শ্রেয়ঃ + কর
দুঃসংবাদ = দুঃ + সংবাদ	নিরাপদ = নিঃ + আপদ	সদ্যোজাত = সদ্যঃ + জাত
দুরাত্মা = দুঃ + আত্মা	পুনর্মিলন = পুনঃ + মিলন	সদ্যোমৃত = সদ্যঃ + মৃত
দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা	পুনঃপুন = পুনঃ + পুনঃ	স্বতঃস্ফূর্ত = স্বতঃ + স্ফূর্ত
দুষ্পাচ্য = দুঃ + পাচ্য	পুনরাবৃত্তি = পুনঃ + আবৃত্তি	হরিশ্চন্দ্র = হরিঃ + চন্দ্র
দুর্লোভ = দুঃ + লোভ	পুনর্বাসন = পুনঃ + বাসন	

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

দৈনিক = দিন + এক	দীপ্ত = দীপ্ + ত	স্বচ্ছ = সু + অচ্ছ
স্বৈর = স্ব + ঈর	দ্যুলোক = দিব্ + লোক	স্বচ্ছন্দ = স্ব + ছন্দ
নৈতিক = নীতি + ইক	দুস্থ = দুঃ + থ/স্থ	স্বল্প = সু + অল্প
বৈদেশিক = বিদেশ + ইক	দুচ্ছাই = দুর্ + ছাই	স্বাধীন = স্ব + অধীন
সৈনিক = সেনা + ইক	দুষ্কর = দুঃ + কর	স্বাগত = সু + আগত
গৈরিক = গিরি + ইক	দুষ্পাচ্য = দুঃ + পাচ্য	স্বতঃস্ফূর্ত = স্বতঃ + স্ফূর্ত
দ্বৈপায়ন = দ্বীপ + অয়ন	দুর্যোগ = দুঃ + যোগ	দেবর্ষি = দেব + ঋষি
দৃষ্টান্ত = দৃষ্টি + অন্ত	দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা	দেশান্তর = দেশ + অন্তর
দৃষ্টি = দৃশ্ + তি	দুরাত্মা = দুঃ + আত্মা	দোলক = দুল + অক
দর্শনীয় = দৃশ + অনীয়	দুর্গতি = দুঃ + গতি	স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা
দংশন = দন্ + শন	দুর্ঘটনা = দুঃ + ঘটনা	প্রেষণ = প্র + এষণ
দীপালি = দীপ + আলি	দুঃশাসন = দুঃ + শাসন	

CamScanner

প্রোঢ় = প্র + ঊঢ়
বোধোদয় = বোধ + উদয়
শোকার্ত = শোক + ঋত
ষোড়শ = ষট্ + দশ
গোষ্পদ = গো + পদ
সোনালি = সোনা + আলি
ঘোড়াদৌড় = ঘোড়া + দৌড়
ছোড়দা = ছোট + দা
জ্যোতির্ময় = জ্যোতিঃ + ময়
জ্যোতির্বিদ = জ্যোতিঃ + বিদ
তেজস্বী = তেজঃ + বিন
অর্ধেক = অর্ধ + এক
অধোগতি = অধঃ + গতি
অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা
অন্বেষণ = অনু + এষণ
অক্ষৌহিনী = অক্ষ + উহিনী
অধ্যক্ষ = অধি + অক্ষ
অধমর্ণ = অধম + ঋণ
অধঃপতন = অধঃ + পতন
বিপচ্চিন্তা = বিপদ্ + চিন্তা
অন্যান্য = অন্য + অন্য
ধনুষ্টংকার = ধনুঃ + টঙ্কার
ধনুবিদ্যা = ধনুঃ + বিদ্যা
অপরাপর = অপর + অপর
অভ্যাগত = অভি + আগত
অভীপ্সা = অভি + ঈপ্সা
অভ্যুদয় = অভি + উদয়
অরুণোদয় = অরুণ + উদয়
অসদুপায় = অসৎ + উপায়
অহরহ = অহঃ + অহ
অহংকার = অহম্ + কার
অহর্নিশ = অহঃ + নিশা
অন্বয় = অনু + অয়
অন্তস্তল = অন্তঃ + তল
অন্তর্ধান = অন্তঃ + ধান

অন্তর্ভুক্ত = অন্তঃ + ভুক্ত
অন্তরীক্ষ = অন্তঃ + ঈক্ষ
অন্তর্গত = অন্তঃ + গত
আদ্যন্ত = আদি + অন্ত
আচ্ছন্ন = আ + ছন্ন
আচ্ছাদন = আ + ছাদন
আদ্যোপান্ত = আদ্য + উপান্ত
আলো = আলো + এ
আন্না = আর্ + না
আশ্চর্য = আ + চর্য
ধাত্রী = ধাতৃ + ঈ
আশাতীত = আশা + অতীত
আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ
আবিষ্কার = আবিঃ + কার
আবির্ভাব = আবিঃ + ভাব
অঙ্কিত = অঙ্ক + ইত
ধনিক = ধনি + এক
অত্যন্ত = অতি + অন্ত
অত্যাশ্চর্য = অতি + আশ্চর্য
অত্যাচার = অতি + আচার
অত্যধিক = অতি + অধিক
অতএব = অতঃ + এব
অতীব = অতি + ইব
অতীত = অতি + ইত
অত্যুক্তি = অতি + উক্তি
নদ্যম্বু = নদী + অম্বু
নদ্যাকার = নদী + আকার
নদম্বু = নদী + অম্বু
ন্যূন = নি + ঊন
ন্যায় = নি + আয়
ইচ্ছাধীন = ইচ্ছা + অধীন
নবোঢ়া = নব + ঊঢ়া
নরেন্দ্র = নর + ইন্দ্র
ইতোমধ্যে = ইতঃ + মধ্যে
নব্য = নব + য
নবান্ন = নব + অন্ন

নমস্কার = নমঃ + কার
নরাধম = নর + অধম
নয়ন = নে + অন
নাব্য = নৌ + য
নাগরিক = নগর + ষ্ণিক/ইক
নায়ক = নৈ + অক
নাবিক = নৌ + ইক
নাতবৌ = নাতি + বৌ
নীরোগ = নিঃ + রোগ
নীরদ = নিঃ + রদ
নীরব = নিঃ + রব
নীরস = নিঃ + রস
নীরিহ = নিঃ + ঈহ
নীলিমা = নীল + ইমন
ইত্যাকার = ইতি + আকার
ইত্যাদি = ইতি + আদি
ইতস্তত = ইতঃ + তত
পদস্খলন = পদঃ + স্খলন
পৃষ্ঠা = পৃষ্ + থা
পদ্ধতি = পদ্ + হতি
পরোপকার = পর + উপকার
পশ্চার্ধ = পশ্চাৎ + অর্ধ
পশ্চাধম = পশু + অধম
পবন = পো + অন
পর্যন্ত = পরি + অন্ত
পর্যালোচনা = পরি + আলোচনা
পরস্পর = পর + পর
পরমেশ = পরম + ঈশ
পরমৌষধ = পরম + ঔষধ
পরমাণু = পরম + অণু
পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা
ঈশ্বর = ঈশ্ + বর
পশ্বাচার = পশু + আচার
প্রচ্ছদ = প্র + ছদ
প্রত্যেক = প্রতি + এক

CamScanner

প্রশ্নাবলি = প্রশ্ন + আবলি
প্রাদুর্ভাব = প্রাদুঃ + ভাব
প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ
প্রত্যূষ = প্রতি + ঊষ
প্রত্যহ = প্রতি + অহ
প্রত্যাবর্তন = প্রতি + আবর্তন
প্রত্যাশা = প্রতি + আশা
প্রতীতি = প্রতি + ইতি
প্রতীক্ষা = প্রতি + ঈক্ষা
প্রত্যুপকার = প্রতি + উপকার
প্রত্যুত্তর = প্রতি + উত্তর
পাবক = পৌ + অক
পবিত্র = পো + ইত্র
পরিচ্ছদ = পরি + ছদ
পরিষ্কার = পরি + কার
পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ
পুনশ্চ = পুনঃ + চ
পুনরায় = পুনঃ + আয়
পুনরাধিকার = পুনঃ + অধিকার
পুনর্মিলন = পুনঃ + মিলন
পুরস্কার = পুরঃ + কার
পতঞ্জলি = পতৎ + অঞ্জলি
উদ্ঘাটন = উৎ + ঘাটন
উচ্চারণ = উৎ + চারণ
উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস
উচ্ছৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল
উদ্ধৃত = উৎ+হৃত
উদ্ধার = উৎ + হার
উদ্যোগ = উৎ + যোগ
উচ্ছেদ = উৎ + ছেদ
উল্লেখ = উৎ + লেখ
ফলোদয় = ফল + উদয়
উদ্বোধন = উৎ + বোধন
উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল
উন্নয়ন = উৎ + নয়ন

উন্নতি = উৎ + নতি
উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত
উপর্যুপরি = উপরি + উপরি
উত্তম = উদ্ + তম
উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
উত্থান = উৎ + স্থান
উত্থাপন = উৎ + স্থাপন
উল্লাস = উৎ + লাস
উদ্বৃত = উৎ + হৃত
উৎকৃষ্ট = উৎকৃষ্ + ত
উল্লিখিত = উৎ + লিখিত
ফণীন্দ্র = ফণী + ইন্দ্র
ফুলদানি = ফুল + দানি
ব্যর্থ = বি + অর্থ
ব্যাথাতুর = ব্যাথা + আতুর
বৃহদারণ্যক = বৃহৎ + আরণ্যক
বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি
বৃষ্টি = বৃষ্ + তি
বনৌষধি = বন + ওষধি
বয়োবৃদ্ধি = বয়ঃ + বৃদ্ধি
বজ্জাত = বদ্ + জাত
বধূৎসব = বধূ + উৎসব
বনস্পতি = বন্ + পতি
বকচ্ছপ = বক্ + কচ্ছপ
বসুন্ধরা = বসুম্ + ধরা
বহূর্ধ্ব = বহু + উর্ধ্ব
বর্জন = বৃজ + অন
বাঙ্ময় = বাক্ + ময়
বাঙ্গাল = বঙ্গ + আল
বারংবার = বারম্ + বার
বাগদান = বাক্ + দান
বাগাড়ম্বর = বাক্ + আড়ম্বর
বাগীশ = বাক্ + ঈশ
বুদ্ধ = বুধ্ + ত
বহ্ন্যুৎসব = বহ্নি + উৎসব
ভূর্ধ্ব = ভূ + উর্ধ্ব

ভবেশ = ভব + ঈশ
ভক্ত = ভজ্ + ত
ভবন = ভো + অন
ভাস্কর = ভাঃ + কর
ভাবুক = ভৌ + উক
ভক্তি = ভজ্ + তি
ভুক্ত = ভুজ্ + ত
মৃদঙ্গ = মৃৎ + অঙ্গ
মৃন্ময় = মৃৎ + ময়
মৃত্যুঞ্জয় = মৃত্যুম্ + জয়
মনোযোগ = মনঃ + যোগ
মনোরম = মনঃ + রম
মনোহর = মনঃ + হর
মহেশ = মহা + ঈশ
মহেশ্বর = মহা + ঈশ্বর
মহৌষধ = মহা + ঔষধ
মহৌষধি = মহা + ওষধি
মহোৎসব = মহা + উৎসব
মহৈশ্বর্য = মহা + ঐশ্বর্য
মতৈক্য = মত + ঐক্য
মনস্কামনা = মনঃ + কামনা
মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট
মনীষা = মনস্ + ঈষা
মরূদ্যান = মরু + উদ্যান
একচ্ছত্র = এক + ছত্র
একাদশ = এক্+ দশ
একত্রিত = একত্র + ইত
মস্যাধার = মসী + আধার
মহাশয় = মহা + আশয়
মহার্ঘ = মহা + অর্ঘ
মহর্ষি = মহা + ঋষি
মন্বন্তর = মনু + অন্তর
মার্তণ্ড = মার্ত + অণ্ড
মুক্ত = মুচ্ + ত
মুখচ্ছবি = মুখ+ছবি
মতানৈক্য = মত + অনৈক্য

যথার্থ = যথা + অর্থ
যথাযথ = যথা + যথ
যদ্যপি = যদি + অপি
যথেচ্ছা = যথা + ইচ্ছা
যথেষ্ট = যথা + ইষ্ট
যথোচিত = যথা + উচিত
যশোবন্ত = যশঃ + বন্ত
যশোলাভ = যশঃ + লাভ
যশোভিলাষ = যশঃ + অভিলাষ
যজ্ঞ = যজ্ + ন
ঐকান্তিক = একান্ত + ইক
ষষ্ঠ = ষষ্ + থ
ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র
যন্ত্র = যম্ + ত্র
যাচ্ছেতাই = যা + ইচ্ছা + তাই
যাবজ্জীবন = যাবৎ + জীবন
যাচ্ঞা = যাচ্ + না
ঐচ্ছিক = ইচ্ছা + ইক
ঐতিহ্য = ইতিহ্ + য
শুদ্ধোদন = শুদ্ধ + ওদন
শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা
রমেশ = রমা + ঈশ
রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র
রাঁধুনি = রাঁধ্ + উনি
রাজ্ঞী = রাজ্ + নী
রান্না = রাঁধ্ + না
রাজর্ষি = রাজা + ঋষি
রত্নাকর = রত্ন + আকর
লতৌষধি = লতা + ওষধি
লবণ = লো + অন
কথাচ্ছলে = কথা + ছলে
কথামৃত = কথা + অমৃত
কৃষ্টি = কৃষ্ + তি
স্বৈরিণী = স্ব + ঈরিণী
কথোপকথন = কথা + উপকথন
শতেক = শত + এক

শঙ্কা = শম্ + কা
কর্ত্রী = কর্তৃ + ঈ
শশাঙ্ক = শশ + অঙ্ক
শ্রবণ = শ্রু + অন
শ্রীশ = শ্রী + ঈশ
শয়ন = শে + অন
কটূক্তি = কটু + উক্তি
শাঁখারি = শাঁখা + আরি
কাঁচকলা = কাঁচা + কলা
শাবক = শৌ + অক
শান্ত = শাম্ + ত
শাঁখারি = শাঁখা + আরি
শীতার্ত = শীত + ঋত
কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা
কুলটা = কুল + অটা
ষষ্ঠ = ষষ্ + থ
ষড়ঋতু = ষট্ + ঋতু
ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র
ষড়জ = ষট্ + জ
ষড়ানন = ষট্ + আনন
ষণ্মাস = ষট্ + মাস
সদানন্দ = সদা/সৎ + আনন্দ
সদুপায় = সৎ + উপায়
সূর্যোদয় = সূর্য + উদয়
সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র
সম্বন্ধ = সম্ + বন্ধ
সম্মান = সম্ + মান
সদ্যোজাত = সদ্যঃ + জাত
সন্দেশ = সম্ + দেশ
গঙ্গোর্মি = গঙ্গা + উর্মি
গবেষণা = গো + এষণা
সরোবর = সরঃ + বর
সদৈব = সদা + এব
গঙ্গা = গম্ + গা
সজ্জন = সৎ + জন
সঞ্চয় = সম্ + চয়
সন্ন্যাস = সম্ + ন্যাস

গব্য = গো + য
গবাদি = গো + আদি
গবাক্ষ = গো + অক্ষ
সংস্কৃতি = সম্ + কৃতি
সংস্কার = সম্ + কার
সংশোধন = সম্ + শোধন
সংবাদ = সম্ + বাদ
সংযম = সম্ + যম
গন্তব্য = গম্ + তব্য
সন্তান = সম্ + তান
সন্তাপ = সম্ + তাপ
সংরক্ষা = সম্ + রক্ষা
সংরক্ষণ = সম্ + রক্ষণ
সংলাপ = সম্ + লাপ
সংকীর্ণ = সম্ + কীর্ণ
সংখ্যা = সম্ + খ্যা
সংসার = সম্ + সার
সংগীত = সম্ + গীত
সংহার = সম্ + হার
সংঘাত = সম্ + ঘাত
সপ্তাহ = সপ্ত + অহ
সপ্তর্ষি = সপ্ত + ঋষি
সংবিধান = সম্ + বিধান
সন্ধান = সম্ + ধান
সার্বভৌম = সর্বভূমি + ষ্ণ
গামছা = গা + মোছা
সান্নিধ্য = সন্নিধি + য
সদিচ্ছা = সৎ + ইচ্ছা
সচ্চিন্তা = সৎ + চিন্তা
সন্ধি = সম্ + ধি
সীমান্ত = সীমা + অন্ত
গীতি = গৈ + তি
সুবন্ত = সুপ্ + অন্ত
সুবাস্তু = সু + বাস্তু
হস্তাক্ষর = হস্ত + অক্ষর
ঘড়িয়াল = ঘড়ি + ইয়াল

CamScanner

শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ
চলৎশক্তি = চলৎ + শক্তি
চলচ্চিত্র = চলৎ + চিত্র
চয়ন = চে + অন
চান্দিন = চার + দিন
চুনারি = চুন + আরি
চতুষ্পদ = চতুঃ + পদ
চতুরঙ্গ = চতুঃ + অঙ্গ
ছাত্রাবাস = ছাত্র + আবাস
জলৌকা = জল + ওকা
জনৈক = জন্ + এক
জলাশয় = জল + আশয়
ঝঞ্ঝাট = ঝম্ + ঝাট
ঝরনা = ঝর্ + না
দিগন্ত = দিক্ + অন্ত
দিগনির্ণয় = দিক্ + নির্ণয়
দিগ্বিজয় = দিক্ + বিজয়
দিগ্বিদিক = দিক্ + বিদিক্
নিন্দুক = নিন্দা + উক
নিষ্কর = নিঃ + কর
নিশ্চয় = নিঃ + চয়
নির্মাণ = নিঃ + মান
নিরবধি = নিঃ + অবধি
নিরাময় = নিঃ + আময়
নিরাকার = নিঃ + আকার
নিরীক্ষণ = নিঃ + ঈক্ষণ
নিকৃষ্ট = নিঃ + কৃষ্ট
নিগ্রহ = নিঃ + গ্রহ
নিষ্ফল = নিঃ + ফল
নির্জন = নিঃ + জন
নিশ্চিন্ত = নিঃ + চিন্ত
নিশ্ছিদ্র = নিঃ + ছিদ্র
পিত্রর্থ = পিতৃ + অর্থ
পিত্রালয় = পিতৃ + আলয়
প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ + বদা
বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয়

বিদ্যার্জন = বিদ্যা + অর্জন
বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
বিশেষজ্ঞ = বিশেষ + অজ্ঞ
বিপচ্ছায়া = বিপদ+ছায়া
বিপজ্জাল = বিপদ + জাল
বিচ্ছিন্ন = বি + ছিন্ন
মিশকালো = মিশি + কালো
মিশকাল = মিশি + কাল
লিঙ্গান্তর = লিঙ্গ + অন্তর
কিম্ভূত = কিম্ + ভূত
শিল্পোন্নত = শিল্প + উন্নত
শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ
শিরঃপীড়া = শিরঃ + পীড়া
কিন্তু = কিম্ + তু
কিঞ্চিৎ = কিম্ + চিৎ
সিংহাসন = সিংহ + আসন
হিতৈষী = হিত + ঐষী
হিমালয় = হিম + আলয়
হিমাদ্রি = হিম + অদ্রি
হিমার্ত = হিম + ঋত
হিংসা = হিন্ + সা
চিত্তৌদার্য = চিত্ত + ঔদার্য
ণিজন্ত = ণিচ্ + অন্ত
ক্ষিতীশ = ক্ষিতি + ঈশ
ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত
ক্ষণিক = ক্ষণ + ইক
ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধ্ + পিপাসা
ক্ষুব্ধ = ক্ষুভ্ + ত
ক্ষুন্নিবৃত্তি = ক্ষুৎ + নিবৃত্তি
তদ্রূপ = তৎ + রূপ
তদবধি = তৎ + অবধি
তদন্ত = তৎ + অন্ত
তস্কর = তৎ +কর
তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত
তপোবন = তপঃ + বন
ততোধিক = ততঃ + অধিক

তথৈব = তথা + এব
তথৈবচ = তথা + এবচ
তজ্জন্য = তদ্ + জন্য
তন্মধ্যে = তৎ + মধ্যে
তন্বী = তনু + ঈ
তদ্ধিত = তদ্ + হিত

২০২৪

সংযম = সম্ + যম
উত্থান = উৎ + স্থান
দুর্যোগ = দুঃ + যোগ
দিগন্ত = দিক্ + অন্ত
গবেষণা = গো + এষণা
সংরক্ষণ = সম্ + রক্ষণ
স্বাগত = সু + আগত
নবান্ন = নব + অন্ন
হিমালয় = হিম + আলয়
সজ্জন = সৎ + জন
একচ্ছত্র = এক + ছত্র
স্বচ্ছন্দ = স্ব + ছন্দ
তদবধি = তৎ + অবধি
সংসার = সম্ + সার
মহর্ষি = মহা + ঋষি
ষোড়শ = ষট্ + দশ
তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত
স্বল্প = সু + অল্প
নিশ্চয় = নিঃ + চয়
শতেক = শত + এক
মনোযোগ = মনঃ + যোগ
উল্লাস = উৎ + লাস
কর্ম = কৃ + ম
চুনারি = চুন্ + আরি
উন্নত = উৎ + নত
তপোবন = তপঃ + বন
অত্যুক্তি = অতি + উক্তি

CamScanner

সঞ্চয় = সম্ + চয়
আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ
শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা
অন্যান্য = অন্য + অন্য
নিরাময় = নিঃ + আময়
উদ্যোগ = উৎ + যোগ
উল্লাস = উৎ + লাস
প্রত্যাবর্তন = প্রতি + আবর্তন
গত্র্যন্তর = গতি + অন্তর
মরূদ্যান = মরু + উদ্যান
ভূর্ধ্ব = ভূ + ঊর্ধ্ব
অভ্যুত্থান = অভি + উত্থান
সন্তাপ = সম্ + তাপ
তন্মধ্যে = তৎ + মধ্যে
শঙ্কা = শম্ + কা
গোষ্পদ = গো + পদ
ভাস্কর = ভাঃ + কর
সংহার = সম্ + হার
ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র
বৃষ্টি = বৃষ্ + তি
অহরহ = অহঃ + অহ
বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয়
নীরোগ = নিঃ + রোগ
সংবাদ = সম্ + বাদ
উল্লেখ = উৎ + লেখ
নিষ্কর = নিঃ + কর
অদ্ভুত = অৎ + ভূত
বনস্পতি = বন্ + পতি
অন্বেষণ = অনু +এষণ
বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
গবাক্ষ = গো + অক্ষ
পুরস্কার = পুরঃ + কার
নাবিক = নৌ + ইক
পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা

মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট
তচ্ছবি = তদ্ + ছবি
উজ্জীবন = উৎ + জীবন
মৃন্ময় = মৃৎ + ময়
সম্পদ = সম্ + পদ
কৃষ্টি = কৃষ্ + তি
সর্বংসহা = সর্বম্ + সহা
দংশন = দম্ + শন
শয়ন = শে + অন
পুনরায় = পুনঃ + আয়
উচ্চারণ = উৎ + চারণ
চলচ্চিত্র = চলৎ + চিত্র
উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল
সন্দর্শন = সম্ + দর্শন
কথোপকথন = কথা + উপকথন
তন্বী = তনু + ঈ
অত্যন্ত = অতি + অন্ত
জলোচ্ছ্বাস = জল + উচ্ছ্বাস
আশ্চর্য = আ + চর্য
বিদ্যোৎসাহী = বিদ্যা + উৎসাহী
বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি
সদুপায় = সৎ + উপায়
গায়ক = গৈ + অক
ইত্যাদি = ইতি + আদি
ষষ্ঠ = ষষ্ + থ
পুনর্মিলন = পুনঃ + মিলন
ণিজন্ত = নিচ্ + অন্ত
সানুনাসিক = স + অনুনাসিক
সংস্কার = সম্ + কার
রত্নাকর = রত্ন + আকর
মহার্ঘ = মহা + অর্ঘ
জলৌকা = জল + ওকা
তস্কর = তৎ + কর
পিত্রালয় = পিতৃ + আলয়

উচ্ছেদ = উৎ+ ছেদ
গতানুগতিক = গত + অনুগতিক
শুদ্ধোদন = শুদ্ধ + ওদন
প্রত্যূষ = প্রতি + ঊষ
ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধ্ + পিপাসা
দুর্গতি = দুঃ + গতি
মিথ্যুক = মিথ্যা + উক
সংশয় = সম্ + শয়
ষড়ানন = ষট্ + আনন
ক্ষণিক = ক্ষণ + ইক
দাবানল = দাব + অনল
শঙ্খ = শম্ + খ
পদ্ধতি = পদ্ + হতি
হিংসা = হিন্ + সা
স্বাধীন = স্ব + অধীন
দেবর্ষি = দেব + ঋষি
যদ্যপি = যদি + অপি
সংবিধান = সম্ + বিধান
অধ্যক্ষ = অধি + অক্ষ
যথাযথ = যথা + যথ
ভক্ত = ভজ্ + ত
অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা
বৈজ্ঞানিক = বিজ্ঞান + ইক
প্রাণান্ত = প্রাণ + অন্ত
বসুন্ধরা = বসুম্ + ধরা
প্রৌঢ় = প্র + ঊঢ়
ততোধিক = ততঃ + অধিক
কটূক্তি = কটু + উক্তি
আশাতীত = আশা + অতীত
পতঞ্জলি = পতৎ + অঞ্জলি
উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত
পরিষ্কার = পরি + কার
প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ + বদা
বাগদান = বাক্ + দান

CamScanner

বরঞ্চ	= বরম্ + চ
তথৈবচ	= তথা + এবচ
তিরোধান	= তিরঃ + ধান
নীরস	= নিঃ + রস
যথেচ্ছা	= যথা + ইচ্ছা
নরাধম	= নর + অধম
ছাত্র	= ছত্র + অ
সংকল্প	= সম্ + কল্প
উৎকৃষ্ট	= উৎকৃষ্ + ত
সন্তান	= সম্ + তান
মস্যাধার	= মসী + আধার
একোন	= এক + ঊন
কুলটা	= কুল + অটা
রক্তোষ্ঠ	= রক্ত + ওষ্ঠ
প্রত্যাশা	= প্রতি + আশা
অর্ধেক	= অর্ধ + এক
তিরস্কার	= তিরঃ + কার
পরিচ্ছেদ	= পরি + ছেদ
অগ্রাধিকার	= অগ্র + অধিকার
অতীত	= অতি + ইত
শশাঙ্ক	= শশ + অঙ্ক
সদৈব	= সদা + এব
আচ্ছন্ন	= আ + ছন্ন
রাজ্ঞী	= রাজ্ + নী
গবেশ্বর	= গো + ঈশ্বর
পবন	= পো + অন
সন্ধি	= সম্ + ধি
দৈনিক	= দিন + এক
তন্নিমিত্ত	= তদ্ + নিমিত্ত
যাবজ্জীবন	= যাবৎ + জীবন
তিরোভাব	= তিরঃ + ভাব
মনীষা	= মনস্ + ঈষা
চতুষ্পদ	= চতুঃ + পদ
প্রাতঃরাশ	= প্রাতঃ + আশ

রাজর্ষি	= রাজা + ঋষি
সংযত	= সম্ + যত
বিপচ্চয়	= বিপদ + চয়
ধনুষ্টঙ্কার	= ধনুঃ + টঙ্কার
দুষ্কর	= দুঃ + কর
উদ্বন্ধন	= উৎ + বন্ধন
পুনরাবৃত্তি	= পুনঃ+আবৃত্তি
দুষ্পাচ্য	= দুঃ + পাচ্য
পাবক	= পৌ + অক
ষড়ঋতু	= ষট্ + ঋতু
নবোঢ়া	= নব + ঊঢ়া
সংস্কৃতি	= সম্ + কৃতি
মতৈক্য	= মত + ঐক্য
দুর্ভিক্ষ	= দুঃ + ভিক্ষ
উচ্ছ্বাস	= উৎ + শ্বাস
কুসুমাস্তীর্ণ	= কুসুম + আস্তীর্ণ
জ্যোতির্ময়	= জ্যোতিঃ + ময়
উন্নতি	= উৎ + নতি
যথেষ্ট	= যথা + ইষ্ট
আবিষ্কার	= আবিঃ + কার
ক্ষুধার্ত	= ক্ষুধা + ঋত
গ্রন্থাগার	= গ্রন্থ + আগার
অভীপ্সা	= অভি + ঈপ্সা
একত্রিত	= একত্র + ইত
অধমর্ণ	= অধম + ঋণ
অক্ষৌহিণী	= অক্ষ + উহিনী
প্রচ্ছদ	= প্র + ছদ
বহিষ্কৃত	= বহিঃ + কৃত
যশোচ্ছা	= যশঃ + ইচ্ছা
ভক্তি	= ভজ্ + তি
কথামৃত	= কথা + অমৃত
নীলোৎপল	= নীল + উৎপল
উপর্যুপরি	= উপরি + উপরি
স্বীয়	= স্ব + ঈয়

কথাচ্ছলে	= কথা + ছলে
সচ্চিন্তা	= সৎ + চিন্তা
উত্থাপন	= উৎ + স্থাপন
গৃহোর্ধ্ব	= গৃহ + উর্ধ্ব
যজ্ঞ	= যজ্ + ন
স্বৈর	= স্ব + ঈর
অন্তর্লীন	= অন্তঃ + লীন
মাত্রন্তপদেশ	= মাতৃ + উপদেশ
দুগ্ধ	= দুহ্ + ত
শারঙ্গ	= শার + অঙ্গ
বৃহস্পতি	= বৃহৎ + পতি
পুনরুক্ত	= পুনঃ + উক্ত
হরিশ্চন্দ্র	= হরিঃ + চন্দ্র
বিমুগ্ধ	= বিমুহ্ + ত
কিন্নর	= কিম্ + নর
আকৃষ্ট	= আকৃষ্ + ত
শ্রবণ	= শ্রু + অন
চার্বাক	= চারু + বাক
নাতবৌ	= নাতি + বৌ
বিচ্ছিন্ন	= বিঃ + ছিন্ন
সম্রাট	= সম্ + রাট
বাচস্পতি	= বাচঃ + প্রতি
হিতাহিত	= হিত + অহিত
বহূর্ধ্ব	= বহু + উর্ধ্ব
নিষ্ঠা	= নিঃ + ঠা
অন্তর্ধান	= অন্তঃ + ধান
স্বেচ্ছা	= স্ব + ইচ্ছা
অলঙ্কার	= অলম্ + কার
নদ্যম্বু	= নদী + অম্বু
দ্বৈপায়ন	= দ্বীপ + আয়ন
দর্শক	= দৃশ্ + অক
দুর্নীতি	= দুঃ + নীতি
প্রত্যহ	= প্রতি + অহ
অহংকার	= অহম্ + কার

CamScanner

নমুনা প্রশ্ন

১. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (সমবায় অধিদপ্তর-২০১১/পরিদর্শক/সরেজমিনে তদন্তকারী) ৫

ক) বিপচ্ছায়া খ) মার্তণ্ড গ) শুদ্ধোদন ঘ) প্রৌঢ় ঙ) সংখ্যা

২. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি-২০১২/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ৫

ক) গায়ক খ) সংস্কার গ) কুজ্ঝটিকা ঘ) পরীক্ষা ঙ) প্রত্যহ

৩. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (মৎস অধিদপ্তর-২০১৮/কম্পিউটার অপারেটর) ৫

ক) সংসার খ) পরীক্ষা গ) বিদ্যালয় ঘ) প্রত্যুত্তর ঙ) চলচ্চিত্র

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন-২০১৯/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ক্যাশিয়ার) ৫

ক) অন্তর্ধান খ) ঐতিহ্য গ) ঝরনা ঘ) প্রিয়ংবদা ঙ) সদ্যোজাত

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-২০১৯/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ৫

ক) উচ্চারণ খ) অন্তর্ভুক্ত গ) অন্বেষণ ঘ) যাবজ্জীবন ঙ) সপ্তর্ষি

৬. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়-২০২০/ফটোকপি অপারেটর/টেলিফোন অপারেটর) ৪

ক) পরিচ্ছেদ খ) লবণ গ) বৃহস্পতি ঘ) দুর্যোগ

৭. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-২০২০/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ৫

ক) পতঞ্জলি খ) রাজ্ঞী গ) যজ্ঞ ঘ) ক্ষুৎপিপাসা ঙ) সুবন্ত

৮. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (খাদ্য মন্ত্রণালয়-২০২০/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর) ৫

ক) প্রেষণ খ) পুনরায় গ) ণিজন্ত ঘ) গঙ্গোর্মি ঙ) তন্ময়

৯. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-২০২০/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর) ৫

ক) বৃষ্টি খ) মস্যাধার গ) অন্বয় ঘ) শীতার্ত ঙ) সঞ্চয়

১০. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (সমাজসেবা অধিদপ্তর-২০২১/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ৫

ক) দুর্যোগ খ) গোষ্পদ গ) পুনরায় ঘ) শঙ্কা ঙ) যাচ্ছেতাই

১১. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-২০২১/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ৫

ক) তন্মধ্যে খ) ষষ্ঠ গ) প্রচ্ছদ ঘ) সংখ্যা ঙ) উচ্চারণ

১২. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো-২০২২/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ৫

ক) প্রত্যেক খ) মহৌষধ গ) বধূৎসব ঘ) সংযম ঙ) নাবিক

১৩. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (তথ্য অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়-২০২২/ অফিস সহায়ক) ৫

ক) ষষ্ঠ খ) সঞ্চয় গ) শীতার্ত ঘ) বনৌষধি ঙ) নায়ক

১৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-২০২৩/ ক্যাশিয়ার) ৫

ক) প্রত্যক্ষ **খ) কৃষ্টি** গ) পাবক ঘ) পদ্ধতি ঙ) দ্যুলোক

১৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-২০২৪/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পি. অপা.) ৫

ক) তৃষ্ণার্ত **খ) যথেচ্ছা** গ) একচ্ছত্র ঘ) আশ্চর্য ঙ) অত্যুক্তি

CamScanner

২

সমাস

সমাস: সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। সমাস শব্দ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

- সমাস প্রধানত ছয় প্রকার: দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।
  - এছাড়াও প্রাদি, নিত্য, অলুক ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। (বাংলা ভাষার ব্যাকরণ/শিক্ষাবর্ষ-২০২০)
- সমাজ মূলত চার প্রকার। যথা: দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি (বাংলা ভাষার ব্যাকরণ/শিক্ষাবর্ষ-২০২১)
  - এখানে, দ্বিগু সামাসকে কর্মধারয় এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যেমন, চৌরাস্তা হচ্ছে দ্বিগু কর্মধারয় সমাস।

সমস্ত পদ	সমাস প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্ত পদ। যেমন- সিংহাসন, রাজকুমার, পঙ্কজ ইত্যাদি।
সমস্যমান পদ	সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে। যেমন- সিংহ, আসন, রাজা, কুমার, পঙ্কে- এগুলো হচ্ছে এক একটি সমস্যমান পদ।
ব্যাসবাক্য	সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম ব্যাসবাক্য/সমাসবাক্য/বিগ্রহবাক্য। যেসব শব্দ দিয়ে সমস্তপদকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে ব্যাসবাক্য বলে। সিংহ চিহ্নিত আসন, রাজার কুমার, পঙ্কে জন্মে যা- এগুলো হচ্ছে ব্যাসবাক্য।

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

দ্বন্দ্ব সমাস

তাল-তমাল	=	তাল ও তমাল
দোয়াত-কলম	=	দোয়াত ও কলম
মাতাপিতা	=	মাতা ও পিতা
মা-বাপ	=	মা ও বাপ
মাসি-পিসি	=	মাসি ও পিসি
জ্বিন-পরি	=	জ্বিন ও পরি
চা-বিস্কুট	=	চা ও বিস্কুট
দা-কুমড়া	=	দা ও কুমড়া
অহি-নকুল	=	অহি ও নকুল
স্বর্গ-নরক	=	স্বর্গ ও নরক
আয়-ব্যয়	=	আয় ও ব্যয়
জমা-খরচ	=	জমা ও খরচ
ছোট-বড়	=	ছোট ও বড়
ছেলে-বুড়ো	=	ছেলে ও বুড়ো
লাভ-লোকসান	=	লাভ ও লোকসান
হাত-পা	=	হাত ও পা
নাক-কান	=	নাক ও কান
বুক-পিঠ	=	বুক ও পিঠ
মাথা-মন্ডু	=	মাথা ও মন্ডু
নাক-মুখ	=	নাক ও মুখ
সাত-পাঁচ	=	সাত ও পাঁচ
নয়-ছয়	=	নয় ও ছয়
সাত-সতের	=	সাত ও সতের
উনিশ-বিশ	=	উনিশ ও বিশ
হাট-বাজার	=	হাট ও বাজার
ঘর-দুয়ার	=	ঘর ও দুয়ার
কল-কারখানা	=	কল ও কারখানা
মোল্লা-মৌলভি	=	মোল্লা ও মৌলভি
খাতা-পত্র	=	খাতা ও পত্র
কাপড়-চোপড়	=	কাপড় ও চোপড়
পোকা-মাকড়	=	পোকা ও মাকড়
দয়া-মায়া	=	দয়া ও মায়া
ধূতি-চাদর	=	ধূতি ও চাদর
যা-তা	=	যা ও তা
যে-সে	=	যে ও সে
যথা-তথা	=	যথা ও তথা

CamScanner

তুমি-আমি = তুমি ও আমি
এখানে-সেখানে = এখানে ও সেখানে
দেখা-শোনা = দেখা ও শোনা
যাওয়া-আসা = যাওয়া ও আসা
চলা-ফেরা = চলা ও ফেরা
দেওয়া-থোওয়া = দেওয়া ও থোওয়া
ধীরে-সুস্থে = ধীরে ও সুস্থে
আগে-পাছে = আগে ও পাছে
আকারে-ইঙ্গিতে = আকারে ও ইঙ্গিতে
ভালো-মন্দ = ভালো ও মন্দ
কম-বেশি = কম ও বেশি
আসল-নকল = আসল ও নকল
বাকি-বকেয়া = বাকি ও বকেয়া

অলুক দ্বন্দ্ব

দুধে-ভাতে = দুধে ও ভাতে
জলে-স্থলে = জলে ও স্থলে
দেশে-বিদেশে = দেশে ও বিদেশে
হাতে-কলমে = হাতে ও কলমে

বহুপদী দ্বন্দ্ব

সাহেব-বিবি-গোলাম = সাহেব, বিবি ও গোলাম
হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ = হাত, পা, নাক, মুখ ও চোখ

কর্মধারয় সমাস

নীলপদ্ম = নীল যে পদ্ম
শান্তশিষ্ট = শান্ত অথচ শিষ্ট/যে শান্ত সে শিষ্ট
কাঁচামিঠা = কাঁচা অথচ মিঠা/যা কাঁচা তাই মিঠা
চালক-চতুর = যে চালাক সেই চতুর
জজ সাহেব = যিনি জজ তিনিই সাহেব
ধোয়ামোছা = আগে ধোয়া পরে মোছা
সুন্দরলতা = সুন্দরী যে লতা
মহাকীর্তি = মহতী যে কীর্তি
মহাজ্ঞান = মহৎ যে জ্ঞান
মহানবি = মহান যে নবি
কদর্থ = কু যে অর্থ
কদাচার = কু যে আচার
মহারাজ = মহান যে রাজা
আলুসিদ্ধ = সিদ্ধ যে আলু
নরাধম = অধম যে নর
গোলাপফুল = গোলাপ নামের ফুল
খাসজমি = খাস যে জমি
বেগুনভাজা = ভাজা যে বেগুন
চিতসাঁতার = চিত যে সাঁতার
টাকমাথা = টাক যে মাথা

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সিংহাসন = সিংহ চিহ্নিত আসন
সাহিত্যসভা = সাহিত্য বিষয়ক সভা
স্মৃতিসৌধ = স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ
ঘিভাত = ঘি মাখানো ভাত
হাতঘড়ি = হাতে পরা হয় যে ঘড়ি
বিজয়-পতাকা = বিজয় নির্দেশক পতাকা
ঘরজামাই = ঘরে আশ্রিত জামাই

উপমান কর্মধারয়

ভ্রমরকৃষ্ণকেশ = ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ
তুষারশুভ্র = তুষারের ন্যায় শুভ্র
অরুণরাঙা = অরুণের ন্যায় রাঙা
কাজলকালো = কাজলের ন্যায় কালো
শশব্যস্ত = শশের মতো ব্যস্ত

উপমিত কর্মধারয়

চন্দ্রমুখ = মুখ চন্দ্রের ন্যায়
সিংহপুরুষ = পুরুষ সিংহের ন্যায়
পদ্মআঁখি = আঁখি পদ্মের ন্যায়

রূপক কর্মধারয়

ক্রোধানল = ক্রোধ রূপ অনল
বিষাদসিন্ধু = বিষাদ রূপ সিন্ধু
মনমাঝি = মন রূপ মাঝি

বিবিধ

কুকর্ম = কু যে কর্ম
সেকাল = সে যে কাল
একাল = এ যে কাল
একজন = এক যে জন
দোতলা = দু যে তলা *
বিকাল = বি যে কাল
সকাল = স যে কাল
বিদেশ = বি যে দেশ
বেসুর = বে যে সুর

CamScanner

তৎপুরুষ সমাস (তৎপুরুষ সমাস ৯ প্রকার)

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

দুঃখপ্রাপ্ত = দুঃখকে প্রাপ্ত
বিপদাপন্ন = বিপদকে আপন্ন
পরলোকগত = পরলোকে গত
চিরসুখী = চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী
গা-ঢাকা = গাকে ঢাকা
রথদেখা = রথকে দেখা
বীজবোনা = বীজকে বোনা
ভাতরাঁধা = ভাতকে রাঁধা
ছেলে-ভুলানো = ছেলেকে ভুলানো
নভেল-পড়া = নভেলকে পড়া

তৃতীয়া তৎপুরুষ

মনগড়া = মন দিয়ে গড়া
শ্রমলব্ধ = শ্রম দ্বারা লব্ধ
মধুমাখা = মধু দিয়ে মাখা
একোন = এক দ্বারা উন
বিদ্যাহীন = বিদ্যা দ্বারা হীন
জ্ঞানশূন্য = জ্ঞান দ্বারা শূন্য
পাঁচ কম = পাঁচ দ্বারা কম
স্বর্ণমণ্ডিত = স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত
হীরকখচিত = হীরক দ্বারা খচিত
চন্দনচর্চিত = চন্দন দ্বারা চর্চিত
রত্নশোভিত = রত্ন দ্বারা শোভিত
চিনিপাতা = চিনি দিয়ে পাতা
মধুমাখা = মধু দিয়ে মাখা

অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ

তেলেভাজা = তেলে ভাজা
কলেছাঁটা = কলে ছাঁটা
তাঁতেবোনা = তাঁতে বোনা
মায়েখেদানো = মায়ে খেদানো
পোকায়কাটা = পোকায় কাটা
হাতেকাটা = হাতে কাটা

চতুর্থী তৎপুরুষ

গুরুভক্তি = গুরুকে ভক্তি
আরামকেদারা = আরামের জন্য কেদারা
বসতবাড়ি = বসতের নিমিত্ত বাড়ি
বিয়েপাগলা = বিয়ের জন্য পাগলা
ছাত্রাবাস = ছাত্রের জন্য আবাস
ডাকমাশুল = ডাকের জন্য মাশুল
চোষকাগজ = চোষের জন্য কাগজ
শিশুমঙ্গল = শিশুর জন্য মঙ্গল
মুসাফিরখানা = মুসাফিরের জন্য খানা
হজ্বযাত্রা = হজ্বের জন্য যাত্রা
মালগুদাম = মালের জন্য গুদাম
রান্নাঘর = রান্নার জন্য ঘর
মাপকাঠি = মাপ দেওয়ার জন্য কাঠি
বালিকা-বিদ্যালয় = বালিকার জন্য বিদ্যালয়
পাগলাগারদ = পাগলের জন্য গারদ

পঞ্চমী তৎপুরুষ

খাঁচাছাড়া = খাঁচা থেকে ছাড়া
বিলাতফেরত = বিলাত থেকে ফেরত
স্কুলপালানো = স্কুল থেকে পালানো
জেলমুক্ত = জেল থেকে মুক্ত
জেলখালাস = জেল থেকে খালাস
বোঁটাখসা = বোঁটা থেকে খসা
আগাগোড়া = আগা থেকে গোড়া
পাপমুক্ত = পাপ থেকে মুক্ত
ঋণমুক্ত = ঋণ থেকে মুক্ত
পরাণপ্রিয় = পরাণের চেয়ে প্রিয়
আগাগোড়া = আগা থেকে গোড়া
গ্রামছাড়া = গ্রাম থেকে ছাড়া

ষষ্ঠী তৎপুরুষ

চাবাগান = চায়ের বাগান
রাজপুত্র = রাজার পুত্র
খেয়াঘাট = খেয়ার ঘাট
ছাত্রসমাজ = ছাত্রদের সমাজ
দেশসেবা = দেশের সেবা
দিল্লীশ্বর = দিল্লীর ঈশ্বর
বাঁদরনাচ = বাঁদরের নাচ
পাটক্ষেত = পাটের ক্ষেত
ছবিঘর = ছবির ঘর
ঘোড়দৌড় = ঘোড়ার দৌড়
শ্বশুরবাড়ি = শ্বশুরের বাড়ি
বিড়ালছানা = বিড়ালের ছানা
গজনীরাজ = গজনীর রাজা
রাজপুত্র = রাজার পুত্র
পিতৃধন = পিতার ধন
মাতৃসেবা = মাতার সেবা
ভ্রাতৃস্নেহ = ভ্রাতার স্নেহ
পুত্রবধূ = পুত্রের বধূ
পত্নীসহ = পত্নীর সহ
কন্যাসহ = কন্যার সহ

CamScanner

সহোদরপ্রতিম/
সোদরপ্রতিম = সহোদরের প্রতিম
পূর্বাহ্ণ = অহ্নের পূর্বভাগ
ছাত্রবৃন্দ = ছাত্রের বৃন্দ
গুণগ্রাম = গুণের গ্রাম
হস্তীযূথ = হস্তীর যূথ
অর্ধপথ = পথের অর্ধ
অর্ধদিন = দিনের অর্ধ
মৃগশিশু = মৃগীর শিশু
ছাগদুগ্ধ = ছাগীর দুগ্ধ
রাজপথ = পথের রাজা
রাজহাঁস = হাঁসের রাজা

অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ

ঘোড়ারডিম = ঘোড়ার ডিম
মাটিরমানুষ = মাটির মানুষ
হাতেরপাঁচ = হাতের পাঁচ
মামারবাড়ি = মামার বাড়ি
সাপেরপা = সাপের পা
মনেরমানুষ = মনের মানুষ
কলেরগান = কলের গান
ভ্রাতুষ্পুত্র = ভ্রাতার পুত্র

সপ্তমী তৎপুরুষ

গাছপাকা = গাছে পাকা
দিবানিদ্রা = দিবায় নিদ্রা
বাকপটু = বাকে পটু
গোলাভরা = গোলায় ভরা
তালকানা = তালে কানা
অকালমৃত্যু = অকালে মৃত্যু
বিশ্ববিখ্যাত = বিশ্বে বিখ্যাত
ভোজনপটু = ভোজনে পটু
দানবীর = দানে বীর
বাক্সবন্দি = বাক্সে বন্দি
বস্তাপচা = বস্তায় পঁচা
রাতকানা = রাতে কানা
মনমরা = মনে মরা
ভূতপূর্ব = পূর্বে ভূত
অশ্রুতপূর্ব = পূর্বে অশ্রুত
অদৃষ্টপূর্ব = পূর্বে অদৃষ্ট

নঞ তৎপুরুষ

অনাচার = ন আচার
অকাতর = ন কাতর
অনাদর = ন আদর
নাতিদীর্ঘ = ন (নয়) অতি দীর্ঘ
নাতিখর্ব = নয় অতিখর্ব
অভাব = ন ভাব
বেতাল = ন তাল
অকাল/আকাল = ন কাল
অধোয়া = নয় ধোয়া
নামঞ্জুর = নয় মঞ্জুর
অকেজো = নয় কেজো
অজানা = নাই জানা
অচেনা = ন চেনা
আলুনি = ন লুনি/ (লবনের অভাব- অব্যয়ীভাব সমাস)
নাছোড় = নয় ছোড়
অনাবাদী = নয় আবাদী
নাবালক = নয় বালক
অবিশ্বাস = ন বিশ্বাস
অলৌকিক = ন লৌকিক
অকেশা = ন কেশা
অসুর = ন সুর
অকাল = ন কাল
অঘাট = ন ঘাট
অমানুষ = ন মানুষ
অসঙ্গত = ন সঙ্গত
অভদ্র = ন ভদ্র
অনন্য = ন অন্য
অগম্য = ন গম্য

উপপদ তৎপুরুষ

জলচর = জলে চরে যে
জলদ = জল দেয় যে
পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যে
গৃহস্থ = গৃহে থাকে যে
সত্যবাদী = সত্য বলে যে
ইন্দ্রজিৎ = ইন্দ্রকে জয় করেছে যে
ছেলেধরা = ছেলে ধরে যে
ধামাধরা = ধামা ধরে যে
পকেটমার = পকেট মারে যে
পাতাচাটা = পাতা চাটে যে
হাড়ভাঙ্গা = হাড় ভাঙ্গে যে
মাছিমারা = মাছি মারে যে
ছারপোকা = ছার পোকে যে

CamScanner

ঘরপোড়া = ঘর পোড়ে যে
বর্ণচোরা = বর্ণ চুরি করে যে
গলাকাটা = গলা কাটে যে
পা-চাটা = পা চাটে যে
পাড়াবেড়ানি = পাড়া বেড়ায় যে
ছা-পোষা = ছা পোষে যে

অলুক তৎপুরুষ

গায়েপড়া = গায়ে পড়া
ঘিয়েভাজা = ঘিয়ে ভাজা
কলেছাঁটা = কলে ছাঁটা
কলেরগান = কলের গান
গরুরগাড়ি = গরুর গাড়ি

বহুব্রীহি সমাস (বহুব্রীহি সমাস ৮ প্রকার)

বহুব্রীহি = বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার
আয়তলোচনা = আয়ত লোচন যার
মহাত্মা = মহান আত্মা যার
স্বচ্ছসলিলা = স্বচ্ছ সলিল যার
নীলবসনা = নীল বসন যার
স্থিরপ্রতিজ্ঞ = স্থির প্রতিজ্ঞা যার
ধীরবুদ্ধি = ধীর বুদ্ধি যার
সবান্ধব = বান্ধবসহ বর্তমান
সহোদর = সহ উদর যার
সজল = জলের সঙ্গে বর্তমান
সফল = ফলের সঙ্গে বর্তমান
সদর্প = দর্পের সঙ্গে বর্তমান
সলজ্জ = লজ্জার সঙ্গে বর্তমান
সকল্যাণ = কল্যাণের সঙ্গে বর্তমান
নদীমাতৃক = নদী মাতা যার
বিপত্নীক = বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার
সস্ত্রীক = স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান
অপুত্রক = নেই পুত্র যার
কমলাক্ষ = কমলের ন্যায় অক্ষি যার
পদ্মনাভ = পদ্ম নাভিতে যার
উর্ণনাভ = উর্ণা নাভিতে যার
যুবজানি = যুবতী জায়া যার
চন্দ্রচূড় = চন্দ্র চূড়া যার
বিচিত্রকর্মা = বিচিত্র কর্ম যার
সহকর্মী = সমান কর্মী যে
সমবর্ণ = সমান বর্ণ যার
সহোদর = সমান উদর যাদের
সুগন্ধি = সুগন্ধ যার
পদ্মগন্ধি = পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার
মৎস্যগন্ধা = মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

হতশ্রী = হত হয়েছে শ্রী যার
খোশমেজাজ = খোশ মেজাজ যার
হৃতসর্বস্ব = হৃত হয়েছে সর্বস্ব যার
উচ্চশির = উচ্চ শির যার
পীতাম্বর = পীত অম্বর যার

নীলকণ্ঠ = নীল কণ্ঠ যার
জবরদস্তি = জবরদস্তি স্বভাব যার
সুশীল = সু শীল যার
সুশ্রী = সু শ্রী যার
বদবখ্‌ত = বদ বখ্‌ত যার
কমবখ্‌ত = কম বখ্‌ত যার
একগুঁয়ে = এক গোঁ যার
লালপেড়ে = লাল পাড় যে শাড়ির

ব্যধিকরণ বহুব্রীহি

আশীবিষ = আশীতে(দাঁতে) বিষ যার
কথাসর্বস্ব = কথা সর্বস্ব যার
দু কানকাটা = দুই কান কাটা যার
বোঁটাখসা = বোঁটা খসেছে যার
ছা-পোষা = ছা পোষা যার
পা-ছাটা = পা ছাটে যে
পাতা-চাটা = পাতা চাটে যে
পাতাছেঁড়া = পাতা ছেঁড়ে যে
ধামাধরা = ধামা ধরে যে
গোঁফখেজুরে = গোঁফে খেজুর যার

ব্যতিহার বহুব্রীহি

হাতাহাতি = হাতে হাতে যে যুদ্ধ
কানাকানি = কানে কানে যে কথা
চুলাচুলি = চুল টেনে টেনে যে দ্বন্দ্ব
কাড়াকাড়ি = কাড়িতে কাড়িতে যে ক্রিয়া
গলাগলি = গলায় গলায় যে মিলন
দেখাদেখি = দেখায় দেখায় যে ক্রিয়া
কোলাকুলি = কোলে কোলে যে মিলন
লাঠালাঠি = লাঠিতে লাঠিতে যে সংঘর্ষ
হাসাহাসি = হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া
গুঁতাগুঁতি = গুঁতায় গুঁতায় যে ক্রিয়া
ঘুষাঘুষি = ঘুষিতে ঘুষিতে যে ঝগড়া

CamScanner

নঞ্ বহুব্রীহি

অজ্ঞান = নাই জ্ঞান যার
বেহেড = বে (নাই) হেড যার
নাচার = না চারা যার
নির্ভুল = নাই ভুল যার
নাজানা = না জানা যা
অজানা = নাই জানা যা
নাহক = নাই হক যার
নিরুপায় = নেই উপায় যার
নির্ঝঞ্ঝাট = নি (নাই) ঝঞ্ঝাট যার
অবুঝ = নেই বুঝ যার
অকেজো = ন (নাই) কাজ যার
বেপরোয়া = বে (নাই) পরোয়া যার
বেহুঁশ = বে (নাই) হুঁশ যার
অনন্ত = ন (নাই) অন্ত যার
বেতার = নেই তার যাতে

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

বিড়ালচোখী = বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর
হাতেখড়ি = হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
গায়ে হলুদ = গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
মেনিমুখো = মেনির ন্যায় মুখ যার
চিরুনদাঁতি = চিরুনির মতো দাঁত যার
বউভাত = বউ ভাত পরিবেশন করে যে অনুষ্ঠানে

প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি

একচোখা = এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার
ঘরমুখো = ঘরের দিকে মুখ যার
নি-খরচে = নিঃ খরচ যার
দোটানা = দুই দিকে টান আছে যার
দোমনা = দুই দিকে মন যার
একগুঁয়ে = এক গুঁয়ে স্বভাব যার
অকেজো = নাই কাজ যার
একঘরে = এক ঘর আছে যার
দোনলা = দুই নল আছে যার
দোতলা = দুই তল আছে যার*
ঊনপাঁজুরে = ঊন পাঁজর যার

অলুক বহুব্রীহি

মাথায়পাগড়ি = মাথায় পাগড়ি যার
গলায়গামছা = গলায় গামছা যার
হাতে-ছড়ি = হাতে ছড়ি যার
কানে-কলম = কানে কলম যার
গায়ে-পড়া = গায়ে এসে পড়ে যে
হাতে-বেড়ি = হাতে বেড়ি যার
মাথায়-ছাতা = মাথায় ছাতা যার
মুখে-ভাত = মুখে ভাত
কানে-খাটো = কানে খাটো যে

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

দশগজি = দশ গজ পরিমাণ যার
চৌচালা = চৌ চাল যে ঘরের
চারহাতি = চার হাত পরিমাণ যার
তেপায়া = তে (তিন) পা যার
সেতার = সে (তিন) তার যে যন্ত্রের
চতুর্ভুজ = চার ভুজ যে ক্ষেত্রের

নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি

দ্বীপ = দু দিকে অপ যার
অন্তরীপ = অন্তর্গত অপ যার
নরপশু = নরাকারের পশু যে
জীবন্মৃত = জীবিত থেকেও যে মৃত
পন্ডিতমূর্খ = পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ

দ্বিগু সমাস (বাংলা ভাষার ব্যাকরণ/শিক্ষাবর্ষ-২০২১ অনুসারে এটি 'দ্বিগু কর্মধারয়' সমাস)

ত্রিকাল = তিন কালের সমাহার
চৌরাস্তা = চৌ রাস্তার সমাহার
তেমাথা = তিন মাথার সমাহার
শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার
পঞ্চবটী = পঞ্চ বটের সমাহার
ত্রিপদী = তিন পদের সমাহার
অষ্টধাতু = অষ্ট ধাতুর সমাহার
চতুর্ভুজ = চার ভুজের সমাহার
চতুরঙ্গ = চার অঙ্গের সমাহার
ত্রিমোহিনী = তিন মোহনার সমাহার
তেরনদী = তের নদীর সমাহার
পঞ্চভূত = পঞ্চ ভূতের সমাহার
সাতসমুদ্র = সাত সমুদ্রের সমাহার

CamScanner

অব্যয়ীভাব সমাস

আজানুলম্বিত	= জানু পর্যন্ত লম্বিত	উদ্বেল	= বেলাকে অতিক্রান্ত
আমরণ	= মরণ পর্যন্ত	উচ্ছৃঙ্খল	= শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত
উপকণ্ঠ	= কণ্ঠের সমীপে	প্রতিবাদ	= বিরুদ্ধ বাদ
উপকূল	= কূলের সমীপে	প্রতিকূল	= বিরুদ্ধ কূল
প্রতিদিন	= দিন দিন	অনুগমন	= পশ্চাৎ গমন
প্রতিক্ষণে	= ক্ষণে ক্ষণে	অনুধাবন	= পশ্চাৎ ধাবন
অনুক্ষণ	= ক্ষণ ক্ষণ	আনত	= ঈষৎ নত
নিরামিষ	= আমিষের অভাব	আরক্তিম	= ঈষৎ রক্তিম
নির্ভাবনা	= ভাবনার অভাব	উপগ্রহ	= গ্রহের তুল্য
নির্জল	= জলের অভাব	উপনদী	= নদীর সদৃশ
নিরুৎসাহ	= উৎসাহের অভাব	পরিপূর্ণ	= সবটুকু পূর্ণ
আসমুদ্রহিমাচল	= সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত	সম্পূর্ণ	= সবটুকু পূর্ণ
আপাদমস্তক	= পা থেকে মাথা পর্যন্ত	পরোক্ষ	= অক্ষির অগোচরে
উপশহর	= শহরের সদৃশ	প্রপিতামহ	= পিতামহের পূর্ববর্তী
উপগ্রহ	= গ্রহের তুল্য	প্রতিচ্ছায়া	= ছায়ার প্রতি
উপবন	= বনের সদৃশ	প্রতিচ্ছবি	= ছবির প্রতিলিপি
যথারীতি	= রীতিকে অতিক্রম না করে	প্রতিবিম্ব	= বিম্বের প্রতিলিপি
যথাসাধ্য	= সাধ্যকে অতিক্রম না করে	প্রতিপক্ষ	= বিরুদ্ধ পক্ষ
যথাবিধি	= বিধিকে অতিক্রম না করে	প্রত্যুত্তর	= প্রতি উত্তর
যথাযোগ্য	= যোগ্যকে অতিক্রম না করে		

প্রাদি সমাস

প্রবচন	= প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	পরিভ্রমণ	= পরি(চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ
অনুতাপ	= অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ	প্রভাত	= প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত)
প্রগতি	= প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি		

নিত্যসমাস

গ্রামান্তর	= অন্য গ্রাম	দর্শনমাত্র	= কেবল দর্শন
গৃহান্তর	= অন্য গৃহ	কালসাপ	= কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ
আমরা	= তুমি, আমি ও সে	বিরানব্বই	= দুই এবং নব্বই

CS CamScanner

সংগৃহীত

অব্যয়ীভাব সমাস

উপনগরী = নগরীর সমীপে
উপকণ্ঠ = কণ্ঠের সমীপে
উপকূল = কুলের সমীপে
উপভাষা = ভাষার সদৃশ
উপবন = বনের সদৃশ
উপকথা = কথার সদৃশ্য
উপদ্বীপ = দ্বীপের সদৃশ
উপসাগর = সাগরের সদৃশ
উপবিভাগ = বিভাগের সদৃশ
প্রতিমূর্তি = মূর্তির সদৃশ
উপমাতা = মাতার সদৃশ
প্রতিগৃহে = গৃহে গৃহে
প্রতিক্ষণ /অনুক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে
প্রতিদিন = দিন দিন
প্রতিমণ = মণে মণে
প্রতিজন / জনপিছু = জনে জনে
ফিবছর = বছর বছর
হররোজ = রোজ রোজ
যথানিয়ম = নিয়মকে অতিক্রম না করে
যথেচ্ছা = ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে
নির্জল = জলের অভাব
নির্ঝঞ্ঝাট = ঝঞ্ঝাটের অভাব
আজীবন = জীবন পর্যন্ত
আসমুদ্র = সমুদ্র পর্যন্ত
আবালবৃদ্ধবনিতা = বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা পর্যন্ত
আমূল = মূল পর্যন্ত
আকৈশোর = কৈশোর পর্যন্ত
আজন্ম = জন্ম (-এর বিনাশ) পর্যন্ত
আজানু = জানু পর্যন্ত
আবাল্য = বাল্যের সূচনা থেকে বাল্যের শেষ পর্যন্ত
আশৈশব = শৈশবের সূচনা থেকে বাল্যের শেষ পর্যন্ত
অদ্যাবধি = অদ্য পর্যন্ত
আকর্ণ = কর্ণ পর্যন্ত
যাবজ্জীবন = জীবন পর্যন্ত
আপামরজনসাধারণ = পামর থেকে জনসাধারণ
উচ্ছৃঙ্খল = শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত
উচ্ছিন্ন = ছিন্নকে অতিক্রান্ত
যথেষ্ট = ইষ্টকে অতিক্রম না করে
প্রতিযোগ = বিরুদ্ধ যোগ
অনুসরণ = পশ্চাৎ সরণ
অনুতাপ = পশ্চাৎ তাপ
বেমানান = মানানের অভাব
বেবন্দোবস্ত = বন্দোবস্তের অভাব
হাভাত = ভাতের অভাব
গরমিল = মিলের অভাব
আলুনি = লুনে (লবণের) অভাব
না-টক না মিষ্টি = টকের অভাব মিষ্টির অভাব
হা-ঘর = ঘরের অভাব
উপদেবতা = হীন দেবতা
ফিকানল = ইষৎ লাল
ফিকা নীল = ইষৎ নীল
অনুরূপ = রূপের যোগ্য
সমস্তদিন = দিনভর
সমস্তরাত = রাতভর
বেহায়া = হায়ার অভাব
বিশ্রী = শ্রীর অভাব
প্রত্যহ = অহ অহ
অন্যায় = ন্যায়ের অভাব
দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষার অভাব
সমক্ষ = অক্ষির সমীপে
প্রত্যক্ষ = অক্ষির অভিমুখে
পরোক্ষ = অক্ষির অগোচরে
অধ্যাত্ম = আত্মাকে অদি
অধিভূত = ভূতকে অধিকার করে
অধিদৈব = দৈবকে অধিকার করে
দুর্গত = দুঃ-কে (দুঃখকে) গত
প্রদক্ষিণ = দক্ষিণকে প্রগত

CamScanner

তৎপুরুষ সমাস

নঞ্ তৎপুরুষ

অক্ষত = ন ক্ষত
অবিশ্বাস্য = নয় বিশ্বাস্য
বেআইনি = বে (নয়) আইনি
অপর্যাপ্ত = নয় পর্যাপ্ত
অনতিবৃহৎ = ন অতিবৃহৎ
অমিল = ন মিল
অনভিজ্ঞ = ন অভিজ্ঞ
নাতিদূর / অনতিদূর = ন অতিদূর
অসময় = ন সময়
অনুর্বর = ন উর্বর
নাতিশীতোষ্ণ = ন অতিশীতোষ্ণ
অসহযোগ = ন সহযোগ
অকেজো = ন কেজো
অনশন = ন অশন
অনুন্নত = ন উন্নত
অসুখ = ন সুখ
অভাব = ন ভাব
অকাল/ আকাল = ন কাল
অলৌকিক = ন লৌকিক
আগাছা = ন গাছ
অজানা = নাই জানা
বেসরকারি = ন সরকারি
অভাঙা = নয় ভাঙা
নিখরচা = নাই খরচা
অনাসৃষ্টি = নয় সৃষ্টি
বেহুঁশ = নাই হুঁশ
বেরসিক = নয় রসিক
নামঞ্জুর = নয় মঞ্জুর
অনুচিত = নয় উচিত
নিখুঁত = নয় খুঁত
অনেক = নয় এক
গরমিল = নাই মিল
গরহাজির = নয় হাজির

উপপদ তৎপুরুষ

প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ বলে যে (নারী)
ক্ষীণজীবী = ক্ষীণভাবে বাঁচে যে
মনোহারিণী = মন হরণ করে যে (নারী)
সর্বহারা = সব হারিয়েছে যারা
জলদ = জল দেয় যে / যা
পুথিপোড়ো = পুথি পড়ে যে
মনমরা = মনে মরেছে যে
কুম্ভকার = কুম্ভ করে যে
প্রভাকর = প্রভা করে যে
সত্যবাদী = সত্য বলে যে
সর্বনাশা = সর্বনাশ করে যে
হাড়ভাঙ্গা = হাড় ভাঙ্গে যাতে
বুকভাঙ্গা = বুক ভাঙ্গে যাতে
অর্থকরী = অর্থ করা যায় যার দ্বারা
বাজিকর = বাজি করে যে
হালুইকর = হালুই করে যে
একান্নবর্তী = একান্নে বর্তে যে
পাচাটা = পা চাটে যে
ভারবাহী = ভার বহন করে যে
জাদুকর = জাদু করে যে
স্বর্ণকার = স্বর্ণ করে যে
টনকনড়া = টনক নাড়ে যাতে

অলুক তৎপুরুষ

ঘোড়ার ডিম = ঘোড়ার ডিম
খসেপড়া = খসে পড়া
ছাঁচেঢালা = ছাঁচে ঢালা
আইনেরপ্যাঁচ = আইনের প্যাঁচ
ভাগেরমা = ভাগের মা
সোনারবাংলা = সোনার বাংলা
সোনারতরী = সোনার তরী
হাতের পাঁচ = হাতের পাঁচ
সাপের পা = সাপের পা
মনের মানুষ = মনের মানুষ
হাতে কাটা = হাতে কাটা
চোখের বালি = চোখের বালি
কলুরবলদ = কলুর বলদ
চোখের দেখা = চোখের দেখা
গানের আসর = গানের আসর
অন্তেবাসী = অন্তে বাসী যে
তেলেভাজা = তেলে ভাজা যা

প্রাদি তৎপুরুষ

প্রমনা = প্রকৃষ্ট মন যার

CamScanner

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

রথচালন = রথকে চালন
শরনিক্ষেপ = শরকে নিক্ষেপ
পুত্রলাভ = পুত্রকে লাভ
আমকুড়ানো = আমকে কুড়ানো
দেশভঙ্গ = দেশকে ভঙ্গ
পৃষ্ঠপ্রদর্শন = পৃষ্ঠকে প্রদর্শন
জলসেচন = জলকে সেচন
চিরসুখী = চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী
দুঃখাতীত = দুঃখকে অতীত
বিস্ময়াপন্ন = বিস্ময়কে আপন্ন
ব্যক্তিগত = ব্যক্তিকে গত
শরণাগত = শরণকে আগত
বয়ঃপ্রাপ্ত = বয়ঃকে প্রাপ্ত
পরলোকগত = পরলোকে গত
ক্ষণস্থায়ী = ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী
সংখ্যাতীত = সংখ্যাকে অতীত
চরণাশ্রিত = চরণকে আশ্রিত
চিরশত্রু = চির দিন ধরে শত্রু
নিত্যধারা = নিত্যকাল ব্যাপিয়া ধারা
অর্ধমৃত = অর্ধ রূপে মৃত
দ্রুতগামী = দ্রুত যথা তথা গামী
চিরসুন্দর = চিরকাল ব্যাপিয়া সুন্দর
বেগসংবরণ = বেগকে সংবরণ
স্বর্গপ্রাপ্ত = স্বর্গকে প্রাপ্ত
ভারপ্রাপ্ত = ভারকে প্রাপ্ত
কলাবেচা = কলাকে বেচা
হ্রদদেখা = হ্রদকে দেখা
শোকাতীত = শোককে অতীত
তপবনদর্শন = তপবনকে দর্শন

তৃতীয়া তৎপুরুষ

সমবেদনাভরা = সমবেদনা দিয়ে ভরা
স্বভাবসিদ্ধ = স্বভাব দ্বারা সিদ্ধ
ন্যায়সঙ্গত = ন্যায় দ্বারা সঙ্গত
বাকবিতণ্ডা = বাক দ্বারা বিতণ্ডা
বাগদত্তা = বাক দিয়ে দত্তা
বিদ্যাহীন = বিদ্যা দ্বারা হীন
মাতৃহীন = মাতৃ দ্বারা হীন
কণ্টকাকীর্ণ = কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ
ধনাঢ্য = ধন দ্বারা আঢ্য
শ্রমলব্ধ = শ্রম দ্বারা লব্ধ
ছায়াশীতল = ছায়া দ্বারা শীতল
রবাহূত = রব দ্বারা আহূত
বজ্রাহত = বজ্র দ্বারা আহত
অস্ত্রোপচার = অস্ত্র দ্বারা উপচার
পদদলিত = পদ দ্বারা দলিত
জলমগ্ন = জল দ্বারা মগ্ন
বিজ্ঞানসম্মত = বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত
ঢেঁকিছাঁটা = ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা
রক্তাক্ত = রক্ত দ্বারা অক্ত
দেশবরেণ্য = দেশ কর্তৃক বরেণ্য

চতুর্থী তৎপুরুষ

শিশুবিভাগ = শিশুদের জন্য বিভাগ
বসতবাড়ি = বসতের নিমিত্তে বাড়ি
মরাকান্না = মরেছে জন্য কান্না
তপোবন = তপের নিমিত্ত বন
সেচনকলস = সেচনের নিমিত্ত কলস
মাথারকাঁটা = মাথার (চুলের) জন্য কাঁটা
পাঠশালা = পাঠের জন্য শালা
চিড়িয়াখানা = চিড়িয়াদের জন্য খানা
ডাকঘর = ডাকের নিমিত্ত ঘর
মুক্তিযুদ্ধ = মুক্তির জন্য যুদ্ধ
জলকর = জলের নিমিত্ত কর

পঞ্চমী তৎপুরুষ

মুখভ্রষ্ট = মুখ থেকে ভ্রষ্ট
দেশপলাতক = দেশ থেকে পলাতক
জন্মান্ধ = জন্ম হতে অন্ধ
সত্যভ্রষ্ট = সত্য হতে ভ্রষ্ট
আগাগোড়া = আগা হতে গোড়া
প্রাণপ্রিয় = প্রাণ হতে প্রিয়
লোকভয় = লোক হতে ভয়
ঋণমুক্ত = ঋণ থেকে মুক্ত
পদচ্যুত = পদ থেকে চ্যুত
ভদ্রেতর = ভদ্র হতে ইতর
বন্ধনমুক্ত = বন্ধন হতে মুক্ত
স্বর্গভ্রষ্ট = স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট
রোগমুক্ত = রোগ হতে মুক্ত
সর্বশ্রেষ্ঠ = সর্ব হতে শ্রেষ্ঠ
স্নাতকোত্তর = স্নাতক থেকে উত্তর
ধর্মভ্রষ্ট = ধর্ম হতে ভ্রষ্ট
দুগ্ধজাত = দুগ্ধ থেকে জাত

CamScanner

ষষ্ঠী তৎপুরুষ

শ্বশুরবাড়ি = শ্বশুরের বাড়ি
বৃহস্পতি = বৃহতের পতি
কবিগুরু = কবিদের গুরু
ছাগদুগ্ধ = ছাগীর দুগ্ধ
যুদ্ধোত্তর = যুদ্ধের উত্তর
বনস্পতি = বনের পতি
ক্রোড়পত্র = ক্রোড়ের পত্র
কার্যালয় = কার্যের আলয়
গণতন্ত্র = গণের তন্ত্র
বনমধ্যে = বনের মধ্যে
তৎপ্রতি = তার প্রতি
জনকণ্ঠ = জনের কণ্ঠ
রাজকন্যা = রাজার কন্যা
রাজনীতি = রাজার নীতি
অতিথি সংকার = অতিথির সৎকার
বিদ্যাসাগর = বিদ্যার সাগর *
কর্ণকুহর = কর্ণের কুহর
তপস্বীকন্যা = তপস্বির কন্যা
দূতাবাস = দূতের আবাস
মাঝনদী = নদীর মাঝ
মালগুদাম = মালের গুদাম
প্রাণবধ = প্রাণের বধ
বজ্রসম = বজ্রের সম
কার্যক্ষতি = কার্যের ক্ষতি
ভুজবল = ভুজের বল
ভারার্পণ = ভারের অর্পণ
উপলখণ্ড = উপলের খণ্ড
পুষ্পসৌরভ = পুষ্পের সৌরভ
জীবনসঞ্চার = জীবনের সঞ্চার
সন্ধ্যাপ্রদীপ = সন্ধ্যার প্রদীপ
সুখসময় = সুখের সময়
গৃহকর্ত্রী = গৃহের কর্ত্রী
মাতৃসেবা = মাতার সেবা
নাট্যভিনয় = নাটকের অভিনয়
মৎপ্রতি = আমার প্রতি
প্রাগৈতিহাসিক = ঐতিহাসিকের প্রাক
মনোযোগ = মনের যোগ
পৌরসভা = পৌরদের সভা
প্রজাতন্ত্র = প্রজাদের তন্ত্র
কলাভবন = কলার ভবন
বিশ্বভারতী = বিশ্বের ভারতী
ফুলকুমারী = ফুলের কুমারী*
কোটিপতি = কোটির পতি
প্রশ্নকর্তা = প্রশ্নের কর্তা

সপ্তমী তৎপুরুষ

রথারোহণ = রথে আরোহণ
কোটরস্থিত = কোটের স্থিত
পুথিগত = পুথিতে গত
শ্রুতপূর্ব = পূর্বে শ্রুত
সংখ্যালঘিষ্ঠ = সংখ্যায় লঘিষ্ঠ
সত্যাগ্রহ = সত্যে আগ্রহ
জলমগ্ন = জলে মগ্ন
অকালপক্ব = অকালে পক্ব
মাথাব্যথা = মাথায় ব্যথা
কর্মনিপুণ = কর্মে নিপুণ

দ্বিগু সমাস (বাংলা ভাষার ব্যাকরণ/শিক্ষাবর্ষ-২০২১ অনুসারে এটি 'দ্বিগু কর্মধারয়' সমাস)

সপ্তাহ = সপ্ত অহের সমাহার
তেমোহনা = তিন মোহনার মিলন
ত্রিফলা = তিন ফলের সমাহার
পসুরি = পাঁচ সেরের সমাহার
নবরত্ন = নব রত্নের সমাহার
সপ্তর্ষি = সপ্ত ঋষির সমাহার
ষড়ঋতু = ছয় ঋতুর সমাহার
পঞ্চনদ = পঞ্চ নদীর সমাহার

কর্মধারয় সমাস

মহাজন = মহৎ যে জন
নীলোৎপল = নীল যে উৎপল
সৎলোক = সৎ যে লোক
রক্তকমল = রক্ত যে কমল
চলচ্চিত্র = চলৎ যে চিত্র
পাণ্ডুলিপি = পাণ্ডু যে লিপি
নবযৌবন = নব যে যৌবন
নবপৃথিবী = নব যে পৃথিবী
প্রিয়সখা = প্রিয় যে সখা
মহাবীর = মহান যে বীর

CamScanner

সুখবর = সু যে খবর
শ্বেতবস্ত্র = শ্বেত যে বস্ত্র
মন্দভাগ্য = মন্দ যে ভাগ্য
গিন্নিমা = যিনি গিন্নি তিনি মা
সজ্জন = সৎ যে জন

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

জ্যোৎস্নারাত = জ্যোৎস্না শোভিত রাত
আয়কর = আয়ের উপর কর
জয়মুকুট = জয়সূচক মুকুট
প্রাণভয় = প্রাণ হারানোর ভয়
শিক্ষামন্ত্রী = শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী
রান্নাঘর = রান্না করার ঘর
পলান্ন = পল মিশ্রিত অন্ন
মৌমাছি = মৌ সঞ্চয়কারী/সংগ্রহকারী মাছি
জাদুঘর = জাদু পরিপূর্ণ ঘর
প্রীতিভোজ = প্রীতি উপলক্ষে ভোজ
আত্মজীবনী = আত্মলিখিত জীবনী
প্রাণভয় = প্রাণ যাওয়ার তরে ভয়
ভিক্ষান্ন = ভিক্ষা লব্ধ অন্ন
ধর্মকার্য = ধর্মবিহিত কার্য
এনাক্ষি = এনর (মৃগের) অক্ষির ন্যায় অক্ষি
একাবিংশতি = এক অধিক বিংশতি
রেলগাড়ি = রেলের উপর চলে যে গাড়ি
রাষ্ট্রনীতি = রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি
আয়কর = আয়ের উপর কর
চিনিকল = চিনি নির্মাণের কল
হস্তশিল্প = হস্ত দ্বারা চালিত শিল্প
গোষ্পদ = গো পরিমিত পদ
তুফানমেল = তুফান তুল্য গতিশীল যে মেল
একাদশ = এক অধিক দশ
জীবনবীমা = জীবন নাশের আশঙ্কায় যে বীমা
হাতপাখা = হাতে চালানো পাখা
আক্কেলদাঁত = আক্কেলসূচক দাঁত
আত্মস্বাতন্ত্র্য = আত্মবিষয়ে যে স্বাতন্ত্র্য
কার্যপরিকল্পনা = কার্যসাধনের জন্য যে পরিকল্পনা
মোমবাতি = মোম নির্মিত বাতি
ঘরজামাই = ঘরে আশ্রিত জামাই

মানিব্যাগ = মানি রাখার ব্যাগ
গীতিনাট্য = গীতিপূর্ণ যে নাট্য
ঘোষণাপত্র = ঘোষণা সম্বলিত যে পত্র
মুক্তিযুদ্ধ = মুক্তি লাভের জন্য যে যুদ্ধ
সংবাদপত্র = সংবাদ যুক্ত পত্র
একাগ্রহচিত্ত = এক আগ্রহে নিবিষ্ট চিত্ত
ঔষধি = ঔষধ সম্পর্কিত যে গাছ
দ্বাদশ = দুই অধিক দশ

উপমান কর্মধারয়

কচুকাটা = কচুর মতো কাটা
বজ্রকণ্ঠ = বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ
কুন্দশুভ্র = কুন্দের মতো শুভ্র
ফুটিফাটা = ফুটির মতো ফাটা
ঘনশ্যাম = ঘনের ন্যায় শ্যাম
বকধার্মিক = বকের ন্যায় ধার্মিক
হরিণচপল = হরিণের ন্যায় চপল
গজমূর্খ = গজের ন্যায় মূর্খ
কুসুমকোমল = কুসুমের ন্যায় কোমল
বিড়ালতপস্বী = বিড়ালের ন্যায় তপস্বী
কাজলকালো = কাজলের ন্যায় কালো
তুষারধবল = তুষারের ন্যায় ধবল
বজ্রকঠোর = বজ্রের ন্যায় কঠোর
প্রস্তরকঠিন = প্রস্তরের ন্যায় কঠিন
অগ্নিশর্মা = অগ্নির ন্যায় শর্মা
হিমশীতল = হিমের ন্যায় শীতল
শশব্যস্ত = শশকের ন্যায় ব্যস্ত
নবনীতকোমল = নবনীতের ন্যায় কোমল
গোবেচারী = গো-র ন্যায় বেচারী
মিশকালো = মিশির মতো কালো

উপমিত কর্মধারয়

চরণকমল = চরণ কমলের ন্যায়
পুরুষসিংহ = পুরুষ সিংহের ন্যায়
অধরপল্লব = অধর পল্লবের ন্যায়
চরণপদ্ম = চরণ পদ্মের ন্যায়
কথামৃত = কথা অমৃতের ন্যায়
নয়নপদ্ম = নয়ন পদ্মের ন্যায়
করকমল = কর কমলের ন্যায়
বীরসিংহ = বীর সিংহের ন্যায়

CamScanner

বাহুলতা = বাহু লতার ন্যায়
নরসিংহ = নর সিংহের ন্যায়
করপল্লব = কর পল্লবের ন্যায়
পাদপদ্ম = পাদ পদ্মের ন্যায়
ফুলকুমারী = কুমারী ফুলের ন্যায়*

রূপক কর্মধারয়

বিদ্যাধন = বিদ্যা রূপ ধন
মুখচন্দ্র = চন্দ্র রূপ মুখ
সংসারসাগর = সংসার রূপ সাগর
হৃদয়মন্দির = হৃদয় রূপ মন্দির
আনন্দসাগর = আনন্দ রূপ সাগর
ভবনদী = ভব রূপ নদী
পরানপাখি = পরান রূপ পাখি
চিত্তচকোর = চিত্ত রূপ চকোর
আকাশগাঙ = আকাশ রূপ গাঙ
যৌবনবন = যৌবন রূপ বন
ক্ষুধানল = ক্ষুধা রূপ অনল
জীবনপ্রদীপ = জীবন রূপ প্রদীপ
শোকসাগর = শোক রূপ সাগর
বিদ্যাসাগর = বিদ্যা রূপ সাগর *
শোকানল = শোক রূপ অনল
সুখসাগর = সুখ রূপ সাগর
জ্ঞানবৃক্ষ = জ্ঞান রূপ বৃক্ষ
মোহনিদ্রা = মোহ রূপ নিদ্রা
দেহপিঞ্জর = দেহ রূপ পিঞ্জর
জীবনস্রোত = জীবন রূপ স্রোত
জীবনতরী = জীবন রূপ তরী

দ্বন্দ্ব সমাস

দম্পতি = জায়া ও পতি
অগ্রপশ্চাৎ = অগ্র ও পশ্চাৎ
আদ্যোপান্ত = আদ্য ও উপান্ত
উত্তরোত্তর = উত্তর ও উত্তর
কুশীলব = কুশ ও লব
ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধা ও পিপাসা
জনমানব = জন ও মানব
ধোঁয়াশা = ধোঁয়া ও কুয়াশা
যাতায়াত = যাওয়া ও আসা
গমনাগমন = গমন ও আগমন
অহোরাত্র = অহন ও রাত্র

অলুক দ্বন্দ্ব

বনেবাদাড়ে = বনে ও বাদাড়ে
পথে-প্রান্তরে = পথে ও প্রান্তরে
হাতে-পায়ে = হাতে ও পায়ে

একশেষ দ্বন্দ্ব

আমরা = সে, তুমি ও আমি
('আমরা' কে নিত্য সমাসের অন্তর্ভুক্তও করা হয়)
তোমরা = সে ও তুমি
তারা = সে ও অন্যান্য

বহুপদী দ্বন্দ্ব

তেল-নুন-লাকড়ি= তেল, নুন ও নাকড়ি
কায়মনোবাক্য = কায়, মন ও বাক্য
ইট-সুরকি-চুন-কাঠ = ইট, সুরকি, চুন ও কাঠ
জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ = জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র = চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্র

বহুব্রীহি সমাস

দশানন = দশ আনন যার
যুবজানি = যুবতী জায়া যার
পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা
বিশ্বমিত্র = বিশ্ব মিত্র যার
অল্পপ্রাণ = অল্প প্রাণ যার
গার্হস্থ্য = গৃহে স্থিতি যার
সস্ত্রীক = স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান
বিমনা = বিচলিত মন যার
সমবর্ণ = সমান বর্ণ যার
অপয়া = পয় নাই যার
সবেগ = বেগের সঙ্গে বর্তমান
নির্মল = নাই মল যাতে
নীলাম্বর = নীল অম্বর যার
হতভাগ্য = হত ভাগ্য যার
গৌরাঙ্গ = গৌর অঙ্গ যার
রাশভারি = রাশ ভারি যার
চতুর্ভুজ = যার ভুজ যে ক্ষেত্রের
চতুষ্পদ = চার পা বিশিষ্ট প্রাণী

CamScanner

কর্ণফুলী = কর্ণফুল আছে যার
ঐতিহাসিক = ইতিহাস সম্পর্কিত যা

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

পক্বকেশ = পক্ব কেশ যার

ব্যধিকরণ বহুব্রীহি

বজ্রদেহ = বজ্রতে দেহ যার
বীণাপাণি = বীণা পাণিতে যার
পদ্মনাভ = পদ্ম নাভিতে যার
দুকানকাটা = দুই কান কাটা যার
ছাপোষা = ছা পোষা যার

নঞ বহুব্রীহি সমাস

বেওয়ারিশ = বে (নাই) ওয়ারিশ যার
নিঃশঙ্ক = নাই শঙ্কা যার
নিষ্কলঙ্ক = নাই কলঙ্ক যার
বিপত্নীক = বিগত পত্নী যার
বেকার = কর্ম নাই যার
নিরক্ষর = অক্ষরজ্ঞান নেই যার/নেই অক্ষরজ্ঞান যার
অনাশ্রিত = নেই আশ্রয় যার

সহার্থক বহুব্রীহি

সবিনয় = বিনয়ের সাথে বর্তমান
সহৃদয় = হৃদয়ের সঙ্গে বর্তমান
সক্রিয় = ক্রিয়ার সাথে বর্তমান
সশিষ্য = শিষ্যের সহিত বর্তমান
সকর্দম = কর্দমের সহিত বর্তমান
সবান্ধব = বান্ধবসহ বর্তমান/ বান্ধবের সহিত বর্তমান
সজল = জলের সহিত বর্তমান

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

দশানন = দশ আনন যার
দশভুজা = দশ ভুজ যার
দোনলা = দুটি নল যার
সহস্রলোচন = সহস্র লোচন যার
চৌচালা = চার চাল যে ঘরের

নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি

সুহৃদ = সু হৃদয় যার
নিরুপায় = নিঃ (নাই) উপায় যার
বেহায়া = হায়া নাই যার
বেকার = বে কার যার
বেপরোয়া = নাই পরোয়া যার

অলুক সমাস

যুধিষ্ঠির = যুদ্ধে স্থির যে
পরাৎপর = পর হতে পর
তেলেভাজা = তেলে ভাজা যা

নিত্য সমাস

কৃষ্ণসর্প = এক জাতীয় সাপ যা কৃষ্ণ
যুগান্তর = অন্য যুগ
লোকান্তর = অন্য লোক
গৃহান্তর = অন্য গৃহ
দেশান্তর = অন্য দেশ
জনৈক = এক জন
তন্মাত্র = কেবল তা
মাথাপিছু = প্রতিমাথা
জলমাত্র = কেবল জল
হস্তান্তর = অন্য হস্ত
দুগ্ধফেননিভ = দুগ্ধ ফেনার তুল্য
বারেক = কেবল একবা

প্রাদি সমাস

প্রহার = প্র যে হার
প্রত্যহ = প্রতি অহ
প্রভাব = প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাব
প্রবন্ধ = প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) যে বন্ধ
প্রতিহিংসা = প্রতি যে হিংসা
প্রহার = প্র যে হার
উদ্বাস্তু = উৎ (ত্যক্ত) বাস্তু
উদ্বেল = উৎ (উৎকান্ত) বেলা
উচ্ছ্বাস = উৎ যে শ্বাস
উৎকণ্ঠিত = উৎ (উন্নত) কণ্ঠিত
অতিকায় = অতি (অতি বড়) কায়
অতিমাত্রা = অতি (অতিরিক্ত) মাত্রা
যুধিষ্ঠির = যুদ্ধে স্থির যে

CamScanner

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

২০২১-২০২০

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
দর্শনমাত্র	কেবল দর্শন	নিত্য সমাস
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	২য়া তৎপুরুষ
গুণমুগ্ধ	গুণে মুগ্ধ	তৎপুরুষ
দেবদত্ত	দেব কে দত্ত	৪র্থ তৎপুরুষ
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
দোনলা	দুই নল আছে যার	বহুব্রীহি সমাস
বেকার	নেই কাজ যার	বহুব্রীহি
মৌচাক	মৌ এর চাক	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
যৌবনসূর্য	যৌবনের রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয়
শোকসভা	শোক প্রকাশের সভা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
গো বেচারা	গোর ন্যায় বেচারা	কর্মধারয় সমাস
গোঁফ খেজুরে	গোঁফে খেজুর যার	বহুব্রীহি
সেতার	সে তার যে যন্ত্রের	বহুব্রীহি
চৌমাথা	চৌ/চার মাথার সমাহার	দ্বিগু
চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু সমাস
চৌচালা	চৌ চাল যে ঘরের	বহুব্রীহি
জেলমুক্ত	জেল থেকে মুক্ত	৫মী তৎপুরুষ
তেপায়া	তে পায়া আছে যাতে	বহুব্রীহি
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু
তেরনদী	তের নদীর সমাহার	দ্বিগু
তোমরা	তুমি ও সে	একশেষ দ্বন্দ্ব
অবোধ	নেই বোধ যার	নঞ্ বহুব্রীহি
অধর্ম	নেই ধর্ম	নঞ তৎপুরুষ
অনশন	ন অশন	নঞ তৎপুরুষ

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
অনাদর	ন আদর	নঞ তৎপুরুষ
অনাচার	ন আচার	নঞ তৎপুরুষ
অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ তৎপুরুষ
অনুদৈর্ঘ্য	দৈর্ঘ্যের অনুরূপ	অব্যয়ীভাব
অনুসরণ	পশ্চাৎ সরণ	অব্যয়ীভাব
অনুক্ষণ	ক্ষণ ক্ষণ	অব্যয়ীভাব
অপরাহ্ণ	অহ্নের শেষভাগ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
অবুঝ	নেই বুঝ যার	বহুব্রীহি
ভ্রমরকৃষ্ণ	ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ	উপমান কর্মধারয়
অল্পভাষী	অল্প কথা বলে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অশ্রুতপূর্ব	পূর্বে অশ্রুত	সপ্তমী তৎপুরুষ
অকাতর	ন কাতর	তৎপুরুষ
অজানা	নয় জানা যা	নঞ্ বহুব্রীহি
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আমরা	তুমি, আমি ও সে	নিত্য সমাস
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আলুসিদ্ধ	সিদ্ধ যে আলু	কর্মধারয়
আকাশ পাতাল	আকাশ ও পাতাল	দ্বন্দ্ব সমাস
আয়কর	আয়ের উপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আটপৌরে	আট প্রহরের উপযুক্ত	বহুব্রীহি
ভ্রাতুষ্পুত্র	ভ্রাতার পুত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অধিভুক্ত	অধিতে ভুক্ত	তৎপুরুষ
অমিল	ন মিল	নঞ তৎপুরুষ
অতিমাত্রা	মাত্রাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু সমাস
নরাধম	অধম যে নর	কর্মধারয় সমাস
নরসিংহ	নর সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয়
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
নীলাম্বর	নীল অম্বর যার	বহুব্রীহি সমাস

CamScanner

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
ইত্যাদি	ইতি হতে আদি	৫মী তৎপুরুষ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ
পঞ্চবট	পঞ্চবটের সমাহার	দ্বিগু সমাস
পঞ্চবটী	পঞ্চবটের সমাহার	দ্বিগু
পশুরী	পাঁচ সেরের সমাহার	দ্বিগু
পরানপাখি	পরান রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
পলান্ন	পল মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
প্রবচন	প্র(প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি সমাস
প্রত্যহ	অহ অহ	অব্যয়ীভাব
পদ্মনাভ	পদ্ম নাভিতে যার	বহুব্রীহি সমাস
পাঠশালা	পাঠের জন্য শালা	৪র্থী তৎপুরুষ
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপবন	বনের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপকূল	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপশহর	শহরের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উদ্বাস্তু	উৎ (ত্যক্ত) বাস্তু	প্রাদি সমাস
বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক	উপমান কর্মধারয়
বসন্তসখা	বসন্তের সখা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
বদ্বীপ	ব-এর মতো দ্বীপ	উপমিত কর্মধারয়
বাগদত্তা	বাগ দিয়ে দত্তা	৩য় তৎপুরুষ
বীরশ্রেষ্ঠ	বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ	তৎপুরুষ
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
ভাইবোন	ভাই ও বোন	দ্বন্দ্ব সমাস
মৃগশিশু	মৃগের শিশু	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি
একোন	এক দ্বারা ঊন	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মধুমাখা	মধু দিয়ে মাখা	৩য়া তৎপুরুষ
মনমরা	মনে মরা	সপ্তমী তৎপুরুষ
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
একচোখা	এক দিকে চোখ যার	বহুব্রীহি
মহাশোকাকুল	মহাশোক দ্বারা আকুল	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মহাজ্ঞান	মহৎ যে জ্ঞান	কর্মধারয় সমাস

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
মহানবী	মহান যে নবী	কর্মধারয়
মহাকীর্তি	মহতী যে কীর্তি	কর্মধারয় সমাস
মীনাক্ষী	মীনের ন্যায় অক্ষি যার	বহুব্রীহি
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যাতায়াত	যাওয়া ও আসা	দ্বন্দ্ব সমাস
রাজপথ	পথের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
লাট সাহেব	যিনি লাট তিনিই সাহেব	কর্মধারয়
কৃতবিদ্যা	কৃত বিদ্যা যার	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
কনকচাঁপা	কনক যে চাঁপা	কর্মধারয় সমাস
কল্পনাবিলাস	কল্পনাতে বিলাস	সপ্তমী তৎপুরুষ
করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
কলাবেচা	কলাকে বেচা	তৎপুরুষ
শশব্যস্ত	শশকের ন্যায় ব্যস্ত	উপমান কর্মধারয়
শ্রমলব্ধ	শ্রম দ্বারা লব্ধ	৩য়া তৎপুরুষ
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
শান্তশিষ্ট	যে শান্ত সেই শিষ্ট/শান্ত অথচ শিষ্ট	কর্মধারয়
কীটনাশক	কীটের নাশক	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
কুসুম কোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
কুশীলব	কুশ ও লব	দ্বন্দ্ব সমাস
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস
সহোদর	সহ উদর যার/যাদের	বহুব্রীহি সমাস
সমাজচ্যুত	সমাজ হতে চ্যুত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
গরমিল	মিলের অভাব	অব্যয়ীভাব
সহকর্মী	সমান কর্মী যে	বহুব্রীহি সমাস
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য সমাস
সংসারসমুদ্র	সংসার রূপ সমুদ্র	রূপক কর্মধারয়
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু সমাস
গায়েগলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি সমাস
গায়েপড়া	গায়ে পড়া	তৎপুরুষ সমাস
সাহিত্যসভা	সাহিত্য বিষয়ক সভা	কর্মধারয়
সুন্দরলতা	সুন্দরী যে লতা	কর্মধারয়

CamScanner

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
হররোজ	রোজ রোজ	অব্যয়ীভাব
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	অলুক বহুব্রীহি
হারামনি	হারিয়েছে যে মনি	কর্মধারয় সমাস
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
হা-ঘর	ঘরের অভাব	অব্যয়ীভাব
হাটবাজার	হাট ও বাজার	দ্বন্দ্ব সমাস
হাসিমুখ	হাসি মাখা মুখ	কর্মধারয় সমাস
হাতঘড়ি	হাতে পরা হয় যে ঘড়ি	কর্মধারয় সমাস
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই	ব্যতিহার বহুব্রীহি
হতশ্রী	হত হয়েছে শ্রী যার	বহুব্রীহি সমাস
চাঁদমুখ	মুখ চাঁদের ন্যায়	কর্মধারয় সমাস
চতুর্ভুজ	চার ভুজ যে ক্ষেত্রের	বহুব্রীহি
ছলচাতুরি	ছল ও চাতুরি	দ্বন্দ্ব সমাস
ছায়াতরু	ছায়া প্রধান/প্রদানকারী তরু	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব সমাস
জয়ন্তী	জয়ের জন্য উৎসব	তৎপুরুষ
হৃষ্টপুষ্ট	যা হৃষ্ট তাই পুষ্ট	কর্মধারায়
দিবানিদ্রা	দিবায় নিদ্রা	সপ্তমী তৎপুরুষ
দিগ্বিদিক	দিক/ দিগ্ ও বিদিক	দ্বন্দ্ব
নিরামিষ	আমিষের অভাব	অব্যয়ীভাব
নিখরচ	নাই খরচ	নঞ তৎপুরুষ
প্রিয়ংবদা	প্রিয় কথা বলে যে নারী	উপপদ তৎপুরুষ
বিজ্ঞানসম্মত	বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বিরানব্বই	দুই এবং নব্বই	নিত্য সমাস
বিলাতফেরত	বিলাত হতে ফেরত	৫মী তৎপুরুষ
বিশ্রী	শ্রীর অভাব	অব্যয়ীভাব
বিষাদ সিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
ভিক্ষান্ন	ভিক্ষায় লব্ধ অন্ন	কর্মধারয়
ত্রিমোহিনী	তিন মোহের সমাহার	দ্বিগু সমাস
ত্রিপদী	ত্রি পদের সমাহার	দ্বিগু সমাস
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু সমাস
ত্রিকাল	তিন কালের সমাহার	দ্বিগু সমাস
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
		কর্মধারয়
হিমশীতল	হিমের ন্যায় শীতল	উপমান কর্মধারয়
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপীয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চিড়িয়াখানা	চিড়িয়াদের জন্য খানা	তৎপুরুষ
ক্ষণজন্মা	ক্ষণে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ
প্রশ্নপত্র	প্রশ্নসূচক পত্র	কর্মধারয়
ভদ্রলোক	ভদ্র যে লোক	কর্মধারয়
ছাত্রজীবন	ছাত্রকালীন জীবন	কর্মধারয়
২০২২		
অরুণরাঙা	অরুণের ন্যায় রাঙা	কর্মধারয় সমাস
কুশীলব	কুশ ও লব	দ্বন্দ্ব সমাস
মাথায়পাগড়ি	মাথায় পাগড়ি যার	বহুব্রীহি
অপরাহ্ণ	অহ্নের অপর ভাগ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
অজ্ঞান	নাই জ্ঞান যার	বহুব্রীহি সমাস
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয়
টকমিষ্টি	যা টক তাই মিষ্টি	কর্মধারয়
কবিগুরু	কবিদের গুরু	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	কর্মধারয় সমাস
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু সমাস
মহাজন	মহৎ যে জন	কর্মধারয় সমাস
নরাধম	অধম যে নর	কর্মধারয় সমাস
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
চন্দ্রমুখ	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	কর্মধারয়
মনগড়া	মন দিয়ে গড়া	৩য়া তৎপুরুষ
বিয়েপাগলা	বিয়ের জন্য পাগলা	৪র্থী তৎপুরুষ
পদ্মানাভ	পদ্ম নাভিতে যার	বহুব্রীহি সমাস
আসমুদ্রহিমাচল	সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
উনিশ-বিশ	উনিশ ও বিশ	দ্বন্দ্ব
ধোয়ামোছা	আগে ধোয়া পরে মোছা	কর্মধারয় সমাস
বোটাখসা	বোটা থেকে খসা	৫মী তৎপুরুষ
গুণগ্রাম	গুণের গ্রাম	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ

CamScanner

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
বিরানব্বই	দুই এবং নব্বই	নিত্য সমাস
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	বহুব্রীহি
গায়েপড়া	গায়ে পড়া	তৎপুরুষ সমাস
দ্বীপ	দু দিকে অপ যার	বহুব্রীহি
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
রাজর্ষি	যিনি রাজা তিনিই ঋষি	কর্মধারয় সমাস
অহি-নকুল	অহি ও নকুল	দ্বন্দ্ব সমাস
পঞ্চবটী	পঞ্চ বটের সমাহার	দ্বিগু সমাস
দশানন	দশ আনন আছে যার	বহুব্রীহি
প্রত্যক্ষ	অক্ষির সম্মুখে	অব্যয়ীভাব
অনুক্ষণ	ক্ষণ ক্ষণ	অব্যয়ীভাব
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই	বহুব্রীহি সমাস
স্কুলপালানো	স্কুল থেকে পালানো	৫মী তৎপুরুষ
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	কর্মধারয় সমাস
অনুতাপ	অনুতে যে তাপ	প্রাদি সমাস
হাসিমুখ	হাসি মাখা মুখ	কর্মধারয় সমাস
অকাতর	ন কাতর	তৎপুরুষ
উচ্ছৃঙ্খল	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
প্রবচন	প্র যে বচন	প্রাদি সমাস
বিচিত্রকর্মা	বিচিত্র কর্ম যার	বহুব্রীহি সমাস
কাঞ্চনপ্রভা	কাঞ্চনের বা সোনার মতো প্রভা যার	বহুব্রীহি সমাস
বিশ্ববিখ্যাত	বিশ্বে বিখ্যাত	৭মী তৎপুরুষ
তুষারশুভ্র	তুষারের ন্যায় শুভ্র	উপমান কর্মধারয়
জলচর	জলে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ভদ্রলোক	ভদ্র যে লোক	কর্মধারয় সমাস
ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
চুলাচুলি	চুলে চুলে যে লড়াই	ব্যতিহার বহুব্রীহি
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
সেতার	সে (তিন) তার যে যন্ত্রের	বহুব্রীহি
চালাক-চতুর	যে চালাক সেই চতুর	কর্মধারয় সমাস
পদ্মআঁখি	আঁখি পদ্মের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
ইত্যাদি	ইতি হতে আদি	৫মী তৎপুরুষ
আনাকম	আনা কম যার	বহুব্রীহি
উপদেবতা	হীন দেবতা	অব্যয়ীভাব

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
রাষ্ট্রনীতি	রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গণধোলাই	গণের দ্বারা ধোলাই	৩য়া তৎপুরুষ
খাসজমি	খাস যে জমি	কর্মধারয়
বিজয়পতাকা	বিজয় সূচক পতাকা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
চোখে-মুখে	চোখে ও মুখে	দ্বন্দ্ব
গাছপাকা	গাছে পাকা	৭মী তৎপুরুষ
গোবেচারা	গোর ন্যায় বেচারা	উপমান কর্মধারয়
রাজপথ	পথের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার	দ্বিগু সমাস
রক্তাক্ত	রক্ত দ্বারা অক্ত	৩য়া তৎপুরুষ
হাসিমুখ	হাসি মাখা মুখ	কর্মধারয়
ন্যায়সঙ্গত	ন্যায় দ্বারা সঙ্গত	৩য়া তৎপুরুষ
ক্রোধানল	ক্রোধ রূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
তুষারধবল	তুষারের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারয়
হজ্বযাত্রা	হজ্বের জন্য যাত্রা	৪র্থ তৎপুরুষ
মহানবী	মহান যে নবী	কর্মধারয় সমাস
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
সহোদর	সমান উদর যাদের	বহুব্রীহি
সুবর্ণ	সু/ সুন্দর যে বর্ণ	কর্মধারয়
বইপড়া	বইকে পড়া	২য়া তৎপুরুষ
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
আমরা	তুমি, আমি ও সে	নিত্য সমাস
কাগজপত্র	কাগজ ও পত্র	দ্বন্দ্ব সমাস
কুশীলব	কুশ ও লব	দ্বন্দ্ব সমাস
বউভাত	বউ ভাত পরিবেশন করে যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
আয়তলোচনা	আয়ত লোচন যার	বহুব্রীহি
খাসজমি	খাস যে জমি	কর্মধারয়
পসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার	দ্বিগু

CamScanner

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
প্রতিপক্ষ	পক্ষের বিপরীত	অব্যয়ীভাব
২০২৩		
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু সমাস
মনগড়া	মন দিয়ে গড়া	৩য়া তৎপুরুষ
ছায়াতরু	ছায়া প্রদানকারী তরু	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
উপদ্বীপ	দ্বীপের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
রাষ্ট্রনীতি	রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আপনহারা	আপনকে হারা	তৎপুরুষ
জীবনানন্দ	জীবন ব্যাপিয়া আনন্দ	তৎপুরুষ
নির্জলা	নাই জল যাহাতে	বহুব্রীহি
করিতকর্মা	কৃত কর্ম যার	বহুব্রীহি
উপগ্রহ	গ্রহের তুল্য	অব্যয়ীভাব
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য	ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য	তৎপুরুষ
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু সমাস
কোকিলকণ্ঠী	কোকিলের ন্যায় কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
জেলখালাস	জেল থেকে খালাস	৫মী তৎপুরুষ
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব
প্রতিকূল	বিরুদ্ধ কূল	অব্যয়ীভাব
নির্জল	জলের অভাব	অব্যয়ীভাব
রাজবাড়ি	রাজার বাড়ি	তৎপুরুষ
নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
অদ্বিতীয়	ন দ্বিতীয় যার	বহুব্রীহি সমাস
আশেপাশে	আশে ও পাশে	দ্বন্দ্ব সমাস
উপকথা	কথার সদৃশ্য	অব্যয়ীভাব
কুসুম কোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়
খনিজ	খনিতে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ
মাছভাত	মাছ ও ভাত	দ্বন্দ্ব সমাস
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
ত্রিলোক	ত্রি (তিন) লোকের সমাহার	দ্বিগু
চতুর্ভুজ	চার ভুজের সমাহার	দ্বিগু সমাস
চতুর্ভুজ	চার ভুজ যে ক্ষেত্রের	বহুব্রীহি
ছায়াতরু	ছায়া প্রধান/প্রদানকারী তরু	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব
হাতে খড়ি	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
চালকুমড়া	চালে আশ্রিত কুমড়া	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আশীবিষ	আশীতে(দাঁতে) বিষ যার	বহুব্রীহি
চতুষ্পদী	চার পা বিশিষ্ট প্রাণী	বহুব্রীহি
আনন্দাশ্রু	আনন্দে যে অশ্রু	কর্মধারয়
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যে	উপপদ তৎপুরুষ
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
কাঁচকলা	কাঁচা যে কলা	কর্মধারয় সমাস
নবীনবরণ	নবীনকে বরণ	২য় তৎপুরুষ
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	বহুব্রীহি
দিনরাত	দিন ও রাত	দ্বন্দ্ব সমাস
শান্তশিষ্ট	যে শান্ত সে শিষ্ট	কর্মধারয়
একোন	এক দ্বারা উন	৩য়া তৎপুরুষ
সহকর্মী	সমান কর্মী যে	বহুব্রীহি সমাস
পঞ্চবটি	পঞ্চ বটের সমাহার	দ্বিগু সমাস
সদর্প	দর্পের সঙ্গে বর্তমান	বহুব্রীহি
মৃগশিশু	মৃগের শিশু	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
অনন্য	ন অন্য	নঞ তৎপুরুষ
কদাচার	কু যে আচার	কর্মধারয় সমাস
বহুব্রীহি	বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার	বহুব্রীহি
গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
জলদ	জল দেয় যে	উপপদ তৎপুরুষ

CamScanner

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
বিজয়পতাকা	বিজয় নির্দেশক/সূচক পতাকা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মীনাক্ষী	মীনের ন্যায় অক্ষি যার	বহুব্রীহি
পসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার	দ্বিগু সমাস
হাতঘড়ি	হাতে পরা হয় যে ঘড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আমরা	তুমি, আমি ও সে	নিত্য
অনুক্ষণ	ক্ষণ ক্ষণ	অব্যয়ীভাব
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
নীলোৎপল	নীল যে উৎপল	কর্মধারয়
স্ফটিকস্বচ্ছ	স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ	উপমান কর্মধারয়
জ্যোৎস্নাশোভিত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
কর্ণফুলী	কর্ণফুল আছে যার	বহুব্রীহি
কলেরগান	কলের গান	তৎপুরুষ
যাতায়াত	যাওয়া ও আসা	দ্বন্দ্ব সমাস
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	২য়া তৎপুরুষ
জনৈক	এক জন	নিত্য সমাস
ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ	উপমান কর্মধারয়
মহানবী	মহান যে নবী	কর্মধারয়
সস্ত্রীক	স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান	বহুব্রীহি
চালাক-চতুর	যে চালাক সেই চতুর	কর্মধারয়
বিপত্নীক	বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার	বহুব্রীহি
সুহৃদ	সু হৃদয় যার	বহুব্রীহি
আবালবৃদ্ধবণিতা	বাল, বৃদ্ধ ও বণিতা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
রাজহংস	হংসের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
ঝড়বৃষ্টি	ঝড় ও বৃষ্টি	দ্বন্দ্ব
তেমাথা	তিন মাথার সমাহার	দ্বিগু
গাঁয়েহলুদ	গাঁয়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
চৌমাথা	চার মাথার সমাহার	দ্বিগু
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	৪র্থ তৎপুরুষ
রাজপথ	পথের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
পদ্মগন্ধি	পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার	বহুব্রীহি
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
মধুমাখা	মধু দিয়ে মাখা	৩য়া তৎপুরুষ
চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ভালোমন্দ	ভালো ও মন্দ	দ্বন্দ্ব
দুধে-ভাতে	দুধে ও ভাতে	দ্বন্দ্ব
সেতার	সে (তিন) তার যে যন্ত্রের	বহুব্রীহি
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত	প্রাদি সমাস
বাকপটু	বাকে পটু	৭মী তৎপুরুষ
আয়কর	আয়ের উপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
উচ্ছিন্ন	ছিন্নকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
দেশে-বিদেশে	দেশে ও বিদেশে	দ্বন্দ্ব
গাছপাকা	গাছে পাকা	৭মী তৎপুরুষ
প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি সমাস
অকাতর	ন কাতর	নঞ তৎপুরুষ
হজযাত্রা	হজ্বের জন্য যাত্রা	৪র্থ তৎপুরুষ
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
সহোদর	সহ উদর যার/যাদের	বহুব্রীহি
ন্যায়সঙ্গত	ন্যায় দ্বারা সঙ্গত	৩য়া তৎপুরুষ
পলান্ন	পল মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দোলনচাঁপা	দোলনের জন্য চাপা	৪র্থ তৎপুরুষ
শান্তশিষ্ট	শান্ত অথচ শিষ্ট	কর্মধারয়
গরুরগাড়ী	গরুর গাড়ী	অলুক তৎপুরুষ
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি সমাস
মাথাপিছু	প্রতিমাথা	নিত্য সমাস
অসাধু	নয় সাধু	নঞ তৎপুরুষ

CamScanner

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
গজনীরাজ	গজনীর রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
নিখুঁত	নয় খুঁত	নঞ তৎপুরুষ
দর্শনমাত্র	কেবল দর্শন	নিত্য সমাস
বেগুনভাজা	ভাজা যে বেগুন	কর্মধারয়
গায়েপড়া	গায়ে পড়া	অলুক তৎপুরুষ
বিয়েপাগলা	বিয়ের জন্য পাগলা	৪র্থ তৎপুরুষ
সর্বশ্রেষ্ঠ	সর্ব হতে শ্রেষ্ঠ	৫মী তৎপুরুষ
স্বর্ণাক্ষর	স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর	কর্মধারয়
লোকটি	একটি লোক	নিত্য সমাস
মাহারা	মাকে হারা	২য়া তৎপুরুষ
ক্ষত-বিক্ষত	ক্ষত ও বিক্ষত	দ্বন্দ্ব সমাস
অকাল	ন কাল	নঞ তৎপুরুষ
উপবন	বনের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
রাজর্ষি	যিনি রাজা তিনি ঋষি	কর্মধারয়
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু সমাস
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
বৌভাত	বউ ভাত পরিবেশন করে যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
চোখেমুখে	চোখে ও মুখে	দ্বন্দ্ব সমাস
ত্রিকাল	তিন কালের সমাহার	দ্বিগু সমাস
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য সমাস
কবিগুরু	কবিদের গুরু	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
আমরা	তুমি, আমি ও সে	নিত্য সমাস
আজকাল	আজ ও কাল	দ্বন্দ্ব সমাস
হাসিমুখ	হাসি মাখা মুখ	কর্মধারয়
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
শশব্যস্ত	শশের মতো ব্যস্ত/ শশকের ন্যায় ব্যস্ত	উপমান কর্মধারয়
প্রশাসক	প্র (প্রকৃষ্ট) যে শাসক	প্রাদি সমাস
লুচিভাজা	লুচিকে ভাজা	২য়া তৎপুরুষ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যে	উপপদ তৎপুরুষ
সহকর্মী	সমান কর্মী যে	বহুব্রীহি

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
দিবানিদ্রা	দিবায় নিদ্রা	৭মী তৎপুরুষ
চন্দ্রমুখ	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বসতবাড়ি	বসতের নিমিত্ত বাড়ি	৪র্থী তৎপুরুষ
হতশ্রী	হত হয়েছে শ্রী যার	বহুব্রীহি
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	বহুব্রীহি
ত্রিভুজ	ত্রি ভুজের সমাহার	দ্বিগু সমাস
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
মহাত্মা	মহান আত্মা যার	বহুব্রীহি
স্বামী-স্ত্রী	স্বামী ও স্ত্রী	দ্বন্দ্ব সমাস
ক্ষুধানল	ক্ষুধা রূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
যুবজানি	যুবতী জায়া যার	বহুব্রীহি
চিনিপাতা	চিনি দিয়ে পাতা	৩য়া তৎপুরুষ
স্থিরপ্রতিজ্ঞ	স্থির প্রতিজ্ঞা যার	বহুব্রীহি
মহাপুরুষ	মহান যে পুরুষ	কর্মধারয়

২০২৪

মহানবী	মহান যে নবী	কর্মধারয়
দুধে ও ভাতে	দুধে-ভাতে	দ্বন্দ্ব
প্রতিদিন	দিন দিন	অব্যয়ীভাব
মহাপুরুষ	মহান যে পুরুষ	কর্মধারয়
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
মায়েঝিয়ে	মায়ে ও ঝিয়ে	দ্বন্দ্ব
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
গরুরগাড়ি	গরুর গাড়ি	অলুক তৎপুরুষ
তেলেভাজা	তেলে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু
রাজর্ষি	যিনি রাজা তিনি ঋষি	কর্মধারয়
বিমনা	বিচলিত মন যার	বহুব্রীহি
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	৩য় তৎপুরুষ
মহাকীর্তি	মহতী যে কীর্তি	কর্মধারয়
ফিকানীল	ঈষৎ নীল	অব্যয়ীভাব
আলুসিদ্ধ	সিদ্ধ যে আলু	কর্মধারয়
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু সমাস

CamScanner

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
ধানক্ষেত	ধানের ক্ষেত	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
আগাগোড়া	আগা হতে গোড়া	৫মী তৎপুরুষ
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
ইত্যাদি	ইতি হতে আদি	৫ম তৎপুরুষ
চাঁদমুখ	চাঁদের ন্যায় মুখ	উপমিত কর্মধারয়
নির্জলা	নাই জল যাহাতে	বহুব্রীহি
জন্মোৎসব	জন্ম সম্পর্কিত আনন্দানুষ্ঠান	কর্মধারয়
দ্বীপ	দুই দিকে অপ যার	বহুব্রীহি
জীবননদী	জীবন রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
বিষবৃক্ষ	বৃষ সদৃশ বৃক্ষ	কর্মধারয়
ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
অনমনীয়	নয় নমনীয় যা	নঞ বহুব্রীহি
বীণাপাণি	বীণা পানিতে যার	বহুব্রীহি সমাস
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
চিরুনদাঁতি	চিরুনির মতো দাঁত যার	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
সুহৃদ	সু হৃদয় যার	বহুব্রীহি
ক্ষণজন্মা	ক্ষণে জন্মে যা	তৎপুরুষ
তুষারশুভ্র	তুষারের ন্যায় শুভ্র	উপমান কর্মধারয়
উচ্ছিন্ন	ছিন্নকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
দম্পত্তি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	কর্মধারয় সমাস
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি সমাস
চন্দ্রমুখ	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
হররোজ	রোজ রোজ	অব্যয়ীভাব
বিজ্ঞানসম্মত	বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত	৩য়া তৎপুরুষ
ঘরজামাই	ঘরে আশ্রিত জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
মুজিববর্ষ	মুজিবের স্মরণে যে বর্ষ	কর্মধারয়
প্রাগৈতিহাসিক	ঐতিহাসিকের প্রাক	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
পসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার	দ্বিগু সমাস
ঘরমুখো	ঘরের দিকে মুখ যার	বহুব্রীহি
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ
একগুঁয়ে	এক গুঁয়ে স্বভাব যার	বহুব্রীহি
যুধিষ্ঠির	যুদ্ধে স্থির যে	অলুক সমাস
মুখচন্দ্র	চন্দ্র রূপ মুখ	কর্মধারয় সমাস
ভালোমন্দ	ভালো ও মন্দ	দ্বন্দ্ব সমাস
সিংহপুরুষ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
রান্নাঘর	রান্নার জন্য ঘর	৪র্থী তৎপুরুষ
সহজাত	একই সময়ে জাত	বহুব্রীহি
অনিয়ম	নয় নিয়ম	তৎপুরুষ সমাস
ক্ষুরধারা	ক্ষুরের মত ধারালো প্রবাহ যার	বহুব্রীহি
বেকার	কর্ম নাই যার	বহুব্রীহি সমাস
কুম্ভকার	কুম্ভ করে যে	তৎপুরুষ
একবিংশতি	এক অধিক বিংশতি	কর্মধারয় সমাস
রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রের পতি	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
মা-বাবা	মা ও বাবা	দ্বন্দ্ব সমাস
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
রাষ্ট্রনীতি	রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
প্রতিচ্ছবি	ছবির প্রতিনিধি	অব্যয়ীভাব সমাস
উপকূল	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব
গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
বহুব্রীহি	বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার	বহুব্রীহি
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়

CamScanner

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
অদ্বিতীয়	ন দ্বিতীয় যার	বহুব্রীহি
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়
উপকথা	কথার সদৃশ্য	অব্যয়ীভাব
সজল	জলের সহিত বর্তমান	বহুব্রীহি
উশৃঙ্খল	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উপশহর	শহরের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
শশব্যস্ত	শশকের ন্যায় ব্যস্ত	উপমান কর্মধারয়
সোনামুখ	সোনার ন্যায় মুখ	কর্মধারয়
লজ্জাসরম	লজ্জা ও সরম	দ্বন্দ্ব
বনস্পতি	বনের পতি	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
মধুমাখা	মধু দিয়ে মাখা	তৎপুরুষ সমাস
চৌরাস্তা	চৌ (চার) রাস্তার সমাহার	দ্বিগু সমাস
হাতঘড়ি	হাতে পড়া হয় যে ঘড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
পদ্মআঁখি	আঁখি পদ্মের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
চালাকচতুর	যে চালাক সেই চতুর	কর্মধারয়
চিনিপাতা	চিনি দিয়ে পাতা	৩য়া তৎপুরুষ
ধীরেসুস্থে	ধীরে ও সুস্থে	দ্বন্দ্ব সমাস
খোশমেজাজ	খোশ মেজাজ যার	বহুব্রীহি
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয় সমাস
রাজপুত	রাজার পুত	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রীতিভোজ	প্রীতি উপলক্ষে ভোজ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
অর্ধমৃত	মৃতের অর্ধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আগাছা	ন গাছা	নঞ তৎপুরুষ
সহকর্মী	সমান কর্মী যে	বহুব্রীহি সমাস
হস্তান্তর	অন্য হস্ত	নিত্য সমাস
সদর্প	দর্পের সঙ্গে বর্তমান	বহুব্রীহি সমাস

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
বামনেতর	বামন থেকে ইতর	৫মী তৎপুরুষ
কুকুরছানা	কুকুরের ছানা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
নিরুৎসাহ	উৎসাহের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস
প্রাণোন্মাদকারী	প্রাণ উন্মাদ করে তোলে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ক্রীড়াকৌতুক	ক্রীড়া ও কৌতুক	দ্বন্দ্ব সমাস
প্রত্যঙ্গ	ক্ষুদ্র অঙ্গ	অব্যয়ীভাব
নাজানা	না জানা যা	নঞ বহুব্রীহি
পঞ্চবটী	পঞ্চ বটের সমাহার	দ্বিগু
প্রতিবাদ	বিরুদ্ধ বাদ	অব্যয়ীভাব
জলদ	জল দেয় যে / যা	উপপদ তৎপুরুষ
ধোয়ামোছা	আগে ধোয়া পরে মোছা	কর্মধারয়
বিপদাপন্ন	বিপদকে আপন্ন	২য়া তৎপুরুষ
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ক্ষীণজীবী	ক্ষীণভাবে বাঁচে যে	উপপদ তৎপুরুষ
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
গরহাজির	নয় হাজির	নঞ তৎপুরুষ
শিশুবিভাগ	শিশুদের জন্য বিভাগ	৪র্থী তৎপুরুষ
কদাচার	কু যে আচার	কর্মধারয়
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
তেমাথা	তিন মাথার সমাহার	দ্বিগু সমাস
পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
আনন্দসাগর	আনন্দ রূপ সাগর	রূপক কর্মধারয়
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি
উপনগরী	নগরীর সমীপে	অব্যয়ীভাব
পরোক্ষ	অক্ষির অগোচরে	অব্যয়ীভাব
অন্তরীপ	অন্তর্গত অপ যার	বহুব্রীহি সমাস
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
বিশ্বকবি	বিশ্বের কবি	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ

CamScanner

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
বিলাতফেরত	বিলাত থেকে ফেরত	৫মী তৎপুরুষ
কুশীলব	কুশ ও লব	দ্বন্দ্ব সমাস
বলাবলি	বলাতে বলাতে যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
চরণকমল	চরণ কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
ফুলবাগান	ফুলের বাগান	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
হাভাত	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারয়
পদ্মনাভ	পদ্ম নাভিতে যার	বহুব্রীহি
স্কুল পালানো	স্কুল থেকে পালানো	৫মী তৎপুরুষ
আমরা	তুমি, আমি ও সে	নিত্য সমাস
গোঁফখেজুরে	গোঁফে খেজুর যার	বহুব্রীহি
নরসিংহ	নর সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
সেতার	সে (তিন) তার যে যন্ত্রের	বহুব্রীহি
চালাক-চতুর	যে চালাক সেই চতুর	কর্মধারয়
রাজপথ	পথের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
নরাধম	অধম যে নর	কর্মধারয়
ছাত্রবৃন্দ	ছাত্রের বৃন্দ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
মামাবাড়ি	মামার বাড়ি	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রতিকূল	বিরুদ্ধ কূল	অব্যয়ীভাব
নির্জল	নাই জল যাহাতে	বহুব্রীহি
শান্তশিষ্ট	শান্ত অথচ শিষ্ট/যে শান্ত সে শিষ্ট	কর্মধারয়
তুষারধবল	তুষারের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারয়
শ্রমলব্ধ	শ্রম দ্বারা লব্ধ	৩য়া তৎপুরুষ
মৌমাছি	মৌ সঞ্চয়কারী/সংগ্রহকারী মাছি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
রক্তনেত্র	রক্তের ন্যায় নেত্র যার	বহুব্রীহি সমাস

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
জলচর	জলে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
উপগ্রহ	গ্রহের তুল্য	অব্যয়ীভাব
মহাত্মা	মহৎ আত্মা যার	বহুব্রীহি
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
অনশন	ন অশন	নঞ তৎপুরুষ
সজল	জলের সঙ্গে বর্তমান	বহুব্রীহি
একোন	এক দ্বারা উন	৩য়া তৎপুরুষ
পঁসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার	দ্বিগু সমাস
আশৈশব	শৈশব থেকে শেষ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
হরবোলা	হরেক রকম বলে যে	উপপদ তৎপুরুষ
মীনাক্ষী	মীনের মত অক্ষি যার	বহুব্রীহি
দিলদরিয়া	দিল রূপ দরিয়া	রূপক কর্মধারয়
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	২য়া তৎপুরুষ
অনুধাবন	পশ্চাৎ ধাবন	অব্যয়ীভাব
দোটানা	দুই দিকে টান যার	বহুব্রীহি
পিতৃতুল্য	পিতার তুল্য	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু
অনাদর	ন আদর	নঞ তৎপুরুষ
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
হরতাল	তালের অভাব	অব্যয়ীভাব
অরুণরাঙা	অরুণের ন্যায় রাঙা	উপমান কর্মধারয়
গলায়গামছা	গলায় গামছা যার	বহুব্রীহি

সমস্তপদের ব্যাসবাক্য এক কথায় প্রকাশ হিসাবে পরীক্ষায় আসতে পারে।

যেমন: অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর; ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ; অক্ষির অভিমুখে = প্রত্যক্ষ

CamScanner

নমুনা প্রশ্ন

১. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-২০১৩/ডাট্রা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর) ৫

ক) জনমানব খ) মোহনিদ্রা গ) চিরসুখী ঘ) মন্দভাগ্য ঙ) ত্রিফলা

২. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (শিক্ষা মন্ত্রণালয়-২০১৬/কম্পিউটার অপারেটর) ৫

ক) দম্পতি খ) উপজেলা গ) অনুদৈর্ঘ্য ঘ) বিজ্ঞানসম্মত ঙ) হিমশীতল

৩. বিগ্রহ বাক্য কি? হারামনি শব্দের ব্যাসবাক্য লিখুন। (কারা অধিদপ্তর-২০১৮/অফিস সহ. কাম কম্পিউটার মুদ্রা.) ৪

৪. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-২০১৯/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপা.) ৫

ক) অল্পভাষী খ) নীলপদ্ম গ) অপরাহ্ন ঘ) তেপান্তর ঙ) প্রিয়ংবদা

৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন-২০১৯/অফিস সহ. কাম কম্পিউটার মুদ্রা.) ৫

ক) অধিভুক্ত খ) কৃতবিদ্যা গ) গুণমুগ্ধ ঘ) ছায়াতরু ঙ) দিগ্বিদিক

৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-২০২০/ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর) ৫

ক) শান্তশিষ্ট খ) একোন গ) সহকর্মী ঘ) বিরানব্বই ঙ) উদ্বেল

৭. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (খাদ্য মন্ত্রণালয়-২০২০/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর) ৫

ক) কদর্থ খ) ছাত্রবৃন্দ গ) উচ্ছৃঙ্খল ঘ) সহকর্মী ঙ) দম্পতি

৮. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (নিপোর্ট-২০২১/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ৫

ক) কানাকানি খ) দম্পত্তি গ) হা-ঘর ঘ) চৌরাস্তা ঙ) মসমাঝি

৯. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (জননিরাপত্তা বিভাগ-২০২১/কম্পিউটার অপারেটর) ৫

ক) নবরত্ন খ) শোকসভা গ) অমিল ঘ) নিরামিষ ঙ) পলান্ন

১০. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (যুব ও উন্নয়ন অধিদপ্তর-২০২১/ক্রেডিট সুপারভাইজার) ৫

ক) উপবন খ) তেপান্তর গ) চিড়িয়াখানা ঘ) আটপৌরে ঙ) মনমাঝি

১১. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-২০২২/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা) ৫

ক) নীলপদ্ম খ) বিয়েপাগলা গ) পদ্মনাভ ঘ) আসমুদ্রহিমাচল ঙ) শতাব্দী

১২. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-২০২২/অফিস সহকারী) ৫

ক) চিরসুখী খ) কাগজপত্র গ) আমরা ঘ) উপকূল ঙ) হাতেখড়ি

১৩. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম-২০২৩/অফিস সহকারী) ৫

ক) সপ্তাহ খ) মনগড় গ) ছাড়াতরু ঘ) উপদ্বীপ ঙ) নীলকণ্ঠ

১৪. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (বন অধিদপ্তর-২০২৩/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর) ৫

ক) অদ্বিতীয় খ) আশেপাশে গ) উপকথা ঘ) কুসুমকোমল ঙ) খনিজ

১৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (কৃষি মন্ত্রণালয়-২০২৪/ সরেজমিন তদন্তকারী) ৪

ক) গরহাজির খ) শিশুবিভাগ গ) উপকূল ঘ) কদাচার

১৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-২০২৪/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রা.) ৫

ক) ভালোমন্দ খ) সিংহপুরুষ গ) রান্নাঘর ঘ) কানাকানি ঙ) ঘরজামাই

CamScanner

৩

কারক ও বিভক্তি

কারক: বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। অথবা মূলত ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য ও সর্বনামের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।

➤ কারক ছয় প্রকার: ১. কর্তৃ কারক ২. কর্ম কারক ৩. করণ কারক ৪.সম্প্রদান কারক ৫.অপাদান কারক ৬. অধিকরণ কারক

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রদান কারক বাদ দিতে চেয়েছিলেন।

কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে; ক্রিয়ার সাথে তার সম্পর্ককে কর্তৃকারক বলে। বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা বস্তুই কর্তা। সাধারণত বাক্যের ক্রিয়াকে কে বা কারা দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তা পাওয়া যায় (সব সময় নয়)। উদাহরণ:

ছেলেরা ফুটবল খেলে । জল পড়ে । কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল । মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে। বাঁশি বাজে । পাতা নড়ে, জল পড়ে । সুতি কাপড় টেকে বেশি । কলমটা ভালো লেখে।

করণ কারক

করণ শব্দের অর্থ হলো যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে। বাক্যের ক্রিয়াকে কী দিয়ে, কীসের দ্বারা, কী উপায়ে যোগ করে প্রশ্ন করলে করণ কারক পাওয়া যায়। উদাহরণ: বালকটি কলম দিয়ে লেখে। চেষ্টায় সব হয়। লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়। লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব। 'জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়।'

অপাদান কারক

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, উৎপন্ন, দূরীভূত, ভীত ও রক্ষিত হয় তাকে অপাদান কারক বলে। উদাহরণ:

গাছ থেকে পাতা পড়ে। দুধ হতে দই হয়। পাপে বিরত হও। জমি থেকে ফসল পাই। দেশ হতে পঙ্গপাল চলে গেছে। সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু। বাবাকে বড্ড ভয় হয়। আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাও।

কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্ম কারক বলে। সাধারণত বাক্যের ক্রিয়াকে কী বা কাকে যোগ করে প্রশ্ন করলে কর্ম পাওয়া যায়। উদাহরণ:

ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও। দুধকে মোরা দুগ্ধ বলি। আমাকে একখানা বই দাও। 'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রাথনা'। রিপাকে যেতে দাও। খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি। সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা? তাকে বল। জেলেরা নদী থেকে মাছ ধরছে। ধোপাকে কাপড় দাও।

সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব বা মালিকানা ত্যাগ করে দান, অর্চনা/প্রার্থনা, সাহায্য করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে। (স্বত্ব বা মালিকানা ত্যাগ না করলে কর্ম কারক)। উদাহরণ:

শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর। অন্ধজনে দেহ আলো। মসজিদে চাঁদা দাও। সৈন্যদল যুদ্ধে যাইতেছে। ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। অসহায়কে সাহায্য কর। দেশের জন প্রাণ দাও।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়া সম্পাদনের সময়, স্থান, আধার, পাত্রকে অধিকরণ কারক বলে। উদাহরণ:

প্রভাতে সূর্য ওঠে। কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। আকাশে চাঁদ ওঠেছে। রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা। তিলে তৈল আছে। রাকিব অঙ্কে কাঁচা। ঘরের মধ্যে কে রে? তিনি ব্যাকরণে ভালো। শুক্রবার স্কুল বন্ধ।

কর্তা/কর্ম এর সাথে কোন স্থান প্রস্থান বা বিয়োজন হলে অপাদান। আগমন বা সংযোজন হলে অধিকরণ।

ট্রেনটি ময়মনসিংহ পৌঁছেছে = অধিকরণ কারক। ট্রেনটি ময়মনসিংহ ত্যাগ করলো = অপাদান কারক

CamScanner

কারক নির্ণয়

ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা	কর্তৃ কারক/কর্তা কারক
যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে	কর্ম কারক
ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ক হচ্ছে।	করণ কারক
যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয় তা **[স্বত্ব ত্যাগ না করলে কর্ম কারক] *[সম্প্রদান কারক ২য়া বিভক্তি হয় না]	সম্প্রদান কারক
যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তা	অপাদান কারক
ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধার	অধিকরণ কারক
বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সম্পর্ক নির্দেশিত হয় [এই কারকে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পরোক্ষ]	সম্বন্ধ কারক

বিভক্তি

বিভক্তি: বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে।

- বাংলা শব্দ-বিভক্তি সাত প্রকার: প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, এবং সপ্তমী।

[বিভক্তি চিহ্ন স্পষ্ট না হলে সেখানে শূন্য বিভক্তি আছে মনে করা হয়।]

বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা/১মা/ শূন্য	০, অ, এ, (য়), তে, এতে	রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ
দ্বিতীয়া/২য়া	০, অ, কে, রে, এরে	দিগে, দিগকে, দিগেরে
তৃতীয়া/৩য়া	০, অ, এ, তে, দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক	দিগের দিয়া, দের দিয়া, দিগকে দ্বারা, দিগ কর্তৃক, গুলির দ্বারা, গুলিকে দিয়ে, গুলি কর্তৃক
চতুর্থী/৪র্থী	কে, রে, এরে জন্য	দিগকে, দিগেরে
পঞ্চমী/৫মী	এ (য়ে, য়), হইতে	দিগ হইতে, দের হইতে, দিগের চেয়ে, গুলি হইতে, গুলির চেয়ে,
ষষ্ঠী/৬ষ্ঠী	র, এর	দের, গুলির, গণের, গুলোর
সপ্তমী/৭মী	এ, (য়), য়, তে, এতে	দিগে, দিগেতে, গুলিতে, গণে, গুলির মধ্যে, গুলোতে, গুলোর মধ্যে

বিভক্তি নির্ণয়:

তিলে তৈল আছে = ৭মী বিভক্তি। **জমিতে** ফসল আছে = ৭মী বিভক্তি। পাপী **পশুর** অধম = ৬ষ্ঠী বিভক্তি। **রবিবার** হতে পরীক্ষা শুরু = ৫মী বিভক্তি। **সকলকে** মরিতে হইবে= ২য় বিভক্তি। **চোখ হতে** পানি পড়ে = ৫মী বিভক্তি। **সকলের** তরে সকলে আমরা= ৬ষ্ঠী বিভক্তি। শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না= ৩য় বিভক্তি। **সারারাত** বৃষ্টি হয়েছে= শূন্য বিভক্তি। **কপালের** লিখিন না যায় খণ্ডন= ৬ষ্ঠী বিভক্তি। আমি ঢাকা যাব। = শূন্য/১মা বিভক্তি।

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

কর্তৃ কারক

ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।	শূন্য বিভক্তি
ছেলেরা ফুটবল খেলছে।	শূন্য বিভক্তি
মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।	শূন্য বিভক্তি
বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়।	৭মী বিভক্তি
রাজার-রাজার লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।	৬ষ্ঠী বিভক্তি
পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।	শূন্য বিভক্তি
আমার যাওয়া হবে না।	ষষ্ঠী বিভক্তি
বাঁশি বাজে।	শূন্য বিভক্তি
কলমটা লেখে ভালো।	শূন্য বিভক্তি
হামিদ বই পড়ে।	প্রথমা বিভক্তি
বশিরকে যেতে হবে।	দ্বিতীয়া বিভক্তি
ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।	তৃতীয়া বিভক্তি
আমার যাওয়া হয়নি।	ষষ্ঠী বিভক্তি
গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।	সপ্তমী বিভক্তি
বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে।	সপ্তমী বিভক্তি
পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়।	সপ্তমী বিভক্তি
বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না।	সপ্তমী বিভক্তি
ঘোড়ায় গাড়ি টানে।	সপ্তমী বিভক্তি
গরুতে দুধ দেয়	সপ্তমী বিভক্তি
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?	সপ্তমী বিভক্তি

কর্ম কারক

নাসিমা ফুল তুলছে।	শূন্য বিভক্তি
ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।	২য়া বিভক্তি
খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি।	শূন্য বিভক্তি
দুধকে মোরা দুগ্ধ বলি।	২য়া বিভক্তি
দুধকে মোরা দুগ্ধ বলি।	শূন্য বিভক্তি
হলুদকে বলি হরিদ্রা।	২য়া বিভক্তি
হলুদকে বলি হরিদ্রা।	শূন্য বিভক্তি
ডাক্তার ডাক।	প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি
আমাকে একখানা বই দাও।	প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি
রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, নজরুল পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।	প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি
তাকে বল।	দ্বিতীয়া বিভক্তি
'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রাথনা'।	দ্বিতীয়া বিভক্তি
তোমার দেখা পেলাম না।	ষষ্ঠী বিভক্তি
'জিজ্ঞাসিবে জনে জনে।'	সপ্তমী বিভক্তি
ধোপাকে কাপড় দাও।	দ্বিতীয়া / চতুর্থী বিভক্তি

করণ কারক

নীরা কলম দিয়ে লেখে।	শূন্য বিভক্তি
'জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়।'	সপ্তমী বিভক্তি
ছাত্ররা বল খেলে।	প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি
ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে।	প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি
লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়।	তৃতীয়া বিভক্তি
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।	তৃতীয়া বিভক্তি
ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।	সপ্তমী বিভক্তি
শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।	সপ্তমী বিভক্তি
'এত শঠতা, এত যে ব্যথা, তবু যেন তা মধুতে মাখা।'	সপ্তমী বিভক্তি
লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব।	সপ্তমী বিভক্তি
চেষ্টায় সব হয়।	সপ্তমী বিভক্তি
এ সুতায় কাপড় হয় না।	সপ্তমী বিভক্তি

CamScanner

সম্প্রদান কারক

ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।	চতুর্থী বিভক্তি
সৎপাত্রে কন্যা দান কর।	সপ্তমী বিভক্তি
সমিতিতে চাঁদা দাও।	সপ্তমী বিভক্তি
'অন্ধজনে দেহ আলো'।	সপ্তমী বিভক্তি
'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।'	নিমিত্তার্থে চতুর্থী

অপাদান কারক

গাছ থেকে পাতা পড়ে।	৫মী বিভক্তি
মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।	৫মী বিভক্তি
সুক্তি থেকে মুক্তো মেলে।	৫মী বিভক্তি
দুধ থেকে দই হয়।	৫মী বিভক্তি
জমি থেকে ফসল পাই।	৫মী বিভক্তি
খেজুর রসে গুড় হয়।	৭মী বিভক্তি
পাপে বিরত হও।	৭মী বিভক্তি
দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে।	৫মী বিভক্তি
বিপদ থেকে বাঁচাও।	৫মী বিভক্তি
সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।	৫মী বিভক্তি
বাঘকে ভয় পায় না কে?	২য়া বিভক্তি
বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।	প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি
'মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।'	প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি
বাবাকে বড্ড ভয় পাই।	দ্বিতীয়া বিভক্তি
যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়।	ষষ্ঠী বিভক্তি
বিপদে মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।	সপ্তমী বিভক্তি
লোকমুখে শুনেছি।	সপ্তমী বিভক্তি
তিলে তৈল হয়।	সপ্তমী বিভক্তি
টাকায় টাকা হয়।	সপ্তমী বিভক্তি
তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসছেন।	৫মী বিভক্তি
ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।	শূন্য বিভক্তি
বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।	৫মী বিভক্তি

অধিকরণ কারক

আমরা রোজ স্কুলে যাই।	৭মী বিভক্তি
এ বাড়িতে কেউ নেই।	৭মী বিভক্তি
প্রভাতে সূর্য ওঠে।	৭মী বিভক্তি
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।	৭মী বিভক্তি
কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।	৭মী বিভক্তি
পুকুরে মাছ আছে।	৭মী বিভক্তি
বনে বাঘ আছে।	৭মী বিভক্তি
আকাশে চাঁদ ওঠেছে।	৭মী বিভক্তি
ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে।	৭মী বিভক্তি
'দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী, ভিক্ষা দেহ তারে	৭মী বিভক্তি
রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা।	৭মী বিভক্তি
তিলে তৈল আছে।	৭মী বিভক্তি
নদীতে পানি আছে।	৭মী বিভক্তি
রাকিব অঙ্কে কাঁচা।	৭মী বিভক্তি
তিনি ব্যাকরণে ভালো।	৭মী বিভক্তি
আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয়।	৭মী বিভক্তি
আমি ঢাকা যাব।	প্রথমা বা শূন্য
বাবা বাড়ি নেই।	প্রথমা বা শূন্য
খিলিপান দিয়ে ওষুধ খাবে।	তৃতীয়া বিভক্তি
বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।	পঞ্চমী বিভক্তি
এ বাড়িতে কেউ নেই।	সপ্তমী বিভক্তি
ঘরের মধ্যে কে রে?	৭মী বিভক্তি
তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।	৭মী বিভক্তি

সম্বন্ধ কারক

ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না।	৬ষ্ঠী বিভক্তি
আমার জামার বোতামগুলো একটু অন্য রকম	৬ষ্ঠী বিভক্তি
তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে চলতে হতো মাইলের পর মাইল	৬ষ্ঠী বিভক্তি

CamScanner

বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তি

ক) কর্তৃ/কর্তা কারকে - রিপন বাড়ি যায়।
খ) কর্মকারকে - ডাক্তার ডাক।
গ) করণে - ঘোড়াকে চাবুক মার।
ঘ) অপাদানে - গাড়ি স্টেশন ছাড়ে।
ঙ) অধিকরণে - সারারাত বৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন কারকে সপ্তমী বিভক্তি

ক) কর্তৃ/কর্তাকারকে - লোকে বলে/ পাগলে কী না বলে।
খ) কর্মকারকে - এ অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন/ জিজ্ঞাসিবে জনে জনে।
গ) করণে - এ কলমে ভালো লেখা হয়।
ঘ) সম্প্রদানে - সমিতিতে চাঁদা দাও।
ঙ) অপাদানে - 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে?'/ তিলে তৈল হয়।
চ) অধিকরণে - এ দেহে প্রাণ নেই/ তিলে তৈল আছে।

একটি বাক্যে কারক

বেগম সাহেবা প্রতিদিন ভাঁড়ার থেকে নিজ হাতে গরীবদের চাল দিতেন।
বেগম সাহেবা - কর্তৃকারক
প্রতিদিন - অধিকরণ কারক
ভাঁড়ার থেকে - অপাদান কারক
হাতে - করণ কারক
গরীবদের - সম্প্রদান কারক
চাল - কর্ম কারক

সংগৃহীত

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
-অ-	
অর্থ অনর্থ ঘটায়	কর্তায় শূন্য
অর্থে অনর্থ ঘটে	করণে ৭মী
অর্থ অনর্থ ঘটায়	কর্মে শূন্য
অর্থ সকল অনর্থের মূল	কর্তায় শূন্য
অর্থ সকল অনর্থের মূল	কর্মে ৬ষ্ঠী
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	করণে ৭মী
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ	অধিকরণে ৭মী
অনলে পুড়িয়া গেল	করণে ৭মী
অন্নহীনে অন্ন দাও	সম্প্রদানে ৭মী
অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর	করণে ৭মী

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ	অধিকরণে ৭মী
অবনি ঘর পড়ি যায়	অধিকরণে শূন্য
অহংকারে পতন ঘটে	করণে ৭মী
অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, কথায় কথায় ডিকশনারি	কর্মে শূন্য
অধ্যয়নে বিরত হতে নেই	অপাদানে ৭মী
অণুতে গঠিত হিমালয়/হিমাচল	করণে ৭মী
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে	নিমিত্তার্থে ৭মী
অস্ত্রহীন যোধে কী সে সম্বোধে সংগ্রাম	কর্ম কারকে ৭মী
অন্ধকারে জেগে ওঠা	অধিকরণে ৭মী

CamScanner

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম	অধকিরণে ৭মী
অহি নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে	কর্ম কারকে ২য়া
অবকাশে সে তো হাসে গোপনে	অধিকরণে ৭মী
অনেক গুলো বন্য হাতি বাগান নষ্ট করে	কর্তায় শূন্য
অসহায়কে সাহায্য কর	সম্প্রদানে ৪র্থী
-আ-	
আজকে নগদ কালকে বাকী	অধিকরণে ২য়া
আমি কি ডরাই সখী বিখারী রাঘবে?	অপাদানে ৭মী
আমি ঢাকা যাবো	অধিকরণে শূন্য
আমা হতে এ কাজ হবে না সাধন	কর্তায় ৫মী
আমার কুরআন পড়া হয়েছে	কর্মে শূন্য
আমরা নদী ঘাট থেকে রিকশা নিয়েছিলাম	কর্তায় শূন্য
আমারে করহ তোমার বীণা	কর্মে ২য়া
আমার যাওয়া/খাওয়া হলো না/ হয়নি	কর্তায় ৬ষ্ঠী
আমার স্বপন আধো জাগরণ	কর্মে শূন্য
আমায় একটু আশ্রয় দিন	সম্প্রদানে ৭মী
আমাকে যেতে হবে	কর্তায় ২য়া
আমাকে একটি বই দাও	কর্মে শূন্য
আমারে লহ তুমি করুণা করে	কর্মে ২য়া
আমাকে ক্ষমা করুন	কর্মে ২য়া
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা	কর্মে ২য়া
আমারে করহ তোমার বীণা	কর্মে ২য়া
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি	করণে ৭মী
আগুনে সেঁক দাও	করণে ৭মী
আগুনে পানি দাও	অধিকরণে ৭মী
আগুনটা ভালো করে জ্বালা	কর্মে শূন্য
আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি	করণে ৭মী
আপনার দেশ কোথায়?	অধিকরণে শূন্য

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
আলোয় আঁধার কাটে	করণে ৭মী
আলো চাই, অন্ন চাই, চাই মুক্তবায়ু	সম্প্রদানে শূন্য
আয়রে পাখি লেজ ঝোলা	কর্মে শূন্য
আজ হবে না, কাল এসো	অধিকরণে শূন্য
আমাদের একটি গল্প বলুন	কর্মে ৬ষ্ঠী
আমাদের সোনারা সাহসে দুর্জয়	অধিকরণে ৭মী
আষাঢ় মাসে নামল ঢল	কর্তায় শূন্য
আষাঢ়ে বৃষ্টি নামে	অধিকরণে ৭মী
আকাশে চাঁদ উঠেছে	অধিকরণে ৭মী
আচার ব্যবহারে ভদ্র-অভদ্র চেনা যায়	অপাদানে ৭মী
আচরণেই ইতর-ভদ্র বোঝা যায়	করণে ৭মী
আহারে রুচি নেই	অধিকরণে ৭মী
আত্মার সম্পর্কই আত্মীয়	কর্মে শূন্য
-ই-উ-	
ইট পাথরের বাড়ি বড়ো শক্ত	করণে ৬ষ্ঠী
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ	করণে শূন্য
-এ-ঐ-	
এ প্রার্থনা হতে পাপ দূর হবে না	করণে ৫মী
এ দেহে প্রাণ নেই	অধিকরণে ৭মী
এ বাড়িতে কেউ নেই	অধিকরণে ৭মী
এ কলমে/ পেন্সিলে ভাল লেখা হয়	করণে ৭মী
এ সুতায় কাপড় হয় না	করণে ৭মী
এ জমিতে সোনা ফলে	অধিকরণে ৭মী
এ সন্তান হতে দুঃখ দূর হবে না	করণে ৫মী
এ বছর খুব ভাল ফসল হয়েছে	অধিকরণে শূন্য
এ মেঘে বৃষ্টি হয় না	অপাদানে ৭মী
এ সময় তার দেখা মেলা ভার	অধিকরণে শূন্য
এক যে ছিল রাজা	কর্তায় শূন্য
একদিন যাব	অধিকরণে শূন্য
একদিন পাপের ফল ফলিবে	অধিকরণে শূন্য

CamScanner

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
একি **কথা** শুনি আজ তোমার মুখে?	কর্মে শূন্য
এর **অধীনে** দায়িত্বভার অর্পণ করুন	কর্মে ৭মী
এই বনে **বাঘের** ভয় নেই	অপাদানে ৬ষ্ঠী
এই **নদীর** মাছ বড়	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
'একদা প্রভাতে ভানুর **'প্রভাতে'** ফুটিলে কমলগুলি	করণে ৭মী
একটি **গান** শোনাও	কর্মে শূন্য
এবারের সংগ্রাম **স্বাধীনতার** সংগ্রাম	নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী
এবারের সংগ্রাম **দেশগড়ার** সংগ্রাম	কর্মে ৬ষ্ঠী
ঐ দেখা যায় **তালগাছ** ঐ আমাদের গাঁ	কর্মে শূন্য
-ক-	
কোকিল ডাকে	কর্তায় শূন্য
কত **ধানে** কত চাল তা আমি জানি	অপাদানে ৭মী
কাননে কুসুম কলি ফুটিল	অধিকরণে ৭মী
কলমের খোঁচা দিও না	করণে ৬ষ্ঠী
কালির দাগ দাও	করণে ৬ষ্ঠী
কথায় কথা বাড়ে	অপাদানে ৭মী
কাথায় শীত মানে না	করণে ৭মী
কথায় চিড়ে ভেজে না	করণে ৭মী
কথায় **চিড়ে** ভেজে না	কর্মে ৭মী
কথা নয়, **কাজে** পরিচয়।	করণে ৭মী
কাঁচের জিনিস সহজে ভাঙে	করণে ৬ষ্ঠী
কবিগুরু 'গীতাঞ্জলি' লিখিয়াছেন	কর্তায় শূন্য
কি করি **আজ** ভেবে না পাই	অধিকরণে শূন্য
কী **সাহসে** এমন **কথা** বললে?	করণে; কর্মে ৭মী
কী **সুখে** এ কথা বলব ?	করণে ৭মী
কী হচ্ছে **বাইরে**	অধিকরণে ৭মী
কুকর্মে বিরত হও	অপাদানে ৭মী

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
করিলাম মন **শ্রীবৃন্দাবন** বারেক আসিব ফিরে	অপাদানে শূন্য
কাজে মন দাও	অধিকরণে ৭মী
কাজের **বেলা** গোল করো না	অধিকরণে শূন্য
কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে	কর্মে শূন্য
কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন	সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী
ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ, মোহ থেকে পাপ	অপাদানে শূন্য
কারক পড়ায় হেলাল স্যার।	কর্মে শূন্য
কোথাও **আমার** হারিয়ে যেতে নেই মানা	কর্তায় ৬ষ্ঠী
কূলে একা বসি আছি নাহি ভরসা	অধিকরণে ৭মী
কষ্ট না করিলে কেষ্ট মিলে না	কর্মে শূন্য
কেঁদে মরি **আঁখিজলে**	করণে ৭মী
কোন প্রান্তরের গাছের **ছায়ায়**	অধিকরণে ৭মী
কর্মচারীকে বেতন দাও	কর্মে ৪র্থী
-খ-	
খুব **ঠকা** ঠকেছি	কর্মে শূন্য
খুব **ঘুম** ঘুমিয়েছি	কর্মে শূন্য
খেজুর-রসে গুড় হয়	অপাদানে ৭মী
খনিতে সোনা পাওয়া যায়।	অপাদানে ৭মী
খড়গে ছাগে কাটে	করণে ৭মী
খড়গে **ছাগে** কাটে	কর্মে ৭মী
খালি **কাথায়** চিড়ে ভিজে না	করণে ৭মী
খালি কথায় **চিড়ে** ভিজে না	কর্তায় শূন্য
খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
খাঁচার ভিতর **অচিন পাখি** কেমনে আসে যায়	কর্তায় শূন্য
-গ-	
গুরুজনে কর নতি	সম্প্রদানে ৭মী
গৃহহীনে গৃহ দাও	সম্প্রদানে ৭মী
গরু গাড়ি টানে	কর্তায় শূন্য

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
গরুতে ঘাস খায়	কর্তায় ৭মী
গরুতে গাড়ি টানে	কর্তায় ৭মী
গরুতে দুধ দেয়	কর্তায় ৭মী
গাড়ি ঢাকা ছাড়ল	অপাদানে শূন্য
গাছে তক্তা হয়	করণে ৭মী
গাড়ি স্টেশন ছাড়ল	অপাদানে শূন্য
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	অধিকরণে ৭মী
গত রাতে পাশের বাড়িতে চুরি হয়েছে	অধিকরণে ৭মী
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে	সম্প্রদানে ৭মী
গুণহীন চিরদিন থাকে পরাধীন	কর্তায় শূন্য
গুণহীন ত্যাগ কর	কর্মে ৭মী
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা	অধিকরণে ৭মী
গানে গানে মন ভরেছে	করণে ৭মী
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল	কর্তায় ৭মী
গাধায় খায় পাকা কলা	কর্তায় ৭মী
গল্পটা সবাই জানে	কর্মে শূন্য
গফুরের বুকে শেল বিঁধিল	অধিকরণে ৭মী
-ঘ-	
ঘোড়ায় গাড়ি টানে	কর্তায় ৭মী
ঘোড়া ঘাস খায়	কর্তায় শূন্য
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল	অধিকরণে ৭মী
ঘরে পানি পড়ে	অধিকরণে ৭মী
ঘরকে যাও	অধিকরণে ২য়া
ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে	অধিকরণে ৭মী
ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে	কর্তায় শূন্য
ঘরে যাই বেলা বয়ে গেল	অধিকরণে ৭মী
-চ-ছ-	
চোর ধৃত হয়েছে	কর্মে শূন্য
চোরের ভয়ে ঘুম আসে না	অপাদানে ৬ষ্ঠী
চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী	কর্তায় ৭মী
চোখ দিয়ে পানি পড়ে	অপাদানে ৩য়া
চণ্ডীদাসে কয়, শুন পরিচয়	কর্তায় ৭মী
চিন্তা রোগের ওষুধ নেই	কর্মে শূন্য
চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা	কর্মে শূন্য

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
শির	
চীন থেকে করোনা ভাইরাস ছড়েছে	অধিকরণে ৫মী
ছাগলে কি না খায়	কর্তায় ৭মী
ছাদে বৃষ্টি পড়ে	অধিকরণে ৭মী
ছাদে পানি পড়ে	অপাদানে ৭মী
ছাদ থেকে পানি পড়ে	অপাদানে ৫মী
ছাদ থেকে নদী দেখা যায়	অধিকরণে ৫মী
ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা	অধিকরণে ৭মী
ছায়ায় বস	অধিকরণে ৭মী
ছেলেরা বল খেলে	করণে শূন্য
ছেলেরা ক্রিকেট খেলে	কর্মে শূন্য
ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী	অধিকরণে শূন্য
-জ-ঝ-	
জলকে চল	নিমিত্তার্থে ৪র্থী
জিজ্ঞাসিব জনে জনে	কর্মে ৭মী
জল পড়ে পাতা নড়ে	কর্তায় শূন্য
জলে বাষ্প হয়	অপাদানে ৭মী
জলে কুমির থাকে	অধিকরণে ৭মী
জলের লিখন থাকে না	করণে ৬ষ্ঠী
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়	করণে ৭মী
জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়	অধিকরণে ৭মী
জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়	করণে ৭মী
জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো	কর্মে শূন্য
জটাতে তাপস চিনি	করণে ৭মী
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি	করণে ৭মী
জমিতে ফসল মিলে/পাই	অপাদানে ৭মী
জমি থেকে ফসল পাই	অপাদানে ৫মী
জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়	করণে ৭মী
ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো	কর্মে ২য়া
ঝিনুকে মুক্তা মেলে	অপাদানে ৭মী
ঝিনুকে মুক্তা আছে	অধিকরণে ৭মী
-ট-ঢ-	

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
টাকায় টাকা হয়	অপাদানে ৭মী
টাকায় টাকা হয়	কর্তায় শূন্য
টাকায় টাকা আনে	কর্তায় ৭মী
টাকায় টাকা আনে	কর্মে শূন্য
টাকা থেকে টাকা হয়	অপাদানে ৫মী
টাকা থেকে টাকা হয়	কর্তায় শূন্য
টাকায় কিনা হয়?	করণে ৭মী
টাকায় বাঘের দুধ মেলে	করণে ৭মী
টাকায় অসাধ্য সাধন হয়	করণে ৭মী
টানে এক আঁকে বক	করণে ৭মী
ট্রেন ঢাকা ছাড়ল	অপাদানে শূন্য
ট্রেন ঢাকা পৌঁছল	অধিকরণে শূন্য
ভাক্তার ভাক	কর্মে শূন্য
ভাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে	করণে শূন্য
ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অনেক দূর/কাছে	অপাদানে ৫মী
ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অনেক দূর/কাছে	অধিকরণে শূন্য
ঢাকা ও চট্টগ্রাম পাশাপাশি	অধিকরণে শূন্য
-ত-	
তিলে তৈল হয়	অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল আছে	অধিকরণে ৭মী
তিনি এবার হজে গেলেন	সম্প্রদানে ৭মী
তিনি শুক্রবার আসবেন	অধিকরণে ৭মী
তিনি ঢাকা থাকেন	অধিকরণে শূন্য
তিনি চোখে দেখেন না	করণে ৭মী
তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত	অধিকরণে ৭মী
তিনি বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন	অধিকরণে ৭মী
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে	অধিকরণে শূন্য
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে	করণে ৭মী
তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে	অপাদানে ৩য়া

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
তার হাসিতে মুক্তা ঝরে	অপাদানে ৭মী
তাহার ধর্মে মতি আছে	অধিকরণে ৭মী
তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে	করণে শূন্য
তাই দিই দেবতারে	সম্প্রদানে ৪র্থী
তোমাকে আমার ভয় হয়	অপাদানে ২য়া
তোমাকে যেতে হবে	কর্তায় ২য়া
তোমাকে ফাঁকি দেব না	কর্মে ২য়া
তোমায় যেতে হবে	কর্তায় ৭মী
তোমার যাওয়া উচিত	কর্তায় ৬ষ্ঠী
তোমার দেখা পেলাম না	কর্মে ৬ষ্ঠী
তোমার মহিলা জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা	করণে ৭মী
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে	কর্মে শূন্য
তোমাকে বেশ মানিয়েছে	কর্মে ২য়া
তোমা দ্বারা এ কাজ হবে না সাধন	কর্তায় ৩য়া
তাহার দেখা পাওয়া দুষ্কর	কর্মে ৬ষ্ঠী
তাহার ঢাকা যাওয়া হচ্ছে না	কর্তায় ৬ষ্ঠী
তুমি সন্ধ্যাকাশের তারার মত	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
তুমি কাকাকে বারণ করে দাও	কর্তৃকারকে ২য়া
তোমারে সঁপিনু মোর যাহা কিছু প্রিয়ে	সম্প্রদানে ৪র্থী
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে	সম্প্রদানে ৭মী
তোমায় দেখলেও পাপ	কর্মে ৭মী
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
তর্কে বিরত হও	অপাদানে ৭মী
তাহারা ফুটবল খেলে	করণে শূন্য
ত্যাগে তিনি নিরহঙ্কার	অধিকরণে ৭মী
তাকে বল	কর্মে ২য়া
-থ-ন-	
থানায় এজাহার দাও	অধিকরণে ৭মী
থলিতে মাছ আছে	অধিকরণে ৭মী

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
দীনে দয়া কর	সম্প্রদানে ৭মী
দরিদ্রকে ধন দাও	সম্প্রদানে ৪র্থী
দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করে	কর্মে ২য়া
দিব তোমা শ্রদ্ধাভক্তি	সম্প্রদানে শূন্য
দুধে ছানা হয়	অপাদানে ৭মী
দেশের জন প্রাণ দাও	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
দশে মিলে করি কাজ	কর্তায় ৭মী
দুয়ারে হাতি বাঁধা	অধিকরণে ৭মী
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিক্ষুক	অধিকরণে ৭মী
দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা	অধিকরণে ৭মী
দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
দাসত্ব চিত্তকে সংকীর্ণ করে	কর্মে ২য়া
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে	কর্মে শূন্য
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে	অধিকরণে ৭মী
দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে	অপাদানে ৫মী
ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না	অপাদানে ৫মী
ধর্মে তোমার মতি হোক	অধিকরণে ৭মী
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে	করণে ৭মী
ধৈর্য ধর, বাঁধ বুক	কর্মে শূন্য
ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি চিড়ে খই	অপাদানে ৭মী
ধন হইতে সুখ হয় না	অপাদানে ৫মী
ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা	করণে ৭মী
নয়নে নয়ন রাখি	অধিকরণে ৭মী
নতুন ধান্যে হবে নবান্ন	করণে ৭মী
নদীতে মাছ আছে	অধিকরণে ৭মী
নখের আঁচড় দিও না	করণে ৭মী
নাইবা তুমি এলে	কর্তায় শূন্য
নিজের চেষ্টায় বড় হও	করণে ৭মী
নতুন ধান্যে হবে নবান্ন	করণে ৭মী
নৌকায় নদী পার হলাম	করণে ৭মী
নদীতে এখন জোয়ার আসিবে	অধিকরণে ৭মী
নিজ গৃহ পথ তাত দেখাও তস্করে	কর্মে ৭মী

-প-ফ-

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
পাপে বিরত হও	অপাদানে ৭মী
পাপীকে ধিক	কর্মে ২য়া
পাপী পশুর অধম	অপাদানে ৬ষ্ঠী
পাপ থেকে পুণ্য পৃথক	অপাদানে ৫মী
পরাজয়ে ডরে না বীর	অপাদানে ৭মী
পাইলটে লেখা হয় ভাল/ পাইলটে ভাল লেখা যায়	করণে ৭মী
পাইলটে কালি ধরে বেশি	অধিকরণে ৭মী
পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়	কর্তায় ৭মী
পরীক্ষা আসিলে চোখে জল পড়ে	অপাদানে ৭মী
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির	অধিকরণে ৭মী
পড়াতে তার মন বসে না	অধিকরণে ৭মী
পুলিশে খবর দাও	কর্মে ৭মী
পুলিশ ডাক	কর্মে শূন্য
পুলিশ চোর ধরেছে	কর্তায় শূন্য
পৃথিবীতে সাতটি মহাসমুদ্র আছে	অধিকরণে ৭মী
পৃথিবীতে কে কাহার?	অধিকরণে ৭মী
প্রভাতে সূর্য উঠে/প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ	অধিকরণে ৭মী
পাঠে মনোযোগ দাও / পাঠেতে মন দাও	অধিকরণে ৭মী
পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার?	কর্মে শূন্য
পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল	কর্তায় শূন্য
পরের মুখে শেখা বুলি	অপাদানে ৭মী
প্রাণপণে চেষ্টা কর	কর্মে শূন্য
প্রাণের ভয়ে ছুটেছে	অপাদানে ৭মী
পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলে	কর্তায় ৭মী
পাছে লোকে কিছু বলে	কর্তায় ৭মী
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখ	অধিকরণে ৭মী
ফলে বৃক্ষের পরিচয়	করণে ৭মী
ফলে না বৃক্ষে সুমধুর ফল	অধিকরণে ৭মী
ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে	কর্তায় ৩য়া
ফুলে ফুলে সাজিয়েছে ঘর	করণে ৭মী
ফুটেছে বাগানে আজ অজস্র	অধিকরণে ৭মী

CamScanner

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
গোলাপ	
-ব-ভ-	
বনে বাঘ থাকে	অধিকরণে ৭মী
বসন্তে ফুল ফুটে	অধিকরণে ৭মী
বসন্তে কোকিল ডকে	অধিকরণে ৭ মী
বাবা আজ বাড়ি নেই	অধিকরণে শূন্য
বাবা আদালতে গেছেন	অধিকরণে ৭মী
বিপদে মোরে রক্ষা কর	অপাদানে ৭মী
বিপদে অধীর হইও না	অধিকরণে ৭মী
বিপদে যেন করিতে পারি জয়	কর্মে ৭মী
বিপদে আমি না যেন করি ভয়	অপাদানে ৭মী
বাঘে মহিষে এক ঘাটে পানি খায়	কর্তায় ৭মী
বর্ষাকালে সাপের ভয় আছে	অধিকরণে ৭মী
বন্যায় দেশ প্লাবিত হলো	করণে ৭মী
বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে	অধিকরণে ৭মী
বড় হও নিজের চেষ্টায়	করণে ৭মী
বাজিল কাহার বীণা?	কর্মে শূন্য
বাজনা বাজে	কর্তায় শূন্য
বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর	কর্মে শূন্য
ব্যাপারটা স্বপ্নে ঘটেছে	অধিকরণে ৭মী
বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে	অপাদানে ৫মী
বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে	কর্মে শূন্য
বগুড়ার চিনিপাতা দই সুস্বাদু।	করণে শূন্য
বিদ্যুতে আলো হয়।	অপাদানে ৭মী
বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি।	অপাদানে ৭মী
বিনা জ্বালে ভাত হয় না	করণে ৭মী
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে	কর্তায় ৭মী
বসিরকে যেতে হবে	কর্তায় ২য়া
বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না	অপাদানে শূন্য
বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না	অধিকরণে ৭মী
ব্যবহারেই ইতরভদ্র চেনা যায়	করণে ৭মী
বিশ্বাস বুদ্ধিকে হার মানায়	কর্মে ২য়া
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি	কর্মে শূন্য

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
বিষের জ্বালায় বিশ্ব জুড়ে	করণে ৭মী
ভাতে পেট ভরে	করণে ৭মী
ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও	সম্প্রদানে ৪র্থী
ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও	কর্মে শূন্য
ভিক্ষা দাও, দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিক্ষুক	সম্প্রদানে শূন্য
ভূতকে আবার কিসের ভয়?	অপাদানে ২য়া
ভয় কি মরণে	অপাদানে ৭মী
ভোরে সূর্য ওঠে	অধিকরণে ৭মী
ভাসছে যেন আলগা স্রোতে	করণে ৭মী
ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে	করণে ৭মী
ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব না	করণে ৩য়া
-ম-	
মেঘে বৃষ্টি হয়	অপাদানে ৭মী
মেঘে বৃষ্টি আছে	অধিকরণে ৭মী
মেয়েটি মালা গাঁথে	কর্মে শূন্য
মূর্খে কিনা বলে	কর্তায় ৭মী
মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।	কর্তায় শূন্য
মৃতজনে দেহ প্রাণ	সম্প্রদানে ৭মী
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন	করণে ৩য়া
মশা মারতে কামান দাগা	কর্মে শূন্য
মানুষকে মানুষ হতে হয়	কর্তায় ২য়া
মানুষকে মানুষ হতে হয়	কর্মে শূন্য
মিথ্যারে করো না উপাসনা	কর্মে ২য়া
মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি	কর্মে ২য়
-য-ল-	
যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়	অপাদানে ৬ষ্ঠী
যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ	কর্মে শূন্য
যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে	কর্তায় শূন্য
রতনে রতন চেনে	কর্তায় ৭মী
রতনে রতন চিনে	কর্মে শূন্য
রেখ মা দাসেরে মনে	কর্মে ২য়া
রবীন্দ্রনাথ পড়লাম	কর্মে শূন্য

CamScanner

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন	কর্মে শূন্য
রোজ রোজ কলেজ পালাও কেন?	অপাদানে শূন্য
রাতে তারা দেখা যায়	অধিকরণে ৭মী
রাকিব অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভাল	অধিকরণে ৭মী
রাজায় রাজায় লড়াই উলুখাগড়ার প্রাণান্ত	কর্তায় ৭মী
রবিবার থেকে পরীক্ষা শুরু	অপাদানে ৫মী
রামের ভাই গান গায়	সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী
লোকে কিনা বলে/লোকে বলে	কর্তায় ৭মী
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	অপাদানে ৭মী
লোকমুখে এ কথা শোনা যায়	অপাদানে ৭মী
লোকটি কানে খাটো	করণে ৭মী
লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব	করণে ৭মী
লাঙলে জমি চাষ করা হয়	করণে ৭মী
লোকটি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল	করণে ৭মী
লেজে খেলায়	করণে ৭মী
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে	করণে ৭মী
লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি	অধিকরণে ৭মী
-শ-হ-	
শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর	সম্প্রদানে ৪র্থী
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল	করণে ৭মী
শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়	করণে ৭মী
শ্রদ্ধাবান লাভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়	কর্তায় শূন্য
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে	অধিকরণে ৭মী
শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না	করণে ৩য়া
শ্রম বিনা ধন লাভ হয় না	করণে শূন্য
সৎপাত্রে কন্যা দান কর	সম্প্রদানে ৭মী
সকলকে মরিতে হইবে	কর্তায় ২য়া
সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল	অধিকরণে ৭মী
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু	সম্প্রদানে/নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী
সুখের চেয়ে শান্তি ভাল	অপাদানে ৫মী

বাক্য	কারক ও বিভক্তি
সরোবরে পদ্মা ফোটে	অধিকরণে ৭মী
সমুদ্রে লবণ আছে	অধিকরণে ৭মী
সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল	কর্মে শূন্য
স্কুল পালাইও না	অপাদানে শূন্য
সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়	করণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা	অধিকরণে ৭মী
সর্বভূতে ধন দাও	সম্প্রদানে ৭মী
সর্বজনে দয়া কর	সম্প্রদানে ৭মী
সারারাত বৃষ্টি ছিল	অধিকরণে শূন্য
সব ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যায় না/মিলে না	অপাদানে ৭মী
সৌন্দর্যে কার না রুচি আছে?	অধিকরণে ৭মী
সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরুমহাশয়	কর্তায় শূন্য
সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরুমহাশয়	সম্প্রদানে ৭মী
সর্বছাত্রে জ্ঞান দেন শিক্ষকগণ	সম্প্রদানে ৭মী
সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না	অপাদানে ৭মী
সে তিনদিন পথ চললো	অধিকরণে শূন্য
সকলকে মরতে হবে	কর্তৃকারকে ২য়া
সে চমৎকার ফুটবল খেলে	করণে শূন্য
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়	কর্তায় শূন্য
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর পাঠশালা পলায়ন	অপাদানে শূন্য
সরিষা হইতে তৈল হয়	অপাদানে ৫মী
সূর্যতাপে জলে বাষ্প হয়	করণে ৭মী
সে গাঁয়েই ছিল	অধিকরণে ৭মী
সে আমাকে সব কিছু বলেছিল	কর্মে ২য়া
হালে যেমন তেমন মইয়ে তুফান	করণে ৭মী
হারি জিতি নাহি লাজ	কর্মে শূন্য
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে	অধিকরণে ২য়া

CamScanner

?? দ্বিধাদ্বন্দ্ব ??

তিলে তৈল হয়	অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল আছে	অধিকরণে ৭মী
টাকায় টাকা হয়	অপাদানে ৭মী
টাকায় কি না হয়?	করণে ৭মী
টাকায় অসাধ্য সাধন হয়।	করণে ৭মী
রোববার থেকে স্কুল বন্ধ।	অপাদানে ৫মী
রোববার স্কুল বন্ধ।	অধিকরণে শূন্য
শুক্রবার স্কুল বন্ধ।	কর্মে শূন্য
স্কুল পালিয়ে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না।	অপাদানে শূন্য
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।	অধিকরণে ৭মী
আলোয় আঁধার কাটে/দূর হয়।	করণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা	অধিকরণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা	কর্মকারকে শূন্য

গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে	অপাদানে শূন্য
গাড়িটি স্টেশনে পৌছালো	অধিকরণে ৭মী
ছাদে পানি পড়ে	অপাদানে ৭মী
ছাদে বৃষ্টি পড়ে	অধিকরণে ৭মী
ছাদ থেকে পানি পড়ে	অপাদানে ৫মী
আমার যাওয়া হয়নি/হবে না	কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী
আমাকে ক্ষমা করুন।	কর্মকারকে ২য়া
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা	কর্মকারকে ২য়া
ছাত্ররা বল খেলে।	করণে প্রথমা
ছাত্ররা ক্রিকেট খেলে।	কর্মে প্রথমা
ছেলেটি তাস খেলে	করণে প্রথমা
খড়্গে ছাগে কাটে	করণে ৭মী

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

ধোপায় কাপড় কাঁচে।	কর্তৃ কারকে ৭মী
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।	কর্তৃ কারকে শূন্য
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।	অধিকরণে ৭মী
নতুন ধান্যে হবে নবান্ন।	করণে ৭মী
তিলে তৈল হয়।	অপাদানে ৭মী
আকাশের ঐ মিটি মিটি তারার সনে	কর্মে ৬ষ্ঠী
ছাত্ররা বল খেলে।	করণে শূন্য
সৎ পাত্রে কন্যা দান কর।	সম্প্রদানে ৭মী
রিকশায় এসেছি।	করণকারকে ৭মী
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরন।	অধিকরণে ৭মী
খুব ঠকা খেয়েছি।	কর্মে শূন্য
হৃদয় আমার নাচিরে আজিকে।	অধিকরণে ২য়া
রকিব অঙ্কে কাঁচা।	অধিকরণে ৭মী
চেষ্টায় সব হয়।	করণে ৭মী
আমি ঢাকা যাব।	অধিকরণে ৭মী
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা।	সম্প্রদানে ৭মী

লোকমুখে খবর পেলাম।	অপাদানে ৭মী
আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরে।	করণে ৭মী
তর্কে বিরত হও।	অপাদানে ৭মী
পাখি সব করে বর রাতি পোহাইল।	কর্তৃ কারকে শূন্য
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।	সম্প্রদানে সপ্তমী
'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রাথনা'।	কর্মে ২য়া
জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়।	করণে ৭মী
"জল পড়ে, পাতা নড়ে"।	কর্তৃ কারকে শূন্য
পড়ায় আমার মন বসে না।	অধিকরণে ৭মী
এমন মেয়ে আর দেখিনি।	কর্মে প্রথমা
ছেলেরা ক্রিকেট খেলে।	কর্মে শূন্য
কপোল ভাসিয়া গেল নয়ন জলে।	কর্মে শূন্য
এ সুতায় কাপড় হয় না।	করণে ৭মী
দীনে দয়া কর।	সম্প্রদানে ৭মী
সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।	অপাদানে ৫মী

CamScanner

কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।	অধিকরণে ৭মী
ডাক্তার ডাক।	কর্মে শূন্য
পাগলে কিনা বলে।	কর্তায় ৭মী
নদীতে মাছ আছে।	অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল আছে।	অধিকরণে ৭মী
পরাজয়ে ডরে না বীর।	অপাদানে ৭মী
টাকায় বাঘের দুধ মিলে।	করণে ৭মী
সকল কারকে শূন্য বিভক্তির রূপ লিখুন:	(অনুশীলনে দেখুন)
শাওন রাতে যাবে।	অধিকরণে ৭মী
সে ফুর্তিতে আছে।	অধিকরণে ৭মী
আমার যাওয়া হবে না।	কর্তায় ৬ষ্ঠী
খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি।	কর্মে শূন্য
শিকারী বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।	করণে ৭মী
দেশের জন্য প্রাণ দাও।	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
বিপদে মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা: ।	অপাদানে সপ্তমী
ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।	করণে সপ্তমী
বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।	নিমিত্তার্থে ৪থী
বাবাকে বড্ড ভয় হয়।	অপাদানে ২য়া
আমাকে এক খানা বই দাও।	কর্মে শূন্য
বিপদে মোরে রক্ষা কর।	অপাদানে ৭মী
লোকটি কানে খাটো।	করণে ৭মী
বাঁশি বাজে।	কর্তায় শূন্য
আকাশে চাঁদ উঠেছে।	অধিকরণ ৭মী
এ কলমে ভালো লেখা হয়।	করণ ৭মী
সমিতিতে চাঁদা দাও।	সম্প্রদান ৭মী
পাপে বিরত হও।	অপাদান ৭মী
সকল কারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ দিন।	(অনুশীলনে দেখুন)
অহংকার পতনের মূল।	করণে শূন্য
সরোবরে পদ্ম ফুটে।	অধিকরণে সপ্তমী
বাজিল কাহার বীণা।	কর্মে শূন্য
পৃথিবীতে কে কার।	অধিকরণে সপ্তমী
রহিম বাড়ী যায়।	কর্তৃকারকে শূন্য
ঘোড়াকে চাবুক মার।	করণে শূন্য
প্রভাতে সূর্য উঠে।	অধিকরণে ৭মী

শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর।	সম্প্রদানে ৪র্থী
বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।	অপাদানে শূন্য
তাকে বল।	কর্ম কারকে ২য়া
আমার যাওয়া হয়নি।	কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?	কর্তায় ৭মী
অন্ধজনে দেহ আলো।	সম্প্রদানে ৭মী
আমাকে যেতে হবে।	কর্তায় ২য়া
নখের আঁচড় দিও না।	করণে শূন্য
গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল	কর্তায় ৭মী
জিজ্ঞাসিব জনে জনে	কর্মে ৭মী
এ দেহে প্রাণ নেই	অধিকরণে ৭মী
সকলকে মরতে হবে	কতায় ২য়া
টাকায় টাকা হয়	অপাদানে ৭মী
আমায় সহ্য কর	কর্মে ৭মী
নৌকা ঘাটে পৌঁছালো	অধিকরণে ৭মী
শরতে কাশফুল ফোঁটে।	অধিকরণে ৭মী
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হও।	করণে ৭মী
কে তোমাকে ভয় পায়?	অপাদানে ২য়া
বাবা বাড়িতে আছেন	অধিকরণে ৭মী
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না	সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী
ছাদ হতে নদী দেখা যায়	অধিকরণে ৫মী
শিক্ষককে জানাও	কর্মে ২য়া
আমার গানের মালা আমি করব কারে দান	কর্মে শূন্য
আকাশ আজি মেঘলা যেয়ো নাকো একলা	অধিকরণে শূন্য
অধ্যয়নে বিরত হতে নেই	অপাদানে ৭মী
মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি	কর্মে ৪থী

২০২২

অর্থ অনর্থ ঘটায়	কর্তৃকারকে শূন্য
অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর	করণে ৭মী
আজ হবে না, কাল এসো	অধিকরণে শূন্য
এ মেঘে বৃষ্টি হয় না	অপাদানে ৭মী
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল	কর্তৃকারকে শূন্য
করোনার কারণে স্কুল বন্ধ ছিল	কর্মে শূন্য

CamScanner

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে	কর্তৃকারকে ৭মী
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর	অপাদানে ৬ষ্ঠী
বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না	অপাদানে শূন্য
গাড়ি স্টেশন ছাড়ল	অপাদানে শূন্য
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে	অধিকরণে ২য়া
তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত	অধিকরণে ৭মী
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন	করণে ৩য়া
জিজ্ঞাসিবে জনে জনে	কর্মে ৭মী
তার ধর্মে মতি আছে	অধিকরণে ৭মী
আজকে নগদ কালকে বাকি	অধিকরণে ২য়া
ফুলে ফুলে শহিদ মিনার ভরে গেছে	করণে ৭মী
ইট পাথরের বাড়ি বেশ শক্ত	করণে ৬ষ্ঠী
জল পড়ে, পাতা নড়ে	কর্তৃকারকে শূন্য
সূর্য উঠলে অন্ধকার দূরীভূত হয়	কর্মে শূন্য
শিক্ষককে শ্রদ্ধা করিও	সম্প্রদানে ৪র্থী
আমি ভাত খাই	কর্মে শূন্য
ঘোড়াকে চাবুক মার	করণে শূন্য
পুলিশ চোর ধরছে	কর্মে শূন্য
ব্যায়ামে শরীর ভালো থাকে	করণে ৭মী
প্রত্যুষে ভ্রমণ শরীরের জন্য ভালো	অধিকরণে ৭মী
টিফিন খেয়ে নাও	কর্মে শূন্য
জননীর সেবা কর	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
বিকাল পাঁচটায় অফিস ছুটি হবে	অধিকরণে ৭মী
পরীক্ষা আসিলে চোখে জল ঝরে	অপাদানে ৭মী
তারা বল খেলে	করণে শূন্য
শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর	সম্প্রদানে ৪র্থী
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে	সম্প্রদানে ৭মী
তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে	অপাদানে ৩য়া
গুরু দক্ষিণা দাও	সম্প্রদানে শূন্য
আমার যাওয়া হয়নি	কর্তায় ৬ষ্ঠী
বাবাকে বড্ড ভয় পায়	অপাদানে ২য়া
ধোপাকে কাপড় দাও	কর্মে ২য়া
তিনি চট্টগ্রাম যাচ্ছেন	অধিকরণে শূন্য
চেষ্টায় সব হয়	করণে ৭মী
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	অপাদানে ৭মী
এ কলমে ভাল লেখা হয়	করণে ৭মী

ভিক্ষা দাও দেখিলে ভিক্ষুক	সম্প্রদানে শূন্য
তুমি এখন বাড়ি যেতে পার	অধিকরণে শূন্য
কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না	কর্মে শূন্য
ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে	করণে ৭মী
আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
নাগরিক সংকট অনুসন্ধানে রাতের গভীরে রাজা এথেন্সে এলেন	কর্তৃকারকে শূন্য
জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়	করণে ৭মী
শুক্রবার স্কুল ছুটি	অধিকরণে শূন্য
শিক্ষককে জানাও	কর্ম কারকে ২য়া
তিলে তৈল আছে	অধিকরণে ৭মী
বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না	অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি
কত ধানে কত চাল হয় তা আমি জানি	কর্মে শূন্য বিভক্তি
অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর	করণে ৭মী
ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে	অধিকরণে ৭মী
দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা	অধিকরণে ৭মী
তুমি কাকাকে বারণ করে দাও।	কর্তৃকারকে ২য়া
ছাত্ররা ক্রিকেট খেলে	কর্মে শূন্য বা প্রথমা
পুলিশে খবর দাও	কর্মে ৭মী
আকাশ আজি মেঘলা যেয়ো নাকো একলা	অধিকরণে শূন্য
ডাক্তার ডাক	কর্মে প্রথমা
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়	করণে ৭মী
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
বাবা বাড়ি নেই	অধিকরণে শূন্য
বাজারে লোক নাই	অধিকরণে ৭মী
ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়	করণে ৫মী
ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল	কর্তায় ৭মী
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে	অধিকরণে ৭মী
দশে মিলি করি কাজ	কর্তৃকারকে ৭মী
গুণহীনে ত্যাগ কর	কর্ম কারকে ৭মী

CamScanner

গাড়ী স্টেশন ছাড়ল	কর্তৃকারকে শূন্য
আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
খেজুর রসে গুড় হয়	অপাদানে ৭মী
'কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা'	অধিকরণে ৭মী
'অনলে পুড়িয়া গেল'	করণে ৭মী
'আমাদের একটি গল্প বলুন'	কর্মে ৬ষ্ঠী
অস্ত্রবিদ্যা ভয়ংকরী	কর্মে শূন্য
জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়	অধিকরণে ৭মী
রেখ মা দাসেরে মনে	কর্মে ২য়া
বিপদে আমি না যেন করি ভয়	অপাদানে ৭মী

২০২৩

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে	কর্তৃকারকে ৭মী
শিল্পীকে ডাকো	কর্মে ২য়া
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল	করণে ৭মী
পাঠে মন দাও	অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল আছে	অধিকরণে ৭মী
টাকার লোভ মানুষকে ধ্বংস করে	কর্মে ৬ষ্ঠী
হাসিতে তার মুক্তা ঝড়ে	অপাদানে ৭মী
একদিন পাপের ফল ফলিবে	অধিকরণে শূন্য
ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে	করণে ৭মী
আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে?	অপাদানে ৭মী
নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়	কর্তৃকারকে ৩য়া
ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে	করণে প্রথমা/শূন্য
জেলেরা নদী থেকে মাছ ধরছে	কর্মকারকে শূন্য
অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ	সম্প্রদানে ৭মী
গাছ থেকে পাতা পড়ে	অপাদানে ৫মী
অন্নহীনে অন্ন দাও	সম্প্রদানে ৭মী
আমাকে যেতে হবে	কর্তায় ২য়া
রহিম সাহেব ঢাকায় বসবাস করেন	অধিকরণে ৭মী
ছাত্ররা ক্রিকেট খেলে	কর্মে প্রথমা/শূন্য
টাকায় টাকা হয়	অপাদানে ৭মী
নদীতে এখন জোয়ার আসিবে	অধিকরণে ৭মী
সর্বছাত্রে জ্ঞান দেন শিক্ষকগণ	সম্প্রদানে ৭মী

লোকটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল	করণে ৭মী
সৈন্যদল যুদ্ধে যাচ্ছে	কর্তায় শূন্য
বিষের জ্বালায় বিশ্বজুড়ে	করণে ৭মী
পাপে বিরত হও	অপাদান ৭মী
দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী	অধিকরণে ৭মী
ছাগলে কিনা খায়	কর্তায় ৭মী
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা	কর্মে ২য়া
ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়	করণে ৩য়া
জমি থেকে ফসল পাই	অপাদানে ৫মী
ধোপাকে কাপড় দাও	কর্মে ৪র্থী
রাজীব বাংলা ব্যাকরণে ভালো	অধিকরণে ৭মী
আলোয় আধার কেটে যায়	করণে ৭মী
আকাশ মেঘে ঢাকা	করণে ৭মী
কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নাই মান	কর্তায় ৬ষ্ঠী
পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল	কর্তায় শূন্য
দেশের জন্য প্রাণ দাও	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন	করণে ৩য়া
অন্ধজনে দেহ আলো	সম্প্রদানে ৭মী
খিলিপান দিয়ে ওষুধ খাবে	অধিকরণে ৩য়া
সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু	অপাদানে ৫মী
তিলে তৈল আছে	অধিকরণে ৭মী
টাকায় কি না হয়	করণে ৭মী
ছাদ থেকে নদী দেখা যায়	অধিকরণে ৫মী
স্কুল পালানো ভালো না	অপাদানে শূন্য
বিকাল পাঁচটায় অফিস ছুটি হবে	অধিকরণে ৭মী
সমুদ্রজলে লবণ আছে	অধিকরণে ৭মী
নতুন ধান্যে হবে নবান্ন	করণে ৭মী
ট্রেন ঢাকা ছাড়ল	অপাদানে শূন্য
গুরুজনে ভক্তি কর	সম্প্রদানে ৭মী
টাকায় অসাধ্য সাধন হয়	করণে ৭মী
গাড়ি স্টেশন ছাড়ল	অপাদানে শূন্য
পড়াশোনায় মন দাও	অধিকরণে ৭মী
পাগলে কিনা বলে	কর্তায় ৭মী
স্কুল পালিয়ে কেউ রবীন্দ্রনাথ হয় না	অপাদানে শূন্য

CamScanner

তিলে তৈল হয়	অপাদানে ৭মী
আলোয় আধাঁর কাটে	করণে ৭মী
তিলে তৈল হয়	অপাদানে ৭মী
ছাত্ররা বল খেলে	করণে শূন্য
অসহায়কে সাহায্য করো	সম্প্রদানে ৪থী
জসিম ইংরেজি ব্যাকরণে ভালো	অধিকরণে ৭মী
বনে বাঘ আছে	অধিকরণে ৭মী
কালির দাগ সহজে মুছে না	করণে ৬ষ্ঠী
ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল	কর্তৃকারকে ৭মী
তিলে তৈল হয়	অপাদানে ৭মী
সব ঝিনুকে মুক্তা থাকে না	অপাদানে ৭মী
বড় হও নিজের চেষ্টায়	করণে ৭মী
টাকার লোভ ভাল নয়	অপাদানে ৬ষ্ঠী
গৃহহীনে গৃহ দাও	কর্মে শূন্য
সকলকে মরতে হবে	কর্তায় ২য়া
তিনি ব্যাকরণে পন্ডিত	কর্তৃ কারকে শূন্য
সমিতিতে চাঁদা দাও	সম্প্রদানে ৭মী
জলকে চল	নিমিত্তার্থে ৪র্থী
দুধে ছানা হয়	অপাদানে ৭মী
শুক্রবার কলেজ বন্ধ থাকে	অধিকরণে শূন্য
তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে	অপাদানে ৩য়া
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে	করণে ৭মী
কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়	অধিকরণে ৭মী
শরতে কাশফুল ফোটে	অধিকরণে ৭মী
রেখ মা দাসেরে মনে	কর্মে ২য়া
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হও	সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী
বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা	অপাদানে ৭মী
শিক্ষক ছাত্রদের অংক পড়াচ্ছেন	কর্তায় শূন্য
জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়	করণে ৭মী
অর্থ অনর্থ ঘটায়	কর্মে শূন্য
গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল	কর্তৃ কারকে ৭মী
বাবাকে বড্ড ভয় পাই	অপাদানে ২য়া
এ অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন	কর্মে ৭মী

বিদ্যালাভে যত্ন কর	অধিকরণে ৭মী
চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যথা শির	কর্মে শূন্য
আমাদের ছাদে পানি পড়ে	অপাদানে ৭মী
কালির দাগ সহজে ওঠে না	করণে ৬ষ্ঠী
চাঁদ বুঝি তা জানে	কর্তায় শূন্য
আমার মনে জ্বলবে	অধিকরণে ৭মী
ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে	কর্তায় শূন্য
পরাজয়ে ডরে না বীর	অপাদানে ৭মী
হাসিতে মুক্তা ঝরে	অপাদানে ৭মী
এ বনে বাঘের ভয় নেই	অপাদানে ৬ষ্ঠী
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির	অধিকরণে ৭মী
এ বাড়িতে কেউ নেই	অধিকরণে ৭মী
হরিণ দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়	করণে ৩য়া
শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান	কর্মে ৬ষ্ঠী
লোকমুখে একথা শোনা যায়	অপাদানে ৭মী
আমার যাওয়া হয় নি	কর্তৃ কারকে ৬ষ্ঠী
ভিখারিকে ভিক্ষা দাও	সম্প্রদানে ৪র্থী
এ দেহে প্রাণ নেই	অধিকরণে ৭মী
সারারাত বৃষ্টি হয়েছে	অধিকরণে শূন্য
সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দেব কোথা	কর্মে শূন্য
আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস	অধিকরণে ৭মী
আমি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে	অপাদানে ৭মী
দেশের সেবা কর	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
এটা তোমার বিবেচ্য।	কর্তৃ কারকে ৬ষ্ঠী
কালির দাগ দাও।	করণে ৬ষ্ঠী
গরুতে গাড়ি টানে	কর্তায় ৭মী
তার দেখা পাওয়া দুষ্কর।	কর্মে ৬ষ্ঠী
জটাতে তাপস চিনি	করণে ৭মী
আমরা কানে শুনি	করণে ৭মী
তুমি কি চাও?	কর্মে শূন্য
রাতে তারা দেখা যায়	অধিকরণে ৭মী
আমরা দেশের উন্নয়ন চাই।	কর্মে শূন্য
ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে	অধিকরণে ৭মী
ছাদ দিয়ে পানি পড়ে।	অপাদানে ৫মী

CamScanner

২০২৪	
অন্ধজনে দেহ আলো	সম্প্রদানে ৭মী
সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু	অপাদানে ৫মী
ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়	করণে ৩য়া
বাবা বাড়ি নেই	অধিকরণে শূন্য
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না	সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী
মানুষে ভাবে এক, হয় আর এক	কর্তৃকারকে ৭মী
রেখো মা দাসেরে মনে	কর্ম কারকে ২য়া
বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে	করণে শূন্য
সুখের চেয়ে শান্তি ভালো	অপাদানে ৫মী
কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়	অধিকরণে ৭মী
আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে	অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল হয়	অপাদানে ৭মী
পুকুরে মাছ আছে	অধিকরণে ৭মী
এ সন্তান হতে দুঃখ দূর হবে না	করণে ৫মী
কত ধানে কত চাল তা আমি জানি	অপাদানে ৭মী
জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়	অধিকরণে ৭মী
কেন বঞ্চিত হবে ভোজনে	কর্মে ৭মী
প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ	অধিকরণে ৭মী
তোমার যাওয়া উচিত	কর্তায় ৬ষ্ঠী
আমা হতে এ কাজ হবেনা সাধন	কর্তায় ৫মী
দেশের জন্য প্রাণ দাও	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
সকলকে মরতে হবে	কর্তায় ২য়া
তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত	অধিকরণে ৭মী
ব্যায়ামে শরীর ভালো থাকে	করণে ৭মী
সে অংকে কাঁচা	অধিকরণে ৭মী
নতুন ধান্যে হবে নবান্ন	করণে ৭মী
তার ধর্মে মতি আছে	অধিকরণে ৭মী
টাকার লোভ ভালো নয়	সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী
জমিতে সোনা ফলে	অপাদানে ৭মী
আমি তাকে চিনি	কর্মে ৭মী
আকাশ মেঘে ঢাকা	করণে ৭মী
বাঘের ভয়ে সকলে ভীত	অপাদানে ৬ষ্ঠী
আমি আগামীকাল বাড়ি যাব	অধিকরণে শূন্য
জিজ্ঞাসিব জনে জনে	কর্মে ৭মী

সজীব ফুটবল খেলে	কর্তৃকারকে শূন্য
ডাক্তার ডাক	কর্মকারকে শূন্য
লোকে বলে	কর্তৃকারকে ৭মী
টাকায় কি না হয়?	করণে ৭মী
শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়	করণে ৭মী
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল	কর্তায় ৭মী
এ দেহে প্রাণ নেই	অধিকরণে ৭মী
লোকমুখে শুনেছি	অপাদানে ৭মী
বড় হও স্বীয় চেষ্টায়	করণে ৭মী
ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও	সম্প্রদানে ৪র্থী
কপালের লিখন না যায় খন্ডন	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
হিমালয় হতে গঙ্গা প্রবাহিত	অপাদানে ৫মী
পাতা নড়ে	কর্তৃ কারকে প্রথমা
নদীতে মাছ আছে	অধিকরণ কারকে সপ্তমী
অবনি ঘর পড়ি যায়	অধিকরণে শূন্য
কেহ বাতায়ন পাশে চেয়ে রয় নীল আকাশে	কর্মে শূন্য
দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে	অপাদানে ৫মী
আমার যাওয়া হয়নি	কর্তৃ কারকে ৬ষ্ঠী
নদীতে পানি আছে	অধিকরণে ৭মী
হামিদ বই পড়ে	কর্তৃ কারকে ১মা
বাবাকে বড্ড ভয় পাই	অপাদানে ২য়া
কুকর্মে বিরত হও	অপাদানে ৭মী
মেঘে বৃষ্টি হয়	অপাদানে ৭মী
শীতার্তকে বস্ত্র দাও	সম্প্রদানে ৪র্থী
গাড়ীটি স্টেশন ছাড়ল	অপাদানে শূন্য
টাকায় কি না হয়	করণে ৭মী
খারাপ রঙ্গে ভাল ছবি হয় না	করণে ৭মী
জনম তব কোন মহাকূলে	অপাদানে ৭মী
বেলা যে পড়ে এল জলকে চল	নিমিত্তার্থে ৪র্থী
গল্পটা সবাই জানে	কর্মে শূন্য
অসহায়কে সাহায্য কর	কর্মকারকে ২য়া
জসিম ইংরেজী ব্যাকরণে ভাল	অধিকরণে ৭মী

CamScanner

জমি থেকে ফসল পাই	অপাদানে ৫মী
বনে বাঘ আছে	অধিকরণে ৭মী
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা	কর্মে ২য়া
শরতে কাশফুল ফুটে	অধিকরণে ৭মী
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হও	করণে ৭মী
শিক্ষক ছাত্রদের অঙ্ক পড়াচ্ছেন	কর্তায় শূন্য
বিদ্যালাভে যত্ন কর	অধিকরণে ৭মী
চেষ্টায় সব হয়	করণে ৭মী
ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও	কর্মে শূন্য
বাঘকে ভয় পায় না কে	অপাদানে ২য়া
তিলে তৈল আছে	অধিকরণে ৭মী
গাড়ি স্টেশন ছাড়ে	অপাদানে শূন্য
এ অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন	কর্মে ৭মী
তাকে বল	কর্ম কারকে ২য়া
জব্বার বই পড়ে	কর্তৃ কারকে শূন্য
ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে	করণে ৭মী
দোকান থেকে নদী দেখা যায়	অধিকরণে ৫মী
মশা মারতে কামান দাগা	কর্মে শূন্য
টাকায় বাঘের দুধ মেলে	করণে ৭মী
অহি নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে	কর্ম কারকে ২য়া
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়	করণে ৭মী
পরের মুখে শেখা বুলি	অপাদানে ৭মী
কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে	কর্মে শূন্য
মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে	অপাদানে ৫মী
ছেলেরা ফুটবল খেলছে	কর্তৃ করকে শূন্য
সৎপাত্রে কন্যা দান করা	সম্প্রদানে ৭মী
গাছ থেকে পাতা পড়ে	অপাদানে ৫মী
ছেলেকে ডাক	কর্মে ২য়া
দেশের জন্য প্রাণ দাও	সম্প্রদানে ৪র্থী
পুকুরে মাছ আছে	অধিকরণে ৭মী
গরুতে ঘাস খায়	কর্তৃকারকে ৭মী
কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা	কর্ম কারকে শূন্য
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দেই দেবতারে	সম্প্রদানে ৭মী

নেহাল অঙ্কে খুব কাঁচা	অধিকরণে ৭মী
হৃদয়ে আমার নাচেরে আজিকে	অধিকরণে ২য়া
বাড়ি ঘুরে এস	অধিকরণে শুন্য
গুরুজনে কর নতি	সম্প্রদানে ৭মী
আজকে করিম আসবে	অধিকরণে ২য়া
জেলেরা নদী থেকে মাছ ধরছে	অধিকরণে ৫মী
দীনে দয়া কর	সম্প্রদানে ৭মী
এ কলমে ভালো লেখা হয় না।	করণে ৭মী
পাখি ডাকে।	কর্তায় শূন্য
আকাশের ঐ মিটি মিটি তারার সাথে।	কর্মে ৬ষ্ঠী
ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা।	অধিকরণে ৭মী
সেখানে সাপের ভয় আছে।	অপাদানে ৬ষ্ঠী
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ।	কর্তায় শূন্য
সোনার খাঁচায় রাখব তোমায়।	কর্মে শূন্য
তারা বল খেলে।	করণে শূন্য
গৃহহীন চিরদিন থাকে পরাধীন	কর্তৃ কারকে শূন্য
পাহাড় নাড়ায় সাধ্য কার?	কর্মে শূন্য
সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না।	অপাদানে ৭মী
জলে বাষ্প হয়।	অপাদানে ৭মী
থানায় এজহার দাও।	অধিকরণে ৭মী
গরুতে দুধ দেয়	কর্তৃকারকে ৭মী
এ সুতায় কাপড় হয় না।	করণে ৭মী
এ বাড়িতে কেউ নেই।	অধিকরণে ৭মী
সে আমাকে সবকিছু বলেছিল।	কর্মে ২য়া
সারারাত বৃষ্টি ছিল।	অধিকরণে শূন্য
বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।	অধিকরণে ৫মী
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন	করণে ৩য়া
মানুষ ভাবে এক হয় আর এক।	কর্তায় শূন্য
ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।	অধিকরণে শূন্য
রেখো মা দাসেরে মনে।	কর্মে ২য়া
ফুলে শহিদ মিনার ভরে গেছে।	করণে ৭মী
আজকে নগদ কালকে বাকী।	অধিকরণে ২য়া
সমিতিতে চাঁদা দাও	সম্প্রদানে ৭মী
বিপদ থেকে বাঁচাও	অপাদানে ৫মী

CamScanner

ধোপাকে কাপড় দাও।	কর্মে ২য়া
ছাদ থেকে পানি পড়ে।	অপাদানে ৫মী
অর্থই অনর্থের মূল ।	কর্তায় শূন্য
আমাদের একটি গল্প বলুন	কর্মে ৬ষ্ঠী
বাবাকে ভয় পাই	অপাদানে ২য়া
আত্মার সম্পর্কই আত্মীয়	করণে ৬ষ্ঠী
সজীব গণিতে দক্ষ।	অধিকরণে ৭মী
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি।	করণে ৭মী
প্রাণপণে চেষ্টা কর।	কর্মে শূন্য
সকলকে মরিতে হইবে।	কর্তায় ২য়া
লোকমুখে এ কথা শোনা যায়।	অপাদানে ৭মী
কপালের লেখা খণ্ডাবে কে?	অধিকরণে ৬ষ্ঠী
জগতে কীর্তিমান হও সাধনায় ।	করণে ৭মী
রেখ মা দাসেরে মনে।	কর্মে ২য়া
পুলিশ চোর ধরেছে।	কর্তৃ কারকে শূন্য
কলমের খোঁচা দিওনা ।	করণে ৬ষ্ঠী
সরোবরে পদ্ম ফোটে।	অধিকরণে ৭মী

বাঁশি বাজে।	কর্তৃকারকে শূন্য
দেশের সেবা কর।	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
আষাঢ়ে বাদল নামে।	অধিকরণে ৭মী
ছাদে দিয়া পানি পড়ে।	অপাদানে ৩য়া
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরন, রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ।	অধিকরণে ৭মী
কাজে মন দাও।	অধিকরণে ৭মী
রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন।	কর্মে শূন্য
শান্তির ললিত বাণী শোনাইব ব্যর্থ পরিহাস।	কর্মে শূন্য
আপন পাঠে মন দাও।	অধিকরণে ৭মী
নিজের চেষ্টায় বড় হও।	করণে ৭মী
ছাদ থেকে পানি পড়ে।	অপাদানে ৫মী
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।	করণে ৩য়া
তিলে তেল থাকে।	অধিকরণে ৭মী
কি করি আজ ভেবে না পাই।	অধিকরণে শূন্য

নমুনা প্রশ্ন

১. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন: (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-২০১৬/ অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)**
ক) পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল। খ) শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।
গ) গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে। ঘ) তিলে তৈল হয়। ঙ) পরাজয়ে ডরে না বীর

২. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন: (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-২০১৯/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাপ কম্পিউটার অপারেটর)** ৫
ক) তিলে তৈল হয় । খ) বাবাকে বড্ড ভয় পাই। গ) সৎ পাত্রে কন্যা দান কর।
ঘ) এ দেহে প্রাণ নেই। ঙ) রিকশায় এসছি।

৩. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন: (খাদ্য মন্ত্রণালয়-২০২০/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাপ কম্পিউটার অপারেটর)** ৫
ক) ঘোড়াকে চাবুক মার। খ) প্রভাতে সূর্য উঠে।
গ) শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর। ঘ) বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না। ঙ) তাকে বল।

৪. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন: (কর অঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩/উচ্চমান সহকারী)** ৫
ক) টাকার লোভ মানুষকে ধ্বংস করে। খ) হাসিতে তার মুক্তা ঝড়ে গ) একদিন পাপের ফল ফলিবে। ঘ) ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে। ঙ) আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে?

৫. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন: (কর অঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩/উচ্চমান সহকারী)** ৫
ক) টাকার লোভ মানুষকে ধ্বংস করে। খ) হাসিতে তার মুক্তা ঝড়ে গ) একদিন পাপের ফল ফলিবে। ঘ) ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে। ঙ) আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে?

৬. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন: (কর আপীল অঞ্চল, ঢাকা ২০২৪/অফিস সহাকরী কাম কম্পিউটার মুদ্রা.)** ৫
ক) বড় হও স্বীয় চেষ্টায়। খ) ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। গ) কপালের লিখিন না যায় খণ্ডন
ঘ) হিমালয় হতে গঙ্গা প্রবাহিত। ঙ) পাতা নড়ে।

CamScanner

৪ প্রত্যয়

প্রত্যয়: শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে নাম প্রকৃতির বা ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে।/ শব্দ ও ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। যেমন, ল, এল, আ, অন্ত, তব্য, অক ইত্যাদি।

➢ প্রত্যয় ২ প্রকার। যথা: ক) কৃৎ প্রত্যয় খ) তদ্ধিত প্রত্যয়

কৃৎ প্রত্যয়: ধাতুর পরে যেসকল প্রত্যয় যুক্ত হয়, সেগুলোকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। যেমন, অনা, তব্য ইত্যাদি।

তদ্ধিত প্রত্যয়: শব্দের পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়, সেগুলোকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন, অক, ইক ইত্যাদি।

প্রকৃতি: কোনো মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর কোনো ভাবেই বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। যেমন, মুখ, ফুল, মুখ ইত্যাদি

তদ্ধিত প্রত্যয়

কানাই	=	কানু + আই	মাধুর্য	=	মধুর+য	দয়াবান	=	দয়া+বতুপ্
পাগলামি	=	পাগল+ আমি	প্রাচ্য	=	প্রাচী+য	শ্রীমান	=	শ্রী+মতুপ্
ছেলেমি	=	ছেলে + আমি	সভ্য	=	সভা+য	মেধাবী	=	মেধা+বিন্
বাহাদুরি	=	বাহদুর+ ই	নীলিমা	=	নীল+ইমন	মায়াবী	=	মায়া+বিন্
মিথ্যুক	=	মিথ্যা+উক	মহিমা	=	মহৎ+ইমন	তেজস্বী	=	তেজঃ+বিন্
শাঁখারি	=	শাঁখ+ আরি	কুসুমিত	=	কুসুম+ইত	মধুর	=	মধু+র
ভিখারি	=	ভিখ+আরি	পঙ্কিল	=	পঙ্ক+ইল্	মুখর	=	মুখ+র
ঘরোয়া	=	ঘর+ওয়া	ফেনিল	=	ফেল+ইল্	শীতল	=	শীত+ল
নাগর	=	নগর+ষ্ণ	গরিষ্ঠ	=	গুরু+ইষ্ঠ	বৎসল	=	বৎস+ল
মাধুর্য	=	মধুর+ষ্ণ	লঘিষ্ঠ	=	লঘু+ইষ্ঠ	মানব	=	মনু+ষ্ণ
গৌরব	=	গুরু+ষ্ণ	জ্ঞানী	=	জ্ঞান+ইন্	যাদব	=	যদু+ষ্ণ
যৌবন	=	যুবন্+ষ্ণ	গুণী	=	গুণ+ইন্	শৈশব	=	শিশু+ষ্ণ
লাঘব	=	লঘু+ষ্ণ	বন্ধুতা	=	বন্ধু+তা	গৌরব	=	গুরু+ষ্ণ
শৈশব	=	শিশু+ষ্ণ	শত্রুতা	=	শত্রু+তা	কৈশোর	=	কিশোর+ষ্ণ
মাধব	=	মধু+ষ্ণ	গুরুত্ব	=	গুরু+ত্ব	পার্থিব	=	পৃথিবী+ষ্ণ
মানব	=	মনু+ষ্ণ	ঘনত্ব	=	ঘন+ত্ব	দৈব	=	দেব+ষ্ণ
পারলৌকিক	=	পরলোক+ষ্ণিক	মহত্ত্ব	=	মহৎ+ত্ব	চৈত্র	=	চিত্র+ষ্ণ
পাঞ্চভৌতিক	=	পঞ্চভূত+ ষ্ণিক	সর্বজনীন	=	সর্বজন+নীন	সৌর	=	সূর্য+ষ্ণ
সৌভাগ্য	=	সুভগ+ষ্ণ্য	নবীন	=	নব+নীন	মনুষ্য	=	মনুঃ+ষ্ণ্য
সার্বভৌম	=	সর্বভূমি+ষ্ণ	জলীয়	=	জল+নীয়	সৌন্দর্য	=	সুন্দর+ষ্ণ্য
বার্ষিক	=	বর্ষ+ষ্ণিক	বায়বীয়	=	বায়ু+নীয়	ধৈর্য	=	ধীর+ষ্ণ্য
দ্বিবার্ষিক	=	দ্বিবর্ষ+ষ্ণিক	বর্ষীয়	=	বর্ষ+নীয়	পার্বত্য	=	পর্বত+ষ্ণ্য
সাম্য	=	সম্+য	গুনবান	=	গুণ+বতুপ্	দশরথি	=	দশরথ+ষ্ণি
কাব্য	=	কবি+য	বুদ্ধিমান	=	বুদ্ধি+মতুপ্	সাহিত্যিক	=	সাহিত্য+ষ্ণিক

CamScanner

বৈজ্ঞানিক = বিজ্ঞান+ষ্ণিক	রসালো = রস+আলো	আশিতম = আশি+তম
সামুদ্রিক = সমুদ্র+ষ্ণিক	চাষি = চাষ+ই	দীর্ঘতম = দীর্ঘ+তম
নাগরিক = নগর+ষ্ণিক	দৈনিক = দিন+ইক	এমনতর = এমন+তর
মাসিক = মাস+ষ্ণিক	চারিত্রিক = চরিত্র+ইক	অশ্বতর = অশ্ব+তর
হৈমন্তিক = হেমন্ত+ষ্ণিক	কণ্টকিত = কণ্টকক+ইত	শক্রতা = শক্র+তা
আকস্মিক = অকস্মাৎ+ষ্ণিক	পঙ্কিল = পঙ্ক+ইল	চাকতি = চাক+তি
আগ্নেয় = অগ্নি+ ষ্ণেয়	প্রাণী = প্রাণ+ঈ	কবিত্ব = কবি+ত্ব
বৈমাত্রেয় = বিমাতৃ+ষ্ণেয়	নারী = নর+ঈ	সতীত্ব = সতী+ত্ব
স্বামী = স্ব + মিন	ছাত্রী = ছাত্র+ঈ	চতুর্থ = চতুর্+থ
মাধ্যমিক = মধ্যম +ষ্ণিক	গ্রামীণ = গ্রাম+ঈন	অংশীদার = অংশী+দার
মেধাবি = মেধা + বিন্	সর্বজনীন = সর্বজন+ঈন	চুড়িদার = চুড়ি+দার
বাংলাদেশি = বাংলাদেশ > ই	রাষ্ট্রীয় = রাষ্ট্র+ঈয়	নাতিন = নাতি+ন
বাংলা ভাষার ব্যকরণ(শিক্ষাবর্ষ ২০২১)	মিশরীয় = মিশর+ঈয়	গিন্নিপনা = গিন্নি+পনা
শৈশব = শিশু+ অ	ঢালু = ঢাল+উ	বেহায়াপনা = বেহায়া+পনা
দাপট = দাপ+অট	পেটুক = পেট+উক	ধান্দাবাজ = ধান্দা+বাজ
বাঘা = বাঘ+ আ	গরুড় = গর+উড়	ধোঁকাবাজ = ধোঁকা+বাজ
ঢাকাই = ঢাকা+আই	লেজুড় = লেজ+উড়	দয়াবান = দয়া + বান
গাড়োয়ান = গাড়ি+আন	মাছুয়া = মাছ+উয়া	জ্ঞানবান = জ্ঞান+বান
বিবিয়ানা = বিবি+আনা	ঘরোয়া = ঘর+ওয়া	বুদ্ধিমান = বুদ্ধি+মান
মুনশিয়ানা = মুনশি+আনা	বাড়িওয়ালা = বাড়ি+ওয়ালা	সৌন্দর্য = সুন্দর+য
বাবুয়ানি = বাবু +আনি	রিকশাওয়ালা = রিকশা+ওয়ালা	মধুর = মধু+র
বেতানো = বেত+আনো	ফলক = ফলা+ক	দীঘল = দীঘ+ল
ছেলেমি = ছেলে+ আমি	বাজিকর = বাজি+কর	মেঘলা = মেঘ+লা
ভিখারি = ভিখ+আরি	কারিকর = কারি+কর	মানানসই = মানান+সই
ধুনারি = ধুন+আরি	ছাপাখানা = ছাপা+খানা	চলনসই = চলন+সই
বোমারু = বোমা+আরু	ডাক্তারখানা = ডাক্তার+খানা	পানসে = পানি+সে
ঘাটাল = ঘাট+আল	গাছড়া = গাছ+ড়া	ফ্যাকাসে = ফিকা+সে
জমকালো = জমক+আলো	চামড়া = চাম+ড়া	

কৃৎ প্রত্যয়

কর্তব্য = √কৃ+তব্য	ডুবন্ত = √যুব্+অন্ত	বাড়তি = √বাড়+তি
ধর = √ধর্ +অ	মোড়ক = √মুড়+অক	জ্ঞাত = √জ্ঞা +ক্ত
কাঁদন = √কাঁদ্ + অন	ঝলক = √ঝল্+অক	খ্যাত = √খ্যা+ক্ত
জানানো = √জানা+আন	চালানো = √চাল্+আন	মুক্ত = √মুচ্+ক্ত
দোলনা = √দুল্+অনা	জানানি = √জান্+আনি	ভুক্ত = √ভুজ্+ক্ত
খেলনা = √খেল্ + অনা	মাতাল = √মাত্+ আল	গত = √গম্+ক্ত
উড়ন্ত = √উড়+অন্ত	ঘাটতি = √ঘাট্+তি	জাত = √জন্+ক্ত

CamScanner

উক্ত = √বচ্+ক্ত
মগ্ধ = √মুহ্+ক্ত
যুদ্ধ = √যুধ্+ক্ত
লব্ধ = √লভ্+ক্ত
সুপ্ত = √স্বপ্+ক্ত
সৃষ্ট = √সৃজ্+ক্ত
শান্তি = √শম্+ক্তি
উক্তি = √বচ্ +ক্তি
মুক্তি = √মুচ্ +ক্তি
ভক্তি = √ভজ্ +ক্তি
গীতি = √গৈ+ক্তি
সিদ্ধি = √সিধ্+ক্তি
বুদ্ধি = √বুধ্ +ক্তি
শক্তি = √শক্+ক্তি
কর্তব্য = √কৃ +তব্য
দাতব্য = √দা+তব্য
পঠিতব্য = √পঠ্ +তব্য
করণীয় = √কৃ +অনীয়
রক্ষণীয় = √রক্ষ্+ অনীয়
মাতা = √মা+ তৃচ্
ক্রেতা = √ক্রী+তৃচ্
নায়ক = √নৈ+ণক
গায়ক = √ গৈ +ণক
লেখক = √লিখ্+ণক
কার্য = √কৃ+ঘ্যণ্
গম্য = √গম্+য
লভ্য = √লভ্+য
বধ = √হণ্+অল্
জয় = √জি+অল্
ক্ষয় = √ক্ষি+অল্
ঈশ্বর = √ঈশ+বর

হিংস্র = √হিন+স্+র
নম্র = √নম্+র
দীপ্যমান = √দীপ্+শানচ্
চলমান = √চল্+শানচ্
বর্ধমান = √বৃধ্+শানচ্
যোগ = √যুজ্+ঘঞ্
ক্রোধ = √ক্রুধ্+ঘঞ্
বাস = √বস্+ঘঞ্
ত্যাগ = √ত্যজ্+ঘঞ্
শোক = √শুচ্+ঘঞ্
নন্দন = √নন্দি+অন

বাংলা ভাষার ব্যকরণ (শিক্ষাবর্ষ ২০২১)

জয় = জি+অ
পাঠক = পঠ্+অক
নিন্দক = নিন্দ্+অক
কপট = কপ্+অট
দোলনা = দুল্ +অনা
খেলনা = খেল্+অনা
মাননীয় = মান্+অনীয়
দর্শনীয় = দৃশ্+অনীয়
উড়ন্ত = উড়্+অন্ত
মহন্ত = মহ্+অন্ত
কর্দম = কর্দ্+অম
চরম = চর্+অম
পড়া = পড়্+আ
শোনা = শুন্+আ
সেলাই = সিল্+আই
ঘেরাও = ঘির্+আও
পাকড়াও = পাকড়্+আও
শয়ন = শী+আন
শুনানি = শুন্+আনি
খোঁজারু = খোঁজ্ + আরু

মাতাল = মাত্+আল
ভাজি = ভাজ্+ই
পঠিত = পঠ্+ইত
গাইয়া = গা+ইয়া
জেলে = জাল+ইয়া
সলিল = সল্+ইল
চলিষ্ণু = চল্+ইষ্ণু
সহিষ্ণু = সহ্+ইষ্ণু
স্থায়ী = স্থা+ঈ
ঝাড় = ঝাড়্+উ
মিশুক = মিশ্+উক
পড়ুয়া = পড়্+উয়া
লগোয়া = লাগ্+ওয়া
চড়ক = চড়্+ক
মুক্ত = মুচ্+ ত
জ্ঞাত = জ্ঞা+ত
কর্তব্য = কৃ+তব্য
দাতব্য = দা+তব্য
বহতা = বহ্+তা
কাটতি = কাট্ + তি
ছত্র = ছদ্+ত্র
নেত্র = নী+ত্র
কাষ্ঠ = কাশ+থ
রান্না = রাঁধ্+না
কান্না = কাঁদ্+না
স্থাবর = স্থা+বর
চত্বর = চত্ +বর
বর্ধমান = বৃধ্ +মান
কার্য = কৃ+য
নম্র = নম্+য
অম্ল = অম্ +র
হামলা = হাম্ +লা

বিভন্ন দপ্তরের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ: Self Preparation

CamScanner

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

জ্যান্ত	জী + অন্ত	তদ্ধিত প্রত্যয়
দিব্য	দিব + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
পণ্ডিত	পণ্ড + ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
বার্ষিক	বর্ষ + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
অন্তিম	অন্ত + ইম	তদ্ধিত প্রত্যয়
পঠিত	√পঠ্ + ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়
বুদ্ধিমান	বুদ্ধি + মতুপ্	তদ্ধিত প্রত্যয়
দীপ্যমান	√দীপ+ শানচ	কৃৎ প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
নীলিমা	নীল+ ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
শৈশব	শিশু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
শান্তি	√শম্ + ক্তি	কৃৎ প্রত্যয়
জয়	√জি + অ	কৃৎ প্রত্যয়
মাতা	√মা + তৃচ্	কৃৎ প্রত্যয়
কারক	√কৃ+ণক/অক	কৃৎ প্রত্যয়
দৃশ্য	√দৃশ্ + য	কৃৎ প্রত্যয়
হাতল	হাত + ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
গায়ক	√গৈ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
শুনানি	√শুন্ + আনি	কৃৎ প্রত্যয়

জলীয়	জল + নীয়	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাণ্ডারী	কাণ্ড + আরী	তদ্ধিত প্রত্যয়
কর্তা	√কৃ + তৃচ	কৃৎ প্রত্যয়
গরিমা	গুরু + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্থায়ী	√স্থা + ণিক	কৃৎ প্রত্যয়
জমকালো	জমক+আলো	তদ্ধিত প্রত্যয়
নেত্র	√নী + ত্র	কৃৎ প্রত্যয়
ফ্যাকাসে	ফিকা + সিয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বৈজ্ঞানিক	বিজ্ঞান + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাপুড়ে	সাপ + উড়িয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাঠক	√পঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
শোক	√শুচ্ + ঘঞ	কৃৎ প্রত্যয়
চিড়িয়াখানা	চিড়িয়া + খানা	তদ্ধিত প্রত্যয়
দৈনিক	দিন + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
ছেলেমি	ছেলে + আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্মরণীয়	√স্মৃ + নীয়	কৃৎ প্রত্যয়
যৌবন	যুবন্ + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৌন্দর্য	সুন্দর + ষ্ণ্য/য	তদ্ধিত প্রত্যয়
গন্তব্য	√গম্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়

সেল্ফ অনুশীলন

কৃষ্টি	কৃষ্ + তি
প্রাচুর্য	প্রচুর + য
সর্বাঙ্গীণ	সর্বাঙ্গ + ঈন
শ্রদ্ধা	শ্রৎ+√ধা অ + আ
সাহচর্য	সহচর + য
উক্তি	√বচ্ + তি
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য
সত্য	সৎ + য

দর্শনীয়	√দৃশ্ + অনীয়
জাগরিত	√জাগ্ + ত
ধার্য	√ধ্ + য
কুণ্ঠিত	কুণ্ঠ + ত
যোদ্ধা	যুধ + তৃচ্
বাক্য	√বচ্ + য
সাহিত্য	সহিত + য
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ষ্ণিক

CamScanner

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

জ্যান্ত	জী + অন্ত	তদ্ধিত প্রত্যয়
দিব্য	দিব + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
পণ্ডিত	পণ্ড + ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
বার্ষিক	বর্ষ + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
অন্তিম	অন্ত + ইম	তদ্ধিত প্রত্যয়
পঠিত	পঠ্ + ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়
বুদ্ধিমান	বুদ্ধি + মতুপ্	তদ্ধিত প্রত্যয়
দীপ্যমান	√দীপ+ শানচ	কৃৎ প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
নীলিমা	নীল+ ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
শৈশব	শিশু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
শান্তি	√শম্ + ক্তি	কৃৎ প্রত্যয়
জয়	√জি + অ	কৃৎ প্রত্যয়
মাতা	√মা + তৃচ্	কৃৎ প্রত্যয়
কারক	√কৃ+ণক/অক	কৃৎ প্রত্যয়
দৃশ্য	√দৃশ্ + য	কৃৎ প্রত্যয়
হাতল	হাত + ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
গায়ক	√গৈ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
শুনানি	√শুন্ + আনি	কৃৎ প্রত্যয়

জলীয়	জল + নীয়	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাণ্ডারী	কাণ্ড + আরী	তদ্ধিত প্রত্যয়
কর্তা	√কৃ + তৃচ	কৃৎ প্রত্যয়
গরিমা	গুরু + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্থায়ী	√স্থা + ণিক	কৃৎ প্রত্যয়
জমকালো	জমক+আলো	তদ্ধিত প্রত্যয়
নেত্র	√নী + ত্র	কৃৎ প্রত্যয়
ফ্যাকাসে	ফিকা + সিয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বৈজ্ঞানিক	বিজ্ঞান + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাপুড়ে	সাপ + উড়িয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাঠক	√পঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
শোক	√শুচ্ + ঘঞ	কৃৎ প্রত্যয়
চিড়িয়াখানা	চিড়িয়া + খানা	তদ্ধিত প্রত্যয়
দৈনিক	দিন + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
ছেলেমি	ছেলে + আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্মরণীয়	√স্মৃ + নীয়	কৃৎ প্রত্যয়
যৌবন	যুবন্ + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৌন্দর্য	সুন্দর + ষ্ণ্য/য	তদ্ধিত প্রত্যয়
গন্তব্য	√গম্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়

সেল্ফ অনুশীলন

কৃষ্টি	কৃষ্ + তি
প্রাচুর্য	প্রচুর + য
সর্বাঙ্গীণ	সর্বাঙ্গ + ঈন
শ্রদ্ধা	শ্রৎ+√ধা অ + আ
সাহচর্য	সহচর + য
উক্তি	√বচ্ + তি
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য
সত্য	সৎ + য

দর্শনীয়	√দৃশ্ + অনীয়
জাগরিত	√জাগ্ + ত
ধার্য	√ধ্ + য
কুণ্ঠিত	কুণ্ঠ + ত
যোদ্ধা	যুধ + তৃচ্
বাক্য	√বচ্ + য
সাহিত্য	সহিত + য
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ষ্ণিক

CamScanner

৫

এক কথায় প্রকাশ

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

অকালে পক্ব হয়েছে যা	অকালপক্ব
অক্ষির সমক্ষে বর্তমান	প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার	অনভিজ্ঞ
অহংকার নেই যার	নিরহংকার
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
অনুতে জন্মেছে যে	অনুজ
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	আদ্যন্ত/আদ্যোপান্ত
আকাশে বেড়ায় যে	আকাশচারী/ খেচর
আচারে নিষ্ঠা আছে যার	আচারনিষ্ঠ
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে	পণ্ডিতম্মন্য
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার	আস্তিক
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার	নাস্তিক
ইতিহাস রচনা করেন যিনি	ঐতিহাসিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে	জিতেন্দ্রিয়
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার	আঁষটে
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে	কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না	অকৃতজ্ঞ
উপকারীর অপকার করে যে	কৃতঘ্ন
একই মাতার উদরে জাত যে	সহোদর
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত	একাদিক্রমে
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী	কর্মঠ
কোন ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত	চাক্ষুষ
জীবিত থেকেও যে মৃত	জীবন্মৃত

তল স্পর্শ করা যায় না যার	অতলস্পর্শী
দিনে যে একবার আহার করে	একাহারী
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার	নশ্বর
নদী মেখলা যে দেশের	নদীমেখলা
নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে	নাবিক
পা থেকে মাথা পর্যন্ত	আপাদমস্তক
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	ওষধি
বিদেশে থাকে যে	প্রবাসী
বিশ্বজনের হিতকর	বিশ্বজনীন
মৃতের মতো অবস্থা যার	মুমূর্ষু
যা দমন করা যায় না	অদম্য
যা দমন কষ্টকর	দুর্দমনীয়
যা নিবারণ করা কষ্টকর	দুর্নিবার
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	প্রত্যুৎপন্নমতি
যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে	সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব
যার কোন কিছু থেকেই ভয় নেই	অকুতোভয়
যার আকার কুৎসিত	কদাকার
যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে	অযত্নলব্ধ
যা বার বার দুলছে	দোদুল্যমান
যা দীপ্তি পাচ্ছে	দেদীপ্যমান
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না এমন	অনন্যসাধারণ
যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন	অদৃষ্টপূর্ব
যা কষ্টে জয় করা যায়	দুর্জয়
যা কষ্টে লাভ করা যায়	দুর্লভ
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে	অধীত

CamScanner

যা জলে চরে	জলচর
যা স্থলে চরে	স্থলচর
যা জলে ও স্থলে চরে	উভচর
যা বলা হয়নি	অনুক্ত
যা কখনো নষ্ট হয় না	অবিনশ্বর
যা মর্ম স্পর্শ করে	মর্মস্পর্শী
যা বলার যোগ্য নয়	অকথ্য
যা অতি দীর্ঘ নয়	নাতিদীর্ঘ
যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না	অজ্ঞাতকুলশীল
যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না	বর্ণচোরা
যা চিন্তা করা যায় না	অচিন্তনীয়/অচিন্ত্য
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	বন্ধুর
যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয়	ব্যয়বহুল
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়	নাতিশীতোষ্ণ
যার বিশেষ খ্যাতি আছে	বিখ্যাত
যা আঘাত পায়নি	অনাহত
যা উদিত হচ্ছে	উদীয়মান
যার অন্য উপায় নেই	অনন্যোপায়
যার কোনো উপায় নেই	নিরুপায়
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে	বর্ধিষ্ণু
যা পূর্বে শোনা যায়নি	অশ্রুতপূর্ব
যে শুনেই মনে রাখতে পারে	শ্রুতিধর
যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে	উদ্বাস্তু
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়	স্বয়ংবরা
যে গাছ ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না	বনস্পতি
যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে	হাতুড়ে
যে নারীর সন্তান বাঁচে না	মৃতবৎসা
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না	আগাছা
যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে	পরগাছা

যে পুরুষ বিয়ে করেছে	কৃতদার
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি	অনূঢ়া
যে ক্রমাগত রোদন করছে	রোরুদ্যমান
যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না	অপরিণামদর্শী
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক (বা বিসংবাদ) নেই	অবিসংবাদিত
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ	শ্বাপদসংকুল
যিনি বক্তৃতা দানে পটু	বাগ্মী
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়	সর্বংসহা
যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে	বীরপ্রসূ
যে নারীর কোনো সন্তান হয় না	বন্ধ্যা
যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে	কাকবন্ধ্যা
যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর	সুদর্শন
যে রব শুনে এসেছে	রবাহূত
লাভ করার ইচ্ছা	লিপ্সা
শুভ ক্ষণে জন্ম যার	ক্ষণজন্মা
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুদ্গমন
সকলের জন্য প্রযোজ্য	সর্বজনীন
হনন করার ইচ্ছা	জিঘাংসা

সকলের জন্য প্রযোজ্য- সর্বজনীন [বাংলা ভাষার ব্যাকরণ- নবম দশম শ্রেণি

সকলের জন্য প্রযোজ্য- সার্বজনীন [বাংলা ভাষা ও সাহিত্য]

সকলের জন্য হিতকর- সর্বজনীন [বাংলা ভাষা ও সাহিত্য]

যে মেয়ের বিয়ে হয়নি- অনূঢ়া [বাংলা ভাষার ব্যাকরণ- নবম দশম শ্রেণি

যে মেয়ের বিয়ে হয়নি- কুমারী [বাংলা ভাষা ও সাহিত্য]

যে মেয়ের বিয়ে হয় না- অনূঢ়া [বাংলা ভাষা ও সাহিত্য]

CamScanner

সংগৃহীত (গুচ্ছ)

উৎসব/জয়ন্তী	
জয়ের জন্য উৎসব/ জয়সূচক যে উৎসব	জয়ন্তী/ জয়োৎসব
পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	রজত জয়ন্তী
পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	সুবর্ণ জয়ন্তী
ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	হীরক জয়ন্তী
পচাত্তুর বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	প্লাটিনাম জুবলী
একশত পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	সার্ধশতবর্ষ

ইচ্ছা/ইচ্ছুক	
করার ইচ্ছা	চিকীর্ষা
করার ইচ্ছুক	চিকীর্ষু
বলার ইচ্ছা	বিবক্ষা
বলার ইচ্ছুক	বিবক্ষু
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা	অনুসন্ধিৎসা
অনুসন্ধান করার ইচ্ছুক	অনুসন্ধিৎসু
অনুকরণ করার ইচ্ছা	অনুচিকীর্ষা
অনুকরণ করতে ইচ্ছুক	অনুচিকীর্ষু
অপকার করার ইচ্ছা	অপচিকীর্ষা
অপকার করতে ইচ্ছুক	অপচিকীর্ষু
উপকার করার ইচ্ছা	উপচিকীর্ষা
উপকার করতে ইচ্ছুক	উপচিকীর্ষু
মুক্তি লাভের/পাওয়ার ইচ্ছা	মুমুক্ষা
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক	মুমুক্ষু
ভোজন করার ইচ্ছা	বুভুক্ষা
ভোজন করার ইচ্ছুক	বুভুক্ষু
দেখবার ইচ্ছা	দিদৃক্ষা
দেখবার ইচ্ছুক	দিদৃক্ষু
সৃষ্টি করার ইচ্ছা	সিসৃক্ষা
সৃষ্টি করার ইচ্ছুক	সিসৃক্ষু
যুদ্ধ করার ইচছা	যুযুৎসা
যুদ্ধ করার ইচ্ছুক	যুযুৎসু
হিত করার/ হিতসাধনে ইচ্ছা	হিতৈষা
হিত করার/ হিতসাধনে ইচ্ছুক	হিতৈষী
জয় করার ইচ্ছা	জিগীষা
বিজয় লাভের ইচ্ছা	বিজিগীষা
অন্বেষণ করার ইচ্ছা	অন্বেষা

বমন/বমি করিবার ইচ্ছা	বিবমিষা
গমন করার ইচ্ছা	জিগমিষা
প্রতিকার করার ইচ্ছা	প্রতিচিকীর্ষা
ক্ষমা করার ইচ্ছা	চিক্ষমিষা/তিতিক্ষা
ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা	তিতীর্ষা
বেঁচে থাকার ইচ্ছা	জিজীবিষা
মরণের ইচ্ছা	মুমূর্ষা
সেবা করার ইচ্ছা	শুশ্রূষা
প্রিয় কাজ করার ইচ্ছা	প্রিয়চিকীর্ষা
হরণ করার ইচ্ছা	জিহীর্ষা
হনন করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
পাওয়ার ইচ্ছা	ঈপ্সা
লাভ করার ইচ্ছা	লিপ্সা
দান করার ইচ্ছা	দিৎসা
প্রবেশ করার ইচ্ছা	বিবক্ষা
বাস করার ইচ্ছা	বিবৎসা
রমণ বা সঙ্গমের ইচ্ছা	রিরংসা
পান করার ইচ্ছা	পিপাসা
নিন্দা করার ইচ্ছা/ গোপন করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
নির্মাণ করার ইচ্ছা	নির্মিৎসা
প্রতিবিধান করার ইচ্ছা	প্রতিবিধিৎসা
জানবার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
উদক (জল) পানের ইচ্ছা	উদনা
খাইবার ইচ্ছা	ক্ষুধা
যে রূপ ইচ্ছা	যদৃচ্ছা

অক্ষি/চক্ষু	
অক্ষির সমীপে	সমক্ষ
অক্ষির অভিমুখে	প্রত্যক্ষ
অক্ষির অগোচরে	পরোক্ষ
চক্ষুর সম্মুখে সংগঠিত	চাক্ষুষ
যার চক্ষু লজ্জা নেই	চশমখোর/ নির্লজ্জ
চোখে দেখা যায় এমন	চক্ষুগোচর
চোখের কোণ	অপাঙ্গ
চোখের নিমেষ না ফেলিয়া	অনিমেষ
অক্ষিপত্রের লোম	অক্ষিপক্ষ্ম
অক্ষিতে কাম যার (যে নারীর)	কামাক্ষী

CamScanner

পদ্মের ন্যায় অক্ষি বা চোখ	পুণ্ডরীকাক্ষ/পদ্মলোচন
মীন/মৎস্যের ন্যায় অক্ষি যার	মীনাক্ষী
যোগ্য	
নৌ চলাচলের যোগ্য	নাব্য
যা খাওয়ার যোগ্য	খাদ্য
চুষে খাবার যোগ্য	চুষ্য
চিবিয়ে খাবার যোগ্য	চর্ব্য
চেটে খাবার যোগ্য	লেহ্য
পান করার যোগ্য	পেয়
পান করার যোগ্য নয়	অপেয়
ক্রয় করার যোগ্য	ক্রেয়
বিক্রয় করার যোগ্য	বিক্রেয়
যা পাঠ করিবার যোগ্য	পাঠ্য
রন্ধনের যোগ্য	পাচ্য
জানিবার যোগ্য	জ্ঞাতব্য
যা নিন্দা করার যোগ্য নয়	অনিন্দ্য
ক্ষমার যোগ্য	ক্ষমার্হ
ক্ষমার অযোগ্য	ক্ষমার্য
প্রশংসার যোগ্য	প্রশংসার্হ
ধন্যবাদের যোগ্য	ধন্যবাদার্হ
ঘৃণার যোগ্য	ঘৃণার্হ/ঘৃণ্য
ঘ্রাণের যোগ্য	ঘ্রেয়
আরাধনা করিবার যোগ্য	আরাধ্য
বরণ করিবার যোগ্য	বরেণ্য/বরণীয়
মান সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য	মাননীয়
যা অন্তরে ঈক্ষণ (দেখার) যোগ্য	অন্তরীক্ষ
যা বলার যোগ্য নয়	অকথ্য
স্মরণের যোগ্য	স্মরণার্হ
ফেলে দেবার যোগ্য	ফেলনা
অতিক্রমের যোগ্য	অতিক্রমণীয়
কারার যোগ্য	করণীয়
গণানার যোগ্য নয় যা	নগণ্য
চিরকাল মনে রাখার যোগ্য	চিরস্মরণীয়
ছেদনের যোগ্য	ছেদ্য
দণ্ড দিবার যোগ্য	দণ্ডনীয়/দণ্ডার্হ
দোহনের যোগ্য	দোহনীয়
নিন্দার যোগ্য নয় যা	অনিন্দনীয়/অনিন্দ্য
যা অষ্টপ্রহর পরার যোগ্য	আটপৌরে
যা বলার যোগ্য নয়	অকথ্য

লক্ষ্য করার যোগ্য	লক্ষণীয়
শরণ করার যোগ্য যিনি	শরেণ্য
উপকার	
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে	কৃতজ্ঞ
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না	অকৃতজ্ঞ
যে উপকারীর অপকার করে	কৃতঘ্ন
বলা	
যা বলা হয়নি	অনুক্ত
যা বলা হয়েছে	উক্ত
যা বলা হচ্ছে	বক্ষ্যমাণ
যা বলা হবে	বক্তব্য
যা প্রকাশ হয়নি	অব্যক্ত
যা বলা উচিত নয়/বলার যোগ্য নয়	অকথ্য/অবাচ্য/ অবক্তব্য
দু'বার বলা	দ্বিরুক্তি
হরেক রকম বলে যে	হরবোলা
কথা	
যে বেশি কথা বলে	বাচাল
যিনি অধিক কথা বলেন না	মিতভাষী
যিনি কম কথা বলেন	স্বল্পভাষী
যা কথায় বর্ণনা করা যায় না	অবর্ণনীয়
যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না/ যা ভাষায়/কথায় প্রকাশ করা যায় না	অনির্বচনীয়
ভবিষ্যৎ	
যে ভবিষ্যত না ভেবেই কাজ করে/ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করে না যে	অবিমৃষ্যকারী
যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না	অপরিণামদর্শী
যা ভবিষ্যতে ঘটবে	ভবিতব্য
ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে যার	দূরদর্শী
যা হবে	ভাবি

কষ্টকর/ সহজ না/ যায় না	
যা কষ্টে লাভ করা যায়/ যা সহজে লাভ করা যায় না	দুর্লভ
যা কষ্টে জয় করা যায়/ যা সহজে জয় করা যায় না	দুর্জয়

CamScanner

যা জয় করা যায় না	অজয়
যা দমন করা কষ্টকর	দুর্দমনীয়
যা দমন করা যায় না	অদম্য
যা সহজে দমন করা যায় না	দুর্দম
যা কষ্টে নিবারণ করা যায়	দুর্নিবার
যা নিবারণ করা যায় না	অনিবারিত
কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
যা সহজে মরে না/ অতিশয় রক্ষণশীল	দুর্মর
যা সহজে পাওয়া যায় না	দুষ্প্রাপ্য
যাহাতে সহজে গমন করা যায় না/ যাহাতে গমন করা কষ্টকর	দুর্গম
যাহাতে গমন করা যায় না	অগম্য
যাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না	দুর্লঙ্ঘ্য
যা সহজে অতিক্রম করা যায় না	দুরতিক্রম্য
যা সহজে জানা যায় না	দুর্জ্ঞেয়
যাহা সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না	দুস্তর
যা সহ্য করা যায় না	দুর্বিষহ
যা কষ্টে অর্জন করা যায়	কষ্টার্জিত
যা অতিক্রম করা যায় না	অনতিক্রম্য
যা লঙ্ঘন করা যায় না	অলঙ্ঘ্য/অলঙ্ঘ্যনীয়
যা প্রতিরোধ করা যায় না	অপ্রতিরোধ্য
যা মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না	অমূল্য
কষ্টে করা যায় যাহা	কষ্টকর

জন্ম

অগ্রে জন্মেছে যে	অগ্রজ
অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে	অনুজ
দু'বার জন্মে যা	দ্বিজ
সরোবরে জন্মায় যা	সরোজ
পঙ্কে জন্মে যা	পঙ্কজ
জন্ম নাই যা	অজ
যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না/ যার মাটি নোনা বা ক্ষারময়	উষর
যে জমিতে দুবার ফসল জন্মে	দো-ফসলি
যে জমির উৎপাদিকা শক্তি নাই	অনুর্বর
শুভ ক্ষণে জন্ম যার	ক্ষণজন্মা
পূর্বের জন্মের কথা স্মরণ আছে যার	জাতিস্মর
পিতার মৃত্যুর পর জন্ম হয়েছে যে সন্তানের	মরণোত্তর জাতক

তুল্য

আমার তুল্য (সদৃশ)	মাদৃশ
তোমার তুল্য	ত্বাদৃশ
তার তুল্য	তাদৃশ
ইহার/এর তুল্য	ঈদৃশ
ঋষির তুল্য	ঋষিতুল্য
ঋষির ন্যায়	ঋষিকল্প
দেবতার তুল্য	দেবোপম

দিন/রাত

দিনের পূর্ব ভাগ	পূর্বাহ্ণ
দিনের মধ্য ভাগ	মধ্যাহ্ন
দিনের অপর ভাগ	অপরাহ্ণ
দিনের সায় (অবসান) ভাগ	সায়াহ্ন
রাত্রির প্রথম ভাগ	পূর্বরাত্র
রাত্রির মধ্য ভাগ	মহানিশা
রাত্রির শেষ ভাগ	পররাত্র
রাত্রির তিন ভাগ একত্রে	ত্রিযামা
গভীর রাত্র	নিশীথ
রাতের শিশির	শবনম
রাত্রিকালীন যুদ্ধ	সৌপ্তিক
মাসের শেষ দিন	সংক্রান্তি
দিনের আলো ও সন্ধ্যার আলোর মিলন/ দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ	গোধূলি
রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ	প্রত্যুষ
দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া	অহোরাত্র/দিবারাত্র
প্রায় প্রভাত হয়েছে এমন	প্রভাতকল্পা

স্থায়ী

নষ্ট হওয়ার স্বভাব যার/ যা চিরস্থায়ী নয়	নশ্বর
নষ্ট হওয়ার স্বভাব নয় যার/ যা কখনো নষ্ট হয় না	অবিনশ্বর
যা স্থায়ী নয়	অস্থায়ী
ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী	ক্ষণস্থায়ী
যার জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না	ক্ষণপ্রভা
স্থায়ী ঠিকানা নেই যার/	উদ্বাস্তু

CamScanner

যে বস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে	
ঘর নাই যাহার	হা-ঘরে
যার বাসস্থান নেই	অনিকেত

পূর্বে

যা পূর্বে শোনা যায় নি	অশ্রুতপূর্ব
যা পূর্বে দেখা যায় নি	অদৃষ্টপূর্ব
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
যা পূর্বে কখনো ঘটেনি	অভূতপূর্ব
যা পূর্বে চিন্তা করা যায় না	অচিন্তিতপূর্ব
যা পূর্বে কখনো আস্বাদিত হয় নাই	অনাস্বাদিতপূর্ব

ইতিহাস/পণ্ডিত/রচনা

ইতিহাসের পূর্বের	প্রাগৈতিহাসিক
ইতিহাস রচনা করেন যিনি	ঐতিহাসিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
ব্যাকরণে পণ্ডিত যিনি/ যিনি ভালো ব্যাকরণ জানেন	বৈয়াকরণ
যিনি ব্যাকরণ রচনা করেন	ব্যাকরণবিদ
ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি	নৈয়ায়িক
স্মৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত যিনি	শাস্ত্রজ্ঞ
যিনি স্মৃতি শাস্ত্র জানেন	স্মার্ত
স্মৃতি শাস্ত্র রচনা করেন যিনি	শাস্ত্রকার

গাছ

যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না	বনস্পতি
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না	আগাছা
যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে	পরগাছা
ফল পাকলে যে গাছ মারা যায়/ একবার ফল দিয়ে যে গাছ মরে	ওষধি
যে গাছ হতে ঔষধ তৈরি হয়	ঔষধি

একই

একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ
একই মাতার উদরে জাত যার/ একই মাতার সন্তান	সহোদর
একই সময়ে	যুগপৎ
একই বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট যাহার	নিবিষ্টচিত্ত
একই সময়ে বর্তমান	সমসাময়িক
একই কালে বর্তমান	সমকালীন

পর/ পালন

পরের অন্নে যে জীবন ধারণ করিয়া থাকে	পরান্নজীবী
পরের শ্রী (উন্নতি) দেখিয়া যাহার মন খারাপ	পরশ্রীকাতর
পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে যে	পরজীবী
পরের দ্বারা প্রতিপালিত যে	পরভৃত (কোকিল)
পরকে প্রতিপালন করে যে	পরভৃৎ (কাক)

আপনা

আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে	পণ্ডিতম্মন্য
আপনাকে অত্যন্ত হীন বলিয়া ভাবে	হীনমন্য
আপনাকে ভুলে থাকে যে	আত্মভোলা
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা/ কেবল নিজের বিষয়েই চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
আত্মার সম্বন্ধীয় বিষয়	আধ্যাত্মিক
আত্মিক আপনাকে সর্বস্ব ভাবে যে	আত্মসর্বস্ব
যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে	কৃতার্থম্মন্য
আপনার বর্ণ/রঙ লুকায় যে/ যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না	বর্ণচোরা

মৃত

মৃতের মত অবস্থা যার	মুমূর্ষু
মরিবেই যাহা	মরণশীল
জীবিত থেকেও যে মৃত	জীবন্মৃত
মৃত জীবজন্তু ফেলা হয় যেখানে	ভাগাড়

এমন

প্রকাশিত হইবে এমন	প্রকাশিতব্য
শুনিতে পারা যায় এমন	শ্রবণীয়/ শ্রাব্য
বুঝিতে পারা যায় এমন	বোধগম্য
দর্শন করা হয়েছে এমন	প্রেক্ষিত
শোনা যায় এমন	শ্রুতিগ্রাহ্য
পাঠ করিতে হইবে এমন	পঠিতব্য
লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন	আলুনি
উদগীরণ করা হয়েছে এমন	উদগীর্ণ
ঘাম ঝরে পড়ছে এমন	গলদঘর্ম
ঘুমাচ্ছে এমন	ঘুমন্ত
টোল পড়ে নি এমন	নিটোল
ফুটছে এমন	ফুটন্ত
বাতাসে উবে যায় এমন	উদ্বায়ী
ভবিষ্যতে হবে এমন	ভাবী
ভবিষ্যতে ঘটবেই এমন	ভবিতব্য,অবশ্যম্ভাবী
যা পূর্বে দেখা যায় নি এমন	অদৃষ্টপূর্ব
সম্পাদনা করতে হবে এমন	সম্পাদ্য
মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন	উপাবৃত্ত
স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন	স্বাদিত

CamScanner

নির্মিত/তৈরি	
মাটি/মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত	মৃন্ময়
ফুল হইতে তৈরি	ফুলেল
হিরণ্য (স্বর্ণ) দ্বারা নির্মিত	হিরণ্ময়
রেশমের দ্বারা তৈরি	রেশমী
চরে	
আকাশে (খ-তে) চরে বেড়ায় যে	আকাশচারী/খেচর
বাতাসে (ক-তে) চরে যে	কপোত
যা স্থলে চরে	স্থলচর
যা জলে চরে	জলচর
যা জলে ও স্থলে চরে	উভচর
নিশাকালে চরে বেড়ায় যে	নিশাচর
আকাশে ওড়ে যে বাজি	খ-ধূপ
সম্পর্কিত	
ইহলোক সম্পর্কিত	ইহলৌকিক/ঐহিক
পরকাল সম্পর্কিত	পারলৌকিক
দেহ সম্বন্ধীয়	দৈহিক
ইহলোকে যা সাধারণ/ সামান্য নয়	অলোকসামান্য
উত্তর দিক সম্পর্কিত	উদীচ্য
উদর সম্পর্কিত	ঔদরিক
অর্থনীতি সম্বন্ধীয়	অর্থনৈতিক/আর্থিক
সমস্ত/সব	
সকলের জন্য প্রযোজ্য/ সর্বজনের হিতকর	সর্বজনীন
সকলের জন্য অনুষ্ঠিত	সার্বজনীন
বিশ্বজনের হিতকর	বিশ্বজনীন
সমস্ত পদার্থ ভক্ষণ করে যে	সর্বভুক
যিনি সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন	সর্বব্যাপক
সবকিছু গ্রাস করে যে	সর্বগ্রাসী
যিনি সকল কিছুই জানেন	সর্বজ্ঞ
মর্ম	
মর্মভেদ করিয়া যায় যাহা	মর্মভেদী
মর্মকে স্পর্শ করে এমন	মর্মস্পর্শী
মর্মকে পীড়া দেয় যা	মর্মান্তিক
ব্যয়	
আয় অনুসারে ব্যয় করেন যিনি	মিতব্যয়ী
আয় অনুসারে ব্যয় করেন না যিনি	অমিতব্যয়ী
যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয়	ব্যয়বহুল
যে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে	কৃপণ
যে অধিক ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে	ব্যয়কুণ্ঠ
বছরের শেষে আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন	সালতামামি
রূপান্তর	
অন্য ভাষায় রূপান্তর	অনুবাদ
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত বা অনুবাদ/ অনুবাদ করা হয়েছে এমন	অনূদিত
অন্য লিপিতে রূপান্তর	লিপ্যন্তর
লিপ্যন্তর করা হয়েছে এমন	লিপ্যন্তরিত
পুরুষ	
যে পুরুষ বিয়ে করেনি/ যে দার পরিগ্রহ করেনি	অকৃতদার
যে পুরুষ বিয়ে করেছে/ যে দার পরিগ্রহ করেছে	কৃতদার
যে পুরুষের দাড়ি-গোঁফ গজায়নি	অজাতশ্মশ্রু
পুরুষের উদ্দাম নৃত্য	তাণ্ডব
যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে	প্রোষিতপত্নীক
যে পুরুষের চেহারা সুন্দর	সুদর্শন
পুরুষের কর্ণভূষণ	পুরুষালী
স্ত্রীর বশীভূত	স্ত্রৈণ
যে পুরুষের স্ত্রী মারা গিয়েছে	বিপত্নীক
নারী	
যে নারী সুন্দর	রামা
যে নারীর হাসি সুন্দর	সুস্মিতা
যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত	শুচিস্মিতা
যে নারী প্রিয় কথা বলে	প্রিয়ংবদা
যে নারী প্রিয় বাক্য বলে	প্রিয়ভাষী
যে নারী অতি উজ্জ্বল ও ফর্সা	মহাশ্বেতা
যে নারী আনন্দ দান করে	বিনোদিনী
যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত/ পতি নেই পুত্রও নেই	অবীরা
যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত	বীরা
যে নারী কখনো সূর্যের মুখ দেখে নাই/ দেখতে পারে না	অসূর্যম্পশ্যা
যে নারীর স্বামী বিদেশ থাকে	প্রোষিতভর্তৃকা
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়	স্বয়ংবরা
যে নারীর বিয়ে হয় নি	কুমারী *
যে নারীর বিয়ে হয় না	অনূঢ়া *

CamScanner

যে নারীর বিয়ে হয়েছে	উঢ়া
যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে	নবোঢ়া
যে নারীর কোন সন্তান হয় না	বন্ধ্যা
যে নারীর কেন সতীন/শত্রু নেই	নিঃসপ্ত
যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে	বীরপ্রসূ
যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী/ বাগদত্তা ছিল	অন্যপূর্বা
যে নারী অন্য কারও প্রতি আসক্ত হয় না	অনন্যা
যে নারী বীর	বীরাঙ্গনা
যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই	অনসূয়া
যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে	কাকবন্ধ্যা
যে নারীর দুটি মাত্র পুত্র	দ্বিপুত্রিকা
যে নারীর সন্তান বাঁচে না	মৃতবৎসা
যে নারী সাগরে বিচরণ করে	সাগরিকা
যে নারী অপরের দ্বারা প্রতিপালিতা	পরভৃতা
যে নারী কলহপ্রিয়	খাণ্ডানী
যে নারী চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী	চিরণ্টী
যে নারী সহবাসে মৃত্যু হয়	বিষকন্যকা
যে নারী শিশুসন্তানসহ বিধবা	বালপুত্রিকা
যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল	অন্যপূর্বা
যে নারী চিত্রে অর্পিতা বা নিবদ্ধা	চিত্রার্পিতা
নারীর লীলাময়ী নৃত্য	লাস্য
কুমারীর পুত্র	কানীন
যে পুত্রের মাতা কুমারী	কানীন
অঘটন কাণ্ড ঘটাইতে অতিশয় পারদর্শী যে	অঘটনঘটনপটীয়সী

পত্নী

একই স্বামীর পত্নী যাহারা	সপত্নী
পত্নীসহ বর্তমান	সপত্নীক
যে ব্যক্তির পত্নী মৃত/যার স্ত্রী মারা গিয়েছে	বিপত্নীক

জয়

ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি	ইন্দ্রজিৎ
ইন্দ্রিয়কে জয় করেন যিনি	জিতেন্দ্রিয়
শত্রুকে জয় করেন যিনি	শত্রুজিৎ
যা সহজে জয় করা যায় না	দুর্জয়
যা জয় করা যায় না	অজয়
ধন জয় করেন যিনি	ধনঞ্জয়
জয় করা হয়েছে	জিত

ক্রম

ক্রমে ক্রমে আসিয়াছে যাহা	ক্রমাগত
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত	একাদিক্রমে
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে	ক্রমবর্ধমান
বিধিকে অতিক্রম না করে	যথাবিধি
ক্রমকে বজায় রাখিয়া	ক্রমান্বয়ে/যথাক্রমে

কুল

কুলে কলঙ্ক লেপন করে যে	কুল কলঙ্ক
কুলের কীর্তি বর্ধনকারী যে সন্তান	কুলপ্রদীপ
কুলের কীর্তিতে কলঙ্ক লেপন করে যে	কুলাঙ্গার
কুলের কল্যাণস্বরূপ যে গৃহিণী	কুললক্ষ্মী
কুলের অলঙ্কার বা বিশিষ্ট মর্যাদা আনয়ন করে যে	কুলতিলক

গমন/চলা

আকাশে গমন (বিচরণ) করে যে	বিহগ/বিহঙ্গ
ভুজের সাহায্যে চলে যে	ভূজগ/ভূজঙ্গ
বুকে(উরস) হেঁটে গমন করে যে	উরগ
লাফিয়ে চলে যে	প্লবগ
ত্বরিত গমন করতে পারে যে	তুরগ
সর্বত্র গমন করে যে	সর্বগ
পা দিয়ে যে চলে না	পন্নগ

শক্তি

শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া	যথাশক্তি
শক্তির উপাসনা করে যে	শাক্ত

শত্রু

অরিকে (শত্রুকে) দমন করে যে	অরিন্দম
শত্রুকে বধ করে যে	শত্রুঘ্ন
শ্রম করিতে কষ্টবোধ করে যে	শ্রমকাতর
এখনও শত্রু জন্মায় নাই যাহার	অজাতশত্রু
শত্রুকে পীড়া দেয় যে	পরন্তপ

অনেক

অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
অরিকে (শত্রুকে) দমন করে যে	অরিন্দম
অনেকের মধ্যে প্রধান	শ্রেষ্ঠ

অর্থ

অর্থ নাই যাহার	নিরর্থক
অর্থ উপার্জন করা যায় যে ফসল হইতে	অর্থকরী

ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র হাঁস	পাতিহাঁস
ক্ষুদ্র শিয়াল	খেঁকশিয়াল
ক্ষুদ্র নদী	সারণি
ক্ষুদ্র নাটক	নাটিকা

CamScanner

ক্ষুদ্র লেবু	পাতিলেবু
ক্ষুদ্র লতা	লতিকা
ক্ষুদ্র রাজা	রাজড়া
ক্ষুদ্র রথ	রথার্ভক
ক্ষুদ্র প্রলয়	খণ্ডপ্রলয়
ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র	ভাঁড়
ক্ষুদ্র চিহ্ন	বিন্দু
ক্ষুদ্র বাগান	বাগিচা
ক্ষুদ্র ফোঁড়া	ফুসকুড়ি
ক্ষুদ্র প্রস্তরখন্ড	নুড়ি
ক্ষুদ্র নালা	নালি
ক্ষুদ্র জাতীয় বক	বলাক
ক্ষুদ্র জাতীয় বকের শ্রেণি	বলাকা
ক্ষুদ্র গ্রাম	পল্লিগ্রাম
ক্ষুদ্র গাছ	গাছড়া
ক্ষুদ্র কূপ	পাতকুয়া
ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া	টাট্টু
ক্ষুদ্র বা নিচু কাঠের আসন	পিঁড়ি
ক্ষুদ্র অঙ্গ	উপাঙ্গ

গতি	
যা গতিশীল	জঙ্গম
যা গতিশীল নয়	স্থাবর
যার অন্য কোন গতি নেই	অনন্যগতি
উর্ধ্বদিকে গতি যার	উর্ধ্বগতি

মন/চিত্ত	
অন্যদিকে মন যার	অন্যমনস্ক
অন্যদিকে মন নাই যার	অনন্যমনা
এক বিষয়ে যার চিত্ত নিবিষ্ট	একাগ্রচিত্ত

ডাক	
ময়ূরের ডাক	কেকা
কোকিলের ডাক	কুহু
সিংহের নাদ (ডাক)	হুঙ্কার
রাজহাঁস (পক্ষীর) কর্কশ ডাক	ক্রেঙ্কার
হাতির ডাক	বৃংহিত, বৃংহণ
কুকুরের ডাক	বুক্কন
অশ্বের ডাক	হ্রেষা
পেঁচা বা উলূকের ডাক	ঘৃৎকার
মোরগের ডাক	শকুনিবাদ
পাখির ডাক	কূজন/কাকলি
বাঘের ডাক	হুঙ্কার

উপায়	
যার অন্য উপায় নেই	অনন্যোপায়
যার কোনো উপায় নেই	নিরুপায়

আদি	
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	আদ্যোপান্ত/আদ্যন্ত
আদি নাই যাহার	অনাদি

অহং	
অহং বা আত্মা সম্পর্কে অতিশয় সচেতনতা	অহমিকা
অহংকার নেই যার	নিরহংকার

মান	
উড়িয়া যাইতেছে যাহা	উড্ডীন/উদীয়মান
উদয় হইতেছে এমন	উদীয়মান
উপচাইয়া পড়িতেছে এমন	উপচীয়মান
বিবাদ করিতেছে এমন	বিবদমান
সর্বদা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে	ততসঞ্চরমান
যা বার বার দুলছে	দোদুল্যমান
পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা	দেদীপ্যমান
যা দীপ্তি পাচ্ছে	দীপ্তিমান/দেদীপ্যমান
দগ্ধ হইতেছে এমন	দহ্যমান
যা পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে	জাজ্বল্যমান
যে ক্রমাগত রোদন করেছে	রোরুদ্যমান
যা কাঁপছে	কম্পমান

মধুকর/মাধুকরী	
যে ব্যক্তি এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ভিক্ষা করে বেড়ায়/ পরিব্রাজকের ভিক্ষা	মাধুকরী
বহু গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রাহক	মাধুকর
মধু পান করে যে	মধুকর

উপ্ত/সুপ্ত	
ঘুমে আচ্ছন্ন যে	ঘুমন্ত/সুপ্ত
যা বপন করা হয়েছে	উপ্ত

খ্যাতি	
যার বিশেষ খ্যাতি আছে	বিখ্যাত
যার খ্যাতি আছে	খ্যাতিমান

CamScanner

ক্লান্তি	
কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই	অক্লান্তকর্মী
ক্লান্তি নাই যার	অক্লান্ত
চিন্তা	
যা চিন্তা করা যায় না	অচিন্তনীয়/অচিন্ত্য
চিন্তার অতীত	চিন্ততীত
লাভ	
যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে	অযত্নলব্ধ
অনায়াসে লাভ করা যায় যাহা	অনায়াসলভ্য
যা লাভ করা দুঃসাধ্য	সাধ্যাতীত
ধ্বনি	
আনন্দজনক ধ্বনি	নন্দিঘোষ
আনন্দের আতিময্যে সৃষ্ট কোলাহল	হর্‌রা
গম্ভীর ধ্বনি	মন্দ্র
অলঙ্কারের ধ্বনি	শিঞ্জন
ঝনঝন শব্দ	ঝনৎকার
বিহঙ্গের ধ্বনি	কাকলি/কূজন
বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি	ঝংকার
ধনুকের ধ্বনি	টঙ্কার
শুকনো পাতার শব্দ	মর্মর
ভ্রমরের শব্দ	গুঞ্জন
সমুদ্রের ঢেউ	ঊর্মি
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ	কল্লোল
বীরের গর্জন	হুঙ্কার
নূপুর/বীণার ধ্বনি	নিক্বণ

তোপের ধ্বনি	গুড়ুম
জল প্রবাহের ধ্বনি	কলকল/ছলছলানি
মেঘের ডাক/ধ্বনি	জীমূতমন্দ্র
খোলস/চর্ম	
বাঘের চর্ম	কৃত্তি
হরিণের চর্ম	অজিন
হরিণের চর্মের আসন	অজিনাসন
সাপের খোলস	নির্মোক/কঞ্চুক
হাত, আঙুল	
হাতের কনই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ	প্রকোষ্ঠ
হাতের কব্জি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত	পাণি
হাতের কব্জি	মণিবন্ধ
হাতের তালু	করতল
হাতের প্রথম আঙুল	অঙ্গুষ্ঠ
হাতের দ্বিতীয় আঙুল	তর্জনী
হাতের তৃতীয় আঙুল	মধ্যমা
হাতের চতুর্থ আঙুল	অনামিকা
হাতের পঞ্চম আঙুল	কনিষ্ঠা
ফসল	
যে জমিতে ফসল জন্মায় না	ঊষর
যে জমিতে ভাল ফসল ভালো হয় না	অনুর্বর
যে জমিতে দু'বার ফসল হয়	দো-ফসলি
চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল	চৈতালি
পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল	পৌষালি
হেমন্তকালে উৎপন্ন ফসল	হৈমন্তিক

সংগৃহীত (বর্ণক্রমানুসারে)

-অ-	
অর্থহীন উক্তি	প্রলাপ
অঙ্গের সঙ্গে বর্তমান	স্বাঙ্গ
অর্ধেক সম্মত/ প্রায় সম্মত	নিমরাজী
অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য অসত্য ভাষণ	উপচার
অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার	বহুদর্শী
অপে জন্ম যার	অপজ
অশ্বের চালক	সারথী
অগ্রে যে গমন করে	অগ্রগামী
অগ্রে গমন করে যে	অগ্রগামী
অন্বেষণ করবার ইচ্ছা	অন্বেষা

অধ্যাপনা করেন যিনি	অধ্যাপক
অধর প্রান্তের হাসি	বক্রোষ্ঠিকামর
অন্য কোন কর্ম নেই যার	অনন্যকর্মা
অন্য কোন গতি নেই যার	অনন্যগতি
অন্য বার	বারান্তর
অন্য ভাষায় অনুবাদ	অনূদিত
অন্য লোক	লোকান্তর
অন্য যুগ	যুগান্তর
অন্য কাল	কালান্তর
অন্য গ্রাম	গ্রামান্তর
অন্য গতি	গত্যন্তর

CamScanner

অন্য গতি নেই যার	অগত্যা
অন্য জন্ম	জন্মান্তর
অন্য দিকে মন যার	অন্যমনা/অন্যমনস্ক
অনশনে মৃত্যু	প্রায়
অন্ন গ্রহণ করিয়া যে প্রাণধারণ করে	অন্নগত প্রাণ
অন্ন-ব্যঞ্জন ছাড়া অন্য আহার্য	জলপান
অনায়াসে যা লাভ করা যায়	অনায়াসলভ্য
অনভিজ্ঞের অভিজ্ঞ আচরণ	অকালপক্বতা
অনু সংক্রান্ত যা	আণবিক
অনুসরণ করে যে	অনুসারী
অনুসন্ধানের ইচ্ছা	অনুসন্ধিৎসা
অনুকরণ করা যায় এমন	অনুকরণীয়
অনুচিত বল প্রয়োগকারী	হঠকারী
অপূর্ব সৃষ্টিশীল ক্ষমতা	প্রতিভা
অপকার করার ইচ্ছা	অপচিকীর্ষা
অবজ্ঞায় নাক উঁচু করে যে	উন্নাসিক
অবজ্ঞায় নাক উঁচু করেন যিনি	উন্নাসিক
অবলীলার সঙ্গে	সাবলীল
অবশ্যই যা হবে	অবশ্যম্ভাবী
অল্প পরিশ্রমে শ্রান্ত নারী	ফুলটুসি
অল্প কথা বলে যে	অল্পভাষী
অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড	দাবানল
অল্পকাল স্থায়িত্ব যার	ক্ষণস্থায়ী
অলংকারের ধ্বনি	শিঞ্জন
অশ্ব রাখার স্থান	আস্তাবল
অসম সাহস যাহার	অসমসাহসিক
অগ্র-পশ্চাৎ ক্রম অনুযায়ী	আনুপূর্বিক
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে	অবিবেচক
অগ্রে দানগ্রহণ করে যে	অগ্রদানী
অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুদ্‌গমন
অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক	পশ্চাৎপদ
অহনের অপর অংশ	অপরাহ্ণ
অহনের পূর্বাংশ	পূর্বাহ্ণ
অহনের মধ্য অংশ	মধ্যাহ্ন
অন্ত নাই যার	অনন্ত
অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেন যিনি	অন্তর্যামী
অন্তরের ভাব জানেন যিনি	অন্তর্যামী
অন্তর্গত অপ যার	অন্তরীপ
অন্ধকার রাত্রি	তামসী

আয়ুর পক্ষে হিতকর	আয়ুষ্য
আদি নেই যার	অনাদি
অবিবাহিত ব্যক্তি	অকৃতদার/ অনূঢ়
অরিকে দমন করে যে	অরিন্দম
অরিকে দমন করেন যিনি	অরিন্দম
অরিকে জয় করেছে যে	অরিজিৎ
অক্ষির অগোচরে	পরোক্ষ
অতি আসন্ন	অত্যাসন্ন
অতি উচ্চ রোল	উতরোল
অতি উচ্চ ধ্বনি	মহানাদ
অতি উচ্চ বিকট হাসি	অট্টহাস্য
অতি কর্ম নিপুণ ব্যক্তি	ধুরন্ধর
অতি কর্ম-নিপুণ ব্যক্তি	করিতকর্মা
অতিক্রমের যোগ্য	অতিক্রমণীয়
অতিক্রম করা যায় না যা	অনতিক্রম্য/ অনতিক্রমণীয়
অতিকষ্টে যা নিবারণ করা যায়	দুর্নিবার
অতিশয় রমণীয়	সুরম্য
অতিশয় জাঁকজমক	বহ্বাড়ম্বর
অণুকে দেখা যায় যার দ্বারা	অণুবীক্ষণ
অত্যন্ত শৌখিন লোক	ফুলবাবু
অত্যন্ত প্রফুল্ল	উৎফুল্ল
অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণকারী	আততায়ী
অতর্কিত অবস্থায় হত্যাকারী বা আক্রমণকারী	আততায়ী
অতীতের বিষয়ের জন্য শোক প্রকাশ	গতানুশোচনা
অন্বেষণ করার ইচ্ছা	অন্বেষা
অগ্নি উৎপাদনের কাঠ	অরণি
অতিশয় কর্মনিপুণ ব্যক্তি	ধুরন্ধর
অভিনয়ের উপযোগী দৃশ্যকাব্য	নাটক
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যিনি জানতে পারেন	ত্রিকালদর্শী

-আ-

আদরিণী কন্যা	দুলালী
আবেগ জনিত কণ্ঠস্বর	গদগদ
আরোহণ করে যে	আরোহী
আইন-বিরোধী কাজ	বে-আইনী
আপনাকে ভুলে থাকে যে	আত্মভোলা
আবক্ষ জলে নেমে স্নান	অবগাহন
আমার সদৃশ	মাদৃশ
আরাধনার যোগ্য	আরাধ্য

আশা ভঙ্গজনিত খেদ	বিষাদ
আকালের বছর	দুর্বছর
আকাশে বেড়ায় যে	আকাশচারী, খেচর
আকাশে যে বিচরণ করে	নভোচারী, নভশ্চর
আকাশের রং	আকাশী
আকাশ স্পর্শ করে যা	আকাশস্পর্শী
আকাশ মাধ্যমে আগত বাণী	আকাশবাণী
আকাশ ও পৃথিবী বা স্বর্গ ও মর্ত্য	রোদসী/ক্রন্দসী
আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল	ক্রন্দসী/রোদসী
আকস্মিক দুর্দৈব	উপদ্রব
আগামীকালের পরের দিন	পরশু
আগমনের কোনো তিথি নেই যার	অতিথি
আঘাতের বিপরীত	প্রত্যাঘাত,প্রতিঘাত
আহ্বান করা হয়েছে যাকে	আহূত
আয়নায় দেখা মূর্তি	প্রতিবিম্ব
আয়ুর পক্ষে হিতকর	আয়ুষ্য
আজন্ম শত্রু	জাতশত্রু
আজীবন অবিবাহিত আছে যে	চিরকুমার
আটমাস মাতৃগর্ভে থাকিয়া ভূমিষ্ঠ হয় যে	আটাসে/আটমেসে
আটপ্রহর পরার মতো	আটপৌরে
আমিষের অভাব	নিরামিষ
আশি বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি	অশীতিপর
আত্মাকে অধিকার করে	অধ্যাত্ম
আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে পরিধেয়	ছদ্মবেশ
আগুনের ফুলকি	স্ফুলিঙ্গ
-ই-	
ইচ্ছার অধীন	ঐচ্ছিক
ইচ্ছামত কাজ বা আচরণ যে করে	স্বেচ্ছাচারী
ইন্দ্রকে জয় করে যে	ইন্দ্রজিৎ
ইন্দ্রজাল (যাদু) বিদ্যায় পারদর্শী	ঐন্দ্রজালিক
ইরাবতে জাত	ঐরাবত
ইসলাম শাস্ত্র অনুযায়ী নির্দেশ	ফতোয়া
ইহলোকে সামান্য নয়	অলোকসামান্য
ইহলোকের পরবর্তী	পরলোক
ইহলোক বিষয়ক	ঐহিক
ইহার তুল্য	ঈদৃশ
ইষ্টকে নির্মিত গৃহ	অট্টালিকা
ইতি মধ্যকার ঘটনা	ইদানিং
ইতস্ততঃ ভ্রমণ	বিচরণ, প্রসর
ইতঃপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি	দাগী
-ঈ-	
ঈষৎ হাস্য	স্মিত
ঈষৎ কম্পিত	আধুত
ঈষৎ কৃষ্ণ	কালচে
ঈষৎ রক্তবর্ণ	আরক্ত
ঈষৎ মধুর	আমধুর
ঈষৎ উষ্ণ/ কুসুম গরম	কবোষ্ণ/ঈষদুষ্ণ
ঈষৎ পীত বর্ণ	আপীত
ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ	ধূসর
ঈষৎ নীলবর্ণ	নীলাভ
ঈষৎ নীল	আনীল
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার	আঁষটে
ঈশ্বর বিষয়ক	ঐশ্বরিক
ঈশ্বরের ভাব	ঐশ্বর্য
ইষৎ পাংশু বর্ণ	কয়লা
-উ-	
উল্লেখ করা হয় না যা	উহ্য
উদর সম্পর্কিত	ঔদরিক
উদগীরণ করা হয়েছে এমন	উদগীর্ণ
উচ্চ হাস্যকারী	অট্টহাসক
উচ্চস্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র কুটির	টঙ্গি
উপন্যাস রচয়িতা	ঔপন্যাসিক
উপর তালার ঘর	বালাখানা
উপকার করার ইচ্ছা	উপচিকীর্ষা
উপায় নেই যার	নিরুপায়
উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা	প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব
উত্তর দিক সম্পর্কিত	উদীচ্য
উত্তপ্ত করা হয়েছে	উত্তাপিত
উদ্দাম নৃত্য	তাণ্ডব
উলু উলু ধ্বনি	অলোলিকা
উদিত হচ্ছে যা	উদীয়মান
উদিত হয়নি যা	অনুদিত
উচিত নয় যা	অনুচিত
উদ্ভিদের নতুন পাতা	পল্লব/কিশলয়
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধন	রিক্থ
উড়ন্ত পাখির ঝাঁক	বলাকা
উপমা নেই যার	অনুপম

উপদেশ ছাড়া লব্ধ প্রথম জ্ঞান	উপজ্ঞা
উভয় তীর আছে যার	পারাবার
-উ-	
ঊর্ধ্বদিকে গমন করে যে	ঊর্ধ্বগামী
ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা	অবতরণ
ঊর্ধ্বদিকে গতি যার	ঊর্ধ্বগতি
ঊর্ধ্বমুখে সাঁতার	চিৎসাঁতার
ঊর্ণা নাভিতে যার	ঊর্ণানাভ
ঊর্ণ নাভিতে যার	ঊর্ণনাভ
ঊর্ধ্ব বাহু যার	উদ্বাহু
-ঋ-	
ঋষির ন্যায়	ঋষিকল্প
ঋষির উক্তি/ ঋষির দ্বারা উক্ত	আর্ষ
ঋষির তুল্য	ঋষিতুল্য
ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি	ঋত্বিক
ঋণ নেয় যে	অধমর্ণ
ঋণ দেয় যে	উত্তমর্ণ
ঋণশোধে অসমর্থ	দেউলিয়া
ঋণগ্রস্ত অবস্থা	ঋণিতা
-এ-	
এ পর্যন্ত যার শত্রু জন্মায়নি	অজাতশত্রু
এক থেকে আরম্ভ করে	একাদিক্রমে
একই মাতার উদরে জাত যার	সহোদর
একের পরিবর্তে অনেক	বিকল্প
একের পরিবর্তে অপরের সই	বকলম
এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ	বুকনি
এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় যে	যাযাবর
একই সময়ে	যুগপৎ
একবার শুনলে যার মনে থাকে	শ্রুতিধর
একই কালে বর্তমান	সমকালীন
একই সময়ে বর্তমান	সমসাময়িক
একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ
এক তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র	একতারা
একই মায়ের সন্তান	সহোদর
একদিকে দৃষ্টি যার	একচোখা
একই অর্থের শব্দ	প্রতিশব্দ
একসঙ্গে যারা যাত্রা করে	সহযাত্রী
এঁটেল ও বেলেমাটির মিশ্রণ	দোআঁশ
একতান বিশিষ্ট স্বর	ঐকতান

এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম	জন্মজন্মান্তর
এইমাত্র যে স্নান করেছে	সদ্যোস্নাত
এক গোত্র যার	সগোত্র
এখনও যার বালকত্ব যায় নি	নাবালক
এসেছে যে	আগত
এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা	অধ্যাস
এক দিনের পথ	মঞ্জিল
একান্ত অনুগত বা ভক্ত	নেওটা
-ঐ-	
ঐক্যের অভাব আছে যাতে	অনৈক্য
ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি	ঐশ্বর্যবান/ভগবান
ঐতিহাসিক কালের পূর্ববর্তী	প্রাগৈতিহাসিক
-ও-	
ওষ্ঠ ও অধর	ওষ্ঠাধর
ওষ্ঠের দ্বারা উচ্চারিত	ঔষ্ঠ্য
ওজন করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে	তুলাদণ্ড
ওষধি থেকে উৎপন্ন	ঔধষ/ঔষধ
-ঔ-	
ঔষধের বিপণি	ঔষধালয়
ঔষধের আনুষঙ্গিক সেব্য	অনুপান
ঔষধি থেকে জাত	ঔষধ
ঔষধ সংযোগে রক্ষিত মৃতদেহ	মমি
-ক-	
কুবেরের ধন রক্ষক	যক্ষ
কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি	অমাবস্যা
কথায় যা প্রকাশ করা যায় না	অনির্বচনীয়
বলা উচিত নয় যা	অকথ্য/অবক্তব্য/ অবাচ্য।
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী	কর্মঠ
কর্ম করার শক্তি যার নেই	অকর্মণ্য
কটিদেশ থেকে পদতল পর্যন্ত অংশ	অধঃকায়
কেউ যা জানে না	অজ্ঞাত/অজানা
কাম ক্রোধ লোভদির বশীভূত	অজিতেন্দ্রিয়
কখনও যা চিন্তা করা যায় না	অচিন্ত্য/ অচিন্তনীয়
কখনো মৃত্যু হয় না যার	অমর
কথা যে বলতে পারে না	অবলা
কোন কিছুতে ভয় নেই যার	অকুতোভয়
কণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ

CamScanner

কর্ণ পর্যন্ত	আকর্ণ
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	বন্ধুর
কি করতে হবে যে স্থির করতে পারেনা	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
কুৎসিত আকার যার	কদাকার
কালে যা ঘটে	কলীন
কৃষি থেকে উৎপন্ন	কৃষিজ
কষ্টে অতিক্রম করা যায় যা	দূরতিক্রম্য
কূলের বিপরীত	প্রতিকূল
কাচের তৈরি ঘর	শিশমহল
কল্পনার দ্বারা রচিত মূর্তি	ভাবমূর্তি
ক্রিয়ার বিপরীত	প্রতিক্রিয়া
কিছু বলতে যার ঠোঁটে বাধে না	ঠোঁটকাটা
কথায় পটু	বাগীশ
কথায় কথায় যে কাঁদে	ছিদকাঁদুনে
কন্যার পুত্র	দৌহিত্র
কারার যোগ্য	করণীয়
কর দান করে যে	করদ
কর দিতে হয় না যে জমির	নিষ্কর
কথার মধ্যে প্রবচনাদি প্রয়োগ	বুক্‌নি
কাচের তৈরি বাড়ি	শিশমহল
কি করতে হবে তা বুঝতে না পারা	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
কামনা দূর হয়েছে যার	বিতস্কাম
কোনটি দিক কোনটা বিদিগ এই জ্ঞান নাই যাহার	দ্বিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য
কাঠের তৈরি	কাঠরা
কাঠের তৈরি খাট	খাটিয়া
কাঠের তৈরি আসন	কাষ্ঠাসন
কাঁচা মাংস	ক্রব্য
কাঁচা তরকারি	সবজি/ আনাজ
কৃতজ্ঞতা লাভের পাত্র	কৃতজ্ঞ
কাজে যার অভিজ্ঞতা আছে	করিতকর্মা
কাজে প্রথম ব্রতী হওয়া	হাতেখড়ি
কাজে অতিশয় কুশল	কর্মকুশল
কথা দিয়ে যিনি কথা রাখে	বাকনিষ্ঠ
-খ-	
খেয়া পার করে যে	পাটনী
খুব দীর্ঘ নয়	নাতিদীর্ঘ/ অনতিদীর্ঘ
খরচের হিসাব যার নেই	বেহিসেবী

খাতাপত্র রাখার ঘর	দপ্তরখানা
খাওয়ার উপযুক্ত	খাদ্য
খোশ মেজাজ যার	খোশমেজাজী
খাওয়ার ইচ্ছা	ক্ষুধা
খ্যাতি আছে যার	খ্যাতিমান
খেলার পুতুল	ক্রীড়নক
খাজনা আদায় করে যে	খাজাঞ্চি
ক্ষমার যোগ্য	ক্ষমার্হ
ক্ষমা করার ইচ্ছা	তিতিক্ষা
ক্ষমা করতে ইচ্ছুক	তিতিক্ষু
ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে যা	ক্ষয়িষ্ণু/ক্ষীয়মাণ
ক্ষণস্থায়ী প্রভা যার	ক্ষণপ্রভা
ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি	খেসারত
-গ-	
গরু রাখার স্থান	গোশাল/গোয়াল
গ্রন্থাগার রক্ষা করে যে	গ্রন্থাগারিক
গুরুর ভাব	গরিমা
গাছে উঠতে পটু যে	গেছো
গৃহে থাকে যে	গৃহস্থ
গমনের ইচ্ছা	জিগমিষা
গোপন করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
গো দোগনকারিণী কন্যা	দুহিতা
গভীর রাত্রি	নিশীথ
গমন করতে পারে যে	জঙ্গম
গমন করে না যে	নগ
গাড়ি চালায় যে	গাড়োয়ান
গ্রন্থ রাখার গৃহ	গ্রন্থাগার
গমন করার ইচ্ছা	গন্তকাম
গজের মুখের মত মুখ যার	গজানন
গণনার যোগ্য নয় যা	নগণ্য
গবাদি পশুর পাল	বাথান
গভীর জ্ঞান	প্রজ্ঞা
গদ্যপদ্যময় কাব্য	চম্পূ
গরুর খুরে চিহ্নিত স্থান	গোষ্পদ
গলায় কাপড় দিয়া	গলবস্ত্র
গ্রন্থাদির টীকা	দীপিকা
-ঘ-	
ঘোড়ার গাড়ির চালক	কোচওয়ান
ঘোলার ভাব	ঘোলাটে

ঘোড়া থাকার স্থান	ঘোড়াশাল/ আস্তাবল
ঘোর অন্ধকার রাত্রি	তামসী
ঘোড়ার ডাক	হ্রেষা
ঘোড়ায় টানা গাড়ি	ঘোড়গাড়ি
ঘটনার বিবরণ দান	প্রতিবেদন
ঘরের অভাব যার	হা-ঘরে
ঘরের দিকে মুখ যার	ঘরমুখো
ঘাম ঝরে পড়ছে এমন	গলদঘর্ম
ঘুমাচ্ছে এমন	ঘুমন্ত
-চ-	
চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা যা জানতে পারা যায় না	অতীন্দ্রিয়
চিরস্থায়ী নহে যা	নশ্বর/অনিত্য,
চৈত্র মাসের ফসল	চৈতালি
চিবিয়ে খেতে হয় যা	চর্ব্য
চার রাস্তার মিলনস্থল	চৌরাস্তা
চক্ষুর সামনে সংঘটিত	চাক্ষুষ
চিরকাল মনে রাখার যোগ্য	চিরস্মরণীয়
চুষে খেতে হয় যা	চোষ্য
চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তি	চশমখোর
চিরস্থায়ী নয় যা	নশ্বর
চোখে দেখা যায় যা	প্রত্যক্ষ
চোখের দ্বারা দৃষ্ট	চাক্ষুষ
চট করে মেজাজ খারাপ করেন যিনি	বদমেজাজী
চতুর্দশপদী কবিতা	সনেট
চতুর্দিকে প্রচার	সম্প্রচার
চার পা বিশিষ্ট	চৌপায়া
চারি শাখা-হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক বিশিষ্ট সেনা	চতুরঙ্গ
চিত্র কর্মের কাঠামো	নকশা
-ছ-	
ছন্দে নিপুণ যিনি	ছান্দসিক
ছয় মাস অন্তর	ষাণ্মাসিক
ছল করে কান্না	মায়াকান্না
ছিন্ন বস্ত্র	চীর
ছেদনের যোগ্য	ছেদ্য
ছেলে ধরে যে	ছেলেধরা
ছায়া প্রধান তরু	ছায়াতরু

ছুতারের বৃত্তি	তক্ষণ
-জ-	
জেনেও যে পাপ করে	জ্ঞানপাপী
জ্ঞানের সঙ্গে বিদ্যমান	সজ্ঞান
জ্ঞান লাভ করা যায় যে ইন্দ্রিয় দ্বারা	জ্ঞানেন্দ্রিয়
জ্বলজ্বল করছে যা	জাজ্বল্যমান
জন্মেনি যে	অজ
জলে স্থলে যে জন্তু বিচরণ করে	উভচর
জলে চরে যে	জলচর
জলে জন্মে যা	জলজ
জয়ের জন্য যে উৎসব	জয়োৎসব
জনবহুল স্থান	জনাকীর্ণ
জনবিরল বিশাল প্রান্তর	তেপান্তর
জল দেখে জয় পাওয়া	জলাতঙ্ক
জলপানের জন্য যে অর্থ দেয়	জলপানি (বৃত্তি)
জয় করা হয়েছে	জিত
জয় করার ইচ্ছা	জিগীষা
জয় সূচক যে উৎসব	জয়ন্তী
জটা আছে যার	জটাধর
জানা যায় না যা	অজ্ঞেয়
জানার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
জানু পর্যন্ত	আজানু
জানু পর্যন্ত লম্বিত	আজানুলম্বিত
জাহাজের খালাসী	লস্কর/লশকর
জমির পরিমাপ	জরিপ
জীবিত থেকেও যে মৃত	জীবন্মৃত
জিভের দ্বারা উচ্চারিত হয়	জবানি
-ঝ-	
ঝাড়মোছ হয় যার দ্বারা	ঝাড়ন
ঝট করে টান	ঝট্‌কা
ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা	ঝাপটা
ঝন ঝন শব্দ	ঝঙ্কার/ঝনৎকার
ঝিনুকের গর্ভজাত রত্ন	মুক্তা
-ট-	
টাইমের বাইরে	বেটাইম
টোল পড়ে নি এমন	নিটোল
টাকা ধার দেয়ার কাজ	মহাজনী
টাকা ও সম্পত্তি	ধনদৌলত

ঢাকায় উৎপন্ন	ঢাকাই
-ঠ-	
ঠিক নয়	বেঠিক
ঠাকুরের ভাব	ঠাকুরালি
ঠাণ্ডায় পীড়িত	শীতার্ত
ঠাণ্ডা ও গরম	শীতোষ্ণ
ঠিকমত নাম ধাম আছে যাহাতে	ঠিকানা
-ড-	
ডালিমের কুঁড়ি	আনারকলি
ডুব দিতে জানে যে	ডুবুরি
ডাক বহন করে যে	ডাকহরকরা
ডিঙি বইবার দাঁড়	বৈঠা
ডিম ফোটাবার জন্য তাপ	তা
ডিম্বাশয়ের মধ্যে প্রাণকোষ	ডিম্বাণু
-ঢ-	
ঢিপির মতো	ঢ্যাপসা
ঢাক বাজায় যে	ঢাকী
ঢাকায় প্রস্তুত	ঢাকাই
ঢেউয়ের ফলে ছলাৎ ছল শব্দ	ছলচ্ছল
-ত-	
তেলে যা ভাজা হয়	তেলেভাজা
তেজ আছে যার	তেজস্বী
তোপের ধ্বনি	গুড়ুম
ত্রাণ করেন যিনি	ত্রাতা
ত্রিকাল দর্শন করেন যিনি	ত্রিকালদর্শী
তিন পদের সমাহার	ত্রিপদী
তিন ফলের সমাহার	ত্রিফলা
তিন ভাগের এক ভাগ	তেহাই
তিল তিল করে আহৃত সৌন্দর্যে নির্মিত প্রতিমা	তিলোত্তমা
ত্বরায় গমন করে যে	তুরঙ্গম
তনুর ভাব	তনিমা
তপস্যার নিমিত্ত বন	তপোবন
তবলায় নিপুণ	তবলচি
তরঙ্গ উঠেছে যাতে	তরঙ্গায়িত
তল স্পর্শ করা যায় না যার	অতলস্পর্শী
তন্তু থেকে জাত	তন্তুজ
তার মতো	তাদৃশ

তাল জ্ঞান নেই যার	তালকানা
তালু থেকে উচ্চারিত	তালব্য
তীর নিক্ষেপ করে যে	তীরন্দাজ
তুষের আগুনের মতো মর্মদাহী	তুষানল
তুমুল ঝগড়া	তুলকালাম
তুলা থেকে তৈরি	তুলট
তুমি ও সে	তোমরা
তর্ক করে যে	তার্কিক
-থ-	
থাবার আঘাত	থাপড়
থেমে থেমে চলার যে ভঙ্গি	ঠমক
থই পাওয়া যায় না যেখানে	অথৈ
-দ-	
দূরের ঘটনা দেখা যায় যেখানে	দুরদর্শন
দূরকে দেখার যন্ত্র	দূরবীক্ষণ/দূরবিন
দৃষ্টির অগোচরে	অদৃশ্য
দ্রব হয়েছে যা	দ্রবীভূত
দর্প নাশ করে যে	দর্পনাশী/দর্পহারী
দণ্ড দিবার যোগ্য	দণ্ডনীয়/দণ্ডার্হ
দমন করা যায় না যাকে	অদম্য
দমন করা কষ্টকর যাকে	দুর্দমনীয়
দশ আনন্দ বা মুখ যার	দশানন
দশরথের পুত্র	দাশরথি
দান করা উচিত	দাতব্য
দান গ্রহণ করা উচিৎ নয় যার থেকে	অপ্রতিগৃহ্য
দামী জিনিসপত্র রাখা হয় যেখানে	তোশাখানা
দার পরিগ্রহ করেননি যিনি	অকৃতদার
দার(স্ত্রী)পরিগ্রহ যে করে না	অকৃতদার
দারুণ মানসিক দুঃখ	অন্তর্দাহ
দাঁতে বিষ যার	আশীবিষ
দাড়ি জন্মে নি যার	অজাতশ্মশ্রু
দু প্রকার অর্থ যার	দ্ব্যর্থক
দুগ্ধ ফেনার মতো শুভ্র	দুগ্ধফেননিভ
দুগ্ধবতী গাভী	পয়স্বিনী
দুয়ের মধ্যে একটি	অন্যতর
দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান	দোয়াব
দু' হাত সমানে চলে যার	সব্যসাচী
দু'বার ফল ধরে যে গাছে	দো-ফলা
দু'বার বলা	দ্বিরুক্তি

দু'বার জন্ম হয় যার	দ্বিজ
দু'ভাষা জানে যে	দোভাষী
দু'রথীর যুদ্ধ	দ্বৈরথ
দু'হাতে সমান কাজ করতে পারে যে	সব্যসাচী
দু'দিকে অপ যার	দ্বীপ
দু'তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র	দোতারা
দুটি মাত্র দাঁত যার	দ্বিরদ (হাতি)
দুই মনুর শাসনের সন্ধিকাল	মন্বন্তর
দেশের প্রতি প্রেম আছে যার	দেশপ্রেমিক
দেহে, মনে ও কথায়	কায়মনোবাক্যে
দেবতা থেকে উৎপন্ন বা দৈবজাত	আধিদৈবিক
দোহনের যোগ্য	দোহনীয়
দৈনন্দিন জীবনের লিখিত বিবরণ	রোজনামচা
দ্বারে থাকে যে	দ্বারী/দারোয়ান
দ্বারে থাকে যে	দৌবারিক
দ্বীপে জন্ম হয়েছে যার	দ্বৈপায়ন
দ্বীপের সদৃশ	উপদ্বীপ
দিনে একবার মাত্র আহার করে যে	একাহারী
দিবসের শেষ ভাগ	অপরাহ্ণ
দ্বিতীয় সত্তা বা জোড়া নেই যার	অদ্বিতীয়
দেখা বা পড়া উচিত যা	দ্রষ্টব্য
-ধ-	
ধার করতে ইচ্ছুক	ঋণপ্রার্থী
ধ্যান করেন যিনি	ধ্যানী
ধী আছে যার	ধীমান
ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণযুক্ত	ধোঁয়াটে
ধূলায় পরিণত	ধূলিসাৎ
ধ্যানে যিনি মগ্ন	ধ্যানস্থ
ধীরে যে গমন করে	ধীরগামী/মন্দগামী
ধারা ধরে যা চলে	ধারাবাহিক
ধুলার মতো যার রং	পাংশুল
ধী-শক্তির অধিকারী	ধীমান
ধনের দেবতা	কুবের
ধন জয় করেন যিনি	ধনঞ্জয়
ধর্মই আত্মা যার	ধর্মাত্মা
ধনুকের শব্দ	টংকার
ধর্মপুরুষ বা সন্ন্যাসীর পর্যটন	পরিব্রাজন
-ন-	

নদী মাতা যার	নদীমাতৃক
নদী মেখলা যে দেশের	নদীমেখলা
নদীর ভাঙনে সর্ব সর্বস্বান্ত জনগণ	নদী সিকস্তি
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার	নশ্বর
নিকৃষ্ট ব্যক্তি	অজন
নিজেকে সামলাতে পারে না যে	অসংযমী
নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
নিন্দার যোগ্য নয় যা	অনিন্দনীয়/অনিন্দ্য
নেই শোক যার	অশোক
নিজেকে হত্যা করে যে	আত্মঘাতী
নির্ভুল মুনিবাক্য	আপ্তবাক্য
নাড়ীজ্ঞান নেই যার	আনাড়ী
নগরের উপকণ্ঠে	উপনগর
নীলবর্ণ বানর	উল্লুক
নির্ধারিত সময়	ওয়াদা
নাটকের পাত্রপাত্রী	কুশীলব
নলের আকারে জমানের বরফ	কুলপি
নদীতে পার হবার স্থান	খেয়াঘাট
নূপুরের ধ্বনি	নিক্বণ
নৌ চলাচলের যোগ্য	নাব্য
নৌকা চালায় যে/ নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে	নাবিক
নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে	পণ্ডিতম্মন্য
নিজেকে হীন মনে করা	হীনম্মন্যতা
নিবারণ করা যায় না যা	দুর্নিবার
নিষ্কাশিত সারবস্তু	নির্যাস
নব প্রসূতা গাভী	ধেনু
নদীর বালুকাময় তট	সৈকত
নতুন সূর্য	নবারুণ
নতুন অন্নের উৎসব	নবান্ন
নমস্কারের যোগ্য	নমস্য
ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি	নৈয়ায়িক
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে	নিদাঘ
নিজেকে যে নিজেই সৃষ্টি করেছে	সয়ম্ভূ
নিজেকে যে বড় ভাবে	হামবড়া
-প-	
পাখির ডাক	কূজন
পূর্বে যা চিন্তা করা হয় নি	অচিন্তিতপূর্ব
প্রথমে জন্মেছে যে	অগ্রজ

পরে জন্মেছে যে	অনুজ
পুত্র নেই যার	অপুত্রক
পৃথিবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত যা	পার্থিব
পান করার যোগ্য নয়	অপেয়
পরাজিত করা যায় না	অপরাজেয়
পশ্চাতে গমন করে যে	অনুগামী
পঙক্তিতে বসার অযোগ্য	অপাঙক্তেয়
পা থেকে মাথা পর্যন্ত	আপাদমস্তক
পা ধোয়ার পানি	পাদ্য
পাওয়ার ইচ্ছা	ঈপ্সা
পাপ করতে যে পটু	পাপিষ্ঠ
পাখির কলতান	কাকলি/কূজন
পরস্পরে আলিঙ্গন	কোলাকুলি
পশুহত্যা করে যে	কসাই
পরের ভালো যে দেখতে পারে না	পরশ্রীকাতর
পুরাকালের বিষয় যিনি জানেন	পুরাতাত্ত্বিক
পরিণাম চিন্তা করে যে কাজ করে	পরিণামদর্শী
পান করার যোগ্য	পেয়
পায়ে হেঁটে যে গমন করে না	পন্নগ
পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ	পণ্ডিতমূর্খ
পায়ে হাঁটা	পদব্রজ
পঙ্কে জন্মে যা	পঙ্কজ
পা মুছার জন্য আস্তরণ	পাপোশ
পাঁচ মিশালী মসলা	পাঁচফোড়ন
পড়া হয়েছে যা	পঠিত
পড়ার উপযুক্ত	পঠিতব্য
পথিকদের আহারাদি করার গৃহ	পান্থশালা
পূর্বকাল সম্পর্কিত	প্রাক্তন
পূর্বে ছিল, এখন নেই	ভূতপূর্ব
প্রায় মৃত	মৃতকল্প/মুমূর্ষু
পুনরায় জীবনপ্রাপ্ত	পুনর্জন্ম
পরিমিত কথা বলে যে	মিতভাষী
পরিমিত ব্যয় করে যে	মিতব্যয়ী
পরিমিত আহার করে যে/আহারে সংযম যার	মিতাহারী
পরিব্রাজকের ভিক্ষা	মাধুকরী
পূর্ণিমার চাঁদ	রাকা
পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে	দেদীপ্যমান
পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে যে	পথিক
পট আঁকেন যিনি	পটুয়া

পাঁজরের হাড় কম যার	উনপাঁজরে
প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা	লবেজান
পদ্মের ডাঁটা বা নল	মৃণাল
পদ্মের ঝাড়	মৃণালিনী
পা ধোয়ার জল	পাদ্য
পত্নীর সাথে বর্তমান	সপত্নীক
পিতার ভ্রাতা	পিতৃব্য
পরস্পর আঘাত	সংঘর্ষ
পথ চলার খরচ	পাথেয়
পরিহার করা যায় না যা	অপরিহার্য
প্রদীপ শীর্ষের কালি	অঞ্জন
পাহাড়ি পথে উঁচু থেকে নিচুতে নামা	উতরাই
প্রতি সপ্তাহে তিন দিন	বারত্রয়িত

-ফ-

ফৌজদারী উচ্চ আদালত	দায়রা
ফল প্রসব করে যা	ফলপ্রসূ
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	ওষধি
ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা	ফাল্গুনী
ফুলের বাইরের আবরণ	বৃতি
ফুলের মতো অগ্নিকণা	স্ফুলিঙ্গ
ফুল তোলা মসলিন শাড়ী	জামদানি
ফুল হতে জাত	ফুলেল
ফুলের রস	পুষ্পসার
ফুলের মধু	মকরন্দ
ফুরায় না যা	অফুরন্ত
ফুল সাজিয়ে রাখার হয় যে পাত্রে	ফুলদানি
ফুল দিয়ে তৈরি গয়না	পুষ্পাভরণ
ফুটছে এমন	ফুটন্ত
ফিকা কমলা রং	বাসন্তী
ফিটফাট গোছের তরুণ যুবক	ফটিকচাঁদ
ফেলে দেবার যোগ্য	ফেল্না

-ব-

বেতন দেওয়া হয় না যাতে	অবৈতনিক
বেদ সম্বন্ধীয়	বৈদিক
বেলাকে অতিক্রান্ত	উদ্বেল
বোনের বর	বোনাই
বোধ নেই যার	অবোধ/নির্বোধ
বেশি কথা বলে যে	বাচাল
বেতন নেয়া হয় না যাতে	অবৈতনিক

CamScanner

ব্যাঙের ছানা	ব্যাঙাচি
ব্যাকরণ জানেন যিনি	বৈয়াকরণ
বৃহৎ অরণ্য	অরণ্যানী
বৃদ্ধি পাওয়া যার স্বভাব	বর্ধিষ্ণু
বনের অগ্নি	দাবানল, দাবাগ্নি
বকের মতো কপট ধার্মিক	বকধার্মিক
বসে আছে যে	আসীন/উপবিষ্ট
বপন করা হয়েছে যে	উপ্ত
বমন করার ইচ্ছা	বিবমিষা
বলবার ইচ্ছা	বিবক্ষা
বলা হয়েছে যা	উক্ত
বলা হতে যাচ্ছে বা হবে	বক্ষ্যমাণ
বসন আগলা যা	অসংবৃত
বড় বোন থাকতে ছোট বোনের বিয়ে	অগ্রেদিধিষু
বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে	পরিবেদন
বচনের কুশল	বাগ্মী
বয়স্ক লোকের ভাব	জ্যাঠামি
বয়সে সবচেয়ে ছোট	কনিষ্ঠ
বহু দেখেছেন যে	ভূয়োদর্শী, বহুদর্শী
বহু গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করা	মাধুকরী, মধুকরী
বহু গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রাহক	মাধুকর
বহুর মধ্যে একটি	অন্যতম
বাঁচতে ইচ্ছা	জিজীবিষা
বাস্তু হতে উৎখাত হয়েছে যে	উদ্বাস্তু
বাল্যে প্রৌঢ় তুল্য আচরণকারী	উচুঁতে পাকা
বাক্যের দ্বারা কৃতকহল	বচসা
বাঘের ডাক	হুংকার
বাঘের চামড়া	কৃত্তি
বালকত্ব কাটেনি যার	নাবালক
বাক্য ও মনের অগোচর	অবাঙ্মনসগোচর
বাড়ছে যা	বাড়ন্ত, বর্ধমান
বাতাসে উবে যায় এমন	উদ্বায়ী
বীজ বপনের উপযুক্ত সময়	জো
বীণার ঝঙ্কার	নিক্বণ
বর্ণনা করা যায় না যা	অবর্ণনীয়
বুকে হেঁটে গমন করে যে	উরগ
বর্তমান দিনের চলাচল	হালচাল
বিদ্যা আছে যার	বিদ্বান
বিদায়কালে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া	অনুব্রজন

বিদেশে থাকে যে	প্রবাসী
বিদেশ থেকে আগত	বৈদেশিক
বিশেষ খ্যাতি আছে যার	বিখ্যাত
বিজ্ঞান জানেন যিনি	বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানী
বিবাদ করে যে	বিবদমান
বিশ্বজনের হিতকর	বিশ্বজনীন
বিসংবাদ নেই যাতে	অবিসংবাদিত
বিহায়সে (আকাশে) গমন করে যে	বিহগ, বিহঙ্গ
বিধিকে অতিক্রম না করে	যথাবিধি
বছরের শেষে আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন	সালতামামি
ব্যবসার দ্রব্যাদি	বেসাতি
বনে বাস করে যে	বনবাসী
বেচে আছে যা	জীবিত
-ভ-	
ভোজন করতে ইচ্ছুক	বুভুক্ষু
ভ্রমরের শব্দ	গুঞ্জন
ভ্রমণ করা স্বভাব যার	ভ্রমর
ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব	সৌহার্দ্য
ভদ্রসুলভ আচরণ	সৌজন্য
ভূ-কেন্দ্রের মুখে জড়পদার্থের আকর্ষণ	অভিকর্ষ
ভস্মে পরিণত হয়েছে যা	ভস্মীভূত
ভয় নেই যার	নির্ভীক
ভাতের অভাব	হা-ভাত
ভাতের অভাব আছে যার	হা-ভাতে
ভাবা যায় না যা	অভাবনীয়
ভাগ করে যে	ভাজক
ভাগীরথের আনীত নদী	ভাগীরথী
ভবিষ্যতে হবে এমন	ভাবী
ভবিষ্যতে ঘটবেই এমন	ভবিতব্য,অবশ্যম্ভাবী
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে যে	দূরদর্শী
ভিতর থেকে গোপনে ক্ষতিসাধন	অন্তর্ঘাত
ভুলহীন ঋষি বাক্য	আপ্তবাক্য
-ম-	
মেঘের ধ্বনি	জীমূতমন্দ্র
মোটাও নয়, রোগাও নয়	দোহারা
মৃৎ অঙ্গ যার	মৃদঙ্গ
মৃত্যুকাল/অন্তিমকাল উপস্থিত	মুমূর্ষু

CamScanner

মৃত্তিকা/মাটি দ্বারা নির্মিত	মৃন্ময়
মনে মনে করা অঙ্ক	মানসাঙ্ক
মনে যার জন্ম	মনসিজ, মনোজ
মনে জন্মে যা	মনোজ
মনের ভাব	মানসিক
মনোগত ইচ্ছা	ঈপ্সিত
মর্মে বেদনা দেয় যা	মর্মান্তিক
মরে না যে	অমর
মধু পান করে যে	মধুপ
মধুর গন্ধযুক্ত	সুগন্ধি
মন হরণ করে যা	মনোহর
মনুষ্য জাতির কল্যাণ	লোকহিত
মর্ম স্পর্শ করে যা	মর্মস্পর্শী
মর্মকে ভেদকারী	মর্মভেদী
মমতা নেই যার	নির্মম
মরণের জন্য অনশন	প্রয়োপবেশন
মহতের অভাব	মহত্ত্ব
ময়ূরের কণ্ঠের রং যার	ময়ূরকণ্ঠী
ময়ূরের বিস্তৃত পুচ্ছ	পেখম
ময়ূরের ডাক	কেকা
মাথার খুলি	করোটি
মাথা পেতে লওয়ার যোগ্য	শিরোধার্য
মাসের শেষ দিন	সংক্রান্তি
মানসম্মান প্রাপ্তি যোগ্য	মাননীয়
মায়া (ছল) জানে না যে	অমায়িক
মায়া জানে যিনি	মায়িক
মাটি ভেদ করে যে উঠে	উদ্ভিদ
মাটি দিয়ে শিল্পকর্ম করে যে	মৃৎশিল্পী
মাটির মত রং যার	মেটে
মীন/মৎস্যের ন্যায় অক্ষি যার	মীনাক্ষী
মুগ্ধ করে যে নারী	মোহনী
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক	মুমুক্ষু
ঘনের (মেঘের) মতো শ্যাম	ঘনশ্যাম
-য-	
যে স্ত্রীর বশীভূত	স্ত্রৈণ
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি	অনূঢ়া
যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়ে মারে	হাতুড়ে
যে লেখক অন্যের ভাব, ভাষা প্রভৃতি চুরি করে নিজের নামে চালায়	কুম্ভীলক

যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয়	সংবর্ত
যে অঘটন ঘটাতে পটু	অঘটনঘটনপটীয়সী
যে আলোতে কুমুদ ফোটে	কৌমুদী
যে আপনাকে হত্যা করে	আত্মঘাতী
যে আকৃষ্ট হচ্ছে	কৃষ্যমাণ
যে নবীণ নয়	প্রবীণ
যে নারী বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে	ভিখারিণী
যে নারী প্রিয় কথা বলে	প্রিয়ংবদা
যে নারীর স্বামী মারা গেছে	বিধবা
যে নারীর নতুন বিয়ে হয়েছে	নবোঢ়া
যে নারীর সন্তান হয় না	বন্ধ্যা
যে নারীর হাসি পবিত্র	শুচিস্মিতা
যে নারীর হাসি সুন্দর	সুহাসিনী/সুস্মিতা
যে নারীর হিংসা/অসূয়া নেই	অনসূয়া
যে পরের গুণেও দোষ ধরে	অসূয়ক
যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর	সুদর্শন
যে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে	কৃপণ
যে বৃক্ষের ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না	বনস্পতি
যে বা যা হবে	ভাবী/ ভবিষ্যৎ
যে বালিতে পা দিলে ডুবে যেতে হয়	চোরাবালি
যে বুকে হেঁটে চলে	সরীসৃপ
যে ভূমি উর্বর নয়	অনুর্বর
যে সম্পত্তি স্থানান্তরিত করা যায়	অস্থাবর
যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না	স্থাবর
যে সব গাছ থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়	ঔষধি
যে সব হারিয়েছে	সর্বহারা
যে সব জানে	সর্বজ্ঞ
যে সর্বত্র গমন করে	সর্বগ
যে সমস্তই সহ্য করে	সর্বংসহা
যে গমন করে না	নগ
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়	সর্বংসহা
যে সহ্য করতে পারে	সহিষ্ণু
যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পর জন্মে	মরণোত্তরজাতক
যে গাভী প্রসবও করে না, দুধও দেয় না	গোবশা
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না	আগাছা
যে গাছ বিস্তর হয়	ছায়াতরু
যে সুপথ থেকে কুপথে যায়/ যে সুপথ হতে বিচ্যুৎ হয়েছে	উন্মার্গগামী
যে চলতে পারে না	নগ

CamScanner

যে জয়লাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ	সংশপ্তক
যে জমিতে দুবার ফসল হয়	দো-ফসলি
যে জমিতে ফসল জন্মায় না	ঊষর
যে বিদ্যা লাভ করেছে	কৃতবিদ্য
যে বিবেচনা না করে কাজ করে	অবিবেচক
যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক/ বিবাদ/বিরোধ নেই	অবিসংবাদী/ অবিসংবাদিত
যে বিষয়ে মতভেদ নেই এমন	ঐকমত্য
যে শিশু আটমাসে জন্মগ্রহণ করেছে	আটাসে
যে হিসাব করে ব্যয় করে না	অমিতব্যয়ী
যে তীর নিক্ষেপে পটু	তীরন্দাজ
যেখানে মৃতজন্তু ফেলা হয়	ভাগাড়, উপশল্য
যথাবিহীত শ্রদ্ধা নিবেদন	অভিবাদন
যদু বংশে জন্ম যার	যাদব
যা দৃষ্টিগোচর হয়েছে	প্রত্যক্ষীভূত
যা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে	অপসৃয়মান
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে	বর্ধিষ্ণু
যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে	ক্ষীয়মাণ
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	বন্ধুর
যা হেমন্তকালে জন্মে	হৈমন্তিক
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে	অধীত
যা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়	বোধগম্য
যা অবশ্যই ঘটবে	অবশ্যম্ভাবী
যা অষ্টপ্রহর পরার যোগ্য	আটপৌরে
যা আগুনে পোড়ে না	অগ্নিসহ
যা আছে	বিদ্যমান
যা কাঁপছে	কম্পমান
যা ধারণ বা পোষণ করে	ধর্ম
যা আঘাত পায়নি	অনাহত
যা অতি দীর্ঘ নয়	নাতিদীর্ঘ
যা পূর্বে দেখা যায় নি এমন	অদৃষ্টপূর্ব
যা পূর্বে শোনা যায় নি	অশ্রুতপূর্ব
যা পূর্বে চিন্তা করা যায় নি	অচিন্তিতপূর্ব
যা প্রমাণ করা যায় না	অপ্রমেয়
যা প্রকাশ করা হয় নি	অব্যক্ত
যা প্রতিরোধ করা যায় না	অপ্রতিরোধ্য
যা পা দিয়ে চলে না	প্লবগ
যা উচ্চারণ করা যায় না	অনুচ্চার্য
যা উচ্চারণ করা কঠিন	দুরুচ্চার্য

যা উরস দিয়ে হাটে	উরগ
যা উদিত হচ্ছে	উদীয়মান
যা বলা হচ্ছে	বক্ষ্যমাণ
যা বলা হবে	বক্তব্য
যা বলা হয় নি	অনুক্ত
যা বলার যোগ্য নয়	অকথ্য
যা বচন/ বাক্যে প্রকাশযোগ্য নয়	অনির্বচনীয়
যা বালকের মধ্যেই সুলভ	বালকসুলভ
যা ভাবা হয় নি	অভাবিত
যা মর্ম স্পর্শ করে	মর্মস্পর্শী
যা মাটি ভেদ করে ওঠে	উদ্ভিদ
যা মুষ্টি দ্বারা পরিমাণ করা যায়	মুষ্টিমেয়
যা লঙ্ঘন করা যায় না	অলঙ্ঘ্য/অলঙ্ঘনীয়
যা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে	প্লবগ
যা লাফিয়ে চলে	প্লবগ
যা লোক/ লোকে বিদিত	লৌকিক
যা লোকে বিদিত নয়	অলৌকিক
যা কখনো নষ্ট হয় না	অবিনশ্বর
যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয়	ব্যয়বহুল
যা সরোবরে জন্মে	সরোজ
যা গলে যায় না	অদ্রব
যা সহ্য করা যায় না	দুর্বিষহ
যা সহজে আগুনে পোড়ে	দাহ্য
যা সহজে পাওয়া যায় না	দুষ্প্রাপ্য
যা সহজে পুড়ে যায়	দাহ্য
যা সহজে মরে না	দুর্মর
যা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না	দুর্লঙ্ঘ্য
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না	অনন্যসাধারণ
যা জলে চরে	জলচর
যা জল দেয়	জলদ
যা হৃদয়ে গমন করে	হৃদয়ঙ্গম
যা হৃদয় বিদীর্ণ করে	হৃদয়বিদারক
যা নিজের দ্বারা অর্জিত	স্বোপার্জিত
যা বিশ্বাস করা যায় না	অবিশ্বাস্য
যা বিনিষ্ট হয় না	অবিনশ্বর
যা চিন্তা করা যায় না	অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য
যা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যায় না	অপ্রতর্ক্য
যা পাওয়া কষ্টকর	কষ্টসাধ্য
যা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হচ্ছে	ক্রমবিস্তার্যমান

CamScanner

যা ধ্বংসশীল	বিনশ্বর
যা হতে পারে না	অসম্ভব
যা পোঁতা হয়েছে	প্রোথিত:
যা নিঃশেষে পান করা হয়েছে	নিপীত
যাদের বসতবাড়ি আছে কিন্তু কৃষি জমি নেই	ভূমিহীন চাষী
যাকে শাসন করা দুঃসাধ্য	দুঃশাসন
যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই	অকুতোভয়
যার দাঁড়ি গোঁফ উঠে নি	অজাতশ্মশ্রু
যার দুই বার জন্ম হয়	দ্বিজ
যার দুই দিক বা চার দিক জল	দ্বীপ
যার স্ত্রী মারা গেছে	বিপত্নীক
যার অর্থ নেই	অর্থহীন
যার অন্য কোনো উপায় নেই	অনন্যোপায়
যার অনুরাগ দূর হয়েছে	বীতরাগ
যার আকার কুৎসিত	কদাকার
যার নাম পরিচয় জানা নেই	অজ্ঞাত
যার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে	জাতিস্মর
যার পর আর কিছু নেই	যৎপরোনাস্তি
যার ঈহা (চেষ্টা) নেই	নিরীহ
যার পুত্র নেই	অপুত্রক
যার উদ্দেশ্যে পত্রটি রচিত	প্রাপক
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	প্রত্যুৎপন্নমতি
যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না	অজ্ঞাতকুলশীল
যার মা বাবা নেই	অনাথ
যার যশ আছে	যশস্বী
যার শুভ ক্ষণে জন্ম	ক্ষণজন্মা
যার কীর্তি শ্রবণে পুণ্য জন্মে	পুণ্যশ্লোক
যার সব কিছু হারিয়েছে	হৃতসর্বস্ব
যার সর্বস্ব খোয়া গেছে	সর্বস্বান্ত/ সর্বহারা
যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে	সর্বহারা
যার সর্বস্ব চুরি গেছে	হৃতসর্বস্ব
যার চারদিকে স্থল	হ্রদ
যার চক্ষু লজ্জা নেই	চশমখোর
যার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে	বিদীর্ণহৃদয়
যার দিক থেকে চক্ষু ফেরানো যায় না	অসেচনক
যার বিশেষ খ্যাতি আছে	বিখ্যাত

যার কিছু নেই	হৃতসর্বস্ব
যার কিছুই নেই	নিঃস্ব
যাহা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে	বিস্মৃতপ্রায়
যুদ্ধ হতে যে বীর পালায় না	সংশপ্তক
যুদ্ধে পরাস্ত করা যায় না যে ভূমিকে	অযোধ্যা
যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি	যুধিষ্ঠির
যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক	যুযুৎসু
যুবতী জায়া যার	যুবজানি
যুক্তি সংগত নয়	অযৌক্তিক
যত দিন জীবন ততদিন	যাবজ্জীবন
যিনি অতিশয় হিসাবি	পাটোয়ারি
যিনি ন্যায় শাস্ত্রে পন্ডিত	নৈয়ায়িক
যিনি প্রথম পথ দেখান	পথিকৃৎ
যিনি বক্তৃতা দানে পটু	বাগ্মী
যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের বৃত্তান্ত জানেন	ত্রিকালজ্ঞ
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন	যুধিষ্ঠির
যিনি শত্রুকে বধ করেছেন	শত্রুঘ্ন
যিনি কষ্ট সহ্য করতে পারেন	কষ্টসহিষ্ণু
যিনি সব জানেন	সবজান্তা
যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন	কৃতবিদ্য
-র-	
রঙ্গমঞ্চে দর্শনীয় চিত্রপট	দৃশ্যপট
রন্ধনের যোগ্য	পাচ্য
রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ	প্রত্যুষ
রেশমের দ্বারা তৈরি	রেশমী
রস আস্বাদন করা হয় যার দ্বারা	রসনা
রাজ উপার্জন	রুজি
রসের কথা	রসিকতা
রাজনৈতিক চুক্তি	সন্ধি
রাস্তায় ডাকাতি	রাহাজানি
রক্ত দিয়ে রাঙানো হয়েছে এমন	রক্তরঞ্জিত
-ল-	
লোক গণনা	আদমশুমারি
লয় প্রাপ্ত হয়েছে যা	লীন
লক্ষ্য করার যোগ্য	লক্ষণীয়
লিখিত খসড়া	পাণ্ডুলিপি
লাভের অংশ	লভ্যাংশ
লিখিত হবে যা	লিখিতব্য
লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন	আলুনি

CamScanner

-শ-	
শৈশবকাল থেকে	আশৈশব
শৃঙ্খলা মানে না যে	উচ্ছৃঙ্খল
শ্রমহেতু সর্বাঙ্গ থেকে ঘাম নিঃসরণ	গলদঘর্ম
শোক দূর হয়েছে যার	বীতশোক
শোভন হৃদয় যার	সুহৃদ
শক্তিকে অতিক্রম না করে	যথাশক্তি
শিক্ষা করছে যে	শিক্ষানবিশ
শিক্ষা লাভ উদ্দেশ্য যার	শিক্ষার্থী
শত্রুকে জয় করে যে	শত্রুজিৎ
শত পাপড়িবিশিষ্ট	শতদল
শাসন করা যায় যাকে	শিষ্য
শত অব্দের সমাহার	শতাব্দী
শুনা হচ্ছে যা	শ্রুয়মান
শুভ ক্ষণে জন্ম যার	ক্ষণজন্মা
শরণ করার যোগ্য যিনি	শরেণ্য
শরৎকালের উজ্জ্বল চাঁদ	শরবিন্দু
শত্রুকে হত্যা করেন যিনি	শত্রুঘ্ন
শোনামাত্র যার মনে থাকে	শ্রুতিধর
শল্য বেদনা অপনোদনকারী/যা শল্য ব্যথা দূরীকৃত করে	বিশল্যকরণী
-ষ-	
ষোল বছর বয়স্ক	ষোড়শী
ষাট বছর পূর্ণ উপলক্ষে উৎসব	হীরকজয়ন্তী
-স-	
সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত	আসমুদ্রহিমাচল
সন্ন্যাসীর আশ্রম	আখড়া
সুদে টাকা খাটানো	তেজারতি
সংসারের প্রতি বিরাগ	নির্বেদ
সাপের খোলস	নির্মোক
সহজে ভয় পায় যে	ভীরু, ভীতু
সমস্ত জীবন ব্যাপী	যাবজ্জীবন
সম্রাটদের বা রাজাদের বিবরণ	শাহনামা, রাজাবলি
সাক্ষাৎ দ্রষ্টা	সাক্ষী
সাহিত্যে নিপুণ	সাহিত্যিক
সমতার ভাব	সাম্য
সংসদের সদস্য	সাংসদ
সর্বজনের	সর্বজনীন

হিতকর/মঙ্গলজন/কল্যাণকর	
সকলের জন্য প্রযোজ্য	সর্বজনীন
সর্বজন সম্বন্ধীয়/ সকলের জন্য অনুষ্ঠিত	সার্বজনীন
সু হৃদয় যার	সুহৃদ
সভার সদস্য	সভ্য
স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান	সস্ত্রীক
সম্পাদনা করতে হবে এমন	সম্পাদ্য
স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত	হিরন্ময়
স্বমত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় যে	স্বৈরাচারী
সরোবরে জন্মে যা	সরোজ
স্বার্থের জন্য অন্যায় অর্থ প্রদান (ঘুষ)	উপদা
স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা	সহমরণ
মাসের শেষ দিন	সংক্রান্তি
স্তন্য পান করে যে	স্তন্যপায়ী
সর্বত্র গমন করে যিনি	সর্বগ
সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয় নাই এমন	অসমীক্ষিত
সমুদ্রের ঢেউ	ঊর্মি
সজ্ঞানে অন্যায় করে যে	জ্ঞানপাপী
সূর্যের ভ্রজণপথের অংশ/পরিমাণ	অয়নাংশ
সৈনিকদলের বিশ্রাম শিবির	স্কন্ধাবার
-হ-	
হয়তো হবে	সম্ভাব্য
হিত ইচ্ছা করে যে	হিতৈষী
হস্তী তাড়নের নিমিত্ত ব্যবহৃত লৌহদণ্ড	অঙ্কুশ
হরিণের চামড়া	অজিন
হত্যা করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
হত্যা করতে ইচ্ছুক যে	জিঘাংসু
হঠাৎ থেমে যাওয়া	থমকান
হাতীর ডাক	বৃংহিত
হাতির শাবক (বাচ্চা)	করভ
হাতির পিঠে আরোহী বসার স্থান	হাওদা
হস্তী রাখার স্থান	পিলখানা, বারী
হাতির বাসস্থান	গজগৃহ
হেমন্তে জাত	হৈমন্তিক
হিত ইচ্ছা করে যে	হিতৈষী
হরেক রকম বলে যে	হরবোলা
হস্ত, অশ্ব, রথ, পদাতিকের সমাহার	চতুরঙ্গ
হরণ করার ইচ্ছা	জিহীর্ষা
হাতি বাঁধার শিকল	আন্দু

CamScanner

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার	প্রত্যুৎপন্নমতি
নৌকা চলাচলের যোগ্য	নাব্য
বাক হারা হয়েছে যিনি	হতবাক
অন্য ভাষায় রূপান্তর	অনুবাদ
যাহা দেখা যায়	চক্ষুগোচর
অন্য গাছের উপর যে গাছ জন্মে	পরগাছা
পট আঁকে যে	পটুয়া
জানবার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
একই মায়ের সন্তান	সহোদর
যে নারীর হাসি সুন্দর	সুস্মিতা
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ	শ্বাপদসংকুল
যা মর্ম স্পর্শ করে	মর্মস্পর্শী
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়	সর্বংসহা
যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানেনা	অজ্ঞাতকুলশীল
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে	কাকবন্ধ্যা
চৈত্র মাসের ফসল	চৈতালি
জানার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
অতি দীর্ঘ নয় যা	নাতিদীর্ঘ
অরিকে দমন করে যে	অরিন্দম
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে	পন্ডিতম্মন্য
উপকার করার ইচ্ছা	উপচিকীর্ষা
যার স্বভাব বালকের মতো	বালকসুলভ
হরিণের চামড়া	অজিন
যা প্রতিরোধ করা যায় না	অপ্রতিরোধ্য
যা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যায় না	অপ্রতর্ক্য
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ	কল্লোল
নিন্দা করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
মান সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য	মাননীয়

আপনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না	অপরিণামদর্শী
পাখির ডাক	কূজন
হাজির নেই	গরহাজির
পরিমিত ব্যয় করেন	মিতব্যয়ী
মৃতের মত অবস্থা যার	মুমূর্ষু
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়	সর্বংসহা
যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন	অদৃষ্টপূর্ব
জয় করার ইচ্ছা	জিগীষা
ধনুকের ধ্বনি	টঙ্কার
আকাশে উড়ে বেড়ায়	খেচর
যে উপকারীর অপকার করে	কৃতঘ্ন
আয়ুর পক্ষে হিতকর	আয়ুষ্কর/আয়ুষ্য
কর দান যে করে	করদ
চেটে খাওয়া যায় যা	লেহ্য
যা সহজে পরিপাক হয় না	দুষ্পরিপাচ্য
ইতিহাস রচনা করেন যিনি	ঐতিহাসিক
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
উপকারীর উপকার স্বীকার করেনা যে জন	অকৃতজ্ঞ
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	ওষধি
যে পুরুষ বিয়ে করেছে	কৃতদার
অনেক দেখেছে যে	ভূয়োদর্শী
উদরই সব যার	উদরসর্বস্ব
দেখা যায়নি যা	অদৃষ্টপূর্ব
কষ্টে নিবারণ করা যায় না যা	অনিবার্য
এর তুল্য	ঈদৃশ
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুদ্গমন
যে বিষয়ে কোন বির্তক নেই	অবিসংবাদী
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত	চাক্ষুষ
যা দমন করা কষ্টকর	দুর্দমনীয়
অল্পকাল বাস করে যে	আগন্তুক

CamScanner

উভয় হাত সমানতালে চলে যার	সব্যসাচী
যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই	অবীরা
দর্শন শাস্ত্র জানেন যিনি	দার্শনিক
অন্য দেশ	দেশান্তর
অসম্ভব কাণ্ড ঘটাইতে অতিশয় পটু	অঘটনঘটনপটীয়সী
ক্রমে যাহা আসিয়াছে	ক্রমানুসারে
যাহার দুই হাত সমান চলে	সব্যসাচী
দেখিবার ইচ্ছা	দিদৃক্ষা
নৌ চলাচলের যোগ্য	নাব্য
দিবসের পূর্বভাগ	পূর্বাহ্ণ
যিনি সব জানেন	সবজান্তা
আপনার রঙ যে লুকায়	বর্ণচোরা
যারা এক মাতার গর্ভে জন্মেছে	সহোদর
যা খাওয়ার যোগ্য	খাদ্য
যা চিরস্থায়ী নয়	নশ্বর
যে নারীর সন্তান বাঁচে না	মৃতবৎসা
যে বেশি কথা বলে	বাচাল
বিচার করেন যিনি	বিচারক
শত্রুকে দমন করে যে	অরিন্দম
যে গাছে ফুল ধরে, কিন্তু ফল আসে না	বনস্পতি
মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত	মৃন্ময়
রাত্রিকালে চড়ে বেড়ায়	নিশাচর
পরে কী হবে ভাবে না যে	অবিমৃষ্যকারী
যা অবশ্যই ঘটবে	অবশ্যম্ভাবী
রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ	প্রত্যুষ
উপস্থিত আছে যা	বর্তমান
হিমালয় হতে সমুদ্র পর্যন্ত	আসমুদ্রহিমাচল
সব কিছুই সহ্য করে যে	সর্বংসহা
প্রশংসার যোগ্য	প্রশংসনীয়
যা ভেদ করা দুঃসাধ্য	দুর্ভেদ্য
হাতীর চিৎকার	বৃংহিত, বৃংহণ
অণু বিষয়ক	আণবিক
ইহলোক সম্পর্কিত	ইহলৌকিক, ঐহিক
ধনুকের শব্দ	টংকার
যার কিছু নেই	নিঃস্ব

হরেক রকম বোল যার	হরবোলা
দর্শন করা হয়েছে	প্রেক্ষিত
টোল পড়েনি এমন	নিটোল
ঢিপির মতো	ঢ্যাপসা
ধনের দেবতা	কুবের
ঈশ্বরের ভাব	ঐশ্বর্য
অকালে পেকেছে যা	অকালপক্ব
যা অবশ্যই ঘটবে	অবশ্যম্ভাবী
পঙ্কে জন্মে যা	পঙ্কজ
কুৎসিত আকার যার	কদাকার
যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
বিদেশে থাকে যে	প্রবাসী
ঈষৎ পরিমাণ উষ্ণ যাহা	কবোষ্ণ
প্রিয় কথা বলে যে নারী	প্রিয়ংবদা
রাত্রির শেষভাগ	পররাত্র
যা বলা হবে	বক্তব্য
সাপের খোলস	নির্মোক
সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয়নি এমন	অসমীক্ষিত
পরকে প্রতিপালন করে যে	পরভৃৎ
কণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ
জানতে ইচ্ছুক	জিজ্ঞাসু
লাভ করার ইচ্ছা	লিপ্সা
অশ্বের ডাক	হ্রেষা
লাফিয়ে চলে যে	প্লবগ
দমন করা যায় না যাকে	অদম্য
যে জমিতে ফসল জন্মায় না	উষর
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে	কৃতজ্ঞ
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
পা থেকে মাথা পর্যন্ত	আপাদমস্তক
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়	নাতিশীতোষ্ণ
অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে যে কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
একই সময়ে বর্তমান	সমসাময়িক
যার অন্য কোন উপায় নেই	অনন্যোপায়

CamScanner

যে নারী মৃত সন্তান প্রসব করে	মৃতবৎসা
অতিক্রম করা যায় না যা	অনতিক্রম্য
যে গাছের বিস্তর ছায়া হয়	ছায়াতরু
ভোজন করতে যে চায়	বুভুক্ষু
যিনি শত্রুকে বধ করেছেন	শত্রুঘ্ন
যা দীপ্তি পাচ্ছে	দেদীপ্যমান
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে	বর্ধিষ্ণু
অক্ষির সম্মুখে	চাক্ষুষ
কণ্ঠের সমীপে	উপকণ্ঠ
চিরস্থায়ী নয় যা	নশ্বর
তিনটি ফলের সমাহার	ত্রিফলা
যা জয় করা যায় না	অজয়
যা আঘাত পায়নি	অনাহত
ক্ষমার যোগ্য	ক্ষমার্হ
যা আঘাত পায় নি	অনাহত
অল্প বয়স যাহার	অল্পবয়স্ক
অসম সাহস যাহার	অসমসাহসী
অকালে পাকিয়া গিয়াছে যাহা	অকালপক্ব
ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে যে	ইন্দ্রজিৎ
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত	একাদিক্রমে
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি	কুমারী
হনন করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
যা অতি দীর্ঘ নয়	নাতিদীর্ঘ
চোখের দ্বারা গৃহীত	গোচর
কাচের তৈরী ঘর	শিশমহল
ধারা ধরে যা চলে	ধারাবাহিক
উল্লেখ করা হয় না যা	উহ্য
মাসের শেষ দিন	সংক্রান্তি
বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে	পরিবেদন
কুমারীর পুত্র	কানীন
হাতির বাসস্থান	পিলখানা
কোন ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়	স্বয়ংবরা

যা বার বার দুলছে	দোদুল্যমান
যা বিনা যন্ত্রে লাভ করা গিয়েছে	অযত্নলব্ধ
যে শুনেই মনে রাখতে পারে	শ্রুতিধর
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
নদী মেঘলা যে দেশের	নদীমেঘলা
থেমে থেমে চলার যে ভঙ্গি	ঠমক
দেশের প্রতি প্রেম আছে যার	দেশপ্রেমিক
প্রায় মৃত	মৃতকল্প
বহুর মধ্য একটি	অন্যতম
মাটি ভেদ করে উঠেছে যা	উদ্ভিদ
যার দু'হাত সমানভাবে চলে	সব্যসাচী
যা কোনোক্রমে নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
বেতন নেওয়া হয় না যাতে	অবৈতনিক
যা পূর্বে শোনা যায়নি	অশ্রুতপূর্ব
যা সহজে জয় করা যায় না	দুর্জয়
যে নারী একটি মাত্র সন্তানপ্রসব করেছেন	কাকবন্ধ্যা
যা নষ্ট হয়	নশ্বর
যিনি বক্তৃতা দানে পটু	বাগ্মী
উপকারীর অপকার কর যে	কৃতঘ্ন
যা বলা হয়নি	অনুক্ত
একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	বন্ধুর
যা জল দান করে	জলদ
একবার ফল দান করিয়া যে বৃক্ষ মারা যায়	ওষধি
অনুকরণ করার ইচ্ছা	অনুচিকীর্ষা
অতিকষ্টে যা নিবারণ করা যায়	দুর্নিবার
দার পরিগ্রহ করেননি যিনি	অকৃতদার
শোনা মাত্র যার মনে থাকে	শ্রুতিধর
আমৃত্যু যুদ্ধ করে যে	সংশপ্তক
একতান বিশিষ্ট স্বর	ঐকতান
কথায় পটু	বাগীশ
বুকে হেঁটে গমন করে যে	উরগ
গবাদি পশুর পাল	বাথান
জনবিরল বিশাল প্রান্তর	তেপান্তর

CamScanner

দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান	দোয়াব
নিকৃষ্ট ব্যক্তি	অজন
অহংকার নেই যার	নিরহংকার
তল স্পর্শ করা যায় না যার	অতলস্পর্শী
যে ক্রমাগত রোদন করেছে	রোরুদ্যমান
যে বিষয়ে কোন বির্তক নেই	অবিসংবাদিত
যা দমন করা যায় না	অদম্য
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
যা অতি দীর্ঘ নয়	নাতিদীর্ঘ
শুভ ক্ষণে জন্ম যার	ক্ষণজন্মা
যা জলে ও স্থলে চরে	উভচর
যা প্রকাশ করা হয়নি	অব্যক্ত
দিনের মধ্যভাগ	মধ্যাহ্ন
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী	কর্মঠ
যা নিজের দ্বারা অর্জিত	স্বোপার্জিত
হঠাৎ রাগ করে যে	রগচটা
যা উড়ছে	উড়ন্ত
মন হরণ করে যে	মনোহর
যার জিহ্বা লক লক করে	লেলিহান
ষাট বছর পূর্ণ উপলক্ষে আনন্দ উৎসব	হীরক জয়ন্তী
দু হাতে সমান কাজ করতে পারে যে	সব্যসাচী
ইষৎ রক্তবর্ণ	আরক্ত
খাওয়ার ইচ্ছা	ক্ষুধা
জীবন থেকেও যে মৃত	জীবন্মৃত
যা সহজে ভেঙ্গে যায়	ভঙ্গুর
পূর্বে জন্মেছে যে	অগ্রজ
আপনার বর্ণ লুকায় যে	বর্ণচোরা
যিনি প্রথমে পথ দেখান	পথিকৃৎ, পথপ্রদর্শক
যা উদিত হচ্ছে	উদীয়মান
বিহঙ্গের ধ্বনি	কাকলি
অগ্রে গমন করে যে	অগ্রগামী
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন যিনি	জিতেন্দ্রিয়
যার চক্ষু লজ্জা নেই	চশমখোর
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে	দূরদর্শী

যে	
যে নারী স্বয়ং পতি বরণ করে	স্বয়ংবরা
আয় বুঝে ব্যয় করে যে	মিতব্যয়ী
যার দুই হাত সমান চলে	সব্যসাচী
একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ
অনেকের মধ্যে বেশি	অনন্যসাধারণ
অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত	অনুমেয়
যে আরোহণ করিয়াছে	আরূঢ়
যা বলা হয়নি	অনুক্ত
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে	অধীত
লাভ করার ইচ্ছা	লিপ্সা
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত	একাদিক্রমে
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত	অনূদিত
যার স্ত্রী মারা গেছে	বিপত্নীক
যার তুলনা নাই	অতুলনীয়
মরণ পথের প্রতীক্ষা করেছে যে	মুমূর্ষা
যা উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়	দুরুচ্চার্য
অন্য দিকে মন দেয় না	অনন্যমনা
বক্তৃতাদানে পটু যিনি	বাগ্মী
শুনিতে মধুর শোনায় যাহা	শ্রুতিমধুর
তালু থেকে উচ্চারিত	তালব্য
জেনেও যে পাপ করে	জ্ঞানপাপী
দান করার ইচ্ছা	দিৎসা
ইতিহাস জানেন যিনি	ইতিহাসবেত্তা
একই কালে বর্তমান	সমকালীন
যা নত করা যায় না	অনত
যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে	বর্ধিষ্ণু
জাহাজের খালাশী	লস্কর
যে ব্যক্তি এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ভিক্ষা করে বেড়ায়	মাধুকরী
উর্ধ্ব থেকে নেমে আসা	অবতরণ
হৃদয়ের প্রীতিকর	হৃদ্য
অর্থ নেই যার	নিরর্থক
ঘুমিয়ে আছে যা	ঘুমন্ত
যা বলার যোগ্য নয়	অকথ্য

CamScanner

কাজে প্রথম ব্রতী হওয়া	হাতেখড়ি
আবেগজনিত কণ্ঠস্বর	গদগদ
মধু পান করে যে	মধুপ
ভালোমন্দ না বুঝে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ	গড্ডলিকা প্রবাহ
যে সূর্যের উপাসনা করে	সূর্যোপাসক
দর্শন করা হয়েছে এমন	প্রেক্ষিত
হাতির শাবক	করভ
শত্রুকে পীড়া দেয় যে	পরন্তপ
অগ্রে দান গ্রহণ করে যে	অগ্রদানী
নিন্দা করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
যে নারী অপরের দ্বারা পালিত	পরভৃতা
বিদেশ থাকে যে	প্রবাসী
সকলের জন্য প্রযোজ্য	সর্বজনীন
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই	অবিসংবাদিত
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
দিনের পূর্বভাগ	পূর্বাহ্ণ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে	কৃতজ্ঞ
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে	প্রোষিতভর্তৃকা
জলে জন্মে যা	জলজ
অক্ষির অভিমুখে	প্রত্যক্ষ
অসূয়া নেই এমন নারী	অনসূয়া
ইষৎ পীত বর্ণ	আপীত
অধর প্রান্তের হাসি	বক্রোষ্টিকামর
অভীর সতর্ক নিদ্রা	কাকনিদ্রা
গভীর জ্ঞান	প্রজ্ঞা
অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে কাজ করে যে	অবিমৃষ্যকারী
যিনি অনেক দেখেছেন	ভূয়োদর্শী
যে রমণীর স্বামী বিদেশে থাকে	প্রোষিতভর্তৃকা
উর্ধ্ব বাহু যার	উদ্বাহু
অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণকারী	আততায়ী
নতুন সূর্য	নবারুণ
ফিটফাট গোছের তরুণ যুবক	ফটিকচাঁদ
দাঁতের বিষ যার	আশীবিষ

যা সরোবরে জন্মে	সরোজ
ধারা ধরে যা চলে	ধারাবাহিক
পরিণাম চিন্তা করে যে কাজ করে	পরিণামদর্শী
কথায় যা প্রকাশ করা যায় না	অনির্বচনীয়
অনায়াসে যা লাভ করা যায়	অনায়াসলভ্য
অন্য উপায় নেই যার	অনন্যোপায়
জানা যায় না যা	অজ্ঞেয়
দু হাতে সমান কাজ করতে পারে যে	সব্যসাচী
দামি জিনিস রাখা হয় যেখানে	তোশাখানা
দূরের ঘটনা দেখা যায় যেখানে	দূরদর্শন
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে যে	দূরদর্শী
কথায় বর্ণনা করা যায় না	অবর্ণনীয়
কোন কিছুতেই ভয় নেই	অকুতোভয়
যা সহজে লাভ করা যায়	সুলভ
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
আকাশে চরে যে	খেচর
উপকারীর অপকার করে যে	কৃতঘ্ন
মৃত্যু পর্যন্ত	আমৃত্যু
যা কষ্টে অতিক্রম করা যায়	দূরতিক্রম্য
যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই	অবীরা
ভোজন করার ইচ্ছা	বুভুক্ষা
অনুমানের যোগ্য	অনুমেয়
এখনও আসে নাই যে	অনাগত
অতীত কাহিনী	ইতিহাস
গ্রহণ করার যোগ্য	গ্রহণীয়
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
যার সর্বস্ব চুরি গেছে	হৃতসর্বস্ব
অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করে যে	বিবেচক
শিশুর পক্ষে যাহা সম্ভবপর	শিশুসুলভ
সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত	সার্বজনীন

CamScanner

বাঘের চামড়া	কৃত্তি
যার জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না	ক্ষণপ্রভা
আয় অনুসারে ব্যয় করে যিনি	মিতব্যয়ী
বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে এমন	উদ্বাস্তু
মর্ম স্পর্শ করে এমন	মর্মস্পর্শী
যার অন্য উপায় নেই	অনন্যোপায়
যে অনবরত রোদন করছে	রোরুদ্যমান
ঋণ শোধে অসমর্থ যে	দেউলিয়া
উর্না নাভিতে যার	উর্ণানাভ
যে নারী মৃত সন্তান প্রসব করে	মৃতবৎসা
পান করার ইচ্ছা	পিপাসা
যা কখনো নষ্ট হয় না	অবিনশ্বর
গণনার যোগ্য নয় যে	নগণ্য
কাঁচা তরকারি	সবজি/ আনাজ
গভীর রাত্রি	নিশীথ
অপকার করতে ইচ্ছুক	অপচিকীর্ষু
যার মরণাপন্ন অবস্থা	মুমূর্ষু
উপকার করার ইচ্ছা	উপচিকীর্ষা
পদ্মের ন্যায় অক্ষি বা চোখ	পুণ্ডরীকাক্ষ
অবিরাম চেষ্টা দ্বারা কোন কাজ করা	অধ্যবসায়
আত্মার সম্বন্ধীয়	আধ্যাত্মিক
কন্যার পুত্র	দৌহিত্র
ছন্দে নিপুণ যিনি	ছান্দসিক
ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি	খেসারত
ব্যক্তি সম্পর্কিত নয় এমন	বস্তুগত
অর্থ নেই যার	নিরর্থক
কাজে অতিশয় কুশল	কর্মকুশল
চোখের নিমেষ না ফেলে	অনিমেষ
বাক্য ও মনের অগোচরে	অবাঙ্মনসগোচর
ভস্মে পরিণত হয়েছে যা	ভস্মীভূত
যা সরোবরে জন্মে	সরোজ
অরণ্যের জাত	আরণ্যক
হয়তো হতে পারে	সম্ভাব্য

২০২২

যে অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা না করে কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
যার দু'হাত সমান চলে	সব্যসাচী
যার দু'বার জন্ম হয়	দ্বিজ
ক্ষমার যোগ্য	ক্ষমার্হ
পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	সুবর্ণজয়ন্তী
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে	জিতেন্দ্রিয়
অপকার করার ইচ্ছা	অপচিকীর্ষা
ঐতিহাসিক কালের পূর্ববর্তী	প্রাগৈতিহাসিক
সবার অজ্ঞাতে লুকানো ধন	গুপ্তধন
মনুষ্য জাতির কল্যাণ	লোকহিত
তীর নিক্ষেপে ওস্তাদ	তিরন্দাজ
কর দিতে হয় না যে জমির	নিষ্কর
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ	শ্বাপদসংকুল
যে নারীর হাসি সুন্দর	সুস্মিতা
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
দুবার ফসল হয় যে জমিতে	দো-ফসলি
যে বেশি কথা বলে	বাচাল
পরের অন্নে জীবন ধারণ করে যে	পরান্নজীবী
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	ওষধি
যা বলা হয়নি	অনুক্ত
লাভ করার ইচ্ছা	লিপ্সা
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি	অনূঢ়া
উপকারীর অপকার করে যে	কৃতঘ্ন
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
যা অতি দীর্ঘ নয়	নাতিদীর্ঘ
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	বন্ধুর
ক্রমাগত দুলছে এমন	দোদুল্যমান
গোপন করতে ইচ্ছুক	জুগুপ্সু
মিথ্যা ধারণা	ভ্রান্তি
বক্রভাবে গমন করে যে	ভুজগ/ ভুজঙ্গ
অক্ষির সম্মুখে বর্তমান	প্রত্যক্ষ
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
ইতিহাস রচনা করেন যিনি	ঐতিহাসিক
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	প্রত্যুৎপন্নমতি
যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না	বনস্পতি
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে	বর্ধিষ্ণু

CamScanner

যা দীপ্তি পাচ্ছে	দেদীপ্যমান
যা স্থলে চলে	স্থলচর
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়	নাতিশীতোষ্ণ
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়	সর্বংসহা
যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে	বর্ধমান
কণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ
যা বালকের মধ্যেই সুলভ	বালসুলভ
উভয় হাত সমানতালে চলে যায়	সব্যসাচী
নিন্দা করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
চৈত্র মাসের ফসল	চৈতালি
সমুদ্রের ঢেউ	ঊর্মি
মৃতের মত অবস্থা যার	মুমূর্ষু
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
প্রকাশিত হবে এমন	প্রকাশিতব্য
অতিক্রম করা যায় না যা	অনতিক্রম্য
জেনেও যে পাপ করে	জ্ঞানপাপী
যে গাছ বিস্তর ছায়া দেয়	ছায়াতরু
ভোজন করতে যে চায়	বুভুক্ষু
যিনি শত্রুকে বধ করেছেন	শত্রুঘ্ন
অল্প কথা বলে যে	অল্পভাষী
দিনের শেষ ভাগ	অপরাহ্ণ
দমন করা যায় না যাকে	অদম্য
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে	অধীত
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
যা আঘাত পায়নি	অনাহত
শুভক্ষণে জন্ম যার	ক্ষণজন্মা
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	প্রত্যুৎপন্নমতি
বিশ্বজনের হিতকর	বিশ্বজনীন
একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ
বক্তৃতা দানে পটু যে	বাগ্মী
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুদ্গমন
অন্ত নেই যার	অন্তহীন
যার কোনো কিছুতেই ভয় নেই	অকুতোভয়
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে	বর্ধিষ্ণু
হনন করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
যে পুরুষ বিয়ে করছে	কৃতদার

যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই	অবিসংবাদিত
হরিণের চামড়া	অজিন
মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি	মৃন্ময়
যা বপন করা হয়েছে	উপ্ত
কোন ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক	অনুসন্ধিৎসু
যার অন্য কোন উপায় নেই	অনন্যোপায়
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক	মুমুক্ষু
যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না	অনির্বচনীয়
ক্ষমা করার ইচ্ছা	চিক্ষমিষা/তিতিক্ষা
মাসের শেষ দিন	সংক্রান্তি
বিচার না করে কাজ করেন যিনি	অবিবেচক
দূরকে যিনি দেখতে পান	দূরদর্শী
একই সময়ে বর্তমান	সমসাময়িক
সরোবরে জন্মে যা	সরোজ
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
যিনি প্রথম পথ দেখান	পথিকৃৎ
প্রায় মৃত	মৃতকল্প
জয়ের জন্য যে উৎসব	জয়ন্তী
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
সর্বজনের হিতকর	সর্বজনীন
হিত চিন্তা করে যে	হিতৈষী
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না	অনন্যসাধারণ
চোখের কোণ	অপাঙ্গ
দান করার ইচ্ছা	দিৎসা
বিহঙ্গের ধ্বনি	কূজন/কাকলি
পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	রজত জয়ন্তী
যে জমিতে ফসল জন্মায় না	ঊষর
চৈত্রমাসে উৎপন্ন ফসল	চৈতালি
যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে	নবোঢ়া
ঋতুতে পর্যায়ক্রমে যিনি কাজ করেন	ঋত্বিক
শল্য বেদনা অপনোদনকারী	বিশল্যকরণী
সামান্য উষ্ণ	কবোষ্ণ
নূপুরের ধ্বনি	নিক্বণ
স্মৃতিশাস্ত্রে পারদর্শী	স্মার্ত
রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ	প্রত্যূষ

CamScanner

ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত	ক্ষুৎপীড়িত/ক্ষুধার্ত
যার মৃত্যুকাল উপস্থিত	মুমূর্ষু
পান করার যোগ্য	পেয়
অহংকার করে যে	অহংকারী
পূর্বে ছিল, এখন নেই	ভূতপূর্ব
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে যে	দূরদর্শী
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা	অনুসন্ধিৎসা
কখনো মৃত্যু হয় না যার	অমর
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	প্রত্যুৎপন্নমতি
যে লাফিয়ে চলে	প্লবগ
গোপন করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
চিবিয়ে ও চুষে খেতে হয় এমন	চর্ব্যচূষ্য
সকলের জন্য প্রযোজ্য	সর্বজনীন
যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন	কৃতবিদ্য
ফুল হতে তৈরি	ফুলেল
শত্রুকে হনন করে যে	শত্রুঘ্ন
যা ক্রমশ দূর হয়ে যাচ্ছে	অপসৃয়মান
যে জয়লাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ	সংশপ্তক
শত্রুকে জয় করেন যিনি	শত্রুজিৎ
যে নারী বীর	বীরাঙ্গনা
সেতারের ঝংকার	কিঙ্কিণি
নৌ চলাচলের যোগ্য	নাব্য
কুলের কীর্তি বর্ধনকারী যে সন্তান	কুলপ্রদীপ
অলংকারের ধ্বনি	শিঞ্জন
সিংহের ডাক	হুংকার
যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত	অবীরা
ব্যাকরণে পণ্ডিত যিনি	বৈয়াকরণ
অগভীর সতর্ক নিদ্রা	কাকনিদ্রা
যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন	লব্ধপ্রতিষ্ঠ
যিনি ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত	নৈয়ায়িক
যা লঙ্ঘন করা দুরূহ	দুর্লঙ্ঘ্য
যে অন্য দিকে মন দেয় না	অনন্যমনা
যে বৃক্ষ ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না	বনস্পতি
দ্বীপে জন্ম হয়েছে যার	দ্বৈপায়ন
পা দিয়ে যে চলে না	পন্নগ
দেহ, মনে ও কথায়	কায়মনোবাক্যে

অন্য লোক	লোকান্তর
তিন ফলের সমাহার	ত্রিফলা
যার অনুরাগ দূর হয়েছে	বীতরাগ
যা সহজে জীর্ণ হয়	সুপাচ্য
যেখানে বেশি কথা বলা হয়েছে	অতিরঞ্জিত
যে ব্যক্তি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ রাখতে পারে	জাতিস্মর
সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী	কূপমণ্ডূক
স্পৃহা হারিয়েছে যে	বীতস্পৃহ
ঋষির দ্বারা উক্ত	আর্ষ
ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত	ক্ষুৎপীড়িত
আয় বুঝে ব্যয়কারী	মিতব্যয়ী
এক বিষয়ে যার চিত্ত নিবিষ্ট	নিবিষ্টচিত্ত
যে শুনেই মনে রাখতে পারে	শ্রুতিধর
জয় করার ইচ্ছা	জিগীষা
হাজির নাই	গরহাজির
যার দুই হাত সমান চলে	সব্যসাচী
ধুলার মত রং যার	পাংশুল
ডালিমের কুঁড়ি	আনারকলি
মৃতের মত অবস্থা যার	মুমূর্ষু
ভ্রমরের ধ্বনি	গুঞ্জন
৫০ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	সুবর্ণজয়ন্তী
বাঘের চামড়া	কৃত্তি
যাহা লোকে বিদিত	লৌকিক
যাহা অবশ্যই ঘটবে	অবশ্যম্ভাবী
জনরব শুনিয়া যে আসিয়া হাজির হয়	রবাহূত
দিনের শেষ ভাগ	অপরাহ্ণ
অল্প কথা বলে যে	অল্পভাষী
যিনি প্রথমে পথ দেখান	পথিকৃৎ
অন্তরের ভাব জানেন যিনি	অন্তর্যামী
আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে পরিধেয়	ছদ্মবেশ
এক মায়ের সন্তান	সহোদর
আগমনের কোনো তিথি নেই যার	অতিথি
ভোজন করার ইচ্ছা	বুভুক্ষা
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত	অনূদিত
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী	কর্মঠ
যে যন্ত্রের যাহায্যে ওজন করা হয়	তুলাদণ্ড

CamScanner

একবার ফল দিয়ে যে গাছ মারা যায়	ওষধি
অশ্বের ডাক	হ্রেষা
তুলার তৈরী	তুলট
হরণ করার ইচ্ছা	জিহীর্ষা
যা কখনও নষ্ট হয় না	অবিনশ্বর
যা শীতল কিংবা উষ্ণ নয়	নাতিশীতোষ্ণ
শোভন হৃদয় যার	সুহৃদ
যে বিদেশে থাকে	প্রবাসী
মর মর হয়েছে যে	মুমূর্ষু
যার সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে	হৃতসর্বস্ব
যা পানের অযোগ্য	অপেয়
যা উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়	দুরুচ্চার্য
বহুর মধ্যে প্রধান	শ্রেষ্ঠ
গুণের মূল্য যিনি দেন	গুণগ্রাহী
কী করতে হবে তা বুঝতে পারে না যে	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
অনেক দেখেছে যে	ভূয়োদর্শী
একই কালে বর্তমান	সমকালীন
নষ্ট হওয়ার যার স্বভাব	নশ্বর
বহু ঘর হতে ভিক্ষা সংগ্রাহক	মাধুকর
যিনি এসেছেন অথচ অপরিচিত	আগন্তুক
অন্যের লেখা চুরি করে এমন	কুম্ভীলক
শিশুর পক্ষে যা সম্ভবপর	শিশুসুলভ
পদ্মের ন্যায় অক্ষি বা চোখ	পুণ্ডরীকাক্ষ
জ্বল জ্বল করছে যা	জাজ্বল্যমান
যে শুনে মনে রাখতে পারে	শ্রুতিধর
যে কোন বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে	বীতস্পৃহ
জন্মকাল হতে	জন্মবধি
যাকে শাসন করা দুঃসাধ্য	দুঃশাসন
প্রবেশ করার ইচ্ছা	বিবক্ষা
আয় অনুসারে ব্যয় করেন যিনি	মিতব্যয়ী
বীরের ধ্বনি	হুংকার
শ্রদ্ধার যোগ্য	শ্রদ্ধেয়
যা চিবিয়ে খাওয়া যায়	চর্ব্য
ছয় মাস অন্তর	ষাণ্মাসিক
ওজন পরিমাপক	তুলাদণ্ড
খেয়া পার করে যে	পাটনী
যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না	উষর
বছরের শেষে আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন	সালতামামি

২০২৩

যা দীপ্তি পাচ্ছে	দেদীপ্যমান
যা ধ্বংসশীল	বিনশ্বর
বাস্তুহারা হয়েছে যে	উদ্বাস্তু
যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন	অদৃষ্টপূর্ব
যা পাওয়া কষ্টকর	কষ্টসাধ্য
অন্তিমকাল উপস্থিত যার	মুমূর্ষু
খাওয়ার জন্য যে খরচ	খাই খরচ
অক্ষির সম্মুখে	প্রত্যক্ষ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে	কৃতজ্ঞ
একই সময়ে বর্তমান	সমসাময়িক
যা উচ্চারণ করা যায় না	অনুচ্চার্য
যে বিবেচনা করে কাজ করে না	অবিবেচক
অনুকরণ করার ইচ্ছা	অনুচিকীর্ষা
উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা	প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব
একবার মাত্র ফল দিয়ে মরে যায় যে উদ্ভিদ	ওষধি
যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না	উষর
অনুকরণ করা যায় এমন	অনুকরণীয়
অন্য যুগ	যুগান্তর
অতি দীর্ঘ নয়	নাতিদীর্ঘ
কি করতে হবে তা বুঝতে পারে না	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	বন্ধুর
অন্য যুগ	যুগান্তর
ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে যার	আস্তিক
আয় বুঝে ব্যয় করে না যে	অমিতব্যয়ী
চোখে দেখা যায় যা	প্রত্যক্ষ
নষ্ট হয় যা	নশ্বর
ভাতের অভাব	হা-ভাত
কণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
জীবিত থেকেও যে মৃত	জীবন্মৃত
যা চিন্তা করা যায় না	অচিন্তনীয়
যা আঘাত পায়নি	অনাহত
যার দুই হাত সমান চলে	সব্যসাচী
চিরকাল ধরে যা চলছে	চিরন্তন
ছবি আঁকে যে	পটুয়া
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত	চাক্ষুষ
শুভক্ষণে জন্ম যার	ক্ষণজন্মা

CamScanner

একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ
যা বলা হয়নি	অনুক্ত
ভোজন করার ইচ্ছা	বুভুক্ষা
যা কথায় বর্ণনা করা যায় না	অবর্ণনীয়
যুদ্ধ থেকে যে বীর পালায় না	সংশপ্তক
যে শুনেই মনে রাখতে পারে	শ্রুতিধর
দিনে একবার আহার করে যে	একাহারী
অশ্বের ডাক	হ্রেষা
উপকারীর অপকার করে যে	কৃতঘ্ন
চৈত্র মাসের ফসল	চৈতালি
মন হরণ করে যা	মনোহর
আল্লাহর উপর যার বিশ্বাস নেই	নাস্তিক
ঋণ দান করে যে	উত্তমর্ণ
আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই এমন	অনাহত
পশ্চাতে জন্ম যার	অনুজ
গণনার যোগ্য নয় যা	নগণ্য
যে নারীর স্বামী বিদেশ থাকে	প্রোষিতভর্তৃকা
একবার ফল দিয়ে যে গাছ মারা যায়	ওষধি
আচারে নিষ্ঠা আছে যার	আচারনিষ্ঠ
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	ওষধি
যা কখনো নষ্ট হয় না	অবিনশ্বর
হিত করিবার ইচ্ছা	হিতৈষা
সেবা করিবার ইচ্ছা	শুশ্রূষা
ভ্রমরের শব্দ	গুঞ্জন
যে নারী বীর	বীরাঙ্গনা
কষ্টে লাভ করা যায় যা	দুর্লভ
দাড়ি জন্মেনি যার	অজাতশ্মশ্রু
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	প্রত্যুৎপন্নমতি
যে সকল অত্যাচার সহ্য করে	সর্বংসহা
সকলের জন্য প্রযোজ্য	সর্বজনীন
পরের উন্নতি দেখে কাতর	পরশ্রীকাতর
অন্য গ্রাম	গ্রামান্তর
সেবা করার ইচ্ছা	শুশ্রূষা
একই সময়ে	যুগপৎ
জন্ম নেই যার	অজ
যার দাঁড়ি নেই	অজাতশ্মশ্রু
কথা বলতে পারে না যে	অবলা
তিন তারের সমাহার	সেতার
যে জমিতে কোন ফসল হয় না	উষর
যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয়	সংবর্ত

কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী	কর্মঠ
রাত্রিকালীন যুদ্ধ	সৌপ্তিক
অধর প্রান্তের হাসি	বক্রোষ্ঠিকামর
শুকনো পাতার শব্দ	মর্মর
বাঘের চামড়া	কৃত্তি
যার দাড়ি গোঁফ ওঠেনি	অজাতশ্মশ্রু
যিনি প্রথম পথ দেখান	পথিকৃৎ
যা দেখা যায় না	অদৃশ্য
পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল	পৌষালি
যে ভবিষ্যত না ভেবেই কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
যে পুরুষ বিয়ে করেছে	কৃতদার
যাকে অকালে জাগরণ করা হয়	অকালবোধন
দু'বার জন্মে যা	দ্বিজ
নূপুরের শব্দ	নিক্বণ
অল্প কথা বলে যে	অল্পভাষী
আপনাকে যে ভুলে থাকে	আত্মভোলা
যা পূর্বে শোনা যায়নি	অশ্রুতপূর্ব
হনন করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
দমন করা যায় না যাকে	অদম্য
কোকিলের ডাক	কুহু
যার অন্য কোন উপায় নেই	অনন্যোপায়
দান করার ইচ্ছা	দিৎসা
যা অতিক্রম করা যায় না	অনতিক্রম্য
মরমর হয়েছে যে	মুমূর্ষু
নূপুরের ধ্বনি	নিক্বণ
যার সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে	হৃতসর্বস্ব
ভোজন করার ইচছা	বুভুক্ষা
যা পানের অযোগ্য	অপেয়
যা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হচ্ছে	ক্রমবিস্তার্যমান
আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল	ক্রন্দসী
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়	নাতিশীতোষ্ণ
ক্ষুদ্র বাগান	বাগিচা
দিনের মধ্যভাগ	মধ্যাহ্ন
যে নারীর হিংসা নেই	অনসূয়া
যিনি বক্তৃতা দানে পটু	বাগ্মী
ব্যাঙের ছানা	ব্যাঙাচি
গোপন করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
বাক্য ও মনের অগোচর	অবাঙ্মনসগোচর
নিতান্ত দগ্ধ করে যে সময়ে	নিদাঘ
হাতির শাবক	করভ

ঘরের অভাব	হা-ঘরে
সরোবরে জন্মে যা	সরোজ
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ	কল্লোল
যে সর্বত্র গমন করে	সর্বগ
পা ধোয়ার পানি	পাদ্য
যা হতে পারে না	অসম্ভব
যার হৃদয় শোভন	সুহৃদ
বিহঙ্গের ধ্বনি	কূজন/কাকলি
সাক্ষাৎ দ্রষ্টা	সাক্ষী
বিদ্যা চর্চা করে যে	বিদ্যার্থী
অরণ্যে জন্মে যা	আরণ্যক
কর্ম সম্প্রদানে পরিশ্রমী	কর্মঠ
ময়ূরের ডাক	কেকা
যে রাত জেগে পাহারা দেয়	প্রহরী/নৈশপ্রহরী
বিদেশে থাকে যে	প্রবাসী
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই	অবিসংবাদিত
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন যিনি	জিতেন্দ্রিয়
অগভীর সতর্ক নিদ্রা	কাকনিদ্রা
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যিনি জানতে পারেন	ত্রিকালদর্শী
ঐতিহাসিক কালের পূর্ববর্তী	প্রাগৈতিহাসিক
কুবেরের ধন রক্ষক	যক্ষ
অগ্রে-জন্ম গ্রহণ করে যে	অগ্রজ
উপকারীর উপকার করে যে	কৃতজ্ঞ
যা পূর্বে ছিল বর্তমানে নেই	ভূতপূর্ব
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	ইন্দ্রজিৎ
যাহার বুদ্ধি পরিষ্কার নাই	অপরিপক্ব
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার	প্রত্যুৎপন্নমতি
ডালিমের কুঁড়ি	আনারকলি
ঋষির দ্বারা উক্ত	আর্ষ
সাপের খোলস	নির্মোক
বেঁচে আছে যা	জীবিত
অনুকরণ করবার ইচ্ছা	অনুচিকীর্ষা
অর্থহীন উক্তি	প্রলাপ
অন্য উপায় নেই যার	অনন্যোপায়
অনুকরণ করতে ইচ্ছুক	অনুচিকীর্ষু
ঋণ দেয় যে	উত্তমর্ণ
বেলাকে অতিক্রান্ত	উদ্বেল
ইহলোক বিষয়ক	ঐহিক
যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না	বর্ণচোরা

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে	বর্ধিষ্ণু
যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না	বনস্পতি
যে উপকারীর অপকার করে	কৃতঘ্ন
কন্যার পুত্র	দৌহিত্র
ঘোড়া রাখার স্থান	ঘোড়াশাল/আস্তাবল
ক্ষণস্থায়ী প্রভা যার	ক্ষণপ্রভা
যা বলা হয়েছে	উক্ত
যে গাছে ফুল হয় না	বনস্পতি
যে প্রবীণ নয়	নবীন
যা অবশ্যই ঘটবে	অবশ্যম্ভাবী
আহারে সংযম যার	মিতাহারী
আপনাকে ভুলে থাকে যে	আত্মভোলা
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে	জিতেন্দ্রিয়
তর্ক করে যে	তার্কিক
বুকে হেঁটে চলে যে	সরীসৃপ/উরগ
গ্রহণ করার যোগ্য	গ্রহণীয়
যিনি বক্তব্য দানে পটু	বাগ্মী
যা লাফিয়ে চলে	প্লবগ
উভয় হাত সমান চলে যার	সব্যসাচী
রক্ত দিয়ে রাঙানো হয়েছে এমন	রক্তরঞ্জিত
উদিত হয়েছে যা	উদীয়মান
চিরস্থায়ী নয় যা	নশ্বর
দীপ্তি পাচ্ছে যা	দেদীপ্যমান
হাতির ডাক	বৃংহিত
যা পোঁতা হয়েছে	প্রোথিত
যা নিঃশেষে পান করা হয়েছে	নিপীত
যা সহজে মরে না	দুর্মর
যা ভাগ করা হয়েছে	বিভক্ত/ভাজিত
অতি উচ্চ রোল	উতরোল
উত্তর দিক সম্পর্কিত	উদীচ্য
দেহে, মনে ও কথায়	কায়মনোবাক্যে
জলপ্রবাহের ধ্বনি	ছলছলানি/কলকল
অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড	দাবানল
ধী-শক্তির অধিকারী	ধীমান
মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত	মৃন্ময়
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নাই	অবিসংবাদিত
যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি	যুধিষ্ঠির
ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ	ধূসর
উড়ন্ত পাখির ঝাঁক	বলাকা
এই মাত্র জন্ম যার	সদ্যোজাত

CamScanner

বিনাশ নেই যার	অবিনশ্বর
নিন্দা করার অযোগ্য	অনিন্দনীয়/অনিন্দ্য
যে ক্রমাগত রোদন করছে	রোরুদ্যমান
তল স্পর্শ করা যায় না যার	অতলস্পর্শী
যা দমন করা যায় না	অদম্য
যে ব্যক্তি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে	জাতিস্মর
আকাশে উড়ে বেড়ায় যে	খেচর
যা ক্রমশ দূর হয়ে যাচ্ছে	অপসৃয়মান
জানার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
শত্রুকে হরণ করে যে	শত্রুঘ্ন
পঙ্কে জন্মেছে যে	পঙ্কজ
জ্বলজ্বল করছে এমন	জাজ্বল্যমান
যে অনবরত রোদন করছে	রোরুদ্যমান
উর্বর নয় যা	অনুর্বর
শোভন হৃদয় যার	সুহৃদ
যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
অন্বেষণ করার ইচ্ছা	অন্বেষা
নদীর বালুকাময় তট	সৈকত
ভিতর থেকে গোপনে ক্ষতিসাধন	অন্তর্ঘাত
রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ	প্রত্যুষ
যিনি বক্তৃতা দানে পটু	বাগ্মী
সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত	আসমুদ্রহিমাচল
জয়ের জন্য যে উৎসব	জয়ন্তী
সেবা করিবার ইচ্ছা	শুশ্রূষা
হনন করিবার ইচ্ছা	জিঘাংসা
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ	শ্বাপদসংকুল
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার	নশ্বর
যা জলে ও স্থলে চরে	উভচর
যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে	পরগাছা
হরিণের চামড়া	অজিন
যে নারী সূর্যকে দেখে না	অসূর্যম্পশ্যা
সকলের জন্য মঙ্গলজনক	সর্বজনীন
অক্ষির অগোচরে	পরোক্ষ
যা বলা হয় নি	অনুক্ত
যে ব্যক্তির দুই হাত সমান চলে	সব্যসাচী
দুইবার জন্মে যে	দ্বিজ
এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম	জন্মজন্মান্তর
ওজন পরিমাপক	তুলাদণ্ড
ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য	ক্ষমার্হ

দৈনন্দিন জীবনের লিখিত বিবরণ	রোজনামচা
নিজেই পতি নির্বাচন করে যে	স্বয়ংবরা
কাজ শিখছে এমন	শিক্ষানবিস
কিছুতে ভয় নেই এমন	অকুতোভয়
পাঁচ রকম বস্তু বা বিষয়ের মিশেল	পাঁচফোড়ন
শত্রুকে জয় করে যে	শত্রুজিৎ
যার কোন কিছু চাওয়ার নেই	অকিঞ্চন
দুয়ের মধ্যে একটি	অন্যতম
যে নারীর স্বামীও নেই সন্তানও নেই	অবীরা
বেতন নেওয়া হয় না যাতে	অবৈতনিক
সম্পূর্ণ নতুন	অভিনব
অক্ষির সমক্ষে বর্তমান	প্রত্যক্ষ
অগভীর সতর্ক নিদ্রা	কাকনিদ্রা
আগে যা চিন্তা করা হয়নি	অচিন্তিতপূর্ব
উভয় হাত যার সমান চলে	সব্যসাচী
একই সঙ্গে	যুগপৎ
গজের মুখের মত মুখ যার	গজানন
একই অর্থের শব্দ	প্রতিশব্দ
ঋণ শোধে অসমর্থ যে	দেউলিয়া
দেখবার ইচ্ছা	দিদৃক্ষা
ধনুকের ধ্বনি	টঙ্কার
হরিণের চর্ম	অজিন
যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না	অনির্বচনীয়
যার কিছু নাই	হৃতসর্বস্ব
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
যা কাঁপছে	কম্পমান
যার দুই হাত সমানে চলে	সব্যসাচী
সমানে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুদ্গমন
যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে	প্রোষিতপত্নীক
মক্ষিকাও/মাছিও প্রবেশ করতে পারে না যেখানে	নির্মক্ষিক
যা চিবিয়ে খাওয়ার যোগ্য	চর্ব্য
দমন করা কষ্টকর যাকে	দুর্দমনীয়
দিনের পূর্বভাগ	পূর্বাহ্ণ
যা প্রকাশ করা হয়নি	অব্যক্ত
যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়িয়ে ক্লান্ত	হাতুড়ে
যা পূর্বে চিন্তা করা যায় নি	অচিন্তিতপূর্ব

যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত	অবীরা
পা ধোয়ার জল	পাদ্য
জয় করার ইচ্ছা	জিগীষা
রাত্রির মধ্যভাগ	মহানিশা
হাতের চতুর্থ আঙ্গুল	অনামিকা
অনুকরণে ইচ্ছুক	অনুচিকীর্ষা
অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে যে কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
জীবিত থেকেও মৃতের মতো	জীবন্মৃত
নিজেদের পরিচালিত শাসন	স্বায়ত্তশাসন
মৃতের মতো অবস্থা যার	মুমূর্ষু
যা কষ্টে জয় করা যায়	দুর্জয়
যা বপন করা হইয়াছে	উপ্ত
ষাট বছরের জন্য যে অনুষ্ঠান	হীরকজয়ন্তী
জ্বল জ্বল করছে যা	জাজ্বল্যমান
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	আদ্যন্ত/আদ্যোপান্ত
জায়া ও পতি	দম্পতি
কম কথা বলে যে	স্বল্পভাষী
নষ্ট হয়ে যায় যা	নশ্বর
কোন উপকারে লাগে না যে গাছ	আগাছা
যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে	অযত্নলব্ধ
যে রব শুনে এসেছে	রবাহূত
ব্যঞ্জনধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ	ফলা
অপকার করার ইচ্ছা	অপচিকীর্ষা
যে নারী কখনো সূর্য দেখেনি	অসূর্যস্পশ্যা
যে যন্ত্রের সাহায্যে ওজন পরিমাপ করা হয়	তুলাদণ্ড
অতিক্রম করা যায় না যা	অনতিক্রম্য
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত	অনূদিত
সকলের জন্য মঙ্গলজনক	সর্বজনীন
হরেক রকম বলে যে	হরবোলা
প্রতিকার করার ইচ্ছা	প্রতিচিকীর্ষা
যা মুছে ফেলা যায় না	দুর্মোচ্য
বাতাসে চরে যে	কপোত
হাতের দ্বিতীয় আঙ্গুল	তর্জনী
যে শোনা মাত্র মনে রাখতে পারে	শ্রুতিধর
যা সহজে লাভ করা যায়	সুলভ
যে আঘাত পায়নি	অনাহত
যা বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে	উদ্বাস্তু
যে প্রাণী লাফিয়ে লাফিয়ে চলে	প্লবগ

যা উদিত হয়েছে	দৃশ্যত
অক্ষি সমক্ষে বর্তমান	প্রত্যক্ষ
কুলের সমীপে	উপকূল
এক থেকে আরম্ভ করে	একাদিক্রমে
ফুল হতে তৈরি	ফুলেল
রীতিকে অতিক্রম না করে	যথারীতি
যে স্ত্রীর বশীভূত	স্ত্রৈণ
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
বিশ্বজনের হিতকর	বিশ্বজনীন
যার কোন উপায় নেই	নিরুপায়
অসম্ভব কাণ্ড ঘটাতে অতিশয় পটু	অঘটনঘটনপটীয়সী
আমিষের অভাব	নিরামিষ
তুলার তৈরী	তুলট
বক্তৃতা দানে পটু যে	বাগ্মী
হেমন্তের জাত	হৈমন্তিক
জানবার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
আদব কায়দায় যে চৌকস কিন্তু নিষ্কর্মা	লেফাফাদুরস্ত
উপমা নেই যে নারীর	নিরুপমা
নীল বর্ণ বানর	উল্লুক
বীজ বপনের উপযুক্ত সময়	জো
অন্য ভাষায় অনুবাদ	অনূদিত
যাকে দমন করা যায় না	অদম্য
ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি	ঋত্বিক
কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন যিনি	আত্মকেন্দ্রিক
ঈষৎ উষ্ণ যাহা	কবোষ্ণ
স্মৃতিশাস্ত্রে পারদর্শী যিনি	স্মার্ত
ক্ষুধার দ্বারা পীড়িত	ক্ষুৎপীড়িত/ক্ষুধার্ত
কিছু বলতে বাধে না যার	ঠোঁটকাটা
বয়সের তুল্য	বয়স্য
আদব কায়দা জানে না যে	বেয়াদব
যিনি ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত	নৈয়ায়িক
যে সব হারিয়েছে	সর্বহারা
অরিকে দমন করে যে	অরিন্দম
দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান	দোয়াব
যে নারী অন্যের নিন্দা করে না	অনসূয়া
কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য

CamScanner

যার বংশ পরিচয় ও স্বভাব কেউ জানে না	অজ্ঞাতকুলশীল
উজানের কই	সহজলভ্য
যা চেটে খেতে হয়	লেহ্য
যে শুনেই মনে রাখাতে পারে	শ্রুতিধর
বিশ্বজনের জন্য হিতকর	বিশ্বজনীন
বহু গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে যে	মাধুকর
যার চোখে লজ্জা নেই	চশমখোর
প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় পূনর্বার বিবাহিত	অধিবেত্তা
অলংকারের ঝংকার	শিঞ্জন
যা বলার যোগ্য নয়	অকথ্য
সিংহের ধ্বনি	হুঙ্কার
কোকিলের ডাক	কুহু
ইহার তুল্য	ঈদৃশ
দেখার ইচ্ছা	দিদৃক্ষা
গমন করে না যে	নগ
এক কম আছে যাতে	একোন
যুদ্ধ করে যে	যোদ্ধা
আকাশে উড়ে যে	খেচর
সহজে ভাঙ্গে যা	ভঙ্গুর
কর্মে যার ক্লান্তি নাই	অক্লান্তকর্মী
দেখা যায় না যা	অদৃশ্য
যার চক্ষু লজ্জা নেই	চশমখোর
আনন্দ নেই যার	নিরানন্দ
একের পরিবর্তে আরেক	বিকল্প
জানা যায়নি যা	অজ্ঞেয়
মৃত্তিকা দিয়ে তৈরী	মৃন্ময়
প্রাক্কালে ছিল যা	প্রাক্তন
আকাশে চরে যে	খেচর
অহংকার নেই যার	নিরহংকার
অবজ্ঞায় নাক উঁচু করে যে	উন্নাসিক
পূর্বজন্ম স্মরণ করে যে	জাতিস্মর
যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন	কৃতবিদ্য
পরে জন্মেছে যে	অনুজ
সামান্য উষ্ণ	কবোষ্ণ/ঈষদুষ্ণ
যে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে না	অবিমৃষ্যকারী
আজন্ম শত্রু	জাতশত্রু
যার কিছু নাই	হৃতসর্বস্ব
যে নারীর একটি সন্তান আছে	কাকবন্ধ্যা

যা গতিশীল	জঙ্গম
পেঁচার ডাক	ঘূৎকার
যে জমিতে ফসল জন্মায় না	ঊষর
হাতের চতুর্থ আঙুল	অনামিকা
কাচের তৈরী ঘর	শিশমহল
কৃষি থেকে উৎপন্ন	কৃষিজ
ঘোড়ার ডাক	হ্রেষা
যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না	অমূল্য
কথায় যা প্রকাশ করা যায় না	অনির্বচনীয়
চিবিয়ে খেতে হয় যা	চর্ব্য
যে অঘটন ঘটাতে পটু	অঘটনঘটনপটীয়সী
মনে যার জন্ম	মনোজ
যা মুছে ফেলা যায় না	দুর্মোচ্য
লাফিয়ে চলে যে	প্লবগ
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে	প্রোষিতভর্তৃকা
পুনঃ পুনঃ জ্বলছে যা	জাজ্বল্যমান
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত	একাদিক্রমে
কেউ জানিতে পারে না এমনভাবে	অজ্ঞাতসারে
যার এ পর্যন্ত দাঁড়ি-গোঁফ গজায়নি	অজাতশ্মশ্রু
জয়সূচক উৎসব	জয়ন্তী
মাটি দিয়ে তৈরী	মৃন্ময়
অধ্যাপনা করেন যিনি	অধ্যাপক
অন্য দেশ	দেশান্তর
অবশ্যই যা হবে	অবশ্যম্ভাবী
চতুর্দিকে প্রচার	সম্প্রচার
জানবার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই	অবীরা
যেরূপ ইচ্ছা	যদৃচ্ছা
কর দিতে হয় না যে জমির	নিষ্কর
গণনার যোগ্য নয় যে	নগণ্য
দ্বারে থাকে যে	দৌবারিক

২০২৪

যে নারীর হাসি সুন্দর	সুস্মিতা
পান করার ইচ্ছা	পিপাসা
সমুদ্র হইতে হিমালয় পর্যন্ত	আসমুদ্রহিমাচল
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	বন্ধুর
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়	সর্বংসহা
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ	শ্বাপদসংকুল
একই মাতার উদরে জাত যে	সহোদর

CamScanner

কোন ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
বিশ্বজনের জন্য হিতকর	বিশ্বজনীন
যা দমন করা কষ্টকর	দুর্দমনীয়
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়	স্বয়ংবরা
ভিক্ষার অভাব	দুর্ভিক্ষ
দুই নদীর মধ্যবর্তী	দোয়াব
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
যা বলা হয়নি	অনুক্ত
আমি, তুমি ও সে	আমরা
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়	নাতিশীতোষ্ণ
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার	প্রত্যুৎপন্নমতি
ইহলোক বিষয়ক	ঐহিক
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	ইন্দ্রজিৎ
জয় করার ইচ্ছা	জিগীষা
ময়ূরের ডাক	কেকা
সমুদ্রের ঢেউ	ঊর্মি
দমন করা যায় না যাকে	অদম্য
যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না	ঊষর
আশি বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি	অশীতিপর
নদীর ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত জনগণ	নদী সিকস্তি
বৃষ্টির জল	শীকর
যা সবসময় পরার উপযোগী	আটপৌরে
আয় বুঝে ব্যয় করে যে	মিতব্যয়ী
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার	আঁষটে
মৃতের মতো অবস্থা যার	মুমূর্ষু
দমন করার কষ্টকর যা	দুর্দমনীয়
ছায়া প্রধান তরু	ছায়াতরু
ভোজন করতে ইচ্ছুক	বুভুক্ষু
পুনঃপুন রোদন করেছে যে	রোরুদ্যমান
একই সময়ে	যুগপৎ
যার উপমা নেই	অনুপম
জয়ের জন্য উৎসব	জয়ন্তী/ জয়োৎসব
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
জানবার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
সমুদ্রের ঢেউ	কল্লোল
পূর্বে শোনা যায়নি	অশ্রুতপূর্ব
ঋষি দ্বারা উক্ত	আর্ষ
যে জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না	ক্ষণপ্রভা

দেহে, মনে ও কথায়	কায়মনোবাক্যে
বিজয় লাভের ইচ্ছা	বিজিগীষা
যে বৃক্ষে ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না	বনস্পতি
অনুকরণ করার ইচ্ছা	অনুচিকীর্ষা
যে নারীর সন্তান বাঁচে না	মৃতবৎসা
যা কষ্টে নিবারণ করা যায়	দুর্নিবার
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে	কৃতজ্ঞ
অগ্রে জন্মেছে যে	অগ্রজ
যে রব শুনে এসেছে	রবাহূত
তল স্পর্শ করা যায় না যার	অতলস্পর্শী
উপকার করতে ইচ্ছুক	উপচিকীর্ষু
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে	প্রোষিতভর্তৃকা
দিনে একবার আহার করেন যে	একাহারী
যা বলা যায় না	অকথ্য/অবাচ্য
ষাট বছরের জন্য যে অনুষ্ঠান	হীরকজয়ন্তী
যা চিবিয়ে খাওয়া হয়	চর্ব্য
হনন করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
যা সকলের জন্য প্রযোজ্য	সর্বজনীন
জানার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
উপায় নেই যার	নিরুপায়
যা সহজে লাভ করা যায়	সুলভ
জলে চরে যে	জলচর
যা জলে ও স্থলে চরে	উভচর
যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না	বনস্পতি
হরিণের চামড়া	অজিন
যা দীপ্তি পাচ্ছে	দেদীপ্যমান
জীবিত থেকেও যে মৃত	জীবন্মৃত
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে	বর্ধিষ্ণু
যিনি বক্তৃতা দানে পটু	বাগ্মী
আকাশে বেড়ায় যে	খেচর
একই মায়ের পুত্র	সহোদর
একই কালে বর্তমান	সমকালীন
অতি শীতও নয়, অতি উষ্ণও নয়	নাতিশীতোষ্ণ
অকালে পেকেছে যে	অকালপক্ব
যিনি ভালো ব্যাকরণ জানেন	বৈয়াকরণ
যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল হয় না	বনস্পতি

CamScanner

কর দিতে হয় না যে জমির	নিষ্কর
হাতি রাখার জায়গা	গজগৃহ
যা ক্ষয় পাচ্ছে	ক্ষয়িষ্ণু
পরিব্রাজকের ভিক্ষা	মাধুকরী
যে গাছ অন্য গাছের উপরে জন্মে	পরগাছা
যুদ্ধ থেকে যে বীর পালায় না	সংশপ্তক
যখন কষ্টে ভিক্ষা মেলে	দুর্ভিক্ষ
অশ্বের ডাক	হ্রেষা
রাত্রিকালীন যুদ্ধ	সৌপ্তিক
একান্ত অনুগত জন	নেওটা
খেয়াপার করে যে	পাটনী
সাপের খোলস	নির্মোক
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
যা অতি দীর্ঘ নয়	নাতিদীর্ঘ
পায়ে হেঁটে গমন করে না যে	পন্নগ
পদ্য গদ্যময় কাব্য	চম্পূ
শুভক্ষণে জন্ম যার	ক্ষণজন্মা
যে ব্যক্তির দুহাত সমান চলে	সব্যসাচী
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা	অনুসন্ধিৎসা
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না	অকৃতজ্ঞ
আদি নেই যার	অনাদি
একবার শুনলে যার মনে থাকে	শ্রুতিধর
খুব দীর্ঘ নয়	নাতিদীর্ঘ
অল্পকাল স্থায়িত্ব যার	ক্ষণস্থায়ী
যার অন্য কোন উপায় নেই	অনন্যোপায়
অক্ষির সমীপে	সমক্ষ
কোন বিষয়ে যে শ্রদ্ধা হারিয়েছে	বীতশ্রদ্ধ
অন্য গতি নাই যার	অনন্যগতি
যা পোঁতা হয়েছে	প্রোথিত
যা বলার যোগ্য নয়	অকথ্য
কোন কিছুতেই ভয় নেই যার	অকুতোভয়
একই সময়ে বর্তমান	সমসাময়িক
যার এখনো শত্রু জন্মায়নি	অজাতশত্রু
যা ক্রমাগত ক্ষয় পাচ্ছে	ক্ষীয়মাণ
জন্ম নেই যার	অজ
ফুল তোলা মসলিন শাড়ি	জামদানি
অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে যে কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
করার ইচ্ছা	চিকীর্ষা

আগে যা চিন্তা করা হয়নি	অচিন্তিতপূর্ব
পা হতে মাথা পর্যন্ত	আপাদমস্তক
অন্য গাছের উপর যে গাছ জন্মায়	পরগাছা
যে বেশী কথা বলে	বাচাল
লাভ করার ইচ্ছা	লিপ্সা
পটে আঁকে যে	পটুয়া
দিবসের শেষ ভাগ	অপরাহ্ণ
লাভের ইচ্ছা	লিপ্সা
জলে জন্ম যার	জলজ
যে প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে	উরগ
জয়সূচক উৎসব	জয়ন্তী
যে পুরুষ বিয়ে করেছে	কৃতদার
মৃতের মত অবস্থা যার	মুমূর্ষু
বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি	ঝংকার
যার দুই হাত সমান চলে	সব্যসাচী
যা পূর্বে শোনা যায়নি	অশ্রুতপূর্ব
জয়ের জন্য উৎসব	জয়ন্তী
হাতের কব্জি	মণিবন্ধ
আপনাকে সর্বস্ব ভাবে যে	আত্মসর্বস্ব
মাটি দ্বারা নির্মিত	মৃন্ময়
অহনের অপর অংশ	অপরাহ্ণ
উপকারীর অপকার করে যে	কৃতঘ্ন
একাগ্রভাবে মনোযোগ	অভিনিবেশ
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুদ্গমন
হাতির বাসস্থান	গজগৃহ
ভোজন করিবার ইচ্ছা	বুভুক্ষা
ফল পাকলে যে গাছ মারা যায়	ওষধি
যে নারীর স্বামী ও পুত্র নাই	অবীরা
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত	অনূদিত
যিনি বক্তৃতায় পটু	বাগ্মী
কিছু বলতে বাধে না যার	ঠোঁটকাটা
নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন যিনি	আত্মকেন্দ্রিক
অরিকে দমন করে যে	অরিন্দম
যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল	অন্যপূর্বা
অন্য গতি নাই যার	অগত্যা
সর্বজন সম্বন্ধীয়	সার্বজনীন
দর্শন করা হয়েছে এমন	প্রেক্ষিত
গোপনে সংবাদ সংগ্রহকারী	গুপ্তচর
যা ভেদ করা দুঃসাধ্য	দুর্ভেদ্য
যার দু'হাত সমান চলে	সব্যসাচী

CamScanner

যা অধ্যয়ন করা হয়েছে	অধীত
রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ	প্রত্যুষ
পদ্মের ন্যায় অক্ষি বা চোখ যার	পুণ্ডরীকাক্ষ/পদ্মলোচন
নাভী পর্যন্ত লম্বিত	ললম্বিকা
একশত পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে হয় যা	সার্ধশতবর্ষ
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী	কর্মঠ
অপকার করার ইচ্ছা	অপচিকীর্ষা
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার	প্রত্যুৎপন্নমতি
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
পা থেকে মাথা পর্যন্ত	আপাদমস্তক
অহংকার নেই যার	নিরহংকার
মাটি দিয়ে তৈরি	মৃন্ময়
রাত্রির প্রথম ভাগ	পূর্বরাত্র
যা স্থায়ী নয়	অস্থায়ী
যা নিবারণ করা কষ্টকর	দুর্নিবার
অনায়াসে যা লাভ করা যায়	অনায়াসলভ্য
নৌকা চলাচলের যোগ্য	নাব্য
অল্প কথা বলে যে	অল্পভাষী
আমিষের অভাব	নিরামিষ
হরিণের চামড়া	অজিন
কণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ
যে যন্ত্রের সাহায্যে ওজন পরিমাপ করা হয়	তুলাদন্ড
সিংহের ডাক	হুঙ্কার
যে সব হারিয়েছে	সর্বহারা
বয়সের তুল্য	বয়স্য
আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে	পণ্ডিতম্মন্য
যা কখনও নষ্ট হয় না	অবিনশ্বর
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	বন্ধুর
আকাশে চরে যে	খেচর
বীণার ঝংকার	নিক্বণ
চোখের কোণ	অপাঙ্গ
বাঘের চামড়া	কৃত্তি
হাতির ডাক	বৃংহিত
তুলার তৈরি	তুলট
একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ
জয় করবার ইচ্ছা	জিগীষা
নূপুরের ধ্বনি	নিক্বণ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে	অকৃতজ্ঞ

যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না	অজ্ঞাতকুলশীল
যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে	উদ্বাস্তু
কাঁচের তৈরি বাড়ি	শিশমহল
যা কষ্টে জয় করা যায়	দুর্জয়
বিশ্বজনের হিতকর	বিশ্বজনীন
গম্ভীর ধ্বনি	মন্দ্র
সর্বদা ব্যবহারের উপযুক্ত	নিত্যব্যবহার্য
দু'হাতে সমান কাজ করতে পারেন যিনি	সব্যসাচী
যার মরণাপন্ন অবস্থা	মুমূর্ষু
যাকে দেখে চোখের আশা মেটে না	অতৃপ্তদৃশ্য
সংসারের প্রতি বিরাগ	নির্বেদ
যার কোনো উপায় নেই	নিরুপায়
যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে	কাকবন্ধ্যা
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	ওষধি
অক্ষির সমক্ষে বর্তমান	প্রত্যক্ষ
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই	অবিসংবাদিত
গবাদি পশুর পাল	বাথান
দাঁতে বিষ আছে যার	আশীবিষ
পৌষ মাসের উৎপন্ন ফসল	পৌষালি
যা বলা উচিত নয়	অবাচ্য
একশত পঞ্চাশ বছর	সার্ধশতবর্ষ
যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে	ক্ষীয়মাণ
মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত	মৃন্ময়
সকলের জন্য প্রযোজ্য	সর্বজনীন
যার অন্য উপায় নেই	অনন্যোপায়
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
অপকার করতে ইচ্ছে করে যে	অপচিকীর্ষা
যা কষ্টে লঙ্ঘন করা যায়	দুর্লঙ্ঘ্য
পা ধোয়ার জল	পাদ্য
ক্ষমার যোগ্য	ক্ষমার্হ
অন্তিমকাল উপস্থিত যার	মুমূর্ষু
আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন যিনি	কৃতার্থম্মন্য
চতুরঙ্গ সেনাবিশিষ্ট বাহিনী	অক্ষৌহিণী
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	আদ্যোপান্ত
জয় করা কঠিন	দুর্জয়
বাঘের ডাক	হুঙ্কার/গর্জন

CamScanner

যা বলা হয়েছে	উক্ত
বেশি কথা বলে যে	বাচাল
যা নির্ণয় করা যায় না	অনির্ণেয়
যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না	অনির্বচনীয়
অব্যক্ত মধুর ধ্বনি	কলতান
প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় পুনর্বার বিবাহিত	অধিবেত্তা
অলঙ্কারের ধ্বনি	শিঞ্জন
চৈত্র মাসের ফসল	চৈতালি
যে শুনে মনে রাখতে পারে	শ্রুতিধর
ক্ষুদ্র বাগান	বাগিচা
অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে	অবিমৃষ্যকারী
ইক্ষু হতে জাত	ঐক্ষব
ক্ষমার যোগ্য	ক্ষমার্হ
গুরুর ভাব	গরিমা
যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক	যুযুৎসু
গোপন করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
জায়া ও পতি	দম্পতি
বহুঘর থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে যে	মাধুকর
নৌ চলাচলের যোগ্য	নাব্য
কর দান করে যে	করদ
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত	একাদিক্রমে
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি	অনূঢ়া
সকলের মধ্যে প্রবীণ বা জ্যেষ্ঠ	সার্বজনীন/সর্ববিদিত
স্মরণের যোগ্য	স্মরণার্হ
প্রিয় কাজ করার ইচ্ছা	প্রিয়চিকীর্ষা
পদ্মের ন্যায় অক্ষি	পুণ্ডরীকাক্ষ
প্রতি সপ্তাহে তিন দিন	বারত্রয়িত
বেঁচে থাকার ইচ্ছা	জিজীবিষা
ত্বরিত গমন করতে পারে যে	তুরগ
যা উচ্চারণ করা কঠিন	দুরুচ্চার্য
পা দিয়ে যে চলে না	পন্নগ
যে আকৃষ্ট হচ্ছে	কৃষ্যমাণ
যা অনুভব করা হচ্ছে	অনুভূয়মান
আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি	কোজাগর
কোন ভাবেই নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
হাতের তালু	করতল
কর্তব্য স্থির করতে না পেরে বিমূঢ়	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
জ্ঞান লাভ করা যায় যে ইন্দ্রিয় দ্বারা	জ্ঞানেন্দ্রিয়

নষ্ট হওয়ার স্বভাব যার	নশ্বর
চক্ষুলজ্জা নাই যার	চশমখোর
যে ভবিষ্যত না ভেবেই কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি	ঋত্বিক
বাসস্থান নেই যার	অনিকেত
যা বহন করা যাচ্ছে	নীয়মান
যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয়	সংবর্ত
ঈষৎ কম্পিত	আধত
কুকুরের ডাক	বুক্কন
সুন্দরী নারী	রামা
বেলাকে অতিক্রান্ত	উদ্বেল
৬০ বছর পূর্তি	হীরকজয়ন্তী
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ	কল্লোল
যা মাটি ভেদ করে উপরে উঠে	উদ্ভিদ
শোনামাত্র যার মনে থাকে	শ্রুতিধর
ছিন্ন বস্ত্র	চীর
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন	যুধিষ্ঠির
অগভীর সতর্ক নিদ্রা	কাকনিদ্রা
ক্ষণস্থায়ী প্রভা যার	ক্ষণপ্রভা
বুকে হেঁটে চলে যে	উরগ
স্বর্ণকারের মজুরি	বানি
সিংহের ধ্বনি	নাদ/হুঙ্কার
কেউ জানতে পারে না এরূপভাবে	অজ্ঞাতসারে
পূজার উপকরণ	অর্ঘ্য
ভক্ষণের ইচ্ছুক	বুভুক্ষু
যিনি প্রথম পথ দেখান	পথিকৃৎ
যা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে	অপসৃয়মাণ
তৃণাচ্ছাদিত ভূমি	শাল
আয়ুর পক্ষে হিতকর	আয়ুষ্য
শোনামাত্র যার মনে থাকে	শ্রুতিধর
কাজে যার অভিজ্ঞতা আছে	করিতকর্মা
যা মাটি ভেদ করে উঠে	উদ্ভিদ
জ্বলজ্বল করছে যা	জাজ্বল্যমান
পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান	সুবর্ণজয়ন্তী
বলার ইচ্ছা	বিবক্ষা
যা সহজে জানা যায় না	দুর্জ্ঞেয়
রাত্রির মধ্যভাগ	মহানিশা
ইহার তুল্য	ঈদৃশ

নমুনা প্রশ্ন

১. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (সমাজসেবা অধিদপ্তর-২০১২/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)** ৫
ক) যিনি বক্তৃতা দানে পটু খ) যা আঘাত পায়নি গ) উপকারীর অপকার করে যে
ঘ) যা বলা হয়নি ঙ) একই গুরুর শিষ্য

২. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (ভূমি মন্ত্রণালয়-২০১৭/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)** ৫
ক) অণু বিষয়ক খ) ইহলোক সম্পর্কিত গ) ধনুকের শব্দ
ঘ) যার কিছু নেই ঙ) হরেক রকম বোল যার

৩. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-২০১৭/ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর)** ৫
ক) বিদেশে থাকে যে খ) ইষৎ পরিমাণ উষ্ণ যাহা গ) প্রিয় কথা বলে যে নারী
ঘ) ফল পাকলে মারা যায় যে গাছ ঙ) যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে

৪. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (বস্ত্র অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়-২০১৯/অফিস সহায়ক)** ৫
ক) পাখির ডাক খ) হাজির নেই গ) যার চক্ষু লজ্জা নেই
ঘ) পরিমিত ব্যয় করেন ঙ) যার অন্য কোন উপায় নেই

৫. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-২০১৯/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর)** ৫
ক) যে সকল অত্যচারই সয়ে যায় খ) যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না
গ) যা বলা হয় নি ঘ) যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে ঙ) যা সহজে পরিপাক হয় না

৬. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র-২০২০/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)** ৫
ক) সকলের জন্য প্রযোজ্য খ) যা পূর্বে শোনা যায়নি গ) যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই
ঘ) যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে ঙ) যা পূর্বে ছিল এখন নেই

৭. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (খাদ্য মন্ত্রণালয়-২০২০/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)** ৫
ক) যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে খ) যা অধ্যয়ন করা হয়েছে গ) নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার
ঘ) এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত ঙ) যা ভেদ করা দুঃসাধ্য

৮. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল-২০২১/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)** ৫
ক) যা সহজে অতিক্রম করা যায় না খ) জয় করার ইচ্ছা গ) আপনাকে যে পন্ডিত মনে করে
ঘ) যা কখনো নষ্ট হয় না ঙ) পান করার ইচ্ছা

৯. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-২০২১/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)** ৫
ক) হাজির নাই খ) পাখির ডাক গ) পরিমিত ব্যয় করেন যিনি
ঘ) যার অন্য কোনও উপায় নেই ঙ) উপকারীর অপকার করে যে

১০. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (কর অঞ্চল-১০, ঢাকা-২০২২/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)** ৫
ক) যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে খ) যে ক্রমাগত রোদন করছে গ) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা
ঘ) যা অধ্যয়ন করা হয়েছে ঙ) যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে

১১. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-২০২৩/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)** ৫
ক) ইহলোক বিষয়ক খ) কথায় যা প্রকাশ করা যায় না গ) চিবিয়ে খেতে হয় যা
ঘ) যে অঘটন ঘটাতে পটু ঙ) মনে যার জন্ম

১২. **এক কথায় প্রকাশ করুন: (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-২০২৪/ অফিস সহকারী কাম কমি. মুদ্রা.)** ৫
ক) পা থেকে মাথা পর্যন্ত খ) যা জলে ও স্থলে চরে গ) যা বলা হয়নি
ঘ) ইতিহাস রচনা করেন যিনি ঙ) অহংকার নেই যার

CamScanner

৬

বাগধারা

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

অকাল কুষ্মাণ্ড	অপদার্থ, অকেজো
অক্কা পাওয়া	মারা যাওয়া
অগস্ত্য যাত্রা	চিরদিনের জন্য প্রস্থান
অগাধ জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি
অর্ধচন্দ্র	গলা/ঘাড় ধাক্কা
অন্ধের ষষ্ঠি/নড়ি	একমাত্র অবলম্বন
অগ্নিশর্মা	নিরতিশয় ক্রুদ্ধ
অগ্নিপরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা
অন্ধকারে ঢিল মারা	আন্দাজে কাজ করা
অকূল পাথার	ভীষণ বিপদ
অনুরোধে ঢেঁকি গেলা	অনুরোধে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্মতি জ্ঞাপন
অদৃষ্টের পরিহাস	ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা
অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী	সামান্য বিদ্যার অহংকার
অনাধিকার চর্চা	সীমার বাইরে পদক্ষেপ/ অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ
অরণ্যে রোদন	নিষ্ফল আবেদন
অহিনকুল সম্বন্ধ	ভীষণ শত্রুতা
অন্ধকার দেখা	দিশেহারা হয়ে পড়া
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
অক্ষরে অক্ষরে	যথাযথ
আঁতে ঘা	খুব কষ্ট/মনে আঘাত দেওয়া
আকাশ কুসুম	অসম্ভব কল্পনা
আকাশ পাতাল	প্রচুর ব্যবধান
আক্কেল সেলামি	নির্বুদ্ধিতার দণ্ড
আঙুল ফুলে কলাগাছ	হঠাৎ বড়লোক
আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া	দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি
আদায় কাঁচকলায়	শত্রুতা
আদা জল খেয়ে লাগা	প্রাণপণ চেষ্টা করা

আক্কেল গুড়ুম	হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত
আমড়া কাঠের ঢেঁকি	অপদার্থ
আকাশ ভেঙে পড়া	ভীষণ বিপদে পড়া
আমতা আমতা করা	ইতস্তত করা, দ্বিধা করা
আটকপালে	হতভাগ্য
আঠারো মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা
আলালের ঘরের দুলাল	অতি আদরে বড় লোকের নষ্ট পুত্র
আকাশে তোলা	অতিরিক্ত প্রশংসা করা
আষড়ে গল্প	আজগুবি কেচ্ছা
আগুন নিয়ে খেলা	বিপদজনক ঘটনার আশঙ্কা তৈরি করা
ইঁদুর কপালে	নিতান্ত মন্দ ভাগ্য
ইঁচড়ে পাকা	অকালপক্ব
ইতর বিশেষ	পার্থক্য
উত্তম মধ্যম	প্রহার, পিটুনি
উড়নচণ্ডী	অমিতব্যয়ী
উলুবনে মুক্ত ছড়ানো	অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান
উড়োকথা	গুজব
উড়ো চিঠি	বেনামি পত্র
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অনধিকারীর অধিকার
উনিশ-বিশ	সামান্য পার্থক্য
এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো	একই স্বভাবের
এক চোখা	পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতদুষ্ট
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদ একবারই আসে না
এক ঢিলে দুই পাখি	এক প্রচেষ্টায় দুই ফল
এক কথার মানুষ	দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি
এলোপাতাড়ি	বিশৃঙ্খলা
এসপার ওসপার	মীমাংসা/ চূড়ান্ত মীমাংসা
ওজন বুঝে চলা	আত্মসম্মান রক্ষা করা

CamScanner

একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়
এলাহি কাণ্ড	বিরাট আয়োজন
কলুর বলদ	একটানা খাটুনি
কথার কথা	গুরুত্বহীন কথা
কপাল ফেরা	সৌভাগ্য লাভ
কত ধানে কত চাল	হিসাব করে চলা
কড়ায় গন্ডায়	সম্পূর্ণ, পুরোপুরি
কান খাড়া করা	মনোযোগী হওয়া
কাঁচা পয়সা	নগদ উপার্জন
কাঁঠালের আমসত্ত্ব	অসম্ভব বস্তু
কূপমন্ডুক	ঘরকুনো, সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন
কচুকাটা করা	ধ্বংস করা
কেতা দুরস্ত	পরিপাটি
কাঠের পুতুল	নির্জীব, অসার
কথায় চিঁড়ে ভেজা	ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন
কান পাতলা	সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ
কাছা ঢিলা	অসাবধান
কুল কাঠের আগুন	তীব্র জ্বালা
কেঁচো খুঁড়তে সাপ	সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি
কেউ কেটা	সামান্য
কেঁচে গন্ডূস	পুনরায় আরম্ভ
কৈ মাছের প্রাণ	যা সহজে মরে না
কপাল ফেরা	সৌভাগ্য লাভ
কলমের এক খোঁচা	লিখিত আদেশ
কাঁচা পয়সা	নগদ উপার্জন
কাগজে কলমে	লিখিতভাবে
কাঠখোট্টা	নীরস ও অনমনীয়
কান ভাঙানো	কুপরামর্শ
কিস্তিমাত করা	সফলতা লাভ
কুয়োর ব্যাঙ	সংকীর্ণমনা
কোমর বাঁধা	দৃঢ় সংকল্প
খয়ের খাঁ	চাটুকার
খণ্ড প্রলয়	তুমুল কাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার
খেজুরে আলাপ	অকাজের কথা
গড্ডলিকা প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ

গদাই লস্করি চাল	অতি ধীর গতি, আলসেমি
গণেশ উল্টানো	উঠে যাওয়া, ফেল মারা
গলগ্রহ	পরের বোঝা স্বরূপ থাকা
গোঁয়ার গোবিন্দ	নির্বোধ অথচ হঠকারী
গোল্লায় যাওয়া	নষ্ট হওয়া, অধঃপাতে যাওয়া
গোবর গণেশ	মূর্খ
গাছে তুলে মই কাড়া	আশা দিয়ে আশ্বাস ভঙ্গ করা
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো	কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা/ চিন্তাহীন লোক
গোঁফ খেজুরে	নিতান্ত অলস
গোড়ায় গলদ	শুরুতে ভুল
গুড়ে বালি	আশায় নৈরাশ্য
গরম গরম	তৎক্ষণাৎ
ঘর ভাঙানো	সংসার বিনষ্ট করা
ঘাটের মড়া	অতি বৃদ্ধ
ঘোড়ার ডিম	কিছুই না/অলীক বস্তু
ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া	মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা
চাঁদের হাট	আনন্দের প্রাচুর্য
চিনির বলদ	ভারবাহী তবে ফল লাভের অংশীদার নয়
চোখের বালি	চক্ষুশূল
চোখের পর্দা/চামড়া	লজ্জা
চশমখোর	বেহায়া
চিনে জোঁক	নাছোড়বান্দা
চুলোয় যাওয়া	নষ্ট হওয়া
চোখ বুঁজে থাকা	ভূমিকা না রাখা
চোখে সরষে ফুল দেখা	বিপদে দিশেহারা হওয়া
ছকড়া নকড়া	সস্তা দর
ছাপোষা	অত্যন্ত গরিব
ছিনিমিনি খেলা	নষ্ট করা
ছেলের হাতের মোয়া	সহজলভ্য বস্তু
জগাখিচুড়ি পাকানো	গোলমাল বাধানো
জিলাপির প্যাঁচ	কুটিলতা/কূটবুদ্ধি
ঝোপ বুঝে কোপ মারা	সুযোগ মতো কাজ করা

CamScanner

টনক নড়া	চৈতন্যোদয় হওয়া/বুঝে ওঠা
টইটম্বুর	ভরপুর
টাকার গরম	বিত্তের অহংকার
ঠাট বজায় রাখা	অভাব চাপা রাখা
ঠোঁট কাটা	স্পষ্টভাষী
ডুমুরের ফুল	দুর্লভ বস্তু/অদৃশ্য বস্তু
ডান হাতের ব্যাপার	খাওয়া
ডুব মারা	পালিয়ে যাওয়া
ঢাক ঢাক গুড় গুড়	গোপন রাখার চেষ্টা
ঢাকের কাঠি	মোসাহেব/ তোষামদে
তালকানা	বেতাল হওয়া/কাণ্ডজ্ঞানহীন
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী বস্তু
তামার বিষ	অর্থের কু প্রভাব
তেল মাখানো	তোষামোদ
তিলকে তাল করা	ছোটোকে বড়ো করা
থ বনে যাওয়া	স্তম্ভিত হওয়া
থতমত খাওয়া	অপ্রস্তুত হয়ে পড়া
দা-কুমড়া	ভীষণ শত্রুতা
দহরম মহরম	ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
দুমুখো সাপ	দুজনকে দুরকম কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী
দুধের মাছি	সুসময়ের বন্ধু
দিবাস্বপ্ন	অলীক কল্পনা
ধরাকে সরা জ্ঞান করা	সকলকে তুচ্ছ ভাবা
ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কৌশলে কার্যোদ্ধার
ননীর/চিনির পুতুল	শ্রমবিমুখ
নয়ছয়	অপচয়
নেই আঁকড়া	একগুঁয়ে
পটল তোলা	অক্কা পাওয়া/মারা যাওয়া
পালের গোদা	দলপতি
পুকুরচুরি	বড় রকমের চুরি
পুঁটি মাছের প্রাণ	ছোট মন/ ক্ষীণজীবী লোক
ফপর দালালি	অতিরিক্ত চালবাজি
ফোড়ন দেওয়া	টিপ্পনি কাটা
বক ধার্মিক/ বিড়ার তপস্বী	ভণ্ড সাধু
বর্ণচোরা	কপট ব্যক্তি

বালির বাঁধ	অস্থায়ী বস্তু
বাঁ হাতের ব্যাপার	ঘুষ গ্রহণ
বাঘের দুধ/চোখ	দুঃসাধ্য বস্তু/অসম্ভব বস্তু
বিসমিল্লায় গলদ	শুরুতে ভুল
বুদ্ধির ঢেঁকি	নিরেট মূর্খ
ব্যাঙের আধুলি	সামান্য সম্পদ
ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ঘটনা
বিনা মেঘে বজ্রপাত	অপ্রত্যাশিত বিপদ
ভরাডুবি	সর্বনাশ
ভূতের বেগার	অযথা শ্রম
ভিজে বিড়াল	কপটচারী
ভুষন্ডির কাক	দীর্ঘজীবী
ভুঁইফোঁড়	নতুন আগমন
মগের মুল্লুক	অরাজক দেশ
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন
মন না মতি	অস্থির মানব মন
মাছের মায়ের পুত্রশোক	কপট বেদনাবোধ
মিছরির ছুরি	মুখে মধু অন্তরে বিষ
মানিক জোড়	গভীর সম্পর্ক
যক্ষের ধন	কৃপণের কড়ি
রাঘব বোয়াল	সর্বগ্রাসী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি
রাবণের চিতা	চির অশান্তি
রাশভারি	গম্ভীর প্রকৃতির
রুই কাতলা	পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি
লেফাফা দুরস্ত	বাইরে পরিপাটি/বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি
শাঁখের করাত	উভয় সংকট
শাপে বর	অনিষ্টে ইষ্ট লাভ
সোনায় সোহাগা	উপযুক্ত মিলন
সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
হাটে হাঁড়ি ভাঙা	গোপন কথা প্রকাশ করা
হাতটান	চুরির অভ্যাস
হাড় হাভাতে	হতভাগ্য
হালে পানি পাওয়া	সুবিধা করা
হাতেখড়ি	শিক্ষার শুরু

CamScanner

সংগৃহীত

-অ-

অন্নজল ওঠা	আয়ু শেষ হওয়া
অকাল বোধন	অসময়ে আবির্ভাব
অগত্যা মধুসূদন	অনন্যোপায় হয়ে
অগস্ত্য যাত্রা	শেষ বিদায়
অজগর বৃত্তি	আলসেমি
অঞ্চলপ্রভাব	স্ত্রীর প্রভাব
অস্থির পঞ্চক/পঞ্চম	কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা
অক্ষরে অক্ষরে	সম্পূর্ণভাবে
অ আ ক খ	প্রাথমিক জ্ঞান
অকালের বাদলা	অপ্রত্যাশিত বাধা
অকাল বার্ধক্য	পরিণত বয়সের আগেই জরাগ্রস্ত
অক্ষয় বট	প্রাচীন ব্যক্তি
অঙ্গ জল হওয়া	শীতল
অতি দর্পে হত লঙ্কা	অহংকারে পতন
অদৃষ্টের পরিহাস	ভাগ্যের বিড়ম্বনা
অন্তর টিপুনি	গোপন ইশারা/ মর্ম পীড়াদায়ক
অতি চালাকের গলায় দড়ি	বেশি চালাকির অশুভ পরিণাম
অষ্টবজ্র সম্মিলন	প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ
অগাকাণ্ড/অঘাচপ্তি/অঘারাম	নিরেট বোকা, বির্বোধ
অথৈ জল	ভীষণ বিপদ
অন্ধকার দেখা	হতাশ হওয়া
অঞ্চল প্রভাব	স্ত্রীর প্রভাব
অলক্ষ্মীর দশা	শ্রীহিনতা/দারিদ্র্য
অক্ষর পরিচয়	সামান্য বিদ্যা
অজ পাড়াগাঁ	একেবারে গ্রাম
অসার সুসার	অসুবিধা ও সুবিধা
অনভ্যাসের ফোঁটা	অনভ্যস্ত সৌভাগ্য
অবরে সবরে	কদাচিৎ
অংকুশ তাড়না	অন্তর্গত আঘাত
অমৃতে অরুচি	দামি জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা
অম্বল চাখা	ক্রমাগত স্থান বদল করা
অগ্নিগর্ভ	তেজঃপূর্ণ
অষ্টমঙ্গলা	আনন্দের রেশ থাকাবস্থা
অকটবিকট	ছটফটানি
অকড়িয়া	ধনহীন
অকালপক্ব	ইঁচড়ে পাকা
অনন্তশয্যা	শেষ শয্যা
অন্ধিসন্ধি	ফাঁকফোকর
অপোগন্ড	অকর্মণ্য
অবরেসবরে	কালে ভদ্রে
অলছ-তলছ	উদ্দাম, বাধাবন্ধহীন
অশ্বমেধ যজ্ঞ	বিপুল আয়োজন
অষ্টকপাল	হতভাগ্য
অষ্টরম্ভা	কাঁচকলা/ ফাঁকি
অসূর্যস্পশ্যা	গৃহে অন্তরীণ
অনাসৃষ্টি	উদ্ভট কাজকর্ম

-আ-

আচাভুয়ার বোম্বাচাক	অসম্ভব ব্যাপার
আমড়াগাছি করা	অযথা প্রশংসা করা/ প্রতারণাপূর্ণ তোষমোদ
আকাশ ধরা	বৃষ্টি বন্ধ হওয়া
আকাশ বাণী	দৈববাণী
আকাশে থুথু ফেলা	নিজেরই ক্ষতি করা
আক্কেলমন্ত, আক্কেলমন্দ	বিবেচনা করে এমন
আগড়ম বাগড়ম	অর্থহীন কথা
আটখান করা, আটখানা করা	টুকরো টুকরো করা
আটাশে ছেলে	দুর্বল ছেলে
আঠারো আনা	বাড়াবাড়ি
আঠারো মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা
আড়ং ঘাটা	খেয়াঘাট
আতান্তরে পড়া	বিপদে পড়া
আতারি কাতারি	ছটফটে ভাব
আদমের কাল	সুপ্রাচীন কাল
আদায় কাঁচকলায়	শত্রুভাবাপন্ন
আদার ব্যাপারি	সাধারণ লোক
আদাড়ের হাঁড়ি	সামান্য লোক

CamScanner

আমি আমি করা	আত্মপ্রশংসা করা
আর আর	অন্যান্য
আলেয়ার আলো	দুর্লভ বস্তু
আঁকুপাঁকু করা	ছটফটানি
আঁচল ধরে বেড়ানো	ব্যক্তিত্বহীন
আকাট মূর্খ	নিরেট বোকা
আকাশ থেকে পড়া	অপ্রত্যাশিত
আকাশ পাতাল	বিশাল ব্যবধান
আকাশের চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
আক্কেল গুড়ুম	হতবুদ্ধি হওয়া
আগুনে ঘি ঢালা	রাগ বাড়ানো
আঁতে ঘা/ আঁতে ঘা লাগা	মনে ব্যথা দেওয়া
আদিখ্যেতা	ন্যাকামি
আহ্লাদে ফুটকড়াই	হেসে কুটিকুটি
আহ্লাদে আটখানা	অত্যন্ত খুশী
আহ্লাদে/আহ্লাদি পুতুল	নিষ্কর্মা, আদুরে, বিলাসী
আউলিয়া চাঁদ	যে অল্পেই আকুল হয়
আস্তাকুঁড়ের পাতা	নিচ ব্যক্তি
আদুরে গোপাল	অতিরিক্ত আহলাদ
আড়ি পাতা	লুকিয়ে লুকিয়ে শোনা
আকাশের চাঁদ	নাগালের বাহিরে
আঁধার ঘরের মানিক	প্রিয়বস্তু
আঁজল পাজঁল করা	গা ঝাড়া দেওয়া
আটঘাট বাঁধা	সবদিকে সাবধানতা অবলম্বন করা
আসরে নামা	আর্বিভূত হওয়া
আপ্ত শ্রুতি	কিংবদন্তী
আপ্ত গরজি	স্বার্থপর
আউলিয়া চাঁদ	যে অল্পেই আকুল হয়
আষাঢ়ান্ত বেলা	দীর্ঘস্থায়ী সময়
আঠার পর্ব মহাভারত	দীর্ঘ কাহিনী
আধা খেঁচড়া	বিশৃঙ্খলা
আদমের কাল	সুপ্রাচীন কাল
আতান্তরে পড়া	বিপদে পড়া
আতারি কাতারি	ছটফটে ভাব
আটুনি কষুনি সার	কেবল আড়ম্বর মাত্র
আড়াই অক্ষরে	অল্প কথায়
আখাম্বা	বেখাপ্পা

আটকপালে	হতভাগ্য
আমগন্ধি	কাঁচা গন্ধ যুক্ত
আয়োসুয়ো	সধবা স্ত্রীলোকের দল
আনাড়ি	অপটু, অনভিজ্ঞ
আঁটকুড়ো	নিঃসন্তান
আঁকুফাঁকু	অতিরিক্ত ব্যগ্রতা
আজবখানা	জাদুঘর
আথিবিথি	তাড়াতাড়ি
-ই- -ঈ-	
ইষ্টনাম জপা	স্রষ্টাকে স্মরণ
ইতুনিদকুঁড়ে	অলস
ইলশে গুঁড়ি	গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
ইদের/ঈদের চাঁদ	কাঙ্ক্ষিত বস্তু
ইঁদুরের কলে পড়া	লোভ করতে গিয়ে ফাঁদে পড়া
ইঁদুর দৌড়	শৃঙ্খলাহীন
ইল্লতে কাণ্ড	নোংরা কাণ্ড
ইয়ার বকসি	বন্ধুবান্ধব
ইশপিশ করা	চঞ্চল হওয়া
ঈগল স্বভাব	হিংস্র প্রকৃতির
ইন্দ্রপতন	বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু
-উ-	
উড়ো কথা	গুজব
উজানের কৈ	সহজলভ্য
উনকোটি চৌষট্টি	প্রায় সম্পূর্ণ
উপোসী ছারপোকা	অভাবগ্রস্ত লোক
উঠে পড়ে লাগা	প্রাণপন চেষ্টা করা
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে	একের দোষ অন্যের উপর দেওয়া।
উপরোধে ঢেঁকি গেলা	অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করা
উকরধাকর	এলোপাথাড়ি
উজলপাঁজল	উথাল পাথাল
উড়নপেকে	অপব্যয়ী
উলুখাগড়া	গুরুত্বহীন লোক
-ঊ-	
ঊনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি
ঊনকোটি চৌষট্টি	প্রায় সম্পূর্ণ

উনিশ বিশ	সামান্য পার্থক্য
উনো বর্ষা দুনো শীত	যে বছর বৃষ্টি কম, সে বছর শীত বেশি পড়ে
উনপাঁজরে	হতভাগ্য/অপদার্থ/দুর্বল
উর্মিমালী	সমুদ্র
উর্জস্বল	বলবান
-এ-	
এক লহমায়	এক মুহূর্তে
এলেবেলে	নিকৃষ্ট
এক ডাকের পথ	কাছাকাছি
এককে একুশ করা	অযথা বাড়ানো
এক গোয়ালের গরু	এক শ্রেণিভুক্ত
এক হাত লওয়া	জব্দ করা
এক ছাঁচে ঢালা	সাদৃশ্য
এক বনে দুই বাঘ	প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী
এক কথার মানুষ	দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি
এক যাত্রায় পৃথক ফল	একই কাজের ভিন্ন প্রাপ্তি
এক হাত লওয়া	প্রতিশোধ নেওয়া
এক চোখো	পক্ষপাতিত্ব
এগুলে রাম পেছনে রাবণ	উভয় সঙ্কট
এঁড়ে তর্ক	যুক্তিহীন তর্ক
একা ঘরের গিন্নি	কর্তৃত্ব
এক ঢিলে দুই পাখি মারা	দুদিকে লাভবান
-ও-	
ওলা ওঠা প্রতি ঘরে	মহামারি
ওলা ওঠা	কলেরা রোগ
ওষুধ করা	বশ করা
ওষুধ পড়া	সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া
ওষুধ করা	বশ করা/গুণ করা
ওঝার ঘাড়ে ভূত	বিপদগ্রস্ত কান্ডারি
ওঝার বেটা বনগরু	পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র
ওজন বুঝে চলা	আত্মমর্যাদা রক্ষা করা
ওৎ পাতা	সুযোগের অপেক্ষায়
-ক-	
কতশত	অসংখ্য
কথার ফুলঝুরি	বাক্‌পটুতা
কানি খাওয়া	পক্ষপাতিত্ব
ক অক্ষর গোমাংস	সম্পূর্ণ মূর্খ

কলমির ঝাড়	বংশে বহু লোক
কচু পোড়া	অখাদ্য
কচ্ছপের কামড়	যা সহজে ছাড়ে না/নাছোড়বান্দা
কড়ার ভিখারি	অত্যন্ত গরীব
কড়ি কপালে	ভাগ্যবান
কড়িকাঠ গনা	কাজ না করে কালহরণ
কপাল ঠুকে লাগা	প্রত্যয় নিয়ে
করে খাওয়া	জীবিকার উপায় পাওয়া
কটু কাটব্য	তিরস্কার
কপোল কল্পনা	মনগড়া কথা
করাতের দাঁত	উভয় সংকট
কলির সন্ধ্যা	দুর্দিনের সূত্রপাত
কলমি কাপ্তেন	দরিদ্র কিন্তু বিলাসী
কলমের খোঁচা	অনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ
কমলি ছাড়ে না	নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়া
কানখড়কে	যার কান খুব সজাগ
কাগুজে বাঘ	মিথ্যা জুজু
কাজের থই	কাজের সীমা
কায়দা হওয়া	বশে আসা
কার্তিকে ঝড়	অসময়ের ঝড়
কাক ভূষণ্ডি	দীর্ঘজীবী
কাট গোঁয়ার	অত্যন্ত একগুঁয়ে
কাটনার কড়ি	সামান্য উপার্জন
কানু ছাড়া গীত নাই	একমাত্র অবলম্বন
কাবুতে পাওয়া	বাগে পাওয়া
কালাপানি পার	দ্বীপান্তরে যাওয়া
কাঁজি ভক্ষণ নামে গোয়ালা	হতভাগ্য
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে	আহতকে আরও আঘাত দেওয়া
কানাগরুর ভিন্ন পথ	অস্থানে সুনির্দেশনা
কায়েতের ঘরের ঢেঁকি	অপদার্থ লোক
কিপটের জাসু	অত্যন্ত কৃপণ
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	তুমুল হট্টগোল
কিম্ভূতকিমাকার	অদ্ভুত ও কুৎসিত/ অদ্ভূত দর্শন
কিল খেয়ে কিল হজম	অপমান গোপন করা

কুঁচো বাসন	ছোটখাটো থালাবাটি
কুঁজড়োপনা	ঝগড়াটে স্বভাব
কুবেরের ভান্ডার	অফুরন্ত ঐশ্বর্য/ধন
কুমড়ো কাটা বটঠাকুর	অকর্মণ্য লোক
কুমিরের সান্নিপাত	অসম্ভব ব্যাপার
কুলোপানা চক্কর	সারহীন আড়ম্বর
কেঁচে যাওয়া	পণ্ড হয়ে যাওয়া
কেস কেরেসিন	ব্যাপার গুরুতর
কেল্লাফতে	জয়লাভ
কচু বনের কালাচাঁদ	অপদার্থ
কংস মামা	নির্মম আত্মীয়
কেবলা হাকিম	অনভিজ্ঞ
কালে ভদ্রে	কদাচিৎ
কলা দেখানো	ফাঁকি দেওয়া
কম্ভীরাশ্রু	মায়াকান্না
কম্ভকর্ণের নিদ্রা/ঘুম	দীর্ঘদিনের আলস্য
কেষ্ট বিষ্টু	বিশিষ্ট লোক
কাষ্ঠ হাসি	কপট হাসি
কাকস্নান	অসম্পূর্ণ গোসল
কাজির বিচার	গোঁজামিল দিয়ে বিচার
কানে খাটো	যে কম শুনতে পায়
কান ভারী করা	কুপরামর্শ দান
কুদরাত রাখা	ক্ষমতা রাখা
কপাল ফাঁটা	অদৃষ্ট মন্দ হওয়া
কঙ্কে পাওয়া	পাত্তা পাওয়া
কুঁড়ের বাদশা	অলস
কান কাটা	বেহায়া
কাঁচা ধানে মই দেওয়া	তৈরি জিনিস নষ্ট করা
কানে তুলো দেওয়া	ভ্রুক্ষেপ না করা
কানে ওঠা	শুনতে পাওয়া
কথা চলা	রটনা করা, নিন্দা করা
কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো	অসম্ভবকে সম্ভব করা
কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন	গুণহীন লোকের গুণের ভান করা
কুলে কালি দেওয়া	বংশে কলঙ্ক আনা
কেশ স্পর্শ করা	সামান্য অনিষ্ট করা
কটু কাটব্য	তিরস্কার
কাবু করা	দুর্বল করা

কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড	তুমুল হট্টগোল
কুদরত রাখা	শক্তি ধরা, ক্ষমতা রাখা
কুনকি হাতি	কৌশলে অন্যকে বশ করা
কুম্ভীরাশ্রু	কপট অশ্রু
কৃষ্ণের জীব	দুর্বল ও অসহায়
কাচির কচকচি	অবিরাম কলহ
কলের পুতুল	অন্যের অধীনে চলা
কালনেমির লঙ্কাভাগ	মাত্রাতিরিক্ত আশা করে নিরাশ হওয়া
কথার তুবড়ি	ফাঁকা বুলি/ অনর্গল কথা
কাজের কাজি	উপযুক্ত ব্যক্তি
কাপুড়ে বাবু	বাহ্যিক সভ্য
কাঁচা বাশে ঘুণে ধরা	অল্প বয়সে স্বভাব নষ্ট হওয়া
কাটার জ্বালা	তীব্য বেদনা
কাঁচা কথা	গুরুত্বহীন কথা
কীটস্য কীট	অতি নগণ্য ব্যক্তি
কাঞ্চন মূল্য	অতি উচ্চমূল্য
-খ-	
খেউর গাওয়া	গালাগালি করা
খ্যাংরাকাঠি	বিসদৃশরকম রোগা
খামকাজ	ভুলকাজ
খুদে রাক্ষস	পেটুক মানুষ
খুরে খুরে দন্ডবৎ	হার স্বীকার
খেজুরে আলাপ	অকাজের কথা
খেরো খাতা	বাজে হিসাবের খাতা
খোদার উপর খোদকারি	অসংগত হস্তক্ষেপ
খোল নলচে বদলানো	আমূল পরিবর্তন
খাতির জমা	নিরুদ্বিগ্ন
খিচুড়ি পাকানো	জটিল করা
খোদার খাসি	হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি ভাবনাহীন ব্যক্তি
খাবি খাওয়া	ছটফট করা
খুঁটে খাওয়া	অন্নসংস্থান করা
খইয়ের বন্ধনে পড়া	মুশকিলে পড়া
খাঞ্জা খাঁ	নবাবি চালচলন
খণ্ডকপালে	দুর্ভাগ্য
-গ-	

গঙ্গা পাওয়া	মারা যাওয়া
গজ কচ্ছপের যুদ্ধ/লড়াই	শক্তিধর দুই পক্ষের লড়াই/প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা
গোঙিমওয়ালা শিশু	দুধের বাচ্চা
গয়ংগচ্ছ	ঢিলেমি
গলবস্ত্র হওয়া	বিনীতভাবে অনুরোধ
গরজ বড় বালাই	প্রয়োজনে গুরুত্ব
গরু মেরে জুতো দান	বড় ক্ষতি করে সামান্য পূরণ
গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো	পরে পরে সমাপন
গলায় পা দেওয়া	পীড়ন করা
গা তোলা	ওঠা
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	শুরুর আগেই ফলাফলের প্রত্যাশা
গোদের উপর বিষফোঁড়া	যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা
গুরুচণ্ডালি	উঁচু নিচুর সহাবস্থান
গর্দভ রাগিণী	কর্কশ সুর
গো মূর্খ	নিরেট মূর্খ
গৌরীসেনের টাকা	অফুরন্ত অর্থ
গো বৈদ্য	হাতুড়ে
গৌরচন্দ্রিকা	ভূমিকা
গণ্ডগ্রাম	অজপাড়া গাঁ
গজেন্দ্র গমন	মন্থর গমন
গলায় গলায় ভাব	সৌহার্দ্য
গা ঢাকা দেওয়া	আত্মগোপন
গুণ করা	প্রশংসা করা
গজপতি বিদ্যাদিগ্বজ	পণ্ডিত মূর্খ
গ্যাঁড়াকল	লোক ঠকাবার কৌশল
গাছ পাথর	হিসাব নিকাশ
গোঁ ধরা	একগুয়েমি
গো বৈদ্য	হাতুড়ে
গোকুলের ষাঁড়	স্বেচ্ছাচারী
গাছ পাথর	হিসাব নিকাশ
গলা ধরা	কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়া
গায় গপ্তায়	গোঁজামিল দেওয়া
গলায় গামছা দেওয়া	অপমান করা
গরিবের ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ

গন্ধমাদন বয়ে আনা	অতিরিক্ত জিনিস আনা
-ঘ-	
ঘটি চোর	ছিঁচকে চোর
ঘুঘু চরানো	সর্বনাশ করা
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো	ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কর্ম করা
ঘরভেদী বিভীষণ/ ঘরের শত্রু বিভীষণ	যে গৃহ বিবাদ করে/ কপট স্বজন
ঘুমঘড়ে	ঘুমকাতুরে
ঘাট মানা	অন্যায় স্বীকার করা
ঘাড়ে গর্দানে	অত্যন্ত মোটা
ঘুণ হওয়া	দক্ষতা লাভ করা
ঘোড়ার ডিম	অবাস্তব
ঘর ভাঙা	ঐক্য নষ্ট করা
ঘা খাওয়া	আঘাত পাওয়া
ঘোড়ার ঘাস কাটা	অকাজে সময় নষ্ট
ঘোড়ার কামড়	দৃঢ় পণ
ঘন্টা পরুড়	অকর্মণ্য লোক
ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া	আরামের সম্ভাবনা দেখে পরিশ্রম ত্যাগ
ঘর থাকতে বাবুই ভিজা	সুযোগ থাকতে কষ্ট
ঘরপোড়া গরু	বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি
ঘর করতে যাওয়া	সংসার ধর্ম পালন করা
ঘরের ঢেঁকি কুমির	বলিষ্ঠ অথচ অলস
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া	বিপদ কাটিয়ে যাওয়া
ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ
ঘরের ঢেঁকি কুমির	বলিষ্ঠ কিন্তু অলস
-চ-	
চক্ষুদান করা	চুরি করা
চশমখোর	সম্পূর্ণ বেহায়া
চটকের মাংস	সামান্য জিনিস
চড়কগাছ	অত্যন্ত দীর্ঘকায়
চাঁদ কপালে	ভাগ্যবান
চতুর্ভুজ হওয়া	উৎফুল্ল হওয়া
চক্ষের পুতলি	আদরের ধন
চড়ুই পাখির প্রাণ	ক্ষীণজীবী লোক

চর্বিত চর্বণ	পুনরাবৃত্তি
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা	স্বার্থপর
চক্ষু চড়কগাছ	বিস্ময়
চোদ্দবুড়ি	প্রচুর
চুনোপুঁটি	সামান্য লোক
চোখ নাচা	শুভাশুভের লক্ষণ
চুলের টিকি না দেখা যাওয়া	অদর্শন হওয়া
চেটেনেটে	কমবয়সী বধূ
চক্ষুকর্ণের বিবাদ বঞ্জন	নিঃসন্দেহ হওয়া
চাপান উতোর	পারস্পারিক সন্দেহ
চিত্রগুপ্তের খাতা	যে খাতায় সবকিছু পাওয়া যায়
চিচিং ফাঁক	গোপন রহস্যের প্রকাশ
চিনে জোঁক	নাছোড়বান্দা
চোরা রাত	চুরি করার পক্ষে প্রশস্ত
চোরা বালি	অদৃশ্য বিপদাশঙ্কা/প্রছন্ন আকর্ষণ
চোখ কপালে তোলা	বিস্মিত হওয়া
চোখে সরষে ফুল দেখা	বিপদে দিশাহারা হয়ে পড়া
চোখের নেশা	রূপের মোহ
চোখ পাকানো	ক্রোধ দেখানো
চোখে ধুলা দেওয়া	ঠকানো
চোখ ফোটা	ভুল ধারণা দূর হওয়া
চোখে ধোঁয়া দেখা	হতভম্ব হওয়া
চোখ সাতার পানি	অতিরিক্ত মায়াকান্না
চোখের চামড়া	লজ্জা
চোখ টানানো	ঈর্ষা করা/হিংসা করা
চুলকালি দেওয়া	কলঙ্ক দেয়া
চাটিবাটি গুটান	বাস্তুত্যাগ
চিত্রগুপ্তের খাতা	স্বচ্ছ ও নির্ভুল হিসাব
চিনির পুতুল	শ্রমকাতুরে
-ছ-	
ছাগল টাঙানো	লম্বা জায়গা নেওয়া
ছাঁদনাতলা	বিবাহের মণ্ডপ
ছামনি নাড়া	দৃষ্টি বিনিময়
ছারখারে যাওয়া	ধ্বংস হওয়া
ছুঁচোর কেত্তন	অবিরাম কলহ
ছাই চাপা আগুন	অপ্রকাশিত প্রতিভা
ছক্কা পাঞ্জা করা	বড় বড় কথা বলা
ছিঁচ কাঁদুনে	অল্পেই কাঁদে এমন
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো	সামন্যের বিশেষ প্রয়োজন
ছয়কে নয় নয়কে ছয়	অপচয়
ছিনিমিনি খেলা	নষ্ট করা
ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা	বৃথা চেষ্টা করা
ছড়ি ঘরানো	বিরক্তিকরভাবে সর্দারি করা
ছারখার করা	নষ্ট করা
ছিঁচকে চোর	যে ছোট জিনিস চুরি করে
ছ আঙ্গুলের আঙ্গুল	অতিরিক্ত
-জ-	
জলযোগ/ জলপানি	হালকা খাবার
জলপানি	বৃত্তি
জক (জগ) দেওয়া	ঠকানো
জলগ্রহণ না করা	সম্পর্ক না রাখা
জলের দাগ	ক্ষণস্থায়ী
জামাই আদর	প্রচুর আদর যত্ন
জিগির তোলা	ধ্বনি দেওয়া
জীয়ন্তে মারা	জীবন্মৃত
জোড়ের পায়রা	ঘনিষ্ঠ বন্ধু
জগদ্দল পাথর	গুরুভার
জাহান্নামে যাওয়া	উচ্ছন্নে যাওয়া
জলাঞ্জলি দেওয়া	বিসর্জন দেওয়া
জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ	ছোটবড় সব কাজ
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ	উভয় সংকট
জেলে ঘুঘু	যে বারবার জেল খাটে
জোকের মুখে নুন পড়া	আস্ফালনকারীর কথা বন্ধ হওয়া
জবড়জং	এলোমেলো
জলভাত	সহজসাধ্য
জড়ভরত	অকর্মণ্য ব্যক্তি
-ঝ-	
ঝাঁকি দর্শন	ক্ষণিক দেখা
ঝাড়েবংশে	সবশুদ্ধ
ঝাঁকের কৈ	এক দলভুক্ত
ঝালে ঝোলে অম্বলে	সর্বত্র বিরাজমান
ঝড়ো কাক	বিপর্যস্ত

CamScanner

ঝড়তি পড়তি	ছোটখাটো অংশ
ঝিঙেফুল ফোটা	আয়ু ফুরিয়ে আসা/ সন্ধ্যা হওয়া
ঝোলের লাউ অম্বলের কদু	সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা
ঝরাপাতা	জীর্ণশীর্ণ লোক
-ট-	
টুলো পণ্ডিত	পুথিগত বিদ্যাসার
টই টম্বুর	কানায় কানায় পূর্ণ
টাকার আন্ডিল	বিপুল টাকার মালিক
টাকার কুমির	ধনী ব্যক্তি
টাকাটা সিকিটা	খুব সামান্য টাকা
টুপ ভুজঙ্গ	নেশায় বিভোর
টেণ্ডাই মেণ্ডাই	আস্ফালন
টানা পড়েন	বিরক্তিকর যাতায়াত
টেকে গোঁজা	আত্মসাৎ করা
টুপি পারানো	খোসামোদ করা
টাল সামলানো	বিপদ হতে মুক্তি
টীকা ভাষ্য	দীর্ঘ আলোচনা
টুকনি হাত করা	নিঃস্ব হওয়া
টক্কর দেওয়া	প্রতিযোগিতা করা
টিপ্পনী কাটা	মন্তব্য করা
টুসকির মাল	ভঙ্গুর জিনিস
টানা পড়েন	বিরক্তিকর যাতায়াত
-ঠ-	
ঠুঁটো জগন্নাথ	অকর্মণ্য
ঠাঁট বজায় রাখা	অভাব চাপা রাখা
ঠোঁট কাটা	স্পষ্টভাষী
ঠোঁট ওল্টানো	গর্ব প্রকাশ করা
ঠোঁট ফুলানো	অভিমান করা
ঠোলাপাতি	বনভোজন
ঠক বাছতে গাঁ উজাড়	পরিণামে শূন্য লাভ
ঠারে ঠারে	ইঙ্গিতে
ঠান্ডা লড়াই	গোপনে লড়াই
ঠাকঠমক	হাবভাব, চালচলন
-ড-	
ডুমুরের ফুল	অদর্শনীয়
ডামাডোল	গোলযোগ
ডাকাবুকো	নির্ভীক/দুরন্ত

ডান হাতের ব্যাপার	খাওয়া
ডানপিটে	দুরন্ত/ দুঃসাহসিক
ডানাকাটা পরি	ব্যঙ্গার্থে: পরমা সুন্দরী
ডিমে রোগা	চির রুগ্ণ
ডকে ওঠা	নষ্ট হওয়া
ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা	ভক্ষককেই রক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া
ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না	আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি
ডঙ্কা মারা	সগর্বে ঘোষণা করা
ডাক ছেড়ে কাঁদা	উচ্চ স্বরে কাঁদা
ডোবে ডোবে জল খাওয়া	গোপনে কাজ করা
ডানায় ভর দিয়ে থাকা	নিরুদ্বিগ্নভাবে চলা
ডাকের সুন্দরী	খুবই সুন্দরী
-ঢ-	
ঢেঁকি অবতার	নির্বোধ লোক
ঢেঁকির কুমির	অপদার্থ
ঢেঁকির কচকচি	অবিরাম কলহ
ঢাকের বাঁয়া	অপ্রয়োজনীয়
ঢাকের কাঠি	তোষামদে
ঢাকে কাঠি পড়া	সূচনা হওয়া
ঢেঁটরা পেটা	ব্যাপক প্রচার
ঢক্কা নিনাদ	উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা
ঢের সই	নিরক্ষর লোকের সই
ঢেউ গনা	বাজে কাজে সময় নষ্ট
ঢি ঢি পড়া	কলঙ্ক
ঢিমে তেতলা	অতিশয় মন্থর গতি
ঢাক ঢাক গুড় গুড়	লুকোচুরি
ঢিপির মাকাল	দেখতে সুন্দর কিন্তু অকর্মণ্য
-ত-	
তয়নাত করা	স্থির করা
তালগাছের আড়াই হাত	শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ
ত্রিশঙ্কু অবস্থা	মধ্যাবস্থা
তীর্থের কাক	প্রতীক্ষারত
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী, অতি দুর্বল
তুলসী বনের বাঘ	ভণ্ড
তেল কাজলা	চকচকে
ত খরচ	বাজে খরচ

তক্কে তক্কে থাকা	গোপনে সতর্ক থাকা
তেল নুন লাকড়ি	মৌলিক প্রয়োজন
তিন মাথা এক হওয়া	খুব বৃদ্ধ হওয়া
তিনঠেঙে	লাঠিহাতে বুড়ো
তুর্কি নাচন	নাজেহাল অবস্থা
তুষের আগুন	দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা
তুবড়ি ছোটা	বেশি কথা বলা
তোলা হাঁড়ি	গম্ভীর
তাইরে নাইরে	বাজে সময় নষ্ট করা
তাক লাগা	আশ্চর্য হওয়া
ত্রাহি ত্রাহি	পরিত্রাণ করার জন্য চিৎকার
তটস্থ হওয়া	বিচলিত হওয়া
তরবেতর	নানারকম
তর্জন গর্জন	শাসনি
তুলকালাম	বিরাট ব্যাপার
তিলকে তাল করা	অতিরঞ্জিত করা
তুঘলকি কাণ্ড	হুলস্থুল ব্যাপার
-থ-	
থুরে দেওয়া	জব্দ করা
থ হওয়া	স্তম্ভিত হওয়া
থ পাতা	স্থায়ীভাবে কিছু করা
থোড়াই কেয়ার করা	গ্রাহ্য না করা
থরহরি কম্প	ভয়ে প্রচন্ড কাঁপা
থই থই করা	প্লাবন হওয়া/পরিপূর্ণ হওয়া
থৈ পাওয়া	সীমা পাওয়া
থানা পুলিশ করা	নালিশ করা
থ' হয়ে যাওয়া/ থ বনে যাওয়া	কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া/ স্তম্ভিত হওয়া
-দ-	
দক্ষযজ্ঞ	ব্যাপক আয়োজন
দানোয় পাওয়া	ভূতে পাওয়া
দিগধেড়েঙ্গা	বেমানান রকমের লম্বা
দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার	ভোজন
দড়ি কলসি	আত্মহত্যার উপায়
দফা নিকেশ	সর্বনাশ
দহলা নহলা করা	ইতস্তত করা

দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা	অনাহারে থাকা
দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ	অনুকরণের হাস্যকর চেষ্টা
দুধে ভাতে থাকা	সুখে থাকা
দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো	ভালোর অভাব মন্দ দিয়ে পূরণ
দুধ ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা	অপব্যয়
দেঁতো হাসি	কৃত্রিম হাসি
দু নৌকায় পা	উভয় সংকট
দু-কান কাটা	বেহায়া
দক্ষিণের জোরে	টাকা পয়সা দিয়ে
দাদ নেয়া/তোলা	প্রতিশোধ নেওয়া
দাগাবাজ	প্রতারক
দাঁতে আঙুল কাটা	চিন্তা করা/ লজ্জা পাওয়া
দাঁতে কুটাকুটি	বিনীত হওয়া
দহলা নহলা করা	ইতস্তত করা
দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ	খারাপ বংশে ভালো লোক
-ধ-	
ধামাধরা	তোষামোদকারী
ধোয়া তুলসী পাতা	নির্দোষ
ধুয়ো তোলা	অজুহাত বের করা
ধর্মের কল	সত্য
ধ্যাড়ানো	বোকা লোক
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির	ধার্মিক
ধরতাই বুলি	চালু কথা
ধড়া চূড়া	সাজপোশাক
ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী/ স্বেচ্ছাচারী
ধোপা নাপিত বন্ধ করা	একঘরে করা
ধোপার গাধা	পরের জন্য খাটা
ধান ভানতে শিবের গীত	অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা
ধনুক ভাঙা পণ	সুকঠিন প্রতিজ্ঞা
ধড়িবাজ	ধূর্তবাজ
ধন্ধুমার কাণ্ড	তুমুল কাণ্ড
ধামা চাপা দেওয়া	স্থগিত/গোপন করা
ধোপে টেকা	পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া
ধ্রুব সত্য	চরম সত্য
-ন-	
নেই আঁকড়া	একগুঁয়ে স্বভাবের

CamScanner

নিরানব্বইয়ের ধাক্কা	সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি
নিমরাজি	আংশিক স্বীকার করা
নদের চাঁদ	সুন্দর কিন্তু অপদার্থ
নরক গুলজার	খারাপ লোকের সমাবেশ
নাড়াবুনে	মূর্খ
নখদর্পণে	পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্তে
নবমী দশা	মূর্ছা
নমাসে ছমাসে	কালে ভদ্রে
ন দুয়ারি	দ্বারে দ্বারে
নাচতে নেমে ঘোমটা	বৃথা লজ্জা
নারদের ঢেঁকি	বিবাদের বিষয়
নিজের ঢাক নিজে পেটানো	আত্মপ্রকাশ
নুড়ো জ্বেলে দেওয়া	মৃত্যু কামনা করা
নোলা বাড়ানো	লোভ করা
নকড়া ছকড়া করা	হেলা ফেলা করা
নগদ নারায়ণ	নগদ অর্থ
নজর দেওয়া	কুদৃষ্টি
নিসপিস করা	উসখুস করা
নাম কাটা সেপাই	কর্মচ্যুত ব্যক্তি
নাগর দোলা	জন্ম মৃত্যু
নাড়ির টান	গভীর মমত্ববোধ
নব কার্তিক	সুন্দর কিন্তু অকর্মণ্য
নেপোয় মারে দই	ধূর্ত লোকের ফলপ্রাপ্তি
-প-	
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত	মারা যাওয়া
পাথরে পাঁচ কিল	অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন
পায়াভারি	অহংকার
পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা	বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত
পয়লানম্বর	অতি চমৎকার
পই পই করে	বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া
পরঘড়ি পান্তা মারি	হাড় হাভাতে লোক
পর্বতের মূষিক প্রসব	বিরাট সম্ভাবনার সামান্য প্রাপ্তি
পশ্চিমদিকে সূর্য ওঠা	অসম্ভব ব্যাপার
পায়ে রাখা	আশ্রয় দেওয়া
পাকে প্রকারে	কৌশলে
পাণ্ডব বর্জিত	সভ্য লোকের বাসের অযোগ্য
পান থেকে চুন খসা	সামান্য ত্রুটি হওয়া
পান্তা ভাতে ঘি	অপব্যবহার
পিঁপড়ের পেট টেপা	অত্যাধিক হিসাব করে চলা
পুঁটি মাছের প্রাণ	ক্ষীণজীবী লোক/ ছোট মন
পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা	অপ্রীতিকর আলোচনা
পঞ্চমুখ হওয়া	অতিরিক্ত কথা বলা
পটের বিবি	সুসজ্জিত
পত্রপাঠ	তৎক্ষণাৎ
পগারপার	পালানো
পই পই করে	বারবার
পোঁ ধরা	তোষামোদ করা
পদ্ম পাতার জল	ক্ষণস্থায়ী
পাঁয়তারা ভাঁজা	ফন্দিফিকির করা
পেট গরম	খাবারে অরুচি হওয়া
পেট পাতলা	গোপনীয় রক্ষা করতে না পারা
পাখি পড়া করা	বার বার শিখানো
পোয়া বায়ো	সৌভাগ্য
পারের কড়ি	পরকালের মূলধন
পালের গোদা	দলপতি
পাঁচিল তোলা	আলাদা হওয়া
পিপু ফিশু	অত্যন্ত অলস
পঞ্চম বাহিনী	বিশ্বাসঘাতক
প্রমাদ গোনা	ভীত হওয়া
-ফ-	
ফেউ লাগা	পিছনে লেগে থেকে উত্ত্যক্ত করা
ফেকলু পার্টি	কদরহীন লোক
ফুটিফাটা	চৌচির
ফুলের গায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য পরিশ্রমে কাতর
ফোঁস মনসা	ক্রোধী লোক
ফোড়ন কাটা	খোঁচা দেয়া
ফুলের আঘাত	সামান্য দুঃখকষ্ট
ফেঁপে ওঠা	ধনী হওয়া
ফেল কড়ি মাখো তেল	অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছে পূরণ
ফতো নবাব	সম্বলহীনের বড়োলোকি ভাব
ফুটো পয়সার লড়াই	সামান্য বিষয়ে বিবাদ

-ব-	
বিষ বৃক্ষ	অনাচারের উৎস
বাস্তুঘুঘু	অতি ধূর্ত লোক
বিন্দু বিসর্গ	সামান্য সম্পদ/ অংশ
বক দেখানো	অশোভনভাবে বিদ্রুপ করা
বচনবাগীশ	কথায় পটু
বইয়ের পোকা	পড়ুয়া
বারো সতেরো	খুঁটিনাটি
বারো মাসে তেরো পার্বণ	উৎসবের আধিক্য
বাহাত্তরে ধরা	মতিচ্ছন্ন হওয়া
বিড়ালের আড়াই পা	ক্ষণস্থায়ী রাগ
বিনা মেঘে বজ্রপাত	অপ্রত্যাশিত বিপদ
ব্যাঙের লাথি	নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান
বগল বাজানো	আনন্দ প্রকাশ করা
বসন্তের কোকিল	সুদিনের বন্ধু
বিষের পুঁটলি	হিংসুটে
বাঘের আড়ি	নাছোড়বান্দা
বানরের গলায় মুক্তার হার	অপাত্রে মূল্যবান জিনিস দান
বারো ভূত	আত্মীয় লোকজন
বরফট্টাই	বড়াই
বিশ বাও জল	ভীষণ বিপদ
বিদুরের খুদ	শ্রদ্ধার সামান্য উপহার
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা	বিপদের ঝুঁকি নেওয়া
বর্ণচোরা আম	কপট ব্যক্তি
বামনের গরু	যে অল্প পরিশ্রমে বেশি কাজ করে
বুড়ি ছোঁয়া	নামমাত্র নিয়ম পালন
বাজিয়ে রাখা	যোগ্যতা পরীক্ষা করা
বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া	হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ
বাঁজখাঁই আওয়াজ	অত্যন্ত কর্কশ
বিদ্যার জাহাজ	অতিশয় পণ্ডিত
বাঁ হাতের ব্যাপার	ঘুষ
বিধির বিড়ম্বনা	অদৃষ্টের পরিহাস
-ভ-	
ভূতের মুখে রাম নাম	স্বপ্রকৃতি বিরুদ্ধকর্ম
ভাঁড়ে মা ভবানী	একেবারে দরিদ্র, নিঃস্ব অবস্থা
ভুঁইফোড়	নতুন আগমন/ অর্বাচীন
ভস্মে ঘি ঢালা	নিষ্ফল কাজ
ভিটেয় ঘুঘু চরানো	সর্বস্বান্ত/ সর্বনাশ করা
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ	অপচয়জনক ব্যাপার
ভূতের বেগার খাটা	নিষ্ফল পরিশ্রম করা
ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া	উস্কানি দেয়া
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা	অনড় সংকল্প
ভাদ্র মাসের তাল	প্রচণ্ড কিল
ভানুমতীর খেল	অবিশ্বাস্য ব্যাপার
ভূত ঝাড়া	নির্দয়ভাবে প্রহার
ভাড়ের কলসি	স্বার্থসিদ্ধির উপায়
ভিরমি খাওয়া	মূর্ছা যাওয়া
ভেস্তে যাওয়া	পণ্ড হওয়া
ভেক ধরা	ছদ্মবেশ ধারণ করা
ভালুক জ্বর	অনিয়মিত/ এই আসে এই যায়
ভেরেণ্ডা ভাজা	অকাজে সময় নষ্ট করা
ভেড়ার পাল	অন্ধ অনুকরণ
ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া	মারা যাওয়া
-ম-	
মামদোবাজি	প্রতারণা
মাছি মারা কেরানি	অন্ধভাবে অনুসরণ/ অবিকল অনুসরণ
মকশো করা	অভ্যাস করা
মণিহারা ফণী	প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক
মন উচাটন হওয়া	অস্থির হওয়া
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া	আকস্মিক বিপদে
মানের গুড়ে বালি	সম্মানহানি
মেঘ না চাইতে জল	আশাতীত ফল
মৌতাত চড়ানো	নেশা করা
মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা	বিপন্ন লোকের উপর অত্যাচার
ম্যাও ধরা	দায়িত্ব নেওয়া
মাটির মানুষ	নিরীহ লোক

CamScanner

মেনতামুখো	মিনমিনে
ময়ূর ছাড়া কার্তিক	রূপবান পুরুষ
মোদ্দা কথা	খাঁটি কথা
মাকাল ফল	অন্তঃসারশূন্য
মৌতাত চড়ানো	নেশা করা
মুঘলাই কায়দা	উন্নতি পদ্ধতি
মেঘে মেঘে বেলা হওয়া	বয়স বাড়া
মাথা গলানো	অনাধিকার চর্চা
মাথা দেওয়া	দায়িত্ব গ্রহণ
মাৎস্যন্যায়	অরাজকতা
মনে ধরা	পছন্দ হওয়া
মরার সময় মকরধ্বজ	শেষ প্রচেষ্টা
মৃগতৃষ্ণা	মরীচিকা
মেছো হাটা	তুচ্ছ বিষয়ে মুখরিত
মশা মারতে কামান দাগা	নিরর্থক অপব্যয়
মানিক জোড়	অন্তরঙ্গ বন্ধু
মাটি করা	নষ্ট করা
-য-	
যখন তখন অবস্থা	মুমূর্ষু অবস্থা
যমের অরুচি	দীর্ঘায়ু ব্যক্তি
যম যন্ত্রণা	খুব কষ্ট
যমের দোসর	নিষ্ঠুর ব্যক্তি
যন্তরে কই	স্ফীত মস্তক শীর্ণ দেহ
যমের ঘাটা/দুয়োর/বাড়ি	মৃত্যু
যবনিকা পতন	পরিসমাপ্তি
যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন	খুব সামান্য তফাৎ
-র-	
রামগরুড়ের ছানা	গোমড়ামুখো লোক
রাই কুড়িয়ে বেল	ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ
রাঙা মুলো	প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন
রাহুর দশা	দুঃসময়
রাজ ঘোটক	উপযুক্ত মিলন
রথ দেখে কলা বেচা	উভয়কর্ম সাধন
রাম ভজি কি রহিম বজি	উভয় সংকট
রগচটা	অল্পেই রাগ
রাঙা শুক্রবার	কোন দিনই নয়
রাজা উজির মারা	আড়ম্বরপূর্ণ গালগল্প
রাবণের গোষ্ঠী	বড় পরিবার
রজ্জুতে সর্পজ্ঞান	বিভ্রম
-ল-	
লম্বা দেয়া	চম্পট দেওয়া, পালানো
লোটাকম্বল	সামান্য সংগতি
লবেজান করা	নাজেহাল করা
লক্কা পায়রা	ফুল বাবু
লগন চাঁদ	ভাগ্যবান
লেজে গোবরে করা	বিশৃঙ্খলা করা
লেজে গোবর	বিশৃঙ্খল অবস্থা
লক্ষীর বরযাত্রী	সুসময়ের বন্ধু
লেজে পা পড়া	স্বার্থে আঘাত লাগা
লঙ্কা পোড়া	বিভ্রাট ঘটনা
লেজে খেলা	চাতুরি করা
লেজে গুটানো	পরাজয় স্বীকার করা
লোহার কার্তিক	কুৎসিত লোক
লবডঙ্কা	ফাঁকি, কিছু না
-শ-	
শিরে সংক্রান্তি	সামনেই/আসন্ন বিপদ
শরতের শিশির	সুসময়ের বন্ধু/ ক্ষণস্থায়ী
শিবরাত্রির সলতে	একমাত্র বংশধর/সন্তান
শ্যাম রাখি না কুল রাখি	উভয় সংকট
শুড়ির সাক্ষী মাতাল	অসৎ লোকের অসৎ বন্ধু
শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ	ভীষণ লড়াই
শবরীর প্রতীক্ষা	দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা
শিয়রে শমন	মৃত্যু আসন্ন
শিয়ালের যুক্তি	অসম্ভব/অকেজো যুক্তি
শকুনি মামা	অনিষ্টকর আত্মীয়
শনির দশা	দুঃসময়
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা	দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা
শ্রীঘর	জেলখানা
শিকায় তোলা	স্থগিত
শকার বকার করা	আজে বাজে গালি দেয়া
শান্তিপুরে নৌকতা	মৌখিক ভদ্রতা
শ্বেতহস্তী পোষা	কর্মচারীদের জন্য অধিক অর্থব্যয়
শিকে ছেঁড়া	সৌভাগ্যের উদয় হওয়া

CamScanner

শিয়ালের ডাক	অশুভ লক্ষণ
শেঙ্গে/ শিঙ্গে ফোকা	মারা যাওয়া
-স-	
সবেধন নীলমণি	একমাত্র সন্তান
সপ্তমে চড়া	প্রচন্ড উত্তেজনা
সাপের ছুঁচো গেলা	উভয় সংকট
সাতকাহন	প্রচুর পরিমাণ
সাপের পাঁচ পা দেখা	অহংকারের বাড়াবাড়ি
সুখের পায়রা	সুসময়ের বন্ধু
সুলুক সন্ধান	খোঁজখবর
সোনার কাঠি রূপার কাঠি	বাঁচামরার উপায়
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু
সাত সতের	বিচিত্র রকমের
সের দরে	নামমাত্র মূল্যে/সস্তায়
সরফরাজি করা	বাইরে মিত্রভাব
সাত পাঁচ ভাবা	নানা রকম চিন্তা
সাতেও নয় পাঁচেও নয়	নির্লিপ্ত
সর্ষে ফুল দেখা	অন্ধকার দেখা, দিশেহারা হওয়া
স্বখাত সলিল	নিজ বিপদ ডাকা
স্রোতের শ্যাওলা	সম্বলহীন ব্যক্তি
সব শেয়ালের এক রা	ঐকমত্য
সরফরাজি করা	প্রভাব খাটানোর চেষ্টা
সাত সতেরো	বিচিত্র রকমের
-ষ-	
ষাঁড়ের গোবর	অপদার্থ লোক
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান	অসম্পূর্ণ ধারণা
ষোল কড়াই কানা	সম্পূর্ণ বিনষ্ট
ষাটের কোলে	অধিক বয়স
ষোলকলা	সম্পূর্ণ
ষণ্ডামার্কা	বলিষ্ঠ
ষোল কড়াই কানা	সব নষ্ট
ষাঁড়ের গো	প্রচণ্ড জেদী
-হ-	
হরিষে বিষাদ	আনন্দে হঠাৎ দুঃখ

হেস্ত নেস্ত	মীমাংসা
হেড়ে গলা	বেসুরো গলা
হ য ব র ল	বিশৃঙ্খলা
হচ্ছে হবে	দীর্ঘসূত্রিতা
হাঁটুর বয়স	নিতান্ত শিশু
হলুদের গুড়ো	সমস্ত ব্যাপারে যে উপস্থিত
হা ঘরে	গৃহহীন
হাতে দুর্বা গজানো	অত্যন্ত অলস
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা	সুযোগ নষ্ট করা
হাল ছাড়া	নিরাশ হওয়া
হাড় জুড়ানো	স্বস্তি লাভ
হাড়হদ্দ	নাড়ি নক্ষত্র
হাটুর বয়স	খুব কম বয়স
হাপিত্যেশ	ব্যাকুল কামনা
হাড়ির হাল	মলিন
হাত ধুয়ে বসা	সাধু সাজা
হাত ঝাড়া দিলে পর্বত	ধনাধিক্যের লক্ষণ
হাত গুটান	কার্যে বিরতি
হাতে খড়ি	বিদ্যারম্ভ
হাতে কলম	স্বহস্তে,কার্যকরীভাবে
হাত দিয়ে মাথা রাখা	বিপদে সাহায্য করা
হাতে জল না গলা	অতি কৃপণ
হদিস পাওয়া	সঠিক সংবাদ পাওয়া
হস্তিমূর্খ	ভীষণ বোকা
হরি ঘোষের গোয়াল	বহু বেকার লোকের আড্ডা
হরিলুট	অপচয়
হরিহর আত্মা	অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব
হাতে আসা	আয়ত্ত হওয়া
হাড়ে বাতাস লাগা	শান্তি পাওয়া/স্বস্তি পাওয়া
হরি ঘোষের গোয়াল	বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ
হীরার ধার	অতি তীক্ষ্নবুদ্ধি
হাতির পাঁচ পা দেখা	অহংকার বোধ করা
হাতির গলায় ঘন্টা	বয়স্ক বরের বালিকা বধূ

CamScanner

সমার্থক বাগধারা

অসম্ভব কল্পনা/ বস্তু	আকাশ কুসুম, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, কুমিরের সান্নিপাত, ঘোড়ার ডিম, ব্যাঙের সর্দি, সোনার পাথর বাটি, পশ্চিম দিকে সূর্য ওঠা
অপদার্থ/ অকর্মণ্য	অকাল কুষ্মাণ্ড, উনপাঁজরে, গোবর গণেশ, আমড়া কাঁঠের ঢেঁকি, ঘটিরাম, ষাঁড়ের গোবর, বুদ্ধির ঢেঁকি, ঢেঁকি অবতার, কুমড়ো কাঁটা, ঠুঁটো জগন্নাথ, কচু বনের কালাচাঁদ, কায়েতের ঘরের ঢেঁকি, অপোগন্ড, কুমড়ো কাটা বটঠাকুর, ঘন্টাগরুড়, ঢেঁকির কুমির
নির্বোধ/ বোকা লোক	অগাকান্ড, অঘাচন্ডী, অঘারাম, আকাট মূর্খ, হস্তিমূর্খ, ধ্যাড়ানো
মারা যাওয়া	অগ্যস্তা যাত্রা, পটল তোলা, অনন্ত শয্যা, পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হওয়া, অক্কা পাওয়া, গঙ্গা পাওয়া, ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া
হতভাগ্য/ মন্দভাগ্য	আটকপালে, হাড় হাভাতে, অষ্টকপাল, কাঁজি ভক্ষণ নামে গোয়ালা, কপাল পোড়া, ইঁদুর কপালে
ভীষণ শত্রুতা	অহিনকুল সম্বন্ধ, আদায় কাঁচকলায়, দা-কুমড়া, সাপে নেউলে
সুন্দর মিল/ উপযুক্ত মিলন	আম দুধ মেশা, রাজঘোটক, সোনায় সোহাগা, মাণিকজোড়, মণিকাঞ্চনযোগ সম্পর্ক, দহরম মহরম, হরিহর আত্মা
অলস/ শ্রমকাতুর/ আলসেমি	গোঁফে খেজুরে, চিনির পুতুল, ননীর পুতুল, হাতে দূর্বা গজানো, গদাই লস্করি চাল, ইতুনিদকুঁড়ে, অজগর বৃত্তি, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, কুঁড়ের বাদশা, গজেন্দ্র গমন
নির্লজ্জ/ বেহায়া	চশমখোর, কান কাটা

ক্ষণস্থায়ী	তাসের ঘর, বালির বাধ, পদ্ম পাতার জল, জলের দাগ, জলের আলপনা, ভালুক জ্বর
কৃপণ	হাত ভারি, কিপটের জাসু, হাতে জল না লাগা, কুঞ্জুসের ডান্ডাঘোড়
তোষামুদে/ চাটুকার	ধামাধরা, খয়ের খাঁ, ঢাকের কাঁঠি, আমড়াগাছি করা, টুপি পরানো, পোঁ ধরা
বিশৃঙ্খলা	এলোপাতাড়ি, লেজে গোবরে করা, হ য ব র ল, খগা বগা, জগা খিচুড়ি, চণ্ডীপাঠ
উভয় সংকট	শাঁখের করাত, করাতের দাঁত, শ্যাম রাখি না কুল রাখি, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, দু নৌকায় পা, রাম ভজি কি রহিম বজি, সাপের ছুঁচো গেলা
সুসময়ের বন্ধু	দুধের মাছি, বসন্তের কোকিল, শরতের শিশির, সুখের পায়রা, লক্ষ্মীর বরযাত্রী
ভণ্ড	বক ধার্মিক, বিড়ার তপস্বী, তুলসী বনের বাঘ, ভেজা বিড়াল
অপচয়	হরিলুট, নয় ছয়, ছয়কে নয় নয়কে ছয়, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, ভস্মে ঘি ঢালা, অন্ন ধ্বংস করা
দুর্লভ বস্তু	আলেয়ার আলো, বাঘের চোখ, আকাশের চাঁদ, ডুমুরের ফুল, অমাবস্যার চাঁদ
অলীক কল্পনা	দিবা স্বপ্ন, শূন্যে সৌধ নির্মাণ করা, আকাশ কুসুম কল্পনা
একমাত্র অবলম্বন	সবধনে নীলমনি, অন্ধের যষ্ঠি, অন্ধির নড়ি, কানু ছাড়া গীত নাই

CamScanner

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

অরণ্যে রোদন	নিষ্ফল আবেদন
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়
দুধের মাছি	সুসময়ের বন্ধু
তাল পাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী
রাবণের চিতা	চির অশান্তি
হাত ভারি	কৃপণ
আকাশ পাতাল	প্রচুর ব্যবধান
উত্তম মধ্যম	প্রহার
ভরাডুবি	সর্বনাশ
অর্ধচন্দ্র	গলা ধাক্কা
গোড়ায় গলদ	শুরুতেই ভুল
অকাল কুষ্মাণ্ড	অপদার্থ
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
ব্যাঙের আধুলি	সামান্য সম্পদ
পায়াভারী	অহংকার
বালির বাঁধ	ক্ষণস্থায়ী
রাবণের চিতা	চির অশান্তি
যক্ষের ধন	কৃপণের অর্থ
ষোল আনা	পুরোপুরি
মাকাল ফল	অন্তঃসারশূন্য
বিষবৃক্ষ	অনাচারের উৎস
ছা-পোষা	অত্যন্ত গরীব
কই মাছের প্রাণ	সহজে মরে না এমন
মগের মুল্লুক	অরাজক দেশ
ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ
ঢেঁকির কুমির	অপদার্থ
অন্ধের নড়ি	একমাত্র অবলম্বন
কাঁটার জ্বালা	তীক্ষ্ম বেদনা
ঘটিরাম	অপদার্থ
তামার বিষ	অর্থের কু প্রভাব
ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কৌশলে কার্যোদ্ধার

বর্ণচোরা	কপট ব্যক্তি
বসন্তের কোকিল	সুসময়ের বন্ধু
যমের অরুচি	দীর্ঘায়ূ ব্যক্তি
সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
মিছরির ছুরি	মুখে মধু অন্তরে বিষ
অগাধ জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি
ঝাঁকের কই	একই দলভুক্ত
শকুনি মামা	অনিষ্টকর আত্মীয়
চোরা বালি	প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ
কেষ্ট বিষ্টু	বিশিষ্ট ব্যক্তি
কলির সন্ধ্যা	দুর্দিনের সূত্রপাত
দাদ নেওয়া	প্রতিশোধ নেওয়া
পাথরে পাঁচ কিল	অত্যন্ত সৌভাগ্য
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু
শিব রাত্রির সলতে	একমাত্র সন্তান
আঁধার ঘরের মানিক	দুঃখীর একমাত্র অবলম্বন
গো বৈদ্য	হাতুড়ে
আষঢ়ে গল্প	আজগুবি গল্প
ইচরে পাকা	অকাল পক্ব
কৈ মাছের প্রাণ	বড়ই শক্ত, যা সহজে মরে না
চোখের মণি	প্রিয়
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী
কলের পুতুল	অন্যের অধীনে চলা
উজনের কৈ	সহজলভ্য
কাকস্নান	সংক্ষিপ্ত গোসল
খগা বগা	বিশৃঙ্খলা
চোখ টাটান	ঈর্ষা করা
দড়ি কলসি	আত্মহত্যার উপকরণ
ফেঁপে ওঠা	ধনী হওয়া
ধ্যাড়ানো	বোকা লোক
গোবরে পদ্মফুল	অস্থানে ভালো জিনিস
মানিকজোড়	অন্তরঙ্গ বন্ধু

CamScanner

ঠোঁটকাটা	স্পষ্টভাষী
গলগ্রহ	পরের বোঝা হয়ে থাকা
শিরে সংক্রান্তি	আসন্ন বিপদ
জগদ্দল পাথর	গুরুভার
নরক গুলজার	খারপ লোকের একত্রে সমাবেশ
বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর	অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন
ধান ভানতে শিবের গীত	অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা
নিরানব্বইয়ের ধাক্কা	সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি
শরতের শিশির	সুসময়ের বন্ধু/ ক্ষণস্থায়ী
তুলসী বনের বাঘ	ভন্ড
পুকুর চুরি	বড় ধরনের চুরি
নয় ছয়	অপচয়
স্বখাত সলিল	স্বীয় কৃতকর্মের ফল
কাঠের পুতুল	নির্জীব, অসার
বর্ণচোরা আম	কপট ব্যক্তি
অমৃতে অরুচি	দামি জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা
আসরে নামা	আবির্ভূত হওয়া
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামী
কান কাটা	বেহায়া
সপ্তকান্ড রামায়ণ	বৃহৎ বিষয়
ঢাক ঢাক গুড়গুড়	গোপন রাখার চেষ্টা
জবরজং	এলোমেলো
ঝড়ো কাক	দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি
গভীর জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি
একচোখা	পক্ষপাতদুষ্ট
অন্ধকারে ঢিল মারা	আন্দাজে কাজ করা
চিনির পুতুল	শ্রমকাতুরে
রাজঘোটক	উপযুক্ত মিলন
রাম গরুরের ছানা	গোমড়ামুখো লোক
মন না মতি	অস্থির মানব মন
অকূল পাথার	ভীষণ বিপদ
মেঘ না চাইতে জল	আশাতীত ফল

রুই কাতলা	নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি
লেফাফা দুরস্ত	বাইরে পরিপাটি/বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি
হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা	গোপন কথা ফাঁস করা
গৌরীসেনের টাকা	অফুরন্ত টাকা
কান পাতলা	সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ
চোখের পর্দা	লজ্জা
অ আ ক খ	প্রাথমিক জ্ঞান
চোখে সাঁতার পানি	মায়াকান্না
ঝাঁকের কৈ	এক দলের লোক
ডুমুরের ফুল	দুর্লভ বস্তু, অদর্শনীয়
ধামাধরা	তোষামোদকারী
হাতের পাঁচ	শেষ সম্বল
বুদ্ধির ঢেঁকি	নির্বোধ
বক ধার্মিক	ভণ্ড
শাঁখের করাত	উভয় সংকট
মগের মুল্লুক	অরাজকতা
কথার কথা	গুরুত্বহীন কথা
গোবর গণেশ	মূর্খ
ছাই চাপা আগুন	অপ্রকাশিত চাপা দুঃখ
অগস্ত্য যাত্রা	শেষ বিদায়
গদাই লস্কার চাল	আলসেমি
উড়নচণ্ডী	অমিতব্যয়ী
কুল কাঠের আগুন	তীব্র জ্বালা
হাড় হাভাতে	হতভাগ্য
ভুষণ্ডির কাক	দীর্ঘজীবী
এলেবেলে	নিকৃষ্ট
ঢেঁকির কচকচি	অবিরাম কলহ
টিনে তেতাল	অতিশয় মন্থর গতি
ভাগার ফলা	অনুর্বর
গড্ডলিকা প্রবাহ	অন্ধ ভাবে অনুকরণ
কূপমণ্ডুক	সীমাবদ্ধ সম্পন্ন জ্ঞান
ছাপোষা	অত্যন্ত গরিব
অহিনকুল সম্বন্ধ	ভীষণ শত্রুতা
আটকপালে	হতভাগ্য
পালের গোদা	দলপতি

CamScanner

টনক নড়া	বুঝে ওঠা
হালে পানি পাওয়া	সুবিধা করা
কানপাতলা	সহজেই বিশ্বাস প্রবণ
ইতর বিশেষ	পার্থক্য
হুকড়া নকড়া	সস্তা দর
গদাই লস্করি চাল	আলসেমি
ফপর দালালি	অতিরিক্ত চালবাজি
মন না মতি	অস্থির মানব মন
নেই আঁকড়া	একগুঁয়ে
হাতের পাঁচ	শেষ সম্বল
অক্কা পাওয়া	মারা যাওয়া
পটল তোলা	মারা যাওয়া
আদায় কাঁচকলায়	শত্রুভাবাপন্ন
ইঁদুর কপালে	মন্দভাগ্য
আঠার মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রতা
আকাশ কুসুম	অসম্ভব কল্পনা
চাঁদের হাট	আনন্দের প্রাচুর্য/ ধনেজনে পরিপূর্ণ সংসার
কাঁঠালের আমসত্ত্ব	অসম্ভব বস্তু
এলাহী কাণ্ড	বিরাট আয়োজন
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া	বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ
ননীর পুতুল	শ্রমবিমুখ
ভিজে বিড়াল	কপটচারী
অন্ধের যষ্ঠি	একমাত্র অবলম্বন
হাতটান	চুরির অভ্যাস
গলাধরা	কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়া
অন্ধকারে ঢিল ছোড়া	আন্দাজে কাজ করা
ঠাট বজায় রাখা	অভাব চাপা রাখা
বাঁ হাতের ব্যাপার	ঘুষ গ্রহণ
ফোড়ন দেওয়া	টিপ্পনি কাটা
থই থই করা	প্লাবন হওয়া
শাঁখের করাত	উভয় সংকট
ওজন বুঝে চলা	আত্মমর্যাদা রক্ষা করা
মানিক জোড়	উপযুক্ত মিলন
ভাতে মারা	বড় রকমের ক্ষতি করা
জিলাপির প্যাঁচ	কুটিলতা

গোঁফে খেজুরে	নিতান্ত অলস
আক্কেল সেলামি	নির্বুদ্ধিতার দণ্ড
ছাইচাপা আগুন	অপ্রকাশিত দুঃখ
ইনিয়ে বিনিয়ে	ঘুরিয়ে ফিরিয়ে/ নানাভাবে
গৌরচন্দ্রিকা	ভূমিকা
চশমখোর	লজ্জাহীন
পুঁটি মাছের প্রাণ	ক্ষীণজীবী লোক
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল	কর্তৃত্ব জাহির করা
ডান হাতের কাজ	আহার/ভোজন
চক্ষু দান	চুরি
ঘরের শত্রু বিভীষণ	যে গৃহবিবাদ বাধায়
ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কৌশলে কার্যোদ্ধার
অঞ্চল প্রভাব	স্ত্রীর প্রভাব
নেই আঁকড়া	একগুঁয়ে
ভাড়ে মা ভবানী	নিঃস্ব অবস্থা
কড়ায় গণ্ডায়	সম্পূর্ণ
খণ্ড প্রলয়	তুমুল কাণ্ড
মাছের মায়ের পুত্রশোক	কপট বেদনাবোধ
অচল পয়সা	মূল্যহীন
গোঁয়ার গোবিন্দ	নির্বোধ অথচ হঠকারী
তালকানা	বেতাল হওয়া
ছেলের হাতের মোয়া	সহজলভ্য বস্তু
ত্রিশংকু দশা	মধ্যাবস্থা
ফেল কড়ি মাখো তেল	অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছে পূরণ
অংকুশ তাড়না	অন্তর্গত আঘাত
ভেক ধরা	ছদ্মবেশ ধারণ করা
কলমির ঝাড়	বংশে বহুলোক
কড়িকাঠ গোনা	কাজ না করে কালহরণ
গায়ে পড়া	অযাচিত
গোকুলের ষাঁড়	স্বেচ্ছাচারী লোক
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	অল্পতেই ক্লান্ত হওয়া
ভুঁইফোঁড়	অর্বাচীন/ হঠাৎ ধনী
কাছা ঢিলা	অসাবধান
হাতে কলমে	যথার্থ কাজ করা
মাছের মা	নির্মম

CamScanner

খোদার খাসি	হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি
ঢি ঢি পড়া	দুর্নাম প্রচার হওয়া
থৈ পাওয়া	সীমা পাওয়া
ধোপে টেকা	নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে টিকে যাওয়া
পদ্ম পাতার জল	ক্ষণস্থায়ী
তিলকে তাল করা	অতিরিক্ত
হেঁড়ে গলা	কর্কশ
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির	ধার্মিক
অক্ষর বট	প্রাচীন ব্যক্তি
পত্রপাঠ	তৎক্ষণাৎ
তোলা হাঁড়ি	গম্ভীর
এক কাঁড়ি	অনেক, প্রচুর
বামুনের গরু	যে বেশি পরিশ্রমে কম পারিশ্রমিক পায়
কুরুক্ষেত্রের কাণ্ড	তুমুল ঝগড়া
আকাশে থুতু ফেলা	নিজেরই ক্ষতি করা
বারোভূত	অবাঞ্ছিত লোকজন
এক বনে দুই বাঘ	প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী
কাষ্ঠ হাসি	কপট হাসি
বিদুরের খুদ	শ্রদ্ধার সামান্য উপহার
লম্বা দেওয়া	চম্পট দেওয়া
ডামাডোল	গোলযোগ
অগ্নিশর্মা	নিরতিশয় ক্রুদ্ধ
আদিখ্যেতা	ন্যাকামি
আঁধার ঘরের মানিক	প্রিয়বস্তু
ঘাটের মড়া	অতি বৃদ্ধ
গণেশ উল্টানো	ফেল মারা
ঊনপাঁজুরে	হতভাগ্য/অপদার্থ/দুর্বল
কংস মামা	নির্মম আত্মীয়
আলালের ঘরের দুলাল	অতি আদরে নষ্ট পুত্র
রাবনের চিতা	চির অশান্তি
খয়ের খাঁ	চাটুকার
ষোলো কড়াই কানা	সব অসার
রাই কুড়িয়ে বেল	অল্প সঞ্চয়ে প্রচুর অর্থ
ঘরভেদী বিভীষণ	যে গৃহ বিবাদ বাধায়/করে

কাপুড়ে বাবু	বাহ্যিক ভদ্রলোক
আকাট মুর্খ	পুরোপুরি মূর্খ
আঠার আনা	বাড়াবাড়ি
কাকনিদ্রা	অগভীর সতর্ক নিদ্রা
কৃষ্ণের জীব	অতিশয় নিরীহ প্রাণী
খড়ি পাতা	জ্যোতিষের গণনা
গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা	পরে পরে সমাপন
গন্ধমাধন বাহিয়া আনা	অবাস্তব বিষয়ে অবতারণা
ঘন্টা গরুর	অকর্মণ লোক
চাল না চুলো ঢেকি না কুলো	নিত্যন্ত নিঃস্ব
চোদ্ধ কুড়ি	প্রচুর
ঝাকি দর্শন	ক্ষণিক দেখা
কলি ফেরানো	দেয়ালে চুনকাম করা
কুনকি হাতি	কৌশলে অন্যকে বশ করা
চিনে জোঁক	নাছোড়বান্দা
নথ নাড়া	অহংকার করা
তীর্থের কাক	প্রতীক্ষারত
কুয়োর ব্যাঙ	সীমাবদ্ধ জ্ঞান
উড়োকথা	গুজব
টাকার গরম	বিত্তের অহংকার
মাথা খাওয়া	শপথ করা
কান ভাঙানো	কুপরামর্শ দেওয়া
কপাল ফেরা	সৌভাগ্য লাভ
আঁতে ঘা	মনে ব্যথা দেওয়া
চশমখোর	বেহায়া
ফেউ লাগা	কারো পেছনে লেগে উত্ত্যক্ত করা
কাটনার কড়ি	সামান্য উপার্জন
ঠারে ঠারে	ইশারা ইঙ্গিতে
খেরো খাতা	বাজে হিসাব
লোটা কম্বল	সামান্য সংগতি
হরি ঘোষের গোয়াল	বহু লোকের কোলাহল
খেরো খাতা	বাজে হিসাবের খাতা
উজলপাঁজল	উথাল পাথাল
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো	চিন্তাহীন লোক

CamScanner

২০২২

অক্ষর বট	প্রাচীন ব্যক্তি
অন্ধিসন্ধি	ফাঁকফোকর
টেকে গোঁজা	পকেট ভারী করা
ডাকাবুকো	নির্ভীক/দুরন্ত
ঘটিরাম	অপদার্থ
তিন মাথা এক হওয়া	খুব বৃদ্ধ হওয়া
জবড়জং	এলোমেলো
ঘাটের মড়া	অতি বৃদ্ধ
বর্ণচোরা	কপট ব্যক্তি
ব্যাঙের আধুলি	সামান্য সম্পদ
অর্ধচন্দ্র	গলা ধাক্কা
ইদের/ঈদের চাঁদ	কাঙ্ক্ষিত বস্তু
ভিজে বিড়াল	কপটচারী
ননীর পুতুল	শ্রমবিমুখ
ভেক ধরা	ছদ্মবেশ ধারণ
অঙ্কুশ তাড়না	অন্তর্গত আঘাত
চক্ষুদান করা	চুরি করা
গড্ডলিকা প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ
অকাল কুষ্মাণ্ড	অপদার্থ
কাপুড়ে বাবু	ভন্ড
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু
শিবরাত্রির সলতে	একমাত্র বংশধর
গরজ বড় বালাই	প্রয়োজনে গুরুত্ব
ছেঁড়া চুলে খোপা বাঁধা	বৃথা চেষ্টা
পালের গোদা	দলপতি
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি
টীকা ভাষ্য	দীর্ঘ আলোচনা
জগাখিচুড়ি	বিশৃঙ্খল
শাঁখের করাত	উভয় সংকট
ঢাকের কাঠি	তোষামোদকারী
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী
বসন্তের কোকিল	সুসময়ের বন্ধু
ছকড়া নকড়া	সস্তা দর
উড়োচিঠি	বেনামি পত্র

কেঁচে গণ্ডুস	পুনরায় আরম্ভ
গদাই লস্করি চাল	অতি ধীর গতি
হাতটান	চুরির অভ্যাস
জগদ্দল পাথর	গুরুভাব
সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন
চাঁদের হাট	আনন্দের প্রাচুর্য
সুখের পায়রা	সুসময়ের বন্ধু
দুধে ভাতে থাকা	সুখে থাকা
ঝাঁকের কৈ	এক দলভুক্ত
মন না মতি	অস্থির মানব মন
লেফাফা দুরস্ত	বাইরে পরিপাটি/বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি
তামার বিষ	অর্থের কু ভাব
কুল কাঠের আগুন	তীব্র জ্বালা
অকূল পাথার	ভীষণ বিপদ
চিনির পুতুল	শ্রমকাতুরে
তামার বিষ	অর্থের কুপ্রভাব
রাবণের চিতা	চির অশান্তি
গোঁফ খেজুরে	নিতান্ত অলস
পায়াভারী	অহংকারী
ঢেঁকির কুমির	অপদার্থ
থই থই করা	পরিপূর্ণ
কাগজে কলমে	লিখিত ভাবে
খয়ের খাঁ	চাটুকার
ঢাক ঢাক গুড় গুড়	গোপন রাখার চেষ্টা
অথৈ জল	ভীষণ বিপদ
কূপমন্ডুক	ঘরকুনো
আদায় কাঁচকলায়	শত্রুতা
নেই আঁকড়া	একগুঁয়ে
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন
হালে পানি পাওয়া	সুবিধা করা
ষোলকলা	সম্পূর্ণ
মাছের মায়ের পুত্র শোক	কপট বেদনাবোধ
খতিয়ে দেখা	অনুসন্ধান করা
সুখের পায়রা	সুসময়ের বন্ধু

CamScanner

ছ'কড়া ন'কড়া	সস্তা দর
গোকুলের ষাঁড়	স্বেচ্ছাচারী লোক
ইতর বিশেষ	পার্থক্য
গোলক ধাঁধা	জটিল সমস্যা
ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী
উলুখাগড়া	গুরুত্বহীন লোক
আকাশে তোলা	অতিরিক্ত প্রশংসা করা
এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো	এক দলভুক্ত
গুড়ে বালি	আশায় নৈরাশ্য
ইঁদুর কপালে	নিতান্ত মন্দভাগ্য
ডুমুরের ফুল	দুর্লভ বস্তু
অগাধ জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি
কিম্ভূত কিমাকার	অদ্ভুত ও কুৎসিত
বিড়াল তপস্বী	ভণ্ড সাধু
আষ্টপ্রহর	সারা দিনরাত
অদৃষ্টের পরিহাস	ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা
এক ঝাড়ের বাঁশ	এক দলভুক্ত
কাঞ্চন মূল্য	অতি উচ্চমূল্য
গলা কাটা	অধিক মূল্য দাবি করা
ঠান্ডা লড়াই	গোপন বিরোধিতা
গোড়ায় গলদ	শুরুতেই ভুল
আকাশের চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
একাই একশ	অসাধারণ কর্মকুশল
কান ভারী করা	কুপরামর্শ দেওয়া
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী
ডান হাতের ব্যাপার	খাওয়া
বাঘের মাসি	আরাম প্রিয় ব্যক্তি
অকটবিকট	ছটফটানি
অপোগণ্ড	অকর্মণ্য
এক লহমায়	এক মুহূর্তে
এককে একুশ করা	অযথা বাড়ানো
কালে ভদ্রে	কদাচিৎ
ওষুধ পড়া	সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া
বিদুরের খুদ	শ্রদ্ধার সামান্য উপহার
অমৃতে অরুচি	দামি জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা

দিবাস্বপ্ন	অলীক কল্পনা
ডুমুরের ফুল	দুর্লভ বস্তু
ঠোঁট কাটা	স্পষ্টভাষী
সপ্তমে চড়া	প্রচন্ড উত্তেজনা
ছা-পোষা	অত্যন্ত গরিব
হরিষে বিষাদ	আনন্দে হঠাৎ দুঃখ
চোখ নাচা	শুভ লক্ষণ
থৈ পাওয়া	সীমা পাওয়া
কলির সন্ধ্যা	দুর্দিনের সূত্রপাত
ভুঁইফোঁড়	অর্বাচীন/ হঠাৎ ধনী
ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ঘটনা
এলাহি কান্ড	বিরাট আয়োজন
অকালবোধন	অসময়ে আবির্ভাব
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু
তীর্থের কাক	প্রতীক্ষারত
আমড়া কাঠের ঢেঁকি	অপদার্থ
টাকার গরম	বিত্তের অহংকার
কাগুজে বাঘ	মিথ্যা জুজু
অষ্টরম্ভা	কাঁচকলা/ ফাঁকি
চশমখোর	সম্পূর্ণ বেহায়া
তালকানা	বেতাল হওয়া
বাঘের আড়ি	নাছোড়বান্দা
বর্ণচোরা আম	কপট ব্যক্তি
ফুটো পয়সার লড়াই	সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদ
ষাঁড়ের গোবর	অপদার্থ
হস্তীমূর্খ	ভীষণ বোকা
হাড়হদ্দ	নাড়িনক্ষত্র
বুদ্ধির ঢেঁকি	নিরেট মূর্খ
মানিকজোড়	অন্তরঙ্গ বন্ধু
কাঁচা পয়সা	নগদ উপার্জন
কথা চলা	রটনা করা, নিন্দা করা
ভূতের বেগার	অযথা শ্রম
ভিজে বিড়াল	কপটচারী
অদৃষ্টের পরিহাস	ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা
ধর্মের ষাঁড়	স্বেচ্ছাচারী
কলুর বলদ	একটানা খাটুনি

CamScanner

কচু বনের কালাচাঁদ	অপদার্থ
জগাখিচুড়ি	গোলমাল
কান ভাঙ্গানো	কুপরামর্শ
গরজ বড় বালাই	প্রয়োজনে গুরুত্ব
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু
নাড়ির টান	গভীর মমত্ববোধ
সাপের ছুঁচো গেলা	উভয় সংকট
হাতে জল না গলা	অতি কৃপণ
অচল পয়সা	মূল্যহীন
ইলশেগুঁড়ি	গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
পই পই করে বলা	বারবার বলা
ঊনকোটি চৌষট্টি	প্রায় সম্পূর্ণ
কান পাতলা	সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ
পাথরে পাঁচকিল	অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন
গাটের পয়সা	পূর্বে জমানো অর্থ
ক-অক্ষর গোমাংস	সম্পূর্ণ মূর্খ
মাথা খাওয়া	শপথ করা
ভিটায় ঘুঘু চরানো	সর্বস্বান্ত/সর্বনাশ করা
ঘন্টা গরুড়	অকর্মণ্য লোক
পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা	অপ্রীতিকর আলোচনা
যমের দোসর	নিষ্ঠুর ব্যক্তি
রাবণের গোষ্ঠী	বড় পরিবার
হাড়ে বাতাস লাগা	শান্তি পাওয়া
কনের মাসী বরের পিসী	যে ব্যক্তি উভয় কুল রক্ষা করে চলে
ওষুধ করা	বশ করা
কেউকেটা	সামান্য
ফোড়ন দেয়া	টিপ্পনি কাটা
অথৈ জল	ভীষণ বিপদ
পটের বিবি	সুসজ্জিত
আস্তাকুঁড়ের পাতা	নিচ ব্যক্তি
পালে গোদা	দলপতি
ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ঘটনা
ধামাধরা	তোষামোদকারী
মাছি মারা কেরানি	অন্ধভাবে অনুসরণ/ অবিকল অনুসরণ

২০২৩

গৌফ খেজুরে	নিতান্ত অলস
ইতর বিশেষ	পার্থক্য
আঠারো মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা
চিনে জোঁক	নাছোড়বান্দা
ডান হাতের ব্যাপার	খাওয়া
বর্ণচোরা	কপট ব্যক্তি
সপ্তমে চড়া	প্রচণ্ড উত্তেজনা
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি
উড়ো চিঠি	বেনামি পত্র
আক্কেল সেলামি	নির্বুদ্ধিতার দণ্ড
উজানের কৈ	সহজলভ্য
গৌরচন্দ্রিকা	ভূমিকা
নেই আঁকড়া	একগুঁয়ে স্বভাবের
গোড়ায় গলদ	শুরুতে ভুল
শিরে সংক্রান্তি	সামনেই/আসন্ন বিপদ
কাঠের পুতুল	নির্জীব, অসার
ইঁদুর কপালে	নিতান্ত মন্দ ভাগ্য
সবেধন নীলমণি	একমাত্র সন্তান/সম্পদ
আমড়াকাঠের ঢেঁকি	অপদার্থ
কৈ মাছের প্রাণ	যা সহজে মরে না
তাল পাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী, অতি দুর্বল
অক্কা পাওয়া	মারা যাওয়া
উড়নচন্ডী	অমিতব্যয়ী
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী বস্তু
হাতটান	চুরির অভ্যাস
চোখ বুঁজে থাকা	ভূমিকা না রাখা
বাঘের দুধ	দুঃসাধ্য বস্তু/অসম্ভব বস্তু
এলাহি কাণ্ড	বিরাট আয়োজন
কলকাঠি নাড়া	গোপনে কু-পরামর্শ দেওয়া
মুখে খই ফোটা	অনর্গল কথা বলা
গভীর জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া	বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ
কিস্তিমাত	সফলতা লাভ
টোপ ফেলা	সুকৌশলে সুযোগের চেষ্টা

CamScanner

রাঘব বোয়াল	সর্বগ্রাসী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি
উনপাঁজুরে	হতভাগা/অপদার্থ/দুর্বল
মাথার মণি	পরম শ্রদ্ধেয়
অমৃতে অরুচি	দামি জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা
লেফাফা দুরস্ত	বাইরে পরিপাটি বজায় রেখে চলেন যিনি
বিড়াল তপস্বী	ভণ্ড সাধু
ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ঘটনা
অইরুদ্দা	কাঁচকলা/ ফাঁকি
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়
ছাঁদনাতলা	বিবাহের মন্ডপ
পথ ধরা	উপায় দেখা
হাতের পাঁচ	শেষ সম্বল
কেতা দুরস্ত	পরিপাটি
গলগ্রহ	পরের বোঝা স্বরূপ থাকা
যক্ষের ধন	কৃপণের কড়ি
অথৈ জল	ভীষণ বিপদ
আকাশের চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
অসূর্যম্পশ্যা	গৃহে অন্তরীণ
ঝাকের কৈ	এক দলভুক্ত
ত্রিশঙ্কু অবস্থা	মধ্যাবস্থা
ব্যাঙের আধুলি	সামান্য সম্পদ
পাথরে পাঁচকিল	অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন
শিবরাত্রির সলতে	একমাত্র বংশধর/সন্তান
তামার বিষ	অর্থের কু প্রভাব
অচলায়তন	গোঁড়ামিপূর্ণ
উলুখাগড়া	গুরুত্বহীন লোক
চোখের বালি	চক্ষুশূল/শত্রু
অকাল বোধন	অসময়ে আবির্ভাব
আট কপালে	হতভাগ্য
চক্ষুদান করা	চুরি করা
ভুঁইফোড়	নতুন আগমন
এসপার ওসপার	মীমাংসা
উড়নচণ্ডী	অমিতব্যয়ী
ছিচকাঁদুনে	অল্পেই কাঁদে এমন

কলির সন্ধ্যা	দুর্দিনের সূত্রপাত
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি
অষ্ট প্রহর	সারা দিনরাত
আদিখ্যেতা	ন্যাকামি
আচাভুয়ার বোম্বাচাক	অসম্ভব ব্যাপার
আকাশ ধরা	বৃষ্টি বন্ধ হওয়া
জোড়ের পায়রা	ঘনিষ্ঠ বন্ধু
জিলাপির প্যাঁচ	কুটিলতা/কুটবুদ্ধি
গড্ডলিকা প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ
পটল তোলা	মারা যাওয়া
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
ডুমুরের ফুল	অদৃশ্য বস্তু
আক্কেল গুড়ুম	হতবুদ্ধি
চাঁদের হাট	আনন্দের প্রাচুর্য
চোখের পর্দা	লজ্জা
লেফাফাদুরস্ত	বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি
কান ভাঙানো	কুপরামর্শ
নিরানব্বইয়ের ধাক্কা	সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি
কুল কাঠের আগুন	তীব্র জ্বালা
ভিজে বিড়াল	কপটচারী
ঘোড়ার ডিম	কিছুই না/অলীক বস্তু
তীর্থের কাক	প্রতীক্ষারত
বিনা মেঘে বজ্রপাত	অপ্রত্যাশিত বিপদ
আকাশ-পাতাল	প্রচুর ব্যবধান
এক কথার মানুষ	দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি
গোবর গণেশ	মূর্খ
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
অর্ধচন্দ্র দেয়া	গলা/ঘাড় ধাক্কা
সোনায় সোহাগা	উপযুক্ত মিলন
ষোলো কলা	সম্পূর্ণ
উড়ো কথা	গুজব
কেউকেটা	সামান্য
ননীল পুতুল	শ্রমবিমুখ
উন পাঁজুরে	হতভাগ্য/অপদার্থ/দুর্বল
অন্ধের যষ্ঠি	একমাত্র অবলম্বন

CamScanner

ইলশে গুঁড়ি	গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
উত্তম মধ্যম	প্রহার
ছ কড়া ন কড়া	সস্তা দর
গোল্লায় যাওয়া	নষ্ট হওয়া
কংসমামার আদর	কৃত্রিম ভালবাসা
আষাঢ়ের গল্প	আজগুবি কেচ্ছা
খেজুরে আলাপ	অকাজের কথা
গাছ পাথর	হিসাব নিকাশ
মণিহারা ফণী	প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক
পত্রপাঠ	তৎক্ষণাৎ
হ-য-ব-র-ল	বিশৃঙ্খলা
সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
রাবনের চিতা	চির অশান্তি
নয় ছয়	অপচয়
মানিক জোড়	গভীর সম্পর্ক
কাঁঠালের আমসত্ত্ব	অসম্ভব বস্তু
কূপমণ্ডুক	ঘরকুনো, সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন
গৌরিসেনের টাকা	অফুরন্ত অর্থ
ঢাকায় উৎপন্ন	ঢাকাই
কূলের সমীপে	উপকূল
ঠেলা দিয়ে গঙ্গায় ফেলা	জোর করে কাজ করানো
তেলা মাথায় তেল দেওয়া	ক্ষমতাবান কে সাহায্য করা
ধর্মের ডাক আপনি বাজে	পাপ কখনো গোপন থাকে না
আপন ঢাক আপনি বাজানো	নিজের প্রশংসা নিজে করা
এক হাতে তালি বাজে না	এক পক্ষের দোষ থাকে না
হঁচড়ে পাকা	অকালপক্ব
ছা-পোষা	অত্যন্ত গরিব
গোঁফ খেজুরে	নিতান্ত অলস
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু
মাছের মা	নির্মম
হাতির পাঁচ পা দেখা	অহংকার বোধ করা
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি

পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর	নগণ্য লোকের গুরুত্বপূর্ণ খবর রাখা
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	বুড়োর ভীমরতি
সাত সতেরো	বিচিত্র রকমের
ঘটি ডোবে না নামে তালপুকুর	যোগ্যতা ছাড়াই অহংকার দেখানো
ছ'কড়া ন'কড়া	সস্তা দর
গদাই লস্করি চাল	অতি ধীর গতি/আলসেমি
কাছা ঢিলা	অসাবধান
ভিটায় ঘুঘু চড়ানো	সর্বস্বান্ত/সর্বনাশ করা
শিব রাত্রির সলতে	একমাত্র বংশধর/সন্তান
নথ নাড়া	অহংকার করা
আটকপালে	হতভাগ্য
ভূষণ্ডির কাক	দীর্ঘজীবী
কালে ভদ্রে	কদাচিৎ
উঁনপাজুরে	হতভাগ্য/অপদার্থ/দুর্বল
চিনির পুতুল	শ্রমবিমুখ
চশমখোর	বেহায়া
ঝাঁকের কই	একই দলভুক্ত
ভূতের বেগার	অযথা পরিশ্রম
শাঁখের করাত	উভয় সংকট
দিবাস্বপ্ন	অলীক কল্পনা
ঠোঁট কাটা	স্পষ্টভাষী
কাগুজে বাঘ	মিথ্যা জুজু
হাতে কলমে	যথার্থ কাজ করা
ষোল কড়াই কানা	সম্পূর্ণ বিনষ্ট
মাৎস্যন্যায়	অরাজকতা
পায়াভারি	অহংকার
ঢাকের বাঁয়া	অপ্রয়োজনীয়
ইন্দ্রপতন	বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু
আঁকুপাকু করা	ছটফটানি
একা ঘরের গিন্নি	কর্তৃত্ব
ছক্কা পাঞ্জা করা	বড় বড় কথা বলা
বক ধার্মিক	ভণ্ড সাধু
উনকোটি চৌষট্টি	প্রায় সম্পূর্ণ
চিনে জোঁক	নাছোড়বান্দা

CamScanner

কান পাতলা	সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ
আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি কেচ্ছা
পোয়া বারো	সৌভাগ্য
ঘাটের মরা	অতি বৃদ্ধ
কপালের ফের	ভাগ্যবিড়ম্বনা/মন্দভাগ্য
লগন চাঁদ	ভাগ্যবান
ঘাটের মরা	অতি বৃদ্ধ
উনপাঁজরে	অপদার্থ/ হতভাগ্য/দুর্বল
শকুনি মামা	কুচক্রী আত্মীয়/ অনিষ্টকর আত্মীয়
এক বনে দুই বাঘ	প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী
কেঁচে গন্ডুষ	পুনরায় আরম্ভ
গরজ বড় বালাই	প্রয়োজনে গুরুত্ব
পাগার পার	পলায়ন করা/ সীমানা পার হওয়া
হস্তী মূর্খ	ভীষণ বোকা
একখুরে মাথা কামানো	একই স্বভাবের
কচ্ছপের কামড়	যা সহজে ছাড়ে না
গোঁয়ায় গোবিন্দ	নির্বোধ অথচ হঠকারী
লম্বা দেওয়া	চম্পট দেওয়া, পালানো
জগদ্দল পাথর	গুরুভার
স্বখাত সলিল	নিজ বিপদ ডাকা
অচলায়তন	গোরামিপূর্ণ
কাক ভূষণ্ডি	দীর্ঘজীবী
উনপাঁজুরে	দুর্বল
খণ্ড প্রলয়	ভীষণ ব্যাপার/ তুমুল কাণ্ড
আঁকুপাঁকু	ছটফটানি
আঁটকুড়ো	নিঃসন্তান
স-সে-মি-রা অবস্থা	বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা
আদার বেপারী	সাধারণ লোক
রাজঘোটক	উপযুক্ত মিলন
ধর্মের ষাঁড়	স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি
ঈদের চাঁদ	আকাঙ্ক্ষিত বস্তু
কুয়োর ব্যাঙ	সংকীর্ণমনা লোক
আমড়া কাঠের ঢেঁকি	অপদার্থ
উত্তম মাধ্যম	প্রহার

নদের চাঁদ	সুন্দর কিন্তু অপদার্থ
ফ্যা ফ্যা করা	অনর্থক ঘোরা
ছা পোষা	অত্যন্ত গরিব
গোকুলের ষাঁড়	স্বেচ্ছাচারী লোক
অনুরোধে ঢেঁকি গেলা	অনুরোধে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্মতি জ্ঞাপন
আকাশ ভেঙ্গে পড়া	ভীষণ বিপদে পড়া
আকাশ কুসুম	অসম্ভব কল্পনা
ঘন্টাগরুড়	অকর্মণ্য লোক
কেবলা হাকিম	অনভিজ্ঞ
গৌরিদান	বাল্যবিবাহ
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন
বিড়াল তপস্বী	কপটচারী
কিস্তিমাত করা	সফলতা লাভ
আদা জল খেয়ে লাগা	প্রাণপণ চেষ্টা করা
ভুঁইফোঁড়	নতুন আগমন
আদায় কাঁচকলায়	শত্রুতা
পটল তোলা	মারা যাওয়া
তালকানা	বেতাল হওয়া/কাণ্ডজ্ঞানহীন
দুধের মাছি	সুসময়ের বন্ধু
অদৃষ্টের পরিহাস	ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী, অতি দুর্বল
টাকার গরম	বিত্তের অহংকার
ডুব মারা	পালিয়ে যাওয়া/আত্ম গোপন করা/অদৃশ্য হওয়া
ননীর পুতুল	শ্রমবিমুখ
আকাশে তোলা	অতিরিক্ত প্রশংসা করা
গুড়ে বালি	আশায় নৈরাশ্য
ভিটায় ঘুঘু চরানো	সর্বস্বান্ত/সর্বনাশ করা
ঈদের চাঁদ	কাঙ্ক্ষিত বস্তু
গোঁফ খেজুরে	নিতান্ত অলস
টুইটুম্বুর	কানায় কানায় পূর্ণ
অন্তর টিপুনি	গোপন ইশারা/মর্ম পীড়াদায়ক
কলমের খোঁচা	লিখিত আদেশ

CamScanner

ঘোড়ার কামড়	দৃঢ় পণ
ঝড়ো কাক	বিপর্যস্ত
হাড়হদ্দ	নাড়ি নক্ষত্র
তুলশী বনের বাঘ	ভণ্ড
শাপে বর	অনিষ্টে ইষ্ট লাভ
টইটুম্বুর	ভরপুর
সোনার চাঁদ	অতি আদরের
শনির দশা	দুঃসময়
রক্তের টান	স্বজনপ্রীতি
মাটি করা	নষ্ট করা
ভালুক জ্বর	অনিয়মিত/ক্ষণস্থায়ী
একচোখা	পক্ষপাতিত/ পক্ষপাতদুষ্ট
ঘা খাওয়া	আঘাত পাওয়া
তেলে বেগুনে জ্বলা	অতিশয় ক্ষোভ দেখানো
টনক নড়া	চৈতন্যোদয় হওয়া/বুঝে ওঠা
সাতকাহন	প্রচুর পরিমাণ
রাজার উজির মারা	আড়ম্বরপূর্ণ গালগল্প
রামগরুরের ছানা	গোমড়ামুখো লোক
পেটে এক মুখে আর এক	দুষ্ট বুদ্ধি
ঠারে ঠারে	ইশারা ইঙ্গিতে
হাত দিয়া হাতি ঠেলা	অসম্ভবকে সম্ভব করার বৃথা চেষ্টা করা
অগাধ জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি
মেঘে মেঘে বেলা হওয়া	বয়স বাড়া
ঠক বাছতে গাঁ উজাড়	পরিণামে শূন্য লাভ
উজানের কই	সহজলভ্য
অতি দর্পে হত লঙ্কা	অহংকারে পতন
তরবেতর	নানারকম
ঘটিরাম	অপদার্থ
উঠে পড়ে লাগা	প্রাণপন চেষ্টা করা
পায় পড়া	ক্ষমা প্রার্থনা করা
ম্যাও ধরা	দায়িত্ব নেওয়া
হাড় হাভাতে	হতভাগ্য
বুদ্ধির ঢেঁকি	নিরেট মূর্খ
কানকাটা	বেহায়া

বালির বাঁধ	ক্ষণস্থায়ী
মাছের মা	নিষ্ঠুর
আঁতে ঘা	মনে আঘাত দেওয়া
কাপুড়ে বাবু	বাহ্যিক সভ্য/ভণ্ড
বিদুরের খুদ	শ্রদ্ধার সামান্য উপহার
উনপঞ্চাশের বায়ু	পাগলামি
কুয়োর ব্যাঙ	সীমাবদ্ধ জ্ঞান
চোখ পাকানো	ক্রোধ দেখানো
রগচটা	অল্পেই রাগ
মগের মুল্লুক	অরাজক দেশ
যমের দোসর	নিষ্ঠুর ব্যক্তি
চক্ষুদান	চুরি করা
ঠুটো জগন্নাথ	অকর্মণ্য
হরিঘোষের গোয়াল	বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ
ভরাডুবি	সর্বনাশ
কাগজে কলমে	লিখিতভাবে
বিধির বিড়ম্বনা	অদৃষ্টের পরিহাস
অন্ন ধ্বংস করা	অপচয় করা
ছেলের হাতে মোয়া	সহজলভ্য বস্তু
শরতের শিশির	সুসময়ের বন্ধু/ ক্ষণস্থায়ী
ক-অক্ষর গোমাংস	সম্পূর্ণ মূর্খ
আক্কেল গুড়ুম	হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত
ঘাটের মরা	অতি বৃদ্ধ
ছকড়া নকড়া	সস্তা দর
ডাকা বুকো	নির্ভীক/দুরন্ত
ইতরবিশেষ	পার্থক্য
কতশত	অসংখ্য
ভূষন্ডির কাক	দীর্ঘজীবী
বসন্তের কোকিল	সুদিনের বন্ধু
উত্তম-মধ্যম	প্রহার, পিটুনি
আদায় কাঁচকলা	শত্রুতা
টক্কর দেয়া	প্রতিযোগিতা করা
তুবড়ি ছোটা	বেশি কথা বলা
কলুর বলদ	একটানা খাটুনি
কাঞ্চন মূল্য	অতি উচ্চমূল্য

CamScanner

অর্ধচন্দ্রিকা	গলা ধাক্কা
ভূইফোঁড়	অর্বাচীন/ হঠাৎ ধনী
গয়ংগচ্ছ	ঢিলেমি
লবডঙ্কা	ফাঁকি, কিছু না
অবরে সবরে	কদাচিৎ
খোদার খাসি	হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি ভাবনাহীন ব্যক্তি
কলম পেষা	কেরানিগিরি
অগত্যা মধুসূদন	অনন্যোপায় হয়ে
চর্বিত চর্বণ	পুনরাবৃত্তি
লেজে গোবরে	বিশৃঙ্খল অবস্থা
শাঁখের করাত	উভয় সংকট
জগাখিচুড়ি	বিশৃঙ্খল
ননীর পুতুল	শ্রমবিমুখ
অন্ধিসন্ধি	ফাঁকফোকর
অকালে বাদলা	অপ্রত্যাশিত বাধা
টীকা ভাষ্য	দীর্ঘ আলোচনা
ষোল কলা	সম্পূর্ণ
আটকপালে	হতভাগ্য
পোয়াবারো	সৌভাগ্য
হস্তীমূর্খ	ভীষণ বোকা
ধামাধরা	তোষামোদকারী
শাখের করাত	উভয় সংকট
এলেবেলে	নিকৃষ্ট
অ আ ক খ	প্রাথমিক জ্ঞান
অকাল কুষ্মাণ্ড	অপদার্থ, অকেজো
অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া	আন্দাজে কাজ করা
ন্যাকড়ার আগুন	মনে চাপা রাগ
দাঁও মারা	মোটা দান করা
পথ চাওয়া	প্রতীক্ষা করা
বিড়ালের আড়াই পা	ক্ষণস্থায়ী রাগ
জোর-কপাল	সৌভাগ্য
পরের মুখে ঝাল খাওয়া	অন্যের কথায় নির্ভর করা
অরণ্যে রোদন	নিষ্ফল আবেদন
অকাল কুষ্মান্ড	অপদার্থ, অকেজো
দু নৌকায় পা	উভয় সংকট
হাতির গলায় ঘণ্টা	বয়স্ক বরের বালিকা বধূ
অঙ্কুশ তাড়না	অন্তর্গত আঘাত
গা করা	উদ্যোগী হওয়া/ উদ্যোগ নেওয়া

২০২৪

অগ্নিপরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা
আকাশ কুসুম	অসম্ভব কল্পনা
গোড়ায় গলদ	শুরুতেই ভুল
একচোখা	পক্ষপাতদুষ্ট
অচল পয়সা	মূল্যহীন/ অকেজো
বিড়াল তপস্বী	বকধার্মিক
দুধের মাছি	সুসময়ের বন্ধু
শাঁখের করাত	উভয় সঙ্কট
কাঁঠালের আমসত্ত্ব	অসম্ভব বস্তু
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
আঠারো মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা
ফপর দালালি	অতিরিক্ত চালবাজি
ছকড়া নকড়া	সস্তা দর
লেফাফা দুরস্ত	বাইরে পরিপাটি বজায় রেখে চলেন যিনি
অহি-নকুল	ভীষণ শত্রুতা
বর্ণচোরা	কপট ব্যক্তি
পাথরে পাঁচ কিল	অদৃশ্য সুপ্রসন্ন
গলগ্রহ	পরের বোঝা স্বরূপ থাকা
তামার বিষ	অর্থের কু প্রভাব
শকুনি মামা	অনিষ্টকর আত্মীয়
কুয়োর ব্যাঙ	সংকীর্ণমনা
গরীবের ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ
মগের মুল্লুক	অরাজক দেশ
ডুব মারা	পালিয়ে যাওয়া
হাত টান	চুরির অভ্যাস
অক্কা পাওয়া	মারা যাওয়া
ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ঘটনা
ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া	মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা
হস্তিমূর্খ	ভীষণ বোকা
ঠোঁট কাটা	স্পষ্টভাষী
ঝোপ বুঝে কোপ মারা	সুযোগ মতো কাজ করা
অঞ্চল প্রভাব	স্ত্রীর প্রভাব
গোবৈদ্য	হাতুড়ে ডাক্তার
কাপুড়ে বাবু	ভণ্ড

CamScanner

ঘন্টাগরুড়	অকর্মণ্য লোক
চর্বিত চর্বণ	পুনরাবৃত্তি
চোখের বালি	চক্ষুশূল
অর্ধচন্দ্র	গলা/ঘাড় ধাক্কা
ডুমুরের ফুল	দুর্লভ বস্তু/অদৃশ্য বস্তু
হাতের পাঁচ	শেষ সম্বল
দূর্বা গজানো	অত্যন্ত অলস
কুল কাঠের আগুন	তীব্র জ্বালা
থইথই	প্লাবন /পরিপূর্ণ
তীর্থের কাক	প্রতীক্ষারত
গড্ডলিকা প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ
গুড়ে বালি	আশায় নৈরাশ্য
টইটম্বুর	ভরপুর
বুদ্ধির ঢেঁকি	নিরেট মূর্খ
বালির বাঁধ	ক্ষণস্থায়ী
অকাল কুষ্মাণ্ড	অপদার্থ
উলুখাগড়া	গুরুত্বহীন লোক
গাছপাথর	হিসাব নিকাশ
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী
নয় ছয়	অপচয়
কাঠের পুতুল	নির্জীব
আমড়া কাঠের ঢেঁকি	অপদার্থ
ইতর বিশেষ	পার্থক্য
নয়ছয়	অপচয়
অরণ্যে রোদন	নিষ্ফল আবেদন
আট কপালে	হতভাগ্য
হাতির পাঁচ পা দেখা	অহংকার বোধ করা
ভিজে বিড়াল	কপটচারী
অন্ধিসন্ধি	ফাঁকফোকর
কচু পোড়া	অখাদ্য
চক্ষের পুতলি	আদরের ধন
জিলাপির প্যাঁচ	কুটিলতা
তুবড়ি ছোটা	বেশি কথা বলা
আটাশে ছেলে	দুর্বল ছেলে
ঝাঁকের কই	একই দলের লোক
তুলসী বনের বাঘ	ভণ্ড
ঘর থাকতে বাবুই ভেজা	সুযোগ থাকতে কষ্টভোগ
শিরে সংক্রান্ত	আসন্ন বিপদ
ঘটিরাম	অপদার্থ
সপ্তমে চড়া	চরম উত্তেজনা
আদাড়ের হাড়ি	সামান্য লোক

গুরুচণ্ডালী	উঁচু-নিচুর সহবস্থান
চাঁদের হাট	আনন্দের প্রাচুর্য
শিরে সংক্রান্তি	সামনেই/আসন্ন বিপদ
জোর-কপাল	সৌভাগ্য
তুলসি বনের বাঘ	ভণ্ড
ঢাকের কাঠি	তোষামদে
ঝাঁকের কৈ	একই দলভুক্ত
তাল পাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী
উজানের কই	সহজলভ্য
ঝড়ো কাক	বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি
জগাখিচুড়ি	বিশৃঙ্খল
আঁতে ঘা	মনে আঘাত দেওয়া
উড়নচণ্ডী	অমিতব্যয়ী
কংস মামা	নির্মম আত্মীয়
ছা-পোষা	অত্যন্ত গরিব
জগাখিচুড়ি	বিশৃঙ্খলা
চিনে জোঁক	নাছোড়বান্দা
ভুঁইফোঁড়	নতুন আগমন
ঊনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি
শাপে বর	অনিষ্টে ইষ্ট লাভ
ভূষণ্ডির কাক	দীর্ঘজীবী
উজানের কই	সহজলভ্য
আমড়াগাছি করা	প্রতারণাপূর্ণ তোষামোদ
আদায় কাঁচকলায়	শত্রুতা
কাঁঠালের আমসত্ত্ব	অসম্ভব বস্তু
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়
ছেলের হাতের মোয়া	সহজলভ্য বস্তু
বাঁ হাতের ব্যাপার	ঘুষ গ্রহণ
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু
অন্ধের যষ্টি	একমাত্র অবলম্বন
কালপাতলা	সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ
ঘুঘু চরানো	সর্বনাশ করা
ছাই ছাপা আগুন	অপ্রকাশিত প্রতিভা
গৌরচন্দ্রিকা	ভূমিকা
শরতের শিশির	সুসময়ের বন্ধু/ ক্ষণস্থায়ী
পাথরে পাঁচকিল	অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন
অকাল বোধন	অসময়ে আবির্ভাব
অজগর বৃত্তি	আলসেমি
ইন্দ্রপতন	বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু
উকর ধাকর	এলোপাথাড়ি

CamScanner

ননীর পুতুল	শ্রমবিমুখ
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি
সুলুক সন্ধান	খোঁজখবর
ডাকাবুকো	নির্ভীক/দুরন্ত
চোখের চামড়া	লজ্জা
অকালকুষ্মাণ্ড	অপদার্থ
কথার কথা	গুরুত্বহীন কথা
ত্রিশঙ্কু অবস্থা	উভয় সংকট
টুপ ভুজঙ্গ	নেশায় বিভোর
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত	মারা যাওয়া
ভূষণ্ডির কাক	দীর্ঘজীবী
এসপার ওসপার	মীমাংসা
উড়োচিঠি	বেনামি পত্র
গোঁফ খেজুরে	নিতান্ত অলস
কড়ায় গন্ডায়	সম্পূর্ণ, পুরোপুরি
খাবি খাওয়া	হিমশিম খাওয়া
লেজে গোবরে	বিশৃঙ্খলা
ছ-কড়া ন-কড়া	সস্তা দর
সাপের পাঁচ পা দেখা	অহংকার
আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ	হঠাৎ বড়লোক
ইঁদুর কপালে	নিতান্ত মন্দ ভাগ্য
সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন
ভূতের বেগার	নিষ্ফল পরিশ্রম
রাবনের চিতা	চির অশান্তি
কাক ভূষণ্ডি	দীর্ঘজীবী
ক অক্ষর গো মাংস	সম্পূর্ণ মূর্খ
তুষের আগুন	দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা
আবোল-তাবোল	অর্থহীন বাক্য
আক্কেল গুড়ুম	হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত
উনপাজুরে	অপদার্থ/দুর্বল
কেউ কেটা	সামান্য
ওজন বুঝে চলা	আত্মসম্মান রক্ষা করা
চোখ বুঁজে থাকা	ভূমিকা না রাখা
ভূঁইফোঁড়	নতুন আগমন
কিস্তিমাত করা	সফলতা লাভ
গরম গরম	তৎক্ষণাৎ
কলুর বলদ	একটানা খাটুনি
ভূইঁফোঁড়	অর্বাচীন/ হঠাৎ ধনী
পর্বতের মূষিক প্রসব	বিরাট সম্ভাবনার সামান্য প্রাপ্তি

চক্ষু দান করা	চুরি করা
আঠার আনা	পুরোপুরি
কানকাটা	বেহায়া
পায়াভারী	অহংকার
দক্ষিণ হস্ত	প্রধান সহযোগী
যক্ষের ধন	কৃপণের কড়ি
মনিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন
ভূতের বেগার	অযথা শ্রম
কলির সন্ধ্যা	কষ্টের শুরু
অদৃষ্টের পরিহাস	ভাগ্যের খেলা
ভাঁড়ে ভবানী	শূন্য
অতি দর্পে হত লঙ্কা	অহংকারে পতন
আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া	উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব
আরশির মুখে পড়শিকে দেখি	নিজের মত অন্যকে ভাবা
দক্ষিণে হাওয়া দেওয়া	কোন দায়িত্ব না রাখা
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	বুড়োর ভীমরতি
তালকানা	বেতাল হওয়া/কাণ্ডজ্ঞানহীন
শাখের করাত	উভয় সংকট
ভূতের বেগার	অযথা শ্রম
ছকড়া নকড়া	সস্তা দর
হাড় হাভাতে	হতভাগ্য
ব্যাঙের আধুলি	সামান্য সম্পদ
গোঁয়ার গোবিন্দ	নির্বোধ অথচ হঠকারী
এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো	একই স্বভাবের
মন না মতি	অস্থির মানব মন
শ্রীঘর	জেলখানা
অষ্টকপাল	হতভাগ্য
ইঁদুর কপালে	মন্দভাগ্য
কপোল কল্পনা	মনগড়া কথা
চিনির বলদ	নিষ্ফল পরিশ্রম
মাথা খাওয়া	শপথ করা
বক ধার্মিক	ভণ্ড সাধু
ভিটায় ঘুঘু চড়ানো	সর্বস্বান্ত/সর্বনাশ করা
পগার পার	পালানো
কিল খেয়ে হজম	অপমান গোপন করা
কেবলা হাকিম	অনভিজ্ঞ
ঘাট মানা	দোষ স্বীকার করা
শিয়রে শমন	মৃত্যু আসন্ন
অমৃতে অরুচি	দামি জিনিসের প্রতি

CamScanner

	বিতৃষ্ণা
আটকপালে	হতভাগ্য
শাঁখের করাত	উভয় সংকট
টাকার গরম	বিত্তের অহংকার
কচুবনের কালাচাঁদ	অপদার্থ
কৈ মাছের প্রাণ	দীর্ঘজীবী
বিসমিল্লায় গলদ	শুরুতেই ভুল
ঝাঁকের কৈ	একই দলভুক্ত
মানিক জোড়	অন্তরঙ্গ
পত্রপাঠ	তৎক্ষণাৎ/অবিলম্বে
খোদার খাসি	হৃষ্টপুষ্ট ভাবনাহীন ব্যক্তি
মিছরির ছুরি	মুখে মধু অন্তরে বিষ
খয়ের খাঁ	চাটুকার
কাক নিদ্রা	অগভীর সতর্ক নিদ্রা
চশমখোর	নির্লজ্জ
কাছাঢিলা	অসাবধান
কাঁচা পয়সা	নগদ অর্থ
বসন্তের কোকিল	সুসময়ের বন্ধু
ছক কাটা	পূর্ব পরিকল্পনা
জলযোগ	হালকা খাবার
অকূল পাথার	ভীষণ বিপদ
নেই আঁকড়া	একগুয়ে
ভাঁড়ে মা ভবানী	নিঃস্ব অবস্থা
বিন্দু বিসর্গ	সামান্য সম্পদ
ভরাডুবি	সর্বনাশ
কলমের এক খোঁচা	লিখিত আদেশ
অকড়িয়া	ধনহীন
আড়ংঘাটা	খেয়াঘাট
আকাশ ধরা	বৃষ্টি বন্ধ হওয়া
এক ডাকের পথ	কাছাকাছি
টেন্ডাই মেন্ডাই	রাগে আস্ফালন
অবস্থার দাস	পরিস্থিতির শিকার
ধর লক্ষ্মণ	অতি অনুগত
লেজে খেলানো	চাতুরি করা
নবমীর দশা	মূর্ছা
গোঁফ খেজুরে	নিতান্ত অলস
ষোলকলা	সম্পূর্ণ
গভীর জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি
তোলা হাঁড়ি	গম্ভীর
গাঁ করা	উদ্যোগী হওয়া
টি টি পড়া	কলঙ্ক

কুয়োর ব্যাঙ	সীমাবদ্ধ জ্ঞান
ভূঁইফোঁড়	অর্বাচীন
অষ্টমঙ্গলা	আনন্দের রেশ থাকাবস্থায়
উনপাঁজুরে	অপদার্থ/দুর্বল
ষন্ডামার্কা	দুর্বৃত্ত
ইনিয়ে বিনিয়ে	ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
রুই কাতলা	নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি
সাতেও নেই পাঁচেও নেই	নির্লিপ্ত
পান্তা ভাতে ঘি	অপব্যবহার
অঙ্কুশ তাড়না	অন্তর্গত আঘাত
রাশভারি	গম্ভীর প্রকৃতি
বাহাত্তরে ধরা	মতিচ্ছন্ন হওয়া
আগরম বাগড়ম	অর্থহীন কথা
অষ্টরম্ভা	ফাঁকি দেওয়া
অন্তর টিপুনি	গোপন ব্যথা
কচ্ছপের কামড়	নাছোড়বান্দা
নদের চাঁদ	সুন্দর কিন্তু অপদার্থ
অগত্যা মধুসূদন	অনন্যোপায় হয়ে
এক ঘরে গিন্নি	কর্তৃত্ব
ছকড়া নকড়া	সস্তা দর
অকাল বার্ধক্য	পরিণত বয়সের আগেই জরাগ্রস্ত
আকাশ বাণী	দৈববাণী
গুরু ভাই	একই গুরুর শিষ্য
চিত্তদাহ	মানসিক অশান্তি
দমবাজ	ধাপ্পাবাজ
কানে তোলা	কর্ণগোচর করা/ শোনানো
পাগলা ঘন্টি	বিপদের ঘন্টি
কচ্ছপের কামড়	নাছোড়বান্দা
টাকার শ্রাদ্ধ	অর্থের অপব্যয়
জইফি হাল	দুর্বল অবস্থা

নমুনা প্রশ্ন

১. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (সমাজসেবা অধিদপ্তর-২০১২/কম্পিউটার অপারেটর) ৫
ক) আকাশ কুসুম খ) চাঁদের হাট গ) অকাল কুষ্মাণ্ড
ঘ) ইঁদুর কপালে ঙ) কাঁঠালের আমসত্ত্ব

২. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (শিক্ষা মন্ত্রণালয়-২০১৫/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ৫
ক) আদায় কাঁচকলায় খ) আঠার মাসে বছর গ) তামার বিষ
ঘ) গোঁফে খেজুরে ঙ) দুধের মাছি

৩. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-২০১৭/ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর) ৬
ক) ফেল কড়ি মাখো তেল খ) অংকুশ তাড়না গ) ভেক ধরা
ঘ) কড়িকাঠ গোনা ঙ) কলমির ঝাড় চ) কেতা দুরস্ত

৪. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-২০১৮/ অফিস সহ. কাম-কম্পি. মুদ্রা.) ৫
ক) শিরে সংক্রান্তি খ) মাছের মা গ) তোলা হাড়ি
ঘ) পত্রপাঠ ঙ) শিবরাত্রির সলতে

৫. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-২০১৯/ অফিস সহকারী কাম-কম্পি. মুদ্রা.) ৫
ক) এক কাঁড়ি খ) বামুনের গরু গ) ঝড়োকাক
ঘ) হাতভার ঙ) গড্ডলিকা প্রবাহ

৬. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর-২০২০/অডিটর) ৫
ক) কাষ্ঠ হাসি খ) বিদুরের খুদ গ) শিরে সংক্রান্ত
ঘ) লম্বা দেওয়া ঙ) ডামাডোল

৭. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (সমাজসেবা অধিদপ্তর-২০২০/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর) ৫
ক) আক্কেল সেলামী খ) একাদশে বৃহস্পতি গ) গড্ডলিকা প্রবাহ
ঘ) জিলাপীর প্যাঁচ ঙ) গোঁফ খেজুরে

৮. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (জাতীয় নদীরক্ষা কমিশন-২০২১/সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর) ৫
ক) গোড়ায় গলদ খ) চোখের পর্দা গ) কৈ মাছের প্রাণ
ঘ) ঠোঁটকাটা ঙ) বক ধার্মিক

৯. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (নিপোর্ট-২০২১/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ৫
ক) উনপাঁজুরে খ) কাকভূষণ্ডি গ) ঢাকের কাঠি
ঘ) অক্কা পাওয়া ঙ) টাকার গরম

১০. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-২০২২/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ৫
ক) ঈদের চাঁদ খ) লেফাফা দুরস্ত গ) অকাল কুষ্মাণ্ড
ঘ) ইতর বিশেষ ঙ) ননীর পুতুল

১১. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-২০২৩/ক্যাশিয়ার) ৫
ক) আক্কেল সেলামী খ) ব্যাঙের সর্দি গ) নদের চাঁদ
ঘ) গোঁফ খেজুরে ঙ) গা করা

১২. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-২০২৪/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর) ৫
ক) অজগর বৃত্তি খ) আড়ংঘাটা গ) ইন্দ্রপতন
ঘ) উকর ধাকর ঙ) চিনে জোঁক

CamScanner

৭

একই শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

মুখ

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
সম্মান বাঁচানো (মুখ রক্ষা)	এ ছেলে বংশের মুখ রক্ষা করবে
গালমন্দ করা	শুধু শুধু ছেলেটাকে মুখ করছ কেন?
গালিগালাজের আরম্ভ	এবার গিন্নির মুখ ছুটেছে।
মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া (মুখ ধরা)	টক খেয়ে মুখ ধরে আসছে।
অনুগ্রহ লাভ করা	সৃষ্টিকর্তা মুখ তুলে চাইলে অবশ্যই ব্যবসায় লাভ হবে।
অঙ্গ বিশেষ	তোমার মুখের গড়নটা সুন্দর।
প্রবেশপথ	গ্রামের মুখেই দোকানটা
কথা	মুখে মধু অন্তরে বিষ
ক্ষমতা	যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা

হাত

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
দক্ষতা /অভ্যস্থ (হাত আসা)	কাজ করতে করতেই কাজে হাত আসবে
কার্যে বিরতি (হাত গুটান)	হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন?
আয়ত্তে আনা (হাত করা)	সাহেবকে হাত করতে পারলেই কাজ হবে।
হস্তচ্যুত (হাত ছাড়া)	টাকাগুলো হাত ছাড়া করো না।
প্রভাব (হাত থাকা)	এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই।
অবিলম্বে (হাতে হাতে)	হাতে হাতে এ কাজের ফল পাবে
শিক্ষা শুরু (হাতে খড়ি)	রূপমের হাতে খড়ি হয়েছে।
স্বহস্তে (হাতে কলমে)	হাতে কলমে শিক্ষা কেতাবি শিক্ষার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী
শেষ সম্বল (হাতের পাঁচ)	এ টাকা ছিল আমার হাতের পাঁচ।

মাথা

(আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-২০১৯/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
মিলন স্থল	রাস্তার মাথায় তার সঙ্গে দেখা।
রাগান্বিত হওয়া (মাথা গরম করা)	মাথা গরম করে আর কী হবে?
হঠাৎ ক্রোধবশত	রাগের মাথায় কথাটা বলেছি।
লজ্জায় মাথা নিচু করা (মাথা হেট করা)	মাথা হেঁট হবে কেন?
গর্বভরে চলা	মাথা উচুঁ করেই চলতে চাই।
অঙ্গ বিশেষ	তার মাথায় চুল নেই।
প্রধান	তুমি কি সমাজের মাথা হতে চাও?

CamScanner

রোগ	আমার মাথা ব্যথা করছে।
চূড়া	গম্বুজের মাথায় উঠো না।
সসম্মানে	আমি তোমায় মাথায় করে রাখব।

কাঁচা

(কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট,সিপাই/২০২৪)

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
অপরিপক্ব	গাছের আমগুলো এখনও কাঁচা।
অপূর্ণ	কাঁচা ঘুমে জাগিয়ো না।
অদক্ষ	ছেলেটার বুদ্ধি কাঁচা।
অপ্রাপ্ত বয়স্ক (কাঁচা বয়স)	ছেলেটার কাঁচা বয়েস।
অল্প জ্ঞান	মেয়েটা অঙ্কে কাঁচা।
কালো	বৃদ্ধলোকদের চুল কাঁচা থাকে না।
নিখাদ	তার আংটিটি কাঁচা সোনায় তৈরি।

পড়া

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-২০১৯/তদন্ত কর্মকর্তা

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
পাঠ করা	রিপা মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করে
চোখে পড়া/ দেখা	চোরটি আমার চোখে পড়েছিল
পাল্লায় পড়া	বখাটে ছেলেদের পাল্লায় পড়ে সে নষ্ট হয়েছে
চেষ্টা করা	মানিক পরীক্ষায় ভালো ফলের আশায় উঠে পড়ে লেগেছে
নতিস্বীকার	মাতাব্বর সাহেবের পায়ে পড়ে তিনি ক্ষমা চাইলেন

পাকা

মৎস অধিদপ্তর-২০১৮/কম্পিউটার অপারেটর/ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর-২০২৩/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
পরিপক্ব	পাকা আমগুলো খেতে খুব মজা।
ইঁটের তৈরি	পাকা রাস্তা দিয়ে যাও।
দক্ষ	এটা পাকা হাতের কাজ।
পুরোপুরি	পাকা দু'মাস কলেজ ছুটি।
অসুখ	তোমার কি কান পেকেছে?
সাদা	এত অল্প বয়সে তোমার চুল পেকেছে?
অভিজ্ঞ	সে অঙ্কে পাকা।

ধরা

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
স্পর্শ করা	আমার হাত ধর।
সহযোগিতা	আমার হাত ধরেই সে আজ এতদূর এগিয়েছে।

যন্ত্রণা	বড্ড মাথা ধরেছে।
দায়িত্ব নেওয়া	রিপন সাহেব এতিম ছেলেটার ম্যাও ধরেছে।
একগুঁয়েমি	সারাদিন কাজ করতে করতে আমার গোঁ ধরেছে।
নির্ধারণ	তুমি নিজে থেকে একটা দাম ধরে দাও।
নিয়ন্ত্রণ	সবাই দেখছি ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।

গা

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
শরীর	গা ব্যথা করছে।
মনোযোগ (গা লাগা)	কাজে গা লাগাও।
দম্ভ	গায়ের জোর দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চাও?
গ্রাহ্য করা	ও কথা গায়ে মেখো না।
অভ্যস্ত	অন্যায় এখন গা সওয়া হয়ে গেছে।
অনুভূত হওয়া (গায়ে লাগা)	গা- য়ে বাতাস লাগছে।

সংগৃহীত

অঙ্ক

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
সংখ্যা	টাকার অঙ্ক কত হবে?
আঁক	অঙ্কটা কষ
চিহ্ন	পদাঙ্ক অনুসরণ কর
কোল	শিশুটিকে অঙ্কে নিয়ে জননী আদর করছেন।
নাটকের প্রধান পরিচ্ছেদ	এই নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি খুব করুণ।

গুণ

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
ধর্ম	দ্রব্যের গুণ জানতে হয়।
ক্রিয়া	ওষুধে গুণ করেছে।
উৎকর্ষ	তুমি তো নিজের গুণকীর্তন করছ।
দড়ি	মাঝিরা নৌকার গুণ টেনে এসেছে।
উপকার	শিক্ষার গুণ অনেক।
গণনা করা	টাকাগুলো গুণে নাও।

CamScanner

পক্ষ

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
দল	তুমি কোন পক্ষে?
মাসার্ধ	দুই পক্ষ নিয়ে এক মাস।
চাঁদের ক্ষয়/ বৃদ্ধি কাল	এখন শুক্লপক্ষ।
পাখির ডানা	যাদের পক্ষ আছে তাদের পাখি বলে।
বিয়ে সংখ্যা	ছেলেটি তার প্রথম পক্ষের সন্তান।

কথা

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
তর্ক	কথায় শাকিলের সাথে পারা যাবে না।
গল্প	আজ মোড়লের বাড়িতে লায়লী মজনুর কথা হবে।
অনুরোধ	তুমি আমার কথা রেখো।
প্রতিশ্রুতি	কথা দিলাম দু'হাজার টাকা দেব।
ভাষা	স্বদেশী কথা অত্যন্ত মধুর লাগে।

চোখ

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
অঙ্গবিশেষ	আমরা চোখ দিয়ে দেখি।
দৃষ্টি	ওকে চোখে চোখে রেখো।
সতর্কতা	চোখ কান খোলা রেখো।
ঈর্ষা হওয়া	আমার উন্নতিতে তোমার চোখ টাটায় কেন?
লজ্জা	তার চোখের চামড়া নেই

নাক

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
অঙ্গবিশেষ	নাকে শুঁকে দেখো।
লজ্জাজনক শাস্তি	বেটার নাকে খত দিয়ে ছেড়ে দাও।
ক্ষতি স্বীকার	নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে চাও?
অবজ্ঞা করা	সব ব্যাপারে নাক সিঁটকানো ভালো নয়।
অনধিকার চর্চা	আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসোনা।
শব্দ করা	ঘুমালে অনেকের নাক ডাকে।

রাখা

অর্থ	বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ
স্থাপন করা	জিনিসগুলো জায়গায় রেখে দাও।
নামকরণ	শিশুটির নাম রাখা হয়েছে 'মমিন'।
রক্ষা করা	তুমিই আমার মান রেখেছ।
জমা রাখা	ব্যাংকে টাকা রাখা নিরাপদ।
অনুরোধ রক্ষা করা	দয়া করে আমার কথা রাখুন।
আশীর্বাদ করা	আমার মাথায় হাত রাখ।
সন্তুষ্ট করা	তোমার মন রাখতেই এত কষ্ট করছি।

CamScanner

৮

বানান শুদ্ধি

১। প্রত্যয় অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনস্থ	অধীন
অসহানীয়	অসহনীয়, অসহ্য
আবশ্যকীয়	আবশ্যক
অর্থনৈতিক	আর্থনীতিক
উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত
একত্রিত	একত্র
ঐক্যতান	ঐকতান
ঐক্যমত	ঐকমত্য
করিতকর্মী	করিতকর্মা
গণ্যনীয়	গণ্য/গণনীয়
গ্রাহ্যনীয়	গ্রাহ্য
ঘূর্ণীয়মান	ঘূর্ণায়মান
জ্ঞানমান	জ্ঞানবান
তদৃষ্টে	তদ্দর্শনে
দৌরাত্ম	দৌরত্ম্য
দুরাবস্থা	দুরবস্থা
দোষণীয়	দূষণীয়
নির্গুণিতা	নির্গুণতা
নির্দোষিতা	নির্দোষতা
পরিতাজ্য	পরিত্যাজ্য
পুজ্যনীয়	পূজনীয়
পুজ্য	পূজ্য
পুষ্কর্ণী	পুষ্করিণী
বিবাদমান	বিবদমান
বাহ্যিক	বাহ্য
বৈচিত্র	বৈচিত্রা
ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
মহাত্ম	মহাত্ম্য
মহত্ব	মহত্ত্ব
সত্বা	সত্তা
সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রমশালী
সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য
স্বত্ত্ব	স্বত্ব
স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য

২। তা ও ত্ব প্রত্যয়ের অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধৈর্যতা	অধৈর্য, অধীরতা
অপকর্ষতা	অপকর্ষ,
আলস্যতা	আলস্য, অলসতা
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা
ঐক্যতা	ঐক্য, একতা
কার্পণ্যতা	কার্পণ্য, কৃপণতা
গাম্ভীর্যতা	গাম্ভীর্য, গম্ভীরতা
চাঞ্চল্যতা	চাঞ্চল্য, চঞ্চলতা
চাতুর্যতা	চাতুর্য, চতুরতা
চাপল্যতা	চাপল্য, চপলতা,
দারিদ্র্যতা	দারিদ্র্য, দারিদ্র,দরিদ্রতা,
দৈন্যতা	দৈন্য, দীনতা
দ্বৈততা	দ্বৈত
দৌর্বল্যতা	দৌর্বল্য, দুর্বলতা
ধৈর্যতা	ধৈর্য, ধীরতা
প্রসারতা	প্রসার
পৌরুষত্ব	পৌরুষ, পুরুষত্ব
বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা
বৈচত্র্যতা	বৈচত্র্য, বিচিত্রতা
বৈশিষ্ট্যতা	বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্টতা
বৈষম্যতা	বৈষম্য, বিষমতা
ভারসাম্যতা	ভারসাম্য, ভারসমতা
মাধুর্যতা	মাধুর্য, মধুরত
মৈত্রতা	মৈত্র, মিত্রতা
মৌনতা	মৌন
লাঘবতা	লাঘব, লঘুতা
সুখ্যতা	সুখ্য
সারল্যতা	সারল্য, সরলতা
সাদৃশ্যতা	সাদৃশ্য, সদৃশতা
সামর্থ্যতা	সামর্থ্য, সমর্থতা
সৌজন্যতা	সৌজন্য, সুজনতা
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য, সুন্দরতা
সৌহার্দ্যতা	সৌহার্দ্য
স্বাতন্ত্র্যতা	স্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্রতা

CamScanner

৩। সন্ধি বিষয়ক অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনাটন	অনটন
অধঃগতি	অধোগতি
অদ্যাবধি	অদ্যাবধি
অদ্যাপি	অদ্যাপি
আষাঢ়ন্ত	আষাঢ়ান্ত
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত, উপরিউক্ত
উপর্যপরি	উপর্যুপরি
এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
কিম্বা	কিংবা
কিম্বদন্তি	কিংবদন্তী
চক্ষুন্মীলন	চক্ষুরুন্মীলন
জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
জগৎবন্ধু	জগবন্ধু
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্টি
দুরাবস্থা	দুরবস্থা
পৃথকন্ন	পৃথগন্ন
বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
মুখছবি	মুখচ্ছবি
বক্ষোপরি	বক্ষ-উপরি
বিপদোধধার	বিপদুদ্ধার
যশেজ্ঞা	যশ-ইচ্ছা
বহ্নুৎসব	বহ্নুৎসব
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
ব্যাবধান	ব্যবধান
ব্যপার	ব্যাপার
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
মরুদ্যান	মরূদ্যান
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
মন্তোষ	মনন্তোষ
মনরথ	মনোরথ
মনমোহন	মনোমোহন
জগচন্দ্র	জগৎচন্দ্র
বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী
তেজচন্দ্র	তেজশ্চন্দ্র
তিরষ্কার	তিরস্কার
নিরস	নীরস
নিরোগ	নীরোগ
পশ্বাধম	পশ্বধম
মৃত্যোত্তীর্ণ	মৃত্যুত্তীর্ণ
মনযোগ	মনোযোগ
মনান্তর	মনোন্তর
যশলাভ	যশোলাভ
যশগ্রভা	যশঃপ্রভা
শিরোপরি	শিরউপরি
শরদেন্দু	শরবিন্দু
শরচন্দ্র	শরচ্চন্দ্র
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর
সন্মুখ	সম্মুখ
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর

৪। সমাস বিষয়ক অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অর্ধরাত্রি	অর্ধরাত্র
অহর্নিশি	অহর্নিশ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র
আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ
আমরণ পর্যন্ত	আমরণ
আজানু পর্যন্ত লম্বিত	আজানুলম্বিত
নিষ্পাপী	নিষ্পাপ
নিরপরাধী	নিরপরাধ
নীর্দোষী	নির্দোষ
নিষ্কলঙ্কী	নিষ্কলঙ্ক
নির্ধনী	নির্ধন
নীরোগী	নীরোগ
নির্বিরোধী	নির্বিরোধ
আরোহীগণ	আরোহিগণ
কালীদাস	কালিদাস
গুণীগণ	গুণিগণ
দেবীদাস	দেবিদাস
যোগীবৃন্দ	যোগিবৃন্দ
শশীভূষণ	শশিভূষণ
স্বামীপুত্র	স্বামিপুত্র
স্থায়ীভাবে	স্থায়িভাবে
চণ্ডিদাস	চণ্ডীদাস

CamScanner

মৃগনয়নী	মৃগনয়না
সুলোচনী	সুলোচনা
সুকণ্ঠিনী	সুকণ্ঠি, সুকণ্ঠা
শ্বেতাঙ্গিনী	শ্বেতাঙ্গী, শ্বেতাঙ্গা
মহারাজা	মহারাজ
মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ
রাজাগণ	রাজগণ
সতর্কিত	সতর্ক
সশঙ্কিত	সশঙ্ক, শঙ্কিত
সাবহিত	অবহিত
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ
সক্ষম	ক্ষম
সাপরাধী	অপরাধী
সানন্দিত	আনন্দিত
সবিনয়পূর্বক	বিনয়পূর্বক, সবিনয়ে
সপ্রণত	প্রণত
গৃহীতা	গ্রহীতা
পিতামাতা	মাতাপিতা
ভ্রাতাস্পুত্র	ভ্রাতুস্পুত্র
বীনাপানি	বীণাপাণি
মাতাজাতি	মাতৃজাতি
ভ্রাতাবৃন্দ	ভ্রাতৃবৃন্দ
পিতাহারা	পিতৃহারা
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার
দিবারাত্রি	দিবারাত্র
নিরভিমানী	নিরভিমান

৫। সমার্থ শব্দের বাহুল্যজনিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি, অদ্যও
অশ্রুজল	অশ্রু
অন্নকাপড়	অন্নবস্ত্র
আগতকল্য	আগমীকল্য
আপ্রাণ	প্রাণপণ
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত, অধীন
আরক্তিম	আরক্ত, রক্তিম
কেবলমাত্র	কেবল, মাত্র
কদাপিও	কদাপি
কল্যাণবর	কল্যানীবর
কৌমারাবস্থ	কৌমার, কুমারাবস্থা
মড়াদাহ	শবদাহ
শবপোড়া	মড়াপোড়া
সমতুল্য	সম, তুল্য
তথাপিও	তথাপি
যদ্যপিও	যদ্যপি
প্রবীণ বৃক্ষ	প্রাচীনবৃক্ষ
বিবিধপ্রকার	বিবিধ
শুধুমাত্র	শুধু, মাত্র
সমূলসহ	সমূল, মূলসহ
সময়কাল	সময়, কাল
সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি, বুদ্ধিমান
সুস্বাগত	স্বাগত
সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য
প্রয়োজনীয়তা	প্রয়োজন
সঠিক	ঠিক

৬। উৎকর্ষবাচক তর, তম প্রত্যয়জনিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কনিষ্ঠতর	কনিষ্ঠ
কনিষ্ঠতম	কনিষ্ঠ, সর্বকনিষ্ঠ
গরিষ্ঠতর, গরিষ্ঠতম	গরিষ্ঠ
পাপিষ্ঠতর, পাপিষ্ঠতম	পাপিষ্ঠ
বলিষ্ঠতর, বলিষ্ঠতম	বলিষ্ঠ
লঘিষ্ঠতর, লঘিষ্ঠতম	লঘিষ্ঠ
শ্রেষ্ঠতর	শ্রেষ্ঠ
শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ

৭। লিঙ্গ ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনাথিনী	অনাথা
অধীনী	অধীনা
অপ্সরী	অপ্সরা
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী
অভাগিনী	অভাগা
গোপিনী	গোপী
চাতকিনী	চাতকী
চতুর্থা	চতুর্থী
ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গা
বিষহরী	বিষহরা
শিষ্যাণী	শিষ্যা

CamScanner

শূদ্রাণী	শূদ্রা, শূদ্রী
দিগম্বরী	দিগম্বরা
নিরাপরাধিনী	নিরাপরাধা
নির্দোষিণী	নির্দোষা
পণ্ডিতানী	পণ্ডিতা
নাগিনী	নাগী
পিশাচিনী	পিশাচী
বন্দিনী	বন্দী
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী
বৈবাহিকা	বৈবাহিকী
রজকিনা	রজকী, রজকিনী
সর্পিনী	সর্পী
সুকেশীনী	সুকেশী, সুকেশা, সকেশিনী

৮। বচন ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকল ছাত্ররা	সকল ছাত্র, সব ছাত্র, ছাত্ররা
সকল শিক্ষকগণ	সকল শিক্ষক, শিক্ষকগণ
সকল পরীক্ষকগণ	সকল পরীক্ষক, পরীক্ষকগণ
সব মোবাইলগুলি	সব মোবাইল, মোবাইলগুলি
একশ' বালকগণ	একশ' বালক
ব্রাহ্মণগণেরা	ব্রাহ্মণগণ
যাবতীয় লোকসমূহ	যাবতীয় লোক
যাবতীয় ভদ্রমহোদয়গণ	যাবতীয় ভদ্রমহোদয়, ভদ্রমহোদয়গণ
সুন্দর সুন্দর কলমগুলি	সুন্দর কলম, সুন্দর সুন্দর কলম
নানাবিধ পক্ষীগণ	নানাবিধ পক্ষী
প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ	প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

৯। কোন শব্দের শেষে যদি 'ী' থাকে এবং তার পরে যদি ত্ব, তা, নী, সভা, পরিষদ, ভাব, ভাবে, তত্ত্ব, বিদ্যা, জগৎ, বাচক ইত্যাদি যোগ হয় তবে ওই শব্দের শেষের ঈ-কার 'ী' হয়ে যাবে।

অধিকারী	ত্ব যোগ	অধিকারিত্ব
একাকী		একাকিত্ব
কৃতী		কৃতিত্ব
দায়ী		দায়িত্ব
মন্ত্রী		মন্ত্রিত্ব
স্বায়ী		স্বায়িত্ব
নারী		নারীত্ব (নিয়ম খাটে না)
উপকারী	তা যোগ	উপকারিতা
প্রতিদ্বন্দ্বী		প্রতিদ্বন্দ্বিতা
প্রতিযোগী		প্রতিযোগিতা
পারদর্শী		পারর্শিতা
মনোযোগী		মনোযোগিতা
অধিকারী	নী, ণী যোগ	অধিকারিণী
আরোহী		আরোহিণী
হস্তী		হস্তিনী
মায়াবী		মায়াবিনী
সহধর্মী		সহধর্মিণী
সভা, পরিষদ, ভাব, তত্ত্ব, বিদ্যা, জগৎ, বাচক যোগ		
প্রাণী	প্রাণিজ, প্রাণিজগৎ, প্রাণিত্ব, প্রাণিবিদ, প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান	
পরীক্ষার্থী	পরীকার্থিগণ, পরীক্ষর্থিবৃন্দ	
মন্ত্রী	মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিদপ্তর	
স্থায়ী	স্থায়িত্ব, স্থায়িকাল, স্থায়িভাবে	

১০। বিদেশি শব্দ,দেশ, ভাষা,ও জাতির নামের ক্ষেত্রে হ্রস্ব-ই কার বসবে।

বিদেশি শব্দ	দামি, আসামি, আমদানি, রপ্তানি, কারিগরি, সরকারি, বেকারি ইত্যাদি।
দেশ	আমেরিকা, আফগানিস্তান, ইতালি, গ্রিস, জার্মানি ইত্যাদি (ব্যতিক্রম: চীন, শ্রীলঙ্কা)
জাতি	বাঙালি, আফগানি, ইরানি, নেপালি, তুর্কি ইত্যাদি।
ভাষা	ইংরেজি, আরবি, গ্রিক, হিন্দি, স্প্যানিশ, ফারসি, ইত্যাদি (ব্যতিক্রম: চীনা)

১১। বিদেশি শব্দের বানানে (ষ, ণ, ছ, ড়, ঢ়) এই ৫টি বর্ণ ব্যবহার করা যাবে না।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইছলাম	ইসলাম
কর্ণেল	কর্নেল
খ্রিষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ
গভর্ণর	গভর্নর
পোষ্ট অফিস	পোস্ট অফিস
ব্যারিষ্টার	ব্যারিস্টার
ষ্টেশন	স্টেশন
ষ্টুডিও	স্টুডিও

CamScanner

ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট

১২। 'অদ্ভুত 'আর 'ভুতুড়ে' শব্দের ভুত ছাড়া সমস্ত ভূতই দীর্ঘ-উ কার হবে।

অভূতপূর্ব, অভিভূত, আর্বিভূত, উদ্ভূত, একীভূত, কিম্ভূত, ঘনীভূত, দ্রবীভূত ইত্যাদি।

১৩। ব- ফলা যুক্ত শব্দ

উচ্ছ্বাস, পক্ব, বিদ্বান, স্বত্ব, স্বায়ত্ত, স্বায়ত্তশাসন, স্বতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্য, সান্ত্বনা, স্বীকার, স্বচ্ছন্দ, মহত্ত্ব, উজ্জ্বল, শ্বশ্রূ

১৪। বিসর্গ (ঃ) যুক্ত শব্দ

অতঃপর, ইতঃপূর্বে, বয়ঃসন্ধি দুঃশাসন, দুঃসময়, দুঃসহ, দুঃসাধ্য, দুঃস্বপ্ন, নিঃসন্দেহ, প্রাতঃকাল, মনঃকষ্ট, মনঃক্ষুন্ন, শিরঃপীড়া, স্বতঃস্ফূত

১৫। আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে সর্বদা ই-কার হবে।

খেয়ালি, গীতালি, বর্ণালি, পূবালি, রূপালি, সোনালি, মিতালি ইত্যাদি।

ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন

১৬। নিচের শব্দসমূহে 'ঙ' ব্যবহৃত হবে 'ং' নয়।

অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, অঙ্গ, কঙ্কাল, শঙ্কা, শশাঙ্ক, আশঙ্কা

১৭। নিচের শব্দসমূহে 'ং' ব্যবহৃত হবে 'ঙ' নয়।

সংজ্ঞা, বংশ, হিংসা, অংশ, সংসার, বারংবার ইত্যাদি।

১৮। নিচের শব্দসমূহে 'ঙ' এবং 'ং' উভয়ই ব্যবহার করা যায়।

সঙ্গীত, সংগীত, রঙ, রং, অহঙ্কার, অহংকার, ভয়ঙ্কর, ভয়ংকর, সংঘটন, সঙ্ঘটন ইত্যাদি।

১৯। একই শব্দের দুটি বানানই শুদ্ধ এমন শব্দ:

দাদি, দাদী, হাতি, হাতী, শ্রেণি, শ্রেণী, পাখি, পাখী, বাড়ি, বাড়ী, গাড়ি, গাড়ী, বাঁশি, বাঁশী, সূচি, সূচী, কিশলয়, কিসলয়

বিবিধ শব্দ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
-অ-	
অংশীদারত্ব	অংশীদারিত্ব
অকস্মাৎ	অকস্মাৎ
অকালপক্ক	অকালপক্ব
অকুতভয়	অকুতোভয়
অগনিত	অগণিত
অগ্রীম	অগ্রিম
অঘ্রাণ	অঘ্রান
অতিষ্ট	অতিষ্ঠ
অচিন্ত্যনীয়	অচিন্তনীয়
অতিথী	অতিথি
অতিন্দ্রিয়	অতীন্দ্রিয়
অত্যাধিক	অত্যধিক
অদ্যবধি	অদ্যাবধি
অধীনস্ত	অধীন
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
অন্যোন্যপায়	অনন্যোপায়
অনিন্দসুন্দর	অনিন্দ্যসুন্দর
অনুকুল	অনুকূল
অনুমদিত	অনুমোদিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনূভুমিক	অনুভূমিক
অনুর্ধ্ব	অনূর্ধ্ব
অন্তকরণ	অন্তঃকরণ
অন্তঃসত্তা	অন্তঃসত্ত্বা
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
অন্যমনষ্ক	অন্যমনস্ক
অণ্বেষন	অন্বেষণ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
অপাংক্তেয়	অপাঙ্‌ক্তেয়
অপেক্ষমান	অপেক্ষমাণ
অবিভূত	অভিভূত
অভিমুখি	অভিমুখী
অভিসেক	অভিষেক
অবিহিত	অভিহিত
অভিপ্সা	অভীপ্সা
আব্যন্তরীণ	অভ্যন্তরীণ
অমানুসিক	অমানুষিক
অবিমৃস্যকারী	অবিমৃষ্যকারী
অবিসংবাদীত	অবিসংবাদিত
অপরিনামদর্শি	অপরিণামদর্শী
অজ্ঞাতকুলসীল	অজ্ঞাতকুলশীল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনুসঙ্গ	অনুষঙ্গ
অগ্নিষাৎ	অগ্নিসাৎ
অগ্নাশয়	অগ্ন্যাশয়
অগ্নিবীনা	অগ্নিবীণা
অদ্ভূত	অদ্ভুত
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী
অসূর্যম্পর্শা	অসূর্যম্পশ্যা
অলিক	অলীক
অসাঢ়	অসাড়
অহঃরহ	অহরহ
অঞ্জলী	অঞ্জলি
অতৃক্তি	অত্যুক্তি
অত্যান্ত	অত্যন্ত
অত্র অফিসে	এই অফিসে
অতিষ্ট	অতিষ্ঠ
অনিষ্ঠ	অনিষ্ট
অদিতী	অদিতি
অনুসূয়া	অনসূয়া
আসলে	এলে
-আ-	
আকষ্মিক	আকস্মিক
আত্মস্যাৎ	আত্মসাৎ
আমাবস্যা	অমাবস্যা
আঁকা বাকা	আঁকাবাঁকা
আধার	আঁধার
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
আক্রমন	আক্রমণ
আচরন	আচরণ
আটপৌড়ে	আটপৌরে
আঁড়াআড়ি	আড়াআড়ি
আনবিক	আণবিক
আদ্যপান্ত	আদ্যোপান্ত
আন্তরাষ্ট্রীয়	আন্তঃরাষ্ট্রীয়
আপোষ	আপস
আবির্বাব	আবির্ভাব
আবিস্কার	আবিষ্কার
আমদানী	আমদানি
আয়ত্ব	আয়ত্ত
আদ্র	আর্দ্র
আশীষ	আশিস

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আহ্নিক	আহ্নিক
আদ্যাক্ষর	আদ্যাক্ষর
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
আপদকালীন	আপৎকালীন
আশাড়	আষাঢ়
-ই- -ঈ-	
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
ইতমধ্যে	ইতোমধ্যে
ইতঃস্তত	ইতস্তত
ইদানিং	ইদানীং
ইয়ত্তা	ইয়ত্তা
ইপ্সিত	ঈপ্সিত
ইষৎ	ঈষৎ
ঈন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়
ঈন্দ্রজালিক	ইন্দ্রজালিক
-উ- -ঊ-	
উর্ধ্ব	ঊর্ধ্ব
উর্মি	ঊর্মি
উচ্চৈস্বরে	উচ্চৈঃস্বরে
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
উজ্বল	উজ্জ্বল
উত্তরসুরী	উত্তরসূরি
উত্তলন	উত্তোলন
উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত
উদ্ধত্য	ঔদ্ধত্য/ উদ্ধত
উদীচি	উদীচী
উদ্বোদন	উদ্বোধন
উদ্দান	উদ্যান
উদ্ভুত	উদ্ভূত
উদ্দ্যোগ	উদ্যোগ
উপকুল	উপকূল
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত / উপরিউক্ত
উপচার্য	উপাচার্য
উপাধী	উপাধি
ঊর্বর	উর্বর
উল্লেখিত	উল্লিখিত
উহ্য	ঊহ্য
উষর	ঊষর
উনবিংশ	ঊনবিংশ
উশৃংখল	উচ্ছৃঙ্খল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঋণ খেলাপী	ঋণখেলাপী
-এ- -ঐ-	
একনিষ্ট	একনিষ্ঠ
এক মাত্র	একমাত্র
একাকীত্ব	একাকিত্ব
একাধিক্রমে	একাদিক্রমে
এতদ্‌সত্ত্বেও	এতৎসত্ত্বেও
এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
এম. এ	এম. এ.
ঐক্যতা	একতা
ঐক্যতান	ঐকতান
ঐক্যমত	ঐকমত্য
ঐশর্য	ঐশ্বর্য
ওঁৎ পাতা	ওত পাতা
ওতঃপ্রোত	ওতপ্রোত
ঔদ্বাত	ঔদ্ধত্য
-ক-	
কর্ণেল	কর্নেল
কুজ্জটিকা	কুজ্ঝটিকা
কংকাল	কঙ্কাল
কটুক্তি	কটূক্তি
কথা-বার্তা	বথাবার্তা
কথপোকথন	কথোপকথন
কনিষ্ট	কনিষ্ঠ
কয়েদী	কয়েদি
করনিক	করণিক
কতৃপক্ষ	কর্তৃপক্ষ
কর্মচারি	কর্মচারী
কলসী	কলসি
কলেজ জীবন	কলেজজীবন
কল্যানীয়াষু	কল্যাণীয়াসু
কল্যানীয়েসু	কল্যাণীয়েষু
কাংখিত	কাঙ্ক্ষিত
কার্যতঃ	কার্যত
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি
কিঞ্চিত	কিঞ্চিৎ
কুটনীতি	কূটনীতি
কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
কৃষিজীবি	কৃষিজীবী
কৌতূত	কৌতুক

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কৌতুহল	কৌতূহল
কীর্তিবাস	কৃত্তিবাস
কিংকর্তব্যবিমুর	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
কিন্টারগারডেন	কিন্ডারগার্টেন
কুপমন্ডুক	কূপমন্ডুক
-খ- -ঘ-	
খেলোয়ার	খেলোয়াড়
খ্রিষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ
খুটিনাটি	খুঁটিনাটি
ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত
খেলাধূলা	খেলাধুলা
ক্ষুধপিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা
ক্ষীণজিবী	ক্ষীণজীবী
গগণ	গগন
গরীব	গরিব
গাম্বীর্য	গাম্ভীর্য
গার্হস্থ	গার্হস্থ্য
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
গোধূলী	গোধূলি
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
গভর্ণর	গভর্নর
গর্ভধারিনি	গর্ভধারিণী
গ্রন্থসত্ব	গ্রন্থস্বত্ব
ঘূর্ণীয়মান	ঘূর্ণ্যমান
ঘোষনা	ঘোষণা
ঘন্টা	ঘণ্টা
-চ- -ত-	
চাকরী, চাকুরী	চাকরি
চন্ডিদাস	চন্ডীদাস
চানক্য	চাণক্য
চিকৃণ	চিক্কণ
চোষ্য	চূষ্য
চক্ষুস্মান	চক্ষুষ্মান
জোৎস্না	জ্যোৎস্না
জরুরী	জরুরি
জাজ্জ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
জানুয়ারী	জানুয়ারি
জীবীকা	জীবিকা
জেলা প্রশাসক	জেলাপ্রশাসক

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
জেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ (বড়)	দোদুল্যমাণ	দোদুল্যমান
জৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ (মাস)	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
জৈষ্ঠতা	জ্যেষ্ঠতা	দৃষ্টিকোন	দৃষ্টিকোণ
জোতিষ্ক	জ্যোতিষ্ক	দুষ্কৃতকারি	দুষ্কৃতকারী
জলোচ্ছাস	জলোচ্ছ্বাস	ধার্য্য	ধার্য
তৎক্ষণাত	তৎক্ষণাৎ	ধূলিস্যাৎ	ধূলিসাৎ
তড়িত	তড়িৎ		ন
তদসংক্রান্ত	তৎসংক্রান্ত	নিরীখ	নিরিখ
ততধিক	ততোধিক	নীরিহ	নিরীহ
তত্তাবধান	তত্ত্বাবধান	নির্ভিক	নির্ভীক
তত্তাবধায়ক	তত্ত্বাবধায়ক	নিষেদ	নিষেধ
তদানুসারে	তদনুসারে	নিষ্প্রোজন	নিষ্প্রয়োজন
তর্জনি	তর্জনী	নিরোগ	নীরোগ
তাঁতী	তাঁতি	নুপুর	নূপুর
তরান্বিত	ত্বরান্বিত	নৃসংশ	নৃশংস
তিতীক্ষা	তিতিক্ষা	ন্যূন্য	ন্যূন
তিরষ্কার	তিরস্কার	ন্যূন্যতম	ন্যূনতম
ত্রিভূজ	ত্রিভুজ	ন্যূণাধিক	ন্যূনাধিক
ত্রিনয়ণ	ত্রিনয়ন	নাতিশীতষ্ণ	নাতিশীতোষ্ণ
দ- ধ-		নগন্য	নগণ্য
দরিদ্র্য	দারিদ্র	নিক্কন	নিক্বণ
দারিদ্র	দারিদ্র্য	নীরিক্ষণ	নিরীক্ষণ
দরিদ্র্যতা	দরিদ্রতা	নির্দোষী	নির্দোষ
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব	নির্ণিমেষ	নির্নিমেষ
দিকহারা	দিগ্‌হারা	নিস্ক্রীয়	নিষ্ক্রিয়
দিক্‌নির্ণয়	দিঙ্‌নির্ণয়	নিস্প্রোয়জন	নিষ্প্রয়োজন
দিগবিদিক	দিগ্বিদিক	নিহারীকা	নীহারিকা
দীর্ঘজীবি	দীর্ঘজীবী	নিপিড়ীত	নিপীড়িত
দূরাবস্থা	দুরবস্থা	নিরহংকারী	নিরহংকার
দূর্গতি	দুর্গতি	নিশিথীনি	নিশীথিনী
দূর্গ	দুর্গ	নৈঋত	নৈর্ঋত
দূর্ঘটনা	দুর্ঘটনা		প- ফ-
দূর্জয়	দুর্জয়	পঙ্ক	পঙ্‌ক
দূর্নীতি	দুর্নীতি	পুরষ্কার	পুরস্কার
দূরবীণ	দূরবিন	পরিস্কার	পরিষ্কার
দোষনীয়	দূষণীয়	পক্ষপাতীত্ব	পক্ষপাতিত্ব
দেয়াল	দেওয়াল	পড়াশুনা	পড়াশোনা
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য	পরিবহণ	পরিবহন
দ্বিতীয়তঃ	দ্বিতীয়ত	পানিনি	পাণিনি
দেদীপ্যমাণ	দেদীপ্যমান	পিপিলিকা	পিপীলিকা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পুনপুন	পুনঃপুন
পুস্করিনী	পুষ্করিণী
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
পৈত্রিক	পৈতৃক
পোষাক	পোশাক
প্রজ্জলন	প্রজ্বলন
প্রোজ্বল	প্রোজ্জ্বল
প্রণয়ণ	প্রণয়ন
প্রণালী	প্রণালি
প্রতিকুল	প্রতিকূল
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
প্রধানতঃ	প্রধানত
প্রসংশা	প্রশংসা
প্রতুতদ্‌গমন	প্রত্যুদ্‌গমন
প্রত্যুতপন্নমতি	প্রত্যুৎপন্নমতি
প্রতিসেধক	প্রতিষেধক
পোষ্ট	পোস্ট
পুংখানুপুংখ	পুঙ্খানুপুঙ্খ
প্রতিতী	প্রতীতি
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
পিতাহীন	পিতৃহীন
পাষান	পাষাণ
ফেব্রুয়ারী	ফেব্রুয়ারি
ফুসরত	ফুরসত
ফলপ্রসু	ফলপ্রসূ
-ব- -ভ-	
বনষ্পতি	বনস্পতি
বাকযুদ্ধ	বাগ্‌যুদ্ধ
বাঞ্চনীয়	বাঞ্ছনীয়
বাদুর	বাদুড়
বাল্মিকী	বাল্মীকি
বিজ্ঞাপণ	বিজ্ঞাপন
বিদূষী	বিদুষী
বিদ্যান	বিদ্বান
বিপনী	বিপণি
বিপনন	বিপণন
বিপদগ্রস্থ	বিপদগ্রস্ত
বিভিষণ	বিভীষণ
বিভিষিকা	বিভীষিকা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বিষ্ময়	বিস্ময়
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
বুভূক্ষু	বুভুক্ষু
বিভুতিভূষণ	বিভূতিভূষণ
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
বক্ষমান	বক্ষ্যমাণ
বয়জ্যেষ্ঠ	বয়োজ্যেষ্ঠ
বাধ্যগত	বাধ্য
বৈচিত্র	বৈচিত্র্য
বৈশিষ্ট	বৈশিষ্ট্য
বৈদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
ব্যাতিক্রম	ব্যতিক্রম
ব্রাক্ষণ	ব্রাহ্মণ
বিদেশি	বিদেশী
ভবিষ্যত	ভবিষ্যৎ
ভবিষ্যৎবাণী	ভবিষ্যদ্বাণী
ভর্তিচ্ছু	ভর্তীচ্ছু
ভষ্ম	ভস্ম
ভষ্মীভুত	ভস্মীভূত
ভাষ্কর	ভাস্কর
ভূবন	ভুবন
ভূল	ভুল
ভুত	ভূত
ভ্রাতিত্ব	ভ্রাতৃত্ব
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃবৃন্দ
ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমাণ
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
ভাগিরথী	ভাগীরথী
-ম-	
মজুরী	মজুরি
মূর্ধণ্য	মূর্ধন্য
মৎস	মৎস্য
মৎসজীবি	মৎসজীবী
মধুসুদন	মধুসূদন
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
মণিষা	মনীষা
মনীষি	মনীষী
মনভাব	মনোভাব

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনযোগ	মনোযোগ
মন্ত্রীপরিষদ	মন্ত্রিপরিষদ
মরিচিকা	মরীচিকা
মরুদ্যান	মরূদ্যান
মহিয়সী	মহীয়সী
মীমাংষা	মীমাংসা
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
মুহূর্মুহু	মুহুর্মুহু
মুহুর্ত	মুহূর্ত
মৃণ্ময়	মৃন্ময়
মৃণ্ময়ী	মৃন্ময়ী
মর্ত	মর্ত্য
মনন্তর	মন্বন্তর
মনস্তত্ব	মনস্তত্ত্ব
মুখস্ত	মুখস্থ
মৃনালিনী	মৃণালিনী
মহত্ত	মহত্ত্ব
মৌনতা	মৌন
মাকরসা	মাকড়সা
মাদকাশক্তি	মাদকাসক্তি
মনমোহন	মনোমোহন
মস্তিস্ক	মস্তিষ্ক
মেজিস্ট্রেট	ম্যাজিস্ট্রেট
য-ল	
যদ্যাপি	যদ্যপি
যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
যশলাভ	যশোলাভ
যাদুঘর	জাদুঘর
রুগ্ন	রুগ্‌ণ
রূপায়ন	রূপায়ণ
রোরুধ্যমান	রোরুদ্যমান
রৌদ্রকরোজ্জল	রৌদ্রকরোজ্জ্বল
রপ্তানী	রপ্তানি
রূপালী	রূপালি
লক্ষ্যণীয়	লক্ষণীয়
লক্ষমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
লাবন্য	লাবণ্য
লাইব্রেরী	লাইব্রেরি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শ	
শারিরীক	শারীরিক
শিরনাম	শিরোনাম
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রীলংকা	শ্রীলঙ্কা
শাপদসংকুল	শ্বাপদসংকুল
শাড়ী	শাড়ি
শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
শূণ্য	শূন্য
শস্রু	শ্বশ্রু (শাশুড়ি)
শশ্রু	শ্মশ্রু (দাড়ি)
শশ্রুষা	শুশ্রূষা
শশুর	শ্বশুর
শশ্মান	শ্মশান
শ্বাশত	শাশ্বত
শ্রমজীবি	শ্রমজীবী
শিরপীড়া	শিরঃপীড়া
শুদ্ধাশুদ্ধি	শুদ্ধাশুদ্ধ
শ্রদ্ধাস্পাদেসু	শ্রদ্ধাস্পদেষু
শুধু মাত্র	শুধু
ষ-স	
ষান্মাসিক	ষাণ্মাসিক
ষষ্ঠদশ	ষোড়শ
সখ	শখ
সনাক্ত	শনাক্ত
সৌখিন	শৌখিন
সৌন্দর্য্য	সৌন্দর্য
সদ্যজাত	সদ্যোজাত
সন্নাসী	সন্ন্যাসী
স্বপক্ষে	সপক্ষে
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
স্বপরিবারে	সপরিবারে
সমাধিস্থ	সমাহিত
সমীচিন	সমীচীন
সমৃদ্ধশালী	সমৃদ্ধিশালী
সরকারী	সরকারি
সহকারি	সহকারী
সলজ্জিত	সলজ্জ
সায়াহ্ণ	সায়াহ্ন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সান্তনা	সান্ত্বনা
সামর্থ	সামর্থ্য
সার্বভ্যেম্য	সার্বভ্যেম
স্বার্থক	সার্থক
স্বচ্ছল	সচ্ছল
স্বরস্বতী	সরস্বতী
সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
সূচী	সূচি
সূচিস্মতা	শুচিস্মিতা
স্থায়ীভাবে	স্থায়িভাবে
স্বরনীয়	স্মরণীয়
সতন্ত্র	স্বতন্ত্র
স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
স্বতস্ফূর্ত	স্বতঃস্ফূর্ত
স্বাক্ষরতা	সাক্ষরতা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
স্বত্ত্ব	স্বত্ব
স্বত্ত্বাধিকার	স্বত্বাধিকার
স্বায়ত্ত্বশাসন	স্বায়ত্তশাসন
সৈরাচারী	স্বৈরাচারী
স্বয়বরা	স্বয়ংবরা
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
সরণী	সরণি
স্বরণিকা	স্মরণিকা
স্বাক্ষরতা	সাক্ষরতা
সরিসৃপ	সরীসৃপ
সখ্যতা	সখ্য
স্ববিনয়	সবিনয়
সমৃদ্ধশালী	সমৃদ্ধিশালী
স্বাক্ষাত	স্বাক্ষাৎ

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনোজগত	মনোজগৎ
প্রত্যুপোকার	প্রত্যুপকার
কটুক্তি	কটূক্তি
বর্সন	বর্ষণ
মনকষ্ট	মনঃকষ্ট
অপেক্ষামান	অপেক্ষমাণ
সমিচিন	সমীচীন
দূরাবাস্থা	দুরবস্থা
নিরবিচ্ছিন্ন	নিরবচ্ছিন্ন
নিলীমা	নীলিমা
তারুন্ন	তারুণ্য
মৃতবংসা	মৃতবৎসা
অনুন্য	অনন্য
নিরোপায়	নিরুপায়
তোরন	তোরণ
উচীৎ	উচিত
বাল্মিকী	বাল্মীকি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
কজ্জটিকা	কুজ্ঝটিকা
দূর্গতী	দুর্গতি
পুরুষ্কার	পুরস্কার
বিদ্যান	বিদ্বান
কর্ণেল	কর্নেল
রুগ্ন	রুগ্‌ণ
নিক্কণ	নিক্বণ
মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত
বিদ্দ্যান	বিদ্বান
মরুদ্দান	মরুদ্যান
সংগা	সংজ্ঞা
মিমাংসা	মীমাংসা
আষার	আষাঢ়
আশক্তি	আসক্তি
গিতাঞ্জলি	গীতাঞ্জলি
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধিন	অধীন
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
ব্যাতিক্রম	ব্যতিক্রম
অত্যান্ত	অত্যন্ত
বৃচিক	বৃশ্চিক
মন্দর	মন্থর
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
প্রযুজ্য	প্রযোজ্য
সৌজন্যতা	সৌজন্য
নাগরীক	নাগরিক
উপকারীতা	উপকারিতা
পীপিলিকা	পিপীলিকা
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
সমিচীন	সমীচীন
পিপিলিকা	পিপীলিকা
সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
জেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
তড়িতহত	তড়িতাহত
অপহরন	অপহরণ
[illegible]	[illegible]
সর্বস্মৃত	স্বর্বস্মৃত
জোস্নারাত	জ্যোৎস্নারাত
বীভিষিকা	বিভীষিকা
গর্ভধারিনি	গর্ভধারিণী
বিপনী	বিপণী
ভিষন	ভীষণ
মষ্টার	মাস্টার
প্রতিস্ঠান	প্রতিষ্ঠান
ইতস্থত	ইতস্ততঃ
অদিতী	অদিতি
অঞ্জলী	অঞ্জলি
অদ্যপি	অদ্যাপি
অনুকুল	অনুকূল
মুহুর্ত	মুহূর্ত
গিতানজলী	গীতাঞ্জলি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অগ্নিবিনা	অগ্নিবীণা
নীমিলিত	নিমীলিত
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
আকাঙ্খিত	আকাঙ্ক্ষিত
ধ্বংসস্তুপ	ধ্বংসস্তূপ
অপরিনামদর্শি	অপরিণামদর্শী
গুণাবলি	গুণাবলী
কার্য্য	কার্য
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গিনি
চাতকিনী	চাতকী
কুন্দী	কুন্দি
সজ্জা মন্ডিত	সজ্জামণ্ডিত
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
অশ্রুজল	অশ্রু
দুরাবস্থা	দুরবস্থা
অদ্ভুৎ	অদ্ভুত
অনিন্দসুন্দরী	অনিন্দ্যসুন্দরী
কান্ডার	কাণ্ডার
দূর্ণাম	সুনাম
পূর্নিমা	পূর্ণিমা
ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমাণ
প্রবাহমান	প্রবহমান
লিলাভূমি	লীলাভূমি
কিংবদন্তি	কিংবদন্তী
জৈষ্ঠতা	জ্যেষ্ঠতা
পোষ্ট অফিস	পোস্ট অফিস
মেজিস্ট্রেট	ম্যাজিস্ট্রেট
আনুভূমিক	অনুভূমিক
আইনজীবি	আইনজীবী
দৈন্যতা	দীনতা
ঐক্যতান	ঐকতান
প্রজ্জলিত	প্রজ্বলিত
গর্ভধারিনি	গর্ভধারিণী
তীমির	তিমির
শরির	শরীর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
হৃৎযোগ	হৃদরোগ
সাচ্ছন্দ্য	স্বাচ্ছন্দ্য
স্বরনীয়	স্মরণীয়
চত্তর	চত্বর
ততধিক	ততোধিক
ক্ষীনজিবি	ক্ষীণজীবী
দুর্নিরিক্ষ্য	দুর্নিরীক্ষ্য
প্রতিদন্দী	প্রতিদ্বন্দ্বী
ব্যাবধান	ব্যবধান
ব্যার্থ	ব্যর্থ
রুপায়ন	রুপায়ণ
মনযোগ	মনোযোগ
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
মনিষি	মনীষী
মরীচীকা	মরীচিকা
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
ষ্টেশন	স্টেশন
দুরত্ব	দূরত্ব
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
কন্টক	কণ্টক
জানুয়ারী	জানুয়ারি
সরকারী	সরকারি
পাখী	পাখি
উর্ননাভ	উর্ণনাভ
পোস্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার
শান্তনা	সান্ত্বনা
ন্যূজ	ন্যুব্জ
ষড়ৈস্বর্য	ষড়ৈশ্বর্য
তৌস্তভ	কৌস্তুভ
আত্মঃকেন্দ্রীক	আত্মকেন্দ্রিক
বনষ্পতি	বনস্পতি
অনান্যপায়	অনন্যোপায়
ঔদ্বাত	ঔদ্ধত্য
কিংকর্তব্যমুির	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
অণতিক্রম্য	অনতিক্রম্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবস্যক	আবশ্যক
সান্তনা	সান্ত্বনা
সয়ংবরা	স্বয়ংবরা
অত্যান্ত	অত্যন্ত
মুর্হুমুহু	মুহুর্মুহু
কৃষিজীবি	কৃষিজীবী
মরিচিকা	মরীচিকা
অপ্সরী	অপ্সরা
সমৃদ্ধশালী	সমৃদ্ধিশালী
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
প্রতুশ	প্রত্যূষ
দুর্নিতি	দুর্নীতি
কুজুটিকা	কুজ্ঝটিকা
সার্বজনিন	সর্বজনীন
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা
দুরচরিত্র	দুশ্চরিত্র
সংগীত	সংগীত/সঙ্গীত
আরস্ট	আড়ষ্ট
নুপুর	নূপুর
ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত
বিদূষী	বিদুষী
কল্যান	কল্যাণ
নিশীথিনি	নিশীথিনী
প্রোজ্বল	প্রোজ্জ্বল
মনিষী	মনীষী
শারিরিক	শারীরিক
কুজ্জটিকা	কুজ্ঝটিকা
সদ্যঃজাত	সদ্যোজাত
শ্বশূ	শ্মশ্রু
সুশ্রুষা	শুশ্রূষা
অশরিরী	অশরীরী
জৈষ্ট্য	জ্যৈষ্ঠ
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
ভক্ষন	ভক্ষণ
অধঃস্তন	অধস্তন

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐক্যমত	ঐকমত্য
কুটনীতি	কূটনীতি
ধ্বণী	ধ্বনি
পানিনি	পাণিনি
মুর্ধন্য	মূর্ধন্য
লাগবতা	লাঘব
চোখের দৃষ্টিশক্তি	দৃষ্টিশক্তি
মহাত্মাগণ	মহাত্মা
ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
নিক্কন	নিক্বণ
পক্ক	পক্ব
সমুজ্জল	সমুজ্জ্বল
সিংহানি	সিংজানী
সৌহাদ্যতা	সৌহার্দ
পিতাহীন	পিতৃহীন
নৈঋিত	নৈর্ঋত
ভুমিস্ট	ভূমিষ্ঠ
বুদ্ধীমতী	বুদ্ধিমতী
মুলত	মূলত
নিশব্দ	নিঃশব্দ
কান্ডারি	কাণ্ডারি
আনুসাঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
পুরষ্কার	পুরস্কার
আসাড়	আষাঢ়
মহিয়ষি	মহীয়সী
গনপুত	গণপূর্ত
ঘুর্নিঝঢ়	ঘূর্ণিঝড়
এতদারা	এতদ্দ্বারা
নুনতম	ন্যূনতম
দন্দ	দ্বন্দ্ব
আশিবিস	আশীবিষ
ত্রিনয়ণ	ত্রিনয়ন
শিল্পকির্তি	শিল্পকীর্তি
ব্রাক্ষন	ব্রাহ্মণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রতিশেধক	প্রতিষেধক
২০২২	
প্রতীযোগীতা	প্রতিযোগিতা
ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত
জরুরী	জরুরি
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
শীরঃচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
আশীষ	আশিস
কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
চৈতালী	চৈতালি
সূচীপত্র	সূচিপত্র
সৌন্দর্য্য	সৌন্দর্য
ভূবন	ভুবন
প্রনাম	প্রণাম
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
পিপিলিকা	পিপীলিকা
উশৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল
কন্টক	কণ্টক
জলন্ত	জ্বলন্ত
সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ
মুহুর্তু	মুহূর্ত
পোষাক	পোশাক
ভন্ড	ভণ্ড
সুসমা	সুষমা
সুসুপ্ত	সুষুপ্ত
বিভিষীকা	বিভীষিকা
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
নীরিক্ষন	নিরীক্ষণ
আদ্যোক্ষর	আদ্যক্ষর
মনথর	মন্থর
প্রযুজ্য	প্রযোজ্য
সৌজন্যতা	সৌজন্য
খ্রীষ্টাব্দ	খ্রিষ্টাব্দ
সমিচিন	সমীচীন
প্রতিদন্দী	প্রতিদ্বন্দ্বী

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভূল	ভুল
পাসান	পাষাণ
মূহুর্মুহু	মুহুর্মুহু
মন্ত্রীপরিশদ	মন্ত্রিপরিষদ
শ্বাশত	শাশ্বত
ইতঃমধ্যে	ইতোমধ্যে
লক্ষ্যণীয়	লক্ষণীয়
উল্লেখিত	উল্লিখিত
আনুষাঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
ভবিষ্যৎবাণী	ভবিষ্যদ্বাণী
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
শ্রদ্ধ্যাস্পদেসু	শ্রদ্ধাস্পদেষু/ শ্রদ্ধাস্পদাসু
পোষ্টমাষ্টার	পোস্ট মাস্টার
সান্তনা	সান্ত্বনা
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
সাচ্ছন্দ	স্বাচ্ছন্দ্য
গিতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
অত্যাধিক	অত্যধিক
শশুড়	শ্বশুর
গৃহিনি	গৃহিণী
কুনীর্ষ	কুর্নিশ
শুষুপ্তি	সুষুপ্তি
নির্নিত	নির্ণীত
বুদ্ধিমতি	বুদ্ধিমতী
পানিনি	পাণিনি
অশরিরি	অশরীরী
সৌহাদ্যতা	সৌহার্দ
ধরিত্রি	ধরিত্রী
শ্বাশত	শাশ্বত
প্রতিতি	প্রতীতি
প্রশ্রবন	প্রস্রবণ
অন্তকরন	অন্তঃকরণ
অদ্যবদি	অদ্যাবধি
প্রত্নতত্ব	প্রত্নতত্ত্ব
মনিষী	মনীষী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রতিচীকির্ষা	প্রতিচিকীর্ষা
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
ক্ষুন্ন	ক্ষুণ্ন
অহোরাত্রি	অহোরাত্র
কট্যুক্তি	কটূক্তি
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
অশ্রুজল	অশ্রু
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
ওতঃপ্রোত	ওতপ্রোত
মনোহরিণী	মনোহারিণী
অহনিশি	অহর্নিশ
অসহ্যনীয়	অসহ্য
সহযোগীতা	সহযোগিতা
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
স্বপরিবারে	সপরিবারে
বীভিষীকা	বিভীষিকা
ষরাশন	শরাসন
নিলীমা	নীলিমা
দুরবিক্ষন	দূরবীক্ষণ
দন্দ	দ্বন্দ্ব
জিবীকা	জীবিকা
কিন্টারগারডেন	কিন্ডারগার্টেন
কিংকর্তব্যবিমুর	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
জন্মবার্ষিকি	জন্মবার্ষিকী/ জন্মবার্ষিক
নতিপত্র	নথিপত্র
জলোচ্ছাস	জলোচ্ছ্বাস
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
সৃংখলা	শৃঙ্খলা
শ্রদ্দাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
ভুতপূর্ব	ভূতপূর্ব
অসদাচারন	অসদাচরণ
দেদিপ্যমাণ	দেদীপ্যমান
উদ্বাস্তু	উদ্বাস্তু
পিতাহীন	পিতৃহীন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সারিরিক	শারীরিক
মৎস্যজিবি	মৎস্যজীবী
সুশ্রুষা	শুশ্রূষা
দৈন্যতা	দৈন্য
ভবিষ্যত	ভবিষ্যৎ
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
মরিচিকা	মরীচিকা
শ্রুতিমধুর	শ্রুতিমধুর
অশাধারণ	অসাধারণ
নুনতম	ন্যূনতম
নাতীশিতোষ্ণ	নাতিশীতোষ্ণ
শয়ংবরা	স্বয়ংবরা
অপরিনামদর্শি	অপরিণামদর্শী
সুদর্ষন	সুদর্শন
অনুন্যপায়	অনন্যোপায়
জণনি	জননী
অভিনেত্রি	অভিনেত্রী
ব্যাতিত	ব্যতীত
ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট
উর্মি	ঊর্মি
শিরপীড়া	শিরঃপীড়া
নিক্কন	নিকৃণ
পাসান	পাষাণ
হরিতকি	হরীতকী
দূর্গতি	দুর্গতি
নির্নিমেশ	নির্নিমেষ
চাকরীজিবী	চাকরিজীবী
বাল্মিকী	বাল্মীকি
কর্ণেল	কর্নেল
উপচীকির্শা	উপচিকীর্ষা
জিবাস্ব	জীবাশ্ম
টিকা টিপ্পনী	টীকা-টিপ্পনী
বয়জেষ্ট	বয়োজ্যেষ্ঠ
মৃনালীনি	মৃণালিনী
বিভুতিভুশন	বিভূতিভূষণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মহিয়াশি	মহীয়সী
যুদ্ধমান	যুধ্যমান
সান্যাসিক	যাণ্যাসিক
অধগতি	অধোগতি
চন্ডিদাস	চন্ডীদাস
ডাষ্টবীন	ডাস্টবিন
দুর্দশাগ্রস্থ	দুর্দশাগ্রস্ত
পঙ্খানূপুঙ্খ	পুঙ্খানুপুঙ্খ
সৌজন্য্য	সৌজন্য
উপকরন	উপকরণ
আহব্বান	আহ্বান

২০২৩

কৃষিজিবি	কৃষিজীবী
মরীচীকা	মরীচিকা
ইতমদ্ধ্যে	ইতোমধ্যে
কল্যান	কল্যাণ
লজ্জাষ্কর	লজ্জাকর
জৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ
শারিরীক	শারীরিক
প্রতুষ	প্রত্যুষ
জৈষ্ট্য	জ্যৈষ্ঠ
ভক্ষন	ভক্ষণ
স্মৃতিশোধ	স্মৃতিসৌধ
পরিক্ষা	পরীক্ষা
সায়ত্বশাসন	স্বায়ত্তশাসন
মূর্ধ্যণ	মূর্ধন্য
পুরষ্কার	পুরস্কার
মুমুর্ষ	মুমূর্ষু
দরিদ্রতা	দরিদ্রতা
পিচাশ	পিশাচ
অনুসরণ	অনুসরণ
সৌজন্যতা	সৌজন্য
উৎথাপন	উত্থাপন
বিপনী	বিপণি
মাধুরাজ	মাধুর্য

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নৈঋত	নৈর্ঋত
মুখস্ত	মুখস্থ
আশীষ	আশিস
কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
চৈতালী	চৈতালি
সূচীপত্র	সূচিপত্র
সৌন্দর্য্য	সৌন্দর্য
সমিচিন	সমীচীন
ফেব্রুয়ারী	ফেব্রুয়ারি
যথেষ্ঠ্য	যথেষ্ট
ইতোপূর্বে	ইতঃপূর্বে
সদ্যজাত	সদ্যোজাত
পরিপক্ক	পরিপক্ব
অনুশোসনা	অনুশোচনা
জাতিসত্ত্বা	জাতিসত্তা
নির্মুল	নির্মূল
দূরাবস্থা	দুরবস্থা
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত
দোষনীয়	দূষণীয়
বৈশিষ্ট্যতা	বৈশিষ্ট্য
সুবুদ্ধিমান	বুদ্ধিমান
সতস্ফূর্ত	স্বতঃস্ফূর্ত
অকালকুস্মন্ড	অকালকুষ্মাণ্ড
নীর্নিত	নির্ণীত
দুর্ণিতি	দুর্নীতি
উসৃংখল	উচ্ছৃঙ্খল
কৃচ্ছতা	কৃচ্ছ্রতা
বিশেসতঃ	বিশেষত
মুর্হমুর্হ	মুহুর্মুহু
পাষান	পাষাণ
স্নেহাশিষ	স্নেহাশিস
আনুসাঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
শ্রদ্ধ্যাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
উদ্বাস্তূ	উদ্বাস্তু
শ্রুতিমধুর	শ্রুতিমধুর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পিপিলিকা	পিপীলিকা
মৌনতা	মৌন
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা
ভুমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
পানিনি	পাণিনি
এস.এস.সি	এসএসসি
তদুর্দ্দ	তদুর্দ্ধ
মুহুর্ত	মুহূর্ত
দারিদ্র্যতা	দরিদ্রতা
বিদ্যান	বিদ্বান
নির্ণিমেষ	নির্নিমেষ
অত্যাধিক	অত্যধিক
মধুষুদন	মধুসূদন
জোতিষি	জ্যোতিষী
আভীষ্ট	অভীষ্ট
স্বাপধসংকুল	শ্বাপদসংকুল
অপরীনামধর্সি	অপরিণামদর্শী
কুজুটিকা	কুজ্ঝটিকা
সহযোগীতা	সহযোগিতা
ব্যাতিত	ব্যতীত
বুদ্ধিজিবি	বুদ্ধিজীবী
গর্ভধারণি	গর্ভধারিণী
পন্ডিতমন্য	পণ্ডিতম্মন্য
মৎসজিবি	মৎস্যজীবী
অন্তসত্তা	অন্তঃসত্ত্বা
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
আমাবশ্যা	অমাবস্যা
আত্মসাত	আত্মসাৎ
সর্বাঙ্গিন	সর্বাঙ্গীণ
উদ্ধত্য	ঔদ্ধত্য
পৈত্রিক	পৈতৃক
বীকেন্দ্রীকরণ	বিকেন্দ্রীকরণ
নুন্যতম	ন্যূনতম
প্রতিতী	প্রতীতি

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ধূলিস্যাৎ	ধূলিসাৎ
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
ষ্টেশন	স্টেশন
উর্মী	ঊর্মি
স্বপরিবারে	সপরিবারে
অসদাচারন	অসদাচরণ
দৈন্যতা	দৈন্য, দীনতা
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
ক্ষিনজীবী	ক্ষীণজীবী
স্রাবণ	শ্রাবণ
নিঃশোষিত	নিঃশেষিত
শুধুমাত্র	শুধু
অনাথিনী	অনাথা
ঐক্যমত	ঐকমত্য
সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রান্ত
মুখছবি	মুখচ্ছবি
নিরপরাধী	নিরপরাধ
আষাড়	আষাঢ়
অনুষ্ঠাণ	অনুষ্ঠান
উৎথাপন	উত্থাপন
যাবতজীবন	যাবজ্জীবন
বয়জষ্ঠ্য	বয়োজ্যেষ্ঠ
শিরপীড়া	শিরঃপীড়া
নিক্কন	নিক্বণ
বিদূষি	বিদুষী
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত / উপরিউক্ত
জৈষ্ঠ্যতা	জ্যেষ্ঠতা
বুতপত্তি	ব্যুৎপত্তি
আদ্যক্ষর	আদ্যাক্ষর
প্রতীদন্দিতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
বহ্নিৎসব	বহ্নুৎসব
ঈন্দ্রজালিইক	ইন্দ্রজালিক
অনুসুয়া	অনসূয়া
দুর্বিশহ	দুর্বিষহ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনীষি	মনীষী
আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তরীণ
অহরাত্রি	অহোরাত্র
ষষ্টদশ	ষষ্ঠদশ
বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ
এতবতীত	এতদ্ব্যতীত
জাজল্যমান	জাজ্বল্যমান
আইনজিবী	আইনজীবী
অংকন	অঙ্কন
আস্তাকুঁড়	আস্তাকুঁড়
ঔচিত্ত	ঔচিত্য
কতৃত্ব	কর্তৃত্ব
প্রনয়ন	প্রণয়ন
কর্মজীবি	কর্মজীবী
সার্বজনিন	সার্বজনীন/ সর্বজনীন
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
জনদরদি	জনদরদী
সারনী	সারণি
ভীবিষীকা	বিভীষিকা
কিরন্ময়ি	কিরন্ময়ী
ফটষ্ট্যট	ফটোস্ট্যাট
শব্দদিত্য	শব্দদ্বিত্ব
বনোষধী	বনৌষধি
নির-বিচ্ছিন্ন	নিরবচ্ছিন্ন
দারীদ্রতা	দরিদ্রতা
অদ্যবধি	অদ্যাবধি
আবশ্যকীয়	আবশ্যক
দুরাদৃষ্টি	দুরদৃষ্টি
পরীপ্রেক্ষিতে	পরিপ্রেক্ষিতে
উপর্যূক্ত	উপর্যুক্ত
সারক	স্মারক
সুত্র	সূত্র
দূর্ঘটনা	দুর্ঘটনা
প্রবনতা	প্রবণতা
নির্ভূল	নির্ভুল

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শ্রবনেন্দ্রীয়	শ্রবণেন্দ্রিয়
আখি	আঁখি
কৌতুহল	কৌতূহল
রেজিট্রেশন	রেজিস্ট্রেশন
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
স্বাধীনতাত্তোর	স্বাধীনতাত্তোর
সন্মান	সম্মান
বিসম	বিষম
অনুসঙ্গ	অনুষঙ্গ
অভিসেক	অভিষেক
ঐক্যতান	ঐকতান
অনন্যপায়	অনন্যোপায়
পিতাহীন	পিতৃহীন
সুংখলা	শৃঙ্খলা
শ্বাশত	শাশ্বত
অশাধারণ	অসাধারণ
উপকারীতা	উপকারিতা
শুণ্য	শূন্য
অনুকুল	অনুকূল
গৃহিনী	গৃহিণী
পরিস্কার	পরিষ্কার
মাতণ্ড	মার্তণ্ড
স্রোতমতী	স্রোতময়ী
পঞ্চতপ্রাপ্তি	পঞ্চত্বপ্রাপ্তি
বিপদসংকূল	বিপদসংকুল
প্রত্যুপন্যমতি	প্রত্যুৎপন্নমতি
শান্তনা	সান্ত্বনা
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
শোনিত	শোণিত
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
বর্ধণ	বর্ধন
গুনবতি	গুণবতী
জিগিশা	জিগীষা
কূটনৈতিক	কূটনৈতিক

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘূর্ণীয়মান	ঘূর্ণায়মান
দুষনীয়	দূষণীয়
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা
নিশব্দ	নিঃশব্দ
মরুদ্দান	মরূদ্যান
শ্রদ্ধ্যাস্পদেসু	শ্রদ্ধাস্পদেষু/ শ্রদ্ধাস্পদাসু
পোস্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার
সাচ্ছন্দ	স্বাচ্ছন্দ্য
উদ্ধতপুর্ন	উদ্ধত্যপূর্ণ
সাঙ্গপাঙ্গ	সাঙ্গোপাঙ্গ
স্বপরিবার	সপরিবারে
স্বতস্ফুর্ত	স্বতঃস্ফূর্ত
অতীথি	অতিথি
সামর্থ	সামর্থ্য
জোতির্ময়	জ্যোতির্ময়
মুখস্ত	মুখস্থ
কথাপোকথোন	কথোপকথন
অঙ্কোষ্টিক্রিয়া	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
নিশিথিনি	নিশীথিনী
বয়ঃজেষ্ঠ	বয়ঃজ্যেষ্ঠ
অনুশাষণ	অনুশাসন
উজ্জল্য	ঔজ্জ্বল্য
চাকরীজিবী	চাকরিজীবী
দুরিভুত	দূরীভূত
জোৎস্না	জ্যোৎস্না
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
স্বত্বা	সত্তা
বানিজ্য	বাণিজ্য
মহৌশধী	মহৌষধি
২০২৪	
উৎথাপন	উত্থাপন
মহৌশধী	মহৌষধ
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
বানিজ্য	বাণিজ্য

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মুমুর্ষ	মুমূর্ষু
দ্রবিভূত	দ্রবীভূত
শংশপ্তক	সংশপ্তক
ডবপনী	বিপণি
মাধুরাজ	মাধুর্য
মুহঃমুহ	মুহুর্মুহু
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
সৌজন্যতা	সৌজন্য
পাষান	পাষাণ
ইতোপূর্বে	ইতঃপূর্বে
নূন্যতম	ন্যূনতম
সায়ত্তবশাসন	স্বায়ত্তশাসন
দুরিভূত	দূরীভূত
শশ্রু্য	শ্মশ্রু (দাড়ি)
সৌহাদ্য	সৌহার্দ
নৈঋত	নৈর্ঋত
লক্ষন	লক্ষণ
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
জিগিশা	জিগীষা
উদ্বাস্তূ	উদ্বাস্তু
ভুতপূর্ব	ভূতপূর্ব
সৃংখলা	শৃঙ্খলা
নিরোপরাধী	নিরপরাধ
পরিব্রর্জ্য	পারিব্রজ্য
মুর্হুমহ	মুহুর্মুহু
সাম্ববাদ	সাম্যবাদ
পরাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
আভন্তরীন	অভ্যন্তরীণ
ভাশণ	ভাষণ
আবিস্কার	আবিষ্কার
মুহর্মুহু	মুহুর্মুহু
বুদ্ধীজিবী	বুদ্ধিজীবী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা
মনক্ষুন্ন	মনঃক্ষুন
বিদ্যান	বিদ্বান
সূচী	সূচি
মনিষী	মনীষী
ব্যাতিত	ব্যতীত
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
পিপিলীকা	পিপীলিকা
সমিচীন	সমীচীন
পিতাহীন	পিতৃহীন
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
মুহুর্ত	মুহূর্ত
সদ্যজাত	সদ্যোজাত
আখাংখা	আকাঙ্ক্ষা
সংস্কার	সংস্কার
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
অদ্যবধি	অদ্যাবধি
মিমাংসা	মীমাংসা
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
ঘূর্ণীয়মান	ঘূর্ণায়মান
শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠতর
ঐক্যতান	ঐকতান
শুধুমাত্র	শুধু
দিবারাত্রি	দিবারাত্র
নিষ্প্রদিপ	নিষ্প্রদীপ
সায়ত্বশাসিত	স্বায়ত্তশাসিত
স্বেতপত্র	শ্বেতপত্র
ধাধাঁ	ধাঁধা
দুর্বসহ	দুর্বিষহ
মনোকস্ট	মনঃকষ্ট
স্বরস্বতী	সরস্বতী
ব্যার্থ	ব্যর্থ
পুরষ্কার	পুরস্কার
মরিচিকা	মরীচিকা

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিসিথিনি	নিশীথিনী
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
স্বায়ত্বশাসন	স্বায়ত্তশাসন
পুংখাণুপুংখ	পুঙ্খানুপুঙ্খ
উর্ধতন	উর্ধ্বতন
বিদ্যান	বিদ্বান
মহত্ব	মহত্ত্ব
দুরাবস্থা	দুরবস্থা
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
গিতাঞ্জলি	গীতাঞ্জলি
বিভীষীকা	বিভীষিকা
মূমুর্ষু	মুমূর্ষু
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
স্বরস্বতী	সরস্বতী
নুন্যতম	ন্যূনতম
উপরোক্ত	উপরিউক্ত
পিপিলিকা	পিপীলিকা
বয়জেষ্ট্য	বয়োজ্যেষ্ঠ
অদ্যপি	অদ্যাপি
সপদশংকুল	শ্বাপদসংকুল
অশরিরী	অশরীরী
অনুদিত	অনূদিত
বুদ্ধিজিবি	বুদ্ধিজীবী
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
মুহত	মুহূর্ত
গননা	গণনা
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
দুর্ণিতি	দুর্নীতি
পোষাক	পোশাক
লবন	লবণ
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
মন্ত্রীপরীষদ	মন্ত্রিপরিষদ
সমিচিন	সমীচীন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
চাকরিজিবি	চাকরিজীবী
পুনরমিলনি	পুনর্মিলনী
শ্রদ্ধানজলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
গণপ্রজাতন্ত্রি	গণপ্রজাতন্ত্রী
সমিচিন	সমীচীন
নিশিথীনী	নিশীথিনী
উত্তরসুরি	উত্তরসূরি
পাসান	পাষাণ
প্রতিজোগিতা	প্রতিযোগিতা
পিতাহীন	পিতৃহীন
সান্তনা	সান্ত্বনা
সাচ্ছন্দ	স্বাচ্ছন্দ্য
ঐক্যমত	ঐকমত্য
ক্ষীনজিবী	ক্ষীণজীবী
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
শারিরিক	শারীরিক
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
সমীচিন	সমীচীন
প্রতিদন্ধীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
প্রসিতবর্তকা	প্রোষিতভর্তৃকা
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
স্মশান	শ্মশান
অধিকারিনি	অধিকারিণী
কুজ্ঝটিকা	কুজ্ঝটিকা
বিভিষিকা	বিভীষিকা
নীর্ণিমেস	নির্নিমেষ
যশশ্বিনি	যশস্বিনী
অন্তসত্তা	অন্তঃসত্ত্বা
শারিরীক	শারীরিক
মনীসা	মনীষা
নিশিথ	নিশীথ
নিরিহ	নিরীহ

CamScanner

নমুনা প্রশ্ন

১. **শুদ্ধ করে লিখুন: (সমবায় অধিদপ্তর-২০১১/পরিদর্শক)** ৫

ক) কুঅর্থ খ) বিহঙ্গিনী গ) চাতকিনী ঘ) রূপসী ঙ) সাফল্য মন্ডিত

২. **শুদ্ধ বানান লিখুন: (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-২০১৩/ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর)** ৫

ক) ভ্রাম্যমান খ) সমিচীন গ) মুমুর্ষ ঘ) প্রবাহমান ঙ) শিলাভূমি

৩. **শুদ্ধ বানান লিখুন: (ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-২০১৬/স্টেশন অফিসার)** ৭

ক) ভিষন খ) মাষ্টার গ) মুমুর্যু ঘ) প্রতিসঠান ঙ) অত্যুক্তি

চ) উতঃস্তত ছ) অদিতী

৪. **শুদ্ধ করে লিখুন: (স্থানীয় সরকার বিভাগ-২০১৭/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)** ৫

ক) প্রজজলিত খ) গর্ভধারিনি গ) তীমির ঘ) শরির ঙ) সমিচিন

৫. **শুদ্ধ বানান লিখুন: (বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়-২০১৮/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)**

ক) মন্ত্রীসভা খ) অপরাহ্ন গ) ষ্টেশন ঘ) দুরত্ব ঙ) শ্রদ্ধাঞ্জলী

৬. **বানান শুদ্ধ করুন: (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-২০১৯/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর)** ৫

ক) আত্মঃকেন্দ্রীক খ) বনস্পতি ঘ প্রত্যুদগমণ ঘ) সয়ংবরা ঙ) অনান্যপায়

৭. **শুদ্ধ করে লিখুন: (খাদ্য মন্ত্রণালয়-২০২০/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর)** ৫

ক) প্রতুশ খ) দুর্নিতি গ) কুজ্ঝটিকা ঘ) বাল্মিকী ঙ) ইতমধ্যে

৮. **শুদ্ধ করে লিখুন: (রাষ্ট্রপতির কার্যালয়-২০২১/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর)** ৫

ক) ইতিপূর্বে খ) দারিদ্রতা গ) প্রোজ্বল ঘ) মনিষী ঙ) শারিরিক

৯. **শুদ্ধ করে লিখুন: (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-২০২১/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর)** ৫

ক) পুরষ্কার খ) আসাড় গ) উপকারীতা ঘ) মহিয়ষি ঙ) গনপূত

১০. **সঠিক বানান লিখুন:(বিসিএসআইআর-২০২২/ অফিস সহায়ক)** ৪

ক) পঙ্খানুপুঙ্খ খ) সৌজন্ন্য গ) উপকরন ঘ) আহব্বান

১১. **শুদ্ধ করে লিখুন: (কর অঞ্চল-৮, ঢাকা-২০২২/ উচ্চমান সহকারী)** ৫

ক) শ্রদ্ধ্যাস্পদেসু খ) পোষ্টমাষ্টার গ) সান্তনা ঘ) উপরোক্ত ঙ) সাচ্ছন্দ

১২. **শুদ্ধ করে লিখুন: (বন অধিদপ্তর-২০২৩/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর)** ৫

ক) উদ্ধতপুর্ন খ) সাঙ্গপাঙ্গ গ) সদ্যজাত ঘ) সংস্কার ঙ) আকাংখা

১৩. **শুদ্ধ করে লিখুন: (সিভিল সার্জন কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ-২০২৪/ স্বাস্থ্য সহকারী)** ৫

ক) উত্তরসুরি খ) পাসান গ) মুমুর্য ঘ) প্রতিজোগিতা ঙ) পিতাহীন

CamScanner

৯

বাক্য শুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অতিশয় দুঃখিত হলাম	খুব দুঃখ পেলাম
অতি লোভে তাতী নষ্ট	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট
অত্যান্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করিতেছ না কেন?	অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করিতেছ না কেন?
অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হইবে	অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।
অঙ্কটি কষিতে ভুল করো না	অংকটি ভুল করো না
অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি	অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
অপব্যায় একটি মারাত্মক ব্যাধি	অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।
অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।	অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।
অক্ষির জলে বুকে ভেসে গেল	চোখের জলে বুক ভেসে গেল
অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।	অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।	অপরাহ্ণ লিখতে অনেকেই ভুল করে।
অপমান হবার ভয় নেই	অপমানিত হবার ভয় নেই।
অনুষ্ঠানে স্ববান্দবে আপনি আমন্ত্রিত।	অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।
অনুবাদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।	অনূদিত/অনুবাদকৃত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল।
অস্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকরা সমুদ্রের সৈকতে ভীড় করেছে।	অস্তায়মান সূর্য দেখতে পর্যটকগণ সমুদ্র সৈকতে ভিড় করেছেন।
অদ্যক্ষ মহদয় ঘটনার বিশৎ বিবরন জানতে চাইল।	অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনার বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন।
অনোন্যপায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্ন হইলাম।	অনোন্যপায় হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম।
অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা
অধীনস্ত কর্মচারীরা করেছে।	অধীন কর্মচারীরা করেছে।
অনাদি অনন্তকাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো	আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো
অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।	অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভাল নয়।
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে গেছে	অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে গেছে
অন্যায়ের প্রতিফল/ফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত	অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত
আমি বিভূতিভূষন বন্ধোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়ি নি।	আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাস পড়িনি।
আমি সন্তোষ হলাম	আমি সন্তুষ্ট হলাম
আমি এ ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি।	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি
আমি অপমান হয়েছি।	আমি অপমানিত হয়েছি।
আমি এখন ভীষণ ব্যাস্ত	আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত
আমি, সে ও তুমি কাজটি করবো	সে, তুমি ও আমি কাজটি করবো।
আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব।	সে, তুমি ও আমি কাল সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব।
আজ রাতে বজ্রপতনের সম্ভবনা আছে।	আজ রাতে বজ্রপাতের আশঙ্কা আছে।
আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনমুগ্ধকর	আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।	আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
আমার এ কাজে সহযোগীতা নেই।	এ কাজে আমার সহযোগিতা নেই।
আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যক নেই।	আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যকতা নেই।
আমার বড় দুরাবস্থা	আমার বড় দুরবস্থা
আমার আর বাচিবার স্বাদ নাই।	আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।
আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্থ।	আমার অধীন এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত
আমাদের দৈন্যতা দৃষ্টি তোমার পুলকের কারণ কি?	আমাদের দীনতা দেখে তোমার পুলকের কারণ কী?
আবাল্য হতেই সযত্নপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত	আবাল্য সযত্নে ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত
আবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
আবশ্যক ব্যায়ে কার্পণ্যতা করা উচিত নয়।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য করা উচিত নয়।
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।	আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।
আপনি স্বপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
আদালত তাকে স্বশরীরে হাজির হইবার নির্দেশ দিয়েছেন।	আদালত তাকে হাজির হবার নির্দেশ দিয়েছেন।
আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব	আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব
আইনানুসারে তিনি একাজ করতে পারেন না	আইনত তিনি একাজ করতে পারেন না
আশা করি তুমি আরোগ্য হইয়াছ	আশা করি তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াছ
আমার এ কাজে মনোযোগীতা নাই	আমার এ কাজে মনোযোগ নেই
ইহার আবশ্যক নাই	ইহার আবশ্যকতা নাই
ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ইহা একটি মূক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নয়	ইহা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়
ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোকেরা সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিল।	ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোক সংবর্ধনা সভায় যোগ দিল।
ইহা প্রমাণ হয়েছে।	ইহা প্রমাণিত হয়েছে।
ইহা একটি কিম্বদন্তী	ইহা একটি কিংবদন্তি
ইদানিংকালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।	ইদানীং অনেক মহিলাই চুল ববকাট করেন।
ইদানীং সাবকাশ নাই	ইদানীং অবকাশ নাই
ইক্ষুর চারা বপন করা হইল	ইক্ষুর চারা রোপন করা হইল
ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মানবিকার দেখা দিয়েছে	ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।
ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।	ইতঃপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়
উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।	উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন
উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম।	উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
উহার আবশ্যক নাই	ইহার আবশ্যকতা নাই
এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার	এটা লজ্জাকর ব্যাপার
এটি একটি অনুবাদিত গ্রন্থ	এটি একটি অনুবাদ/অনূদিত গ্রন্থ

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।	এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।
এসব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই।	এসব মানুষের কোন ঠিকানা নেই।
এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।	এসব লোককে আমি চিনি।
এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।
এমন মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ সকলের মুগ্ধ সৃষ্টি করবেই।	এমন মাধুর্যপূর্ণ আচরণ সবাইকে মুগ্ধ করবেই।
এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।	এমন অসহ্য ব্যথা কখনো অনুভব করিনি।
এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।	এমন অসহ্য ব্যথা আমি কখনো অনুভব করি নাই।
এখানে প্রবেশ নিষেধ	এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ
এতে গৌরব লোপ হয়েছে।	এতে গৌরব লোপ পেয়েছে।
এ বিষয়ে আমাদের কোনো দৈন্যতা নেই।	এ বিষয়ে আমাদের কোনো দীনতা/দৈন্য নেই।
এ বিষয়ে তাহারা সচেষ্টিত নহে	এ বিষয়ে তাহারা সচেষ্ট নহে
এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে গ্রামবাসী নিস্তব্ধ হয়ে গেল।	এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে গ্রামবাসী স্তব্ধ/নির্বাক হয়ে গেল।
এ খবরটি অত্যান্ত বেদনাদায়ক।	এ খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে।	এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।	এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।
এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।	এ ব্যক্তি সকলের মধ্যে বয়স্ক।
এ প্রসংশা তার জন্য প্রযোজ্য নয়।	এ প্রশংসা তার জন্য প্রযোজ্য নয়।
এ তো তার দূর্লভ সৌভাগ্য।	এ তো তার দুর্লভ সৌভাগ্য।
এ স্মরণিটি কবি নজরুলের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে।	এ সরণিটি কবি নজরুলের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে।
এ দায়ীত্ব আমাকে দিও না।	এ দায়িত্ব আমাকে দিও না।
এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়	এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়
এই সব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই।	এসব মানুষের কোন ঠিকানা নেই।
এই পুস্তরেক আবশ্যক আমার নাই	এই পুস্তকে আবশ্যকীয়তা আমার নাই
এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল	এই দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃৎকম্প শুরু হইল
এটা অপক্ক হাতের লেখা	এটা কাঁচা হাতের লেখা
একের লাঠি দশের বোঝা।	দশের লাঠি একের বোঝা।
এর একটা ব্যাবস্থা কর	এর একটা ব্যবস্থা কর
কুপুরুষের মতো কথা বল কেন?	কাপুরুষের মতো কথা বল কেন?
কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছে।	কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।
কালানুক্রমানুসারে আমি সবই জানিতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।	কালক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।
কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
কারোর জন্যই দৈন্যতা কাঙখিত হতে পারে না।	কারোর জন্যই দৈন্য কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।
কন্যার বাপ সুবর করতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।	কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
কথাটি সঠিক নয়।	কথাটি ঠিক নয়।
কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় শিং।	কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কৈ।

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন।	কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন।
কক্সবাজার পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত
কি ভয়ানক বিপদ!	কী ভয়ানক বিপদ!
কালীদাস বিখ্যাত কবি/ কালীদাস খ্যাতমান কবি	কালিদাস বিখ্যাত কবি/ কালিদাস খ্যাতিমান কবি
কায়কবাদ মহাশ্মান লেখেন	কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান' লেখেন
কীতিবাস বাঙলা রামায়ণ রচনা করেছিলেন	কৃত্তিবাস বাংলা 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন
গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল।	গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
গীতাঞ্জলী একখানা কাব্যগ্রন্থ	'গীতাঞ্জলি' একখানা কাব্য গ্রন্থ
গীতাঞ্জলী পড়েছ কী?	'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কি?
গতকাল নিলীমা লাল পেড়ে শাড়ি পড়েছিল।	গতকাল নীলিমা লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল।
গড্ডালিকা প্রবাহ।	গড্ডলিকা প্রবাহ।
গৌরব লোপ হইয়াছে	গৌরব লোপ পাইয়াছে
গণিত খুব কঠিন	গণিত খুব জটিল
ঘটনা বর্ণনা হয়েছে	ঘটনা বর্ণিত হয়েছে
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী	ছেলেটি খুব/অত্যন্ত মেধাবী
ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল।	ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
ছেলেটি অহর্নিশি তার মাকে জ্বালাতন করে।	ছেলেটি অহর্নিশ তার মাকে জ্বালাতন করে।
ছোট নাটকটি সবাইকে মুগ্ধ করল	নাটিকাটি সবাইকে মুগ্ধ করল
ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।	ছাত্রীদের অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
ছাত্রদের কঠোর অধ্যাবসায় প্রশংসনীয়।	ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।
জৈষ্ঠ্য মাসে তার সর্বজেষ্ঠ্য ছেলের বিয়ে হয়।	জ্যৈষ্ঠ মাসে তার জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে হয়।
জ্যোৎস্না রাত বড়ই মাধুর্যময়	জ্যোৎস্না রাত বড়ই মধুর
জাপান একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ।	জাপান একটি সমৃদ্ধ দেশ।
জাপান উন্নতশীল দেশ।	জাপান উন্নত দেশ।
জ্ঞানি মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।	জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্যই যশোলাভ করেন।
ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের	ঝুড়িতে রাখা সব মাছের আকার একই রকমের
তুমিই টাকাটি আত্মস্যাৎ করেছ।	তুমিই টাকাগুলো আত্মসাৎ করেছ।
তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়তর।	তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়।
তুমি সেখানে গেল অপমান হবে।	তুমি সেখানে গেল অপমানিত হবে।
তুমি কী আজ যাবে?	তুমি কি আজ যাবে?
তুমি, করিম ও আমি আজ পড়িতে যাইব	করিম, তুমি ও আমি আজ পড়িতে যাইব
তুমি নির্দোষী নও	তুমি নির্দোষ নও
তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচিন হবে না।	তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।
তাহার শুশ্রুষা ও সান্তনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পাইলাম।	তাহার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পেলাম।
তাহার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তার সৌজন্যতা ভুলতে পারি না	তার সৌজন্য ভুলতে পারি না
তাহার সৌন্দর্য্যতায় মুগ্ধ হয়েছি	তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি
তাহার সৌন্দর্যতাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।	তার সৌন্দর্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
তাহার লেখাপড়ায় মনযোগ নাই।	তাহার লেখাপড়ায় মনোযোগ নাই।
তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ/ডাক্তার	তাহার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ/ডাক্তার
তাহাকে এখান থেকে যাইতে হইবে।	তাকে এখান থেকে যেতে হবে।
তাহারা ভূল করার প্রাতিযোগিতায় নেমেছে	তারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে
তাহারা বাড়ি যাচ্ছে	তারা বাড়ি যাচ্ছে।
তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।	তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।
তারা একত্রে গমন করলো।	তারা একত্র গমন করলো।
তার সাংঘাতিক আনন্দ হলো।	সে অত্যন্ত আনন্দিত হলো।
তার কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সে সাফল্য অর্জন করল।	কঠিন পরিশ্রমের ফলে সে সাফলতা অর্জন করল।
তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।	তার কাজের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।
তার কথার সঙ্গে কাজের সমাঞ্জস্যতা নেই।	তার কথার সঙ্গে কাজের সমাঞ্জস্য নেই।
তার মত কুশালী শিল্পী ইদানিংকালে বিরল।	তার মত কুশালী শিল্পী ইদানীং বিরল।
তার এখন সংকট অবস্থা	তার এখন সংকটাপন্ন অবস্থা
তার মতো করিতকর্মী লোক আর হয় না।	তার মতো করিৎকর্মা লোক হয় না।
তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।	তার মতো কৃতী ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
তার সব ছেলেরাই কৃতি	তার সব ছেলেই কৃতী
তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি।	তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ/উদ্ধত আচরণে ব্যথা পেয়েছি/ ব্যথিত হয়েছি
তার পরশ্রীকারতা দেখে আমি মুগ্ধ।	তার পরশ্রীকাতরতা দেখে আমি অবাক হলাম।
তার দেহ আপদমস্তক পর্যন্ত আবৃত ছিল	তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল
তার দুরাবস্থা দেখিলে দুঃখী হয়।/ দেখ দুঃখ হয়।	তার দুরবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।/ দেখে দুঃখ হয়
তার দারিদ্র্যতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তার দারিদ্র্যে কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশে গেছে।	তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বিদেশে গেছে।
তাকে স্বপরিবারে দাওয়াত কর।	তাকে সপরিবার দাওয়াত কর।
তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরপরাধী মানুষ।	তিনি নিরহঙ্কার ও নিরপরাধ মানুষ।
তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।	তিনি সানন্দচিত্তে/সানন্দে সম্মতি দিলেন।
তিনি সন্তোষ হলেন	তিনি সন্তুষ্ট হলেন
তিনি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন।	তিনি শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।
তিনি এখন সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।	তিনি এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।
তিনি একজন কৃতি পুরুষ	তিনি একজন কীর্তিমান পুরুষ
তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী।	তিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।
তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হয়েছেন।	তিনি প্রভাতেই বাড়ি থেকে বের হয়েছেন।
তিনি আমার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী	তিনি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তিনি আরোগ্য হলেন	তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
তিনি অযথা অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করেছেন।	তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় নষ্ট করছেন।
তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।	তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
তিনি মৌনী রহিলেন	তিনি মৌন রহিলেন
তিনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।	তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।
তিনি স্বস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।	তিনি সস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।
তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেটে/ষ্টেসনে গিয়াছেন।	তিনি সস্ত্রীক নিউমার্কেটে/স্টেশনে গিয়াছেন
তিনি পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করেন।	তিনি পৈতৃক ভিটায় বসবাস করেন।
তিনি মনোকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন	তিনি মনঃকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন
তোমার চিঠি পেয়ে দুঃখ পাইলাম	তোমার চিঠি পেয়ে দুঃখ পেলাম
তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে।	তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।
তোমার কটূক্তি শুনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছেন।	তোমার কটূক্তি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
তোমার মত বুদ্ধিমান বালিকা আমি আর দেখিনি।	তোমার মত বুদ্ধিমতী বালিকা আমি আর দেখিনি।
তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাস্কর।	তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাকর।
তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।	তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
তোমরা সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও।	তোমরা সুখে-দুখে পরস্পরের সাথী হও।
তোমার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।	তোমার তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
তোমার তিরষ্কার বা পুরষ্কার কিছুই চাই না	তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না
দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য।	দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।
দুর্বলবশত সে আসতে পারেনি।	দুর্বলতাবশত সে আসতে পারেনি।
দুষ্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু	দুষ্কৃতকারী সমাজের শত্রু।
দারিদ্রতাকে জয় করতে হলে, পরিশ্রম কর।	দারিদ্র্যকে/দরিদ্রতা জয় করতে হলে, পরিশ্রম কর।
দারিদ্রতা লজ্জাকর বিষয় নয়	দরিদ্রতা লজ্জার/লজ্জাকর বিষয় নয়
দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।	দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
দারিদ্র্যতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।	দারিদ্র্যই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।
দারিদ্র্যতার মধ্যেই মহত্ব আছে	দরিদ্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে
দরীদ্রকে দয়া কর	দরিদ্রকে দয়া কর
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
দৈন্যতা সবসময় ভাল নয়।	দৈন্য/দীনতা সব সময় ভাল নয়।
ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্বের লক্ষণ।	ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।
নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।	নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।
নিরপরাধী লোক কাউকে ভয় করে না	নিরপরাধ লোক কাউকে ভয় করে না
নির্দোষীকে শাস্তি দিও না	নির্দোষকে শাস্তি দিও না
নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছি	নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছি
নিজের বিষয়ে তার কোন মনোযোগ নেই।	নিজের সম্পর্কে তার কোনো মনোযোগ নেই।
নতুন নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে।	নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে।

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নত্ববিধান ও সত্ববিধান জানা থাকিলে বানান ভুল হবে না।	ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান জানা থাকলে বানান ভুল হবে না।
নীরিহ অতিথি শুধু আসির্বাদ চেয়েছিলেন।	নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।
নজরুল ইসলাম বাংলাদেশী জাতিদের চিরস্মরণীয় কবি	নজরুল ইসলাম বাংলাদেশীদের চিরস্মরণীয় কবি
নূরজাহান পরম সুন্দরী ছিলেন	নূরজাহান পরমা সুন্দরী ছিলেন
নদীর তীরের সব জমিগুলো আমার আয়ত্ত্বাধীনে আছে।	নদীর তীরের সব জমি আমার আয়ত্তে আছে।
নদীর জল হ্রাস হয়েছে	নদীর জল হ্রাস পেয়েছে
নেপালের ভৌগলিক সীমা বর্ণনা কর।	নেপালের ভৌগোলিক সীমা বর্ণনা কর।
পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।	পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
পুকুর পরিস্কারের জন্য কতৃপক্ষ পুরষ্কার ঘোষনা করেছে।	পুকুর পরিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে।	পুরান চালে ভাত বাড়ে।
পরিবেশ দোষণ সমস্যা দিন দিন জঠিল হচ্ছে।	পরিবেশ দূষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।
পাতায় পাতায় পড়ে শিশির শিশির।	পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
পাঁচজন মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন	পাঁচজন মানুষ উপস্থিত ছিলেন
পড়াশুনায় তোমার মনোযোগ দেখছি না'	পড়াশোনায় তোমার মনোযোগিতা দেখছি না
প্রাণে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না।	প্রাণে ঐকতান বাজলে দুঃখ থাকে না।
পরবর্তীতে আপনি এলে ভালো হবে।	পরবর্তী কালে আপনি এলে ভালো হবে।
পরোপকার মানুষত্বের পরিচায়ক।	পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্ব দিকে সূর্য উদিত হয়।
পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণীয়মান	পৃথিবীর সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান/ঘূর্ণ্যমান
পৈত্রিক সম্পত্তির মাদ্যমে ভদ্রস্থতা রক্ষা হয়, মহদুপকারও হয়।	পৈতৃক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহোপকারও হয়।
বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম	বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।
পোশাক পরিচ্ছেদ পরিস্কার রাখবে	পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখবে
বিদ্যান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।/শ্রেয়	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।/শ্রেয়
বিষয়টির বিসদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।	বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই/নাই।
বিষয়টি মস্তিস্কে গ্রহণ করার নয়, অন্তরে উপলব্ধির যোগ্য।	বিষয়টি মস্তিষ্ক গ্রাহ্য নয়, অন্তরে উপলব্ধির যোগ্য।
বিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে	বিষয়সমূহে বাহুল্য বর্জন করবে
বিমানের সিলেটগামী আভ্যন্তরীন ফ্লাইটটি দেরীতে ছাড়বে।	সিলেটগামী বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি বিলম্বে ছাড়বে।
বিবাদমান দু'টি দলের সংঘর্ষ হয়।	বিবদমান দু'টি দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।
বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্যের উপাদান।	বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের উপাদান।
বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এলেন।	বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ খেয়ে এলেন।
বিস্ময়াভিভূত হতবাক চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখিতেছিলাম	বিস্ময়াভিভূত চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখিতেছিলাম
বিদ্যাণকে সকলে শ্রদ্ধা করে।	বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
বিদ্যান হইতে হলে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়	বিদ্বান হতে হলে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়
বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়।	বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়।
বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
বিভুতিভুষন মনোপীড়া লইয়া মহাশ্মশ্মানে গিয়েছেন	বিভূতিভূষণ মনঃপীড়া লইয়া মহাশ্মশানে গিয়েছেন
বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ঙ্কর প্রতিভা ছিল	বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বাড়ি মালিক যে পিঠ প্রদর্শন করেছিল, তা নয়।	বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তা নয়।
বাংলাদেশ সমৃদ্ধশালী দেশ	বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশ
বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।	বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ দেশ।
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।	বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।
বাংলা বানান আয়ত্ব করা কঠিন	বাংলা বানান আয়ত্ত করা কঠিন
বাংলা ব্যাকরণ অত্যান্ত জটিল।	বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল।
বালকটি আরোগ্য হয়েছে।	বালকটি আরোগ্য লাভ করেছে।
বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামিনী।	বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগমন।
বানান ভুল দোষনীয়।	বানান ভুল দূষণীয়।
বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্কিত করা উচিত।	বন্ধুকে ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত।
বর্শাসজল মেঘকজ্জল দিবসে সূর্যের উজ্জলতা থাকে না।	বর্ষাসজল মেঘলা দিনে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।
বমালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।	মালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	বৃক্ষটি সমূল/মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
বিধি লঙ্ঘন হয়েছে	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে
বিরাট গরু-ছাগলের হাট	গরু-ছাগলের বিরাট হাট।
বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি	বিশ্বে বাংলা ভাষীর সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি
ব্যধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।	ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।
বিপদগ্রস্থকে সাহায্য কর	বিপদগ্রস্তকে সাহায্য কর
বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল
ভাইদের মধ্যে মুমিনই সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণতম	ভাইদের মধ্যে মুমিনই বিচক্ষণতম
ভূমিকম্পে উর্ধমুখী দালানটি ধ্বসে পড়ল।	ভূমিকম্পে উচ্চমুখী দালানটি ধসে পড়ল।
ভ্রান্তি কিছুতেই ঘুচে না।	ভ্রান্তি কখনও ঘুচেনা।
ভাত ছড়ালে শালিখের অভাব হয় না	ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না
মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।	মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।
মুহুর্তের ভুলে বিদূষীরাও বিপদে/ বিপাকে পড়ে।	মুহূর্তের ভুলে বিদুষীরাও বিপদে/ বিপাকে পড়ে।
মুর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।	মূর্খ লোকদের দুর্গতির সীমা থাকে না।
মুখস্তবিদ্যা পরিহার করা দরকার।	মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
মুমুর্ষ লোকটির সাহায্য করা উচিৎ।	মুমূর্ষু লোকটিকে সাহায্য করা উচিৎ।
মুমূর্ষ ব্যক্তির সেবা করবে।	মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে।
মুমুর্ষু রোগীকে শুশ্রসা কর	মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রূষা কর
মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।	মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ।
মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ!	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বললেন।	মাননীয়া সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষককে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বললেন।
মাননীয় অধ্যক্ষ সমীপেষু	মাননীয় অধ্যক্ষ সমীপে
মাদকাশক্তি ভাল নয়।	মাদকাসক্তি ভাল নয়।

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে সুস্বাগত জানানো হলো।	মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানানো হলো।
মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।	মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন।
মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়	মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরূদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়
মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভুগছে।	মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
মনোনীত কবিতা হইতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।	নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর।
মৃত্যুভয়ে সে সশঙ্কিত হল।	মৃত্যুভয়ে সে শঙ্কিত হল।
মনরঞ্জন মনমোহনের বড় ভাই	মনোরঞ্জন মনোমোহনের বড় ভাই
মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতর নদী	মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী
মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে।	মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
মেয়েটি অত্যন্ত/বেশ বুদ্ধিমান মেয়ে	মেয়েটি অত্যন্ত/বেশ বুদ্ধিমতী
মেয়েটি সুকৈশেলী ও সুহাসি	মেয়েটি সুকেশী ও সহাসিনী
মেয়েটি স্বয়ম্বর	মেয়েটি স্বয়ংবরা
মেয়েটি পাগলি	মেয়েটি পাগল
যিনি যথার্থই বিদ্যান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করে না	যিনি যথার্থই বিদ্বান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না
যুদ্ধ শেষ হইল	যুদ্ধ সমাপ্ত হইল
যাহা করিবার তা করেছি	যাহা করবার তা করেছি
যাদুঘরে কিন্তু যাদু দেখানো হয় না	জাদুঘরে কিন্তু জাদু দেখানো হয় না
যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।	যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
যে সমস্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।	যে সমস্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনোযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।
রবিন্দ্র প্রতীভা বিশ্বের বিস্ময়।	রবীন্দ্র প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময়।
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা অনস্বীকার্য।
রিপন দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর খেলোয়াড়	রিপন দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয়ংকর কবি ছিলেন।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ প্রতিভাবান/অসাধারণ কবি ছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান কবি ছিলেন।	রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি ছিলেন।
রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।	রুগ্‌ণ ব্যক্তিটির জন্য অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।
লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চরছে ঘোটক।	যারা লক্ষী ছিল, তারা এখন ঘোড়ায় চরছে।
লোকটি তোমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিয়েছে।	লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।
লোকটা আমার পুরাতন পরিচিত	লোকটা আমার পরিচিত
লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।	লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।
লালালু খুব পুষ্টিকর	লাল আলু খুব পুষ্টিকর
শিক্ষার্থীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।	শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করবো।	শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবো।
শারিরীক অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসক ডাকবে।	শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ডাকবে।
শশীভূষণ গীতাঞ্জলী পাঠ করেছে।	শশিভূষণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে।
শশীভূষণ কি আসে নাই?	শশিভূষণ কি আসে নাই?

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শরীর অসুস্থ্যের জন্য আমি কাল আসি নি।	অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিনি।
শুধুমাত্র তুমি গেলেই হবে।	শুধু তুমি গেলেই হবে।
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
শুধুমাত্র এই কটা টাকা দিলে?	শুধু/মাত্র এই কটা টাকা দিলে?
শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে দেখা হবে।	শুধু অফিস চলার সময়ে দেখা হবে।
শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।	শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
শশান ঘাট কোথায়	শ্মশান ঘাট কোথায়?
সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।	সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।
সারথি কশাঘাত করিবা মাত্র ঘোড়াগুলি বায়ুবেগে ধাবমান হইল।	সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।
সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।	আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।
সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন।	সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।
সাধারণ জন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে।	সাধারণ মানুষ গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলে।
সশঙ্কিত চিত্তে আমি ঘরে ঢুকলাম	শঙ্কিত চিত্তে আমি ঘরে ঢুকলাম
সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।	সকল ছাত্র পাঠে অমনোযোগী।
সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।	সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।
সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।	সব ছাত্রের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
সকল ছত্রগণ পাঠে মনোযাগী নয়।	সকল ছাত্র পাঠে মনোযোগী নয়।
সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সকল সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	সকল সদস্য/ সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সকলের সহযোগীতায় আমি স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।	সবার সহযোগিতায় আমি সার্থকতা লাভ করতে চাই।
সকলে একত্রিত হয়ে ধুমপান পরিত্যায্য ঘোষণা করিলেন।	সবাই একত্র হয়ে ধুমপান পরিত্যাজ্য ঘোষণা করিলেন।
সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।	সলজ্জ হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।	সভ্যগণ এসেছেন।
সমুদয় পক্ষীই নীর বাঁধে	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে
সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।	সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
সমস্ত প্রাণীকূলই পরিবেশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।	সমস্ত প্রাণীই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
সর্ব বিষয়সমূহ বাহুল্যতা বর্জন করবে।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।
সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
সর্বদেহে অসহ্যনীয় ব্যথা, ঔষুধ দেব কোথায়?	সর্বদেহে অসহ্য/অসহনীয় ব্যথা, ঔষুধ দেব কোথা?
সব মাছগুলোর দাম কত?	মাছগুলোর দাম কত?
সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে/সূর্যের উদয় হয়েছে।
সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সৎকার করা উচিত।	সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি সৎকার করা উচিত।
সেখানে তুমি অপমান হবে	সেখানে তুমি অপমানিত হবে
সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।	সে ভিড়ে হারিয়ে গেল।
সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।	সে গাছ হতে নেমে এল/ নামল।

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সে সঙ্কট অবস্থায় পড়েছে	সে সঙ্কটে পড়েছে।
সে খুবই বিদ্যান ব্যক্তি।	সে খুবই বিদ্বান ব্যক্তি।
সে বড় দুরাবস্থায় পড়েছে।	সে বড় দুরবস্থায় পড়েছে।
সে আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করেছে।	সে আকণ্ঠ পান করেছে।
সে অপমান হইয়াছে।	সে অপমানিত হইয়াছে।
সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারল না।	সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।
সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে	সে ক্রোধান্ধ হইয়াছে
সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।	সে দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।
সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।	সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্য/অনুগত ছাত্র।
সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।	তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলল	সে সমস্ত কথা বলল
সে শৈশবেই মাতা বাপ হারিয়েছে	সে শৈশবেই মা-বাপ হারিয়েছে
স্বাক্ষরতা কর্মসূচী সফল হয়েছে।	সাক্ষরতা কর্মসুচি সফল হয়েছে।
স্বাস্থ সকল সুখের মুল।	স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল।
স্ব স্ব ভূমির পুষ্করিনী পরিষ্কার করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।	স্ব স্ব পুষ্করিণী পরিষ্কার করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
সাবধান পূর্বক চলবে	সাবধানে চলবে
সবিনয়পূর্বক নিবেদন করি	সবিনয়/বিনয়পূর্বক নিবেদন করি
হাটে কলস ভাঙা	হাটে হাঁড়ি ভাঙা
হিমালয় পর্বত দুর্লংঘ্যনীয়।	হিমালয় পর্বত দুরতিক্রম্য।
হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পর্বত	হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত
হীন চরিত্রবান লোক পাশ্বাধম	হীনচরিত্র/চরিত্রহীন লোক পশ্বধম
হে ত্রি নয়নী আমাকে রক্ষা কর	হে ত্রিনয়না, আমাকে রক্ষা কর
হস্তীটি অপরিসীম স্থুল	হস্তীটি অত্যন্ত স্থুল
১ নং সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে	১ নং সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে

কতিপয় বাক্যাংশের শুদ্ধরূপ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপমান	অপমানিত	সংশয়পূর্ণ	সংশয়ময়	নৌকার স্রোতে	নৌকা স্রোতে
আবশ্যক	আবশ্যকতা	পরিষ্কার	পরিষ্কৃত	সমূলসহ	মূলসহ
সন্তোষ	সন্তুষ্ট	সাক্ষী	সাক্ষ্য	দৈন্যতা	দীনতা, দৈন্য
আরোগ্য	নীরোগ, আরোগ্য লাভ	তদ্দৃষ্টে	তদ্দর্শনে	সলজ্জিত	সলজ্জ
অন্তর্ধান	অন্তর্হিত	সদাসর্বদা	সর্বদা	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
অতিশয়	সাতিশয়	বাহুল্যতা	বাহুল্য	সম্ভব	সম্ভবপর
অন্তর্ধান	অন্তর্হিত	সন্তোষ	সন্তুষ্ট	বিশেষ প্রয়োজন	সবিশেষে
জ্বর হ্রাস	জ্বরের হ্রাস	অনাথিনী	অনাথা	উদয়	উদিত
প্রমাণ	প্রমাণিত	স্বপরিবার	সপরিবার	দুর্বলবশত	দুর্বলতাবশত
মৌনী	মৌন	সাবধানপূর্বক	সাবধানে	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
সঙ্কট	সঙ্কটজনক	গোপন	গোপনীয়	দুর্নিবায	অনিবার্য

CamScanner

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি
দৈন্যতা সব সময় ভাল নয়	দৈন্য/ দীনতা সব সময় ভাল নয়
ভাত ছড়ালে শালিকের অভাব হয় না	ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না
সব সময় বাহুল্যতা বর্জন করিবে	সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে
মুমুর্ষু রোগীকে সেবা করা উচিত	মুমূর্ষুকে সেবা করা উচিত
তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ	তার জীবন সংশয়পূর্ণ
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়	দৈন্য/ দীনতা প্রশংসনীয় নয়
সকল ছাত্ররা বিদ্যালয়ে যায়	ছাত্ররা বিদ্যালয়ে যায়
আমি ও তুমি কাজটি করেছিলাম	তুমি ও আমি কাজটি করেছিলাম
বাবা বলেন মানুষ হও	বাবা বলেন, "মানুষ হও"
তারা মাঠে ফুটবল খেলিতেছে	তারা মাঠে ফুটবল খেলছে
চট্টগ্রাম ফাইভ স্টার হোটেল আছে	চট্টগ্রাম পাঁচ তারা হোটেল আছে
ইহা সুদুর অতীত কালের কথা	ইহা অতীত কালের কথা
সে বিদ্যালয়ে যাই	সে বিদ্যালয়ে যায়
যে কাজ করে ভূল তারই হয়	যে কাজ করে ভুল তারই হয়
আমার সাদ না মিটিল	আমার স্বাদ না মিটিল
মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমান ও সুন্দরী	মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী
এসব লোকগুলোকে আমি চিনি	এসব লোক আমি চিনি
আমি অপমান হয়েছি	আমি অপমানিত হয়েছি
ক্ষমা একটি মহান গুণ	ক্ষমা একটি মহৎ গুণ
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পন্য উচিত নয়	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য উচিত নয়
নবান্নের এ উৎসবে আমাদের অনেক করণীয় আছে	নবান্ন উৎসবে আমাদের অনেক করণীয় আছে
সকল পাখিগুলো একসঙ্গে উড়ে গেল	পাখিগুলো একসঙ্গে উড়ে গেল
মুমুর্ষু রোগীর সেবা মহৎ কর্ম	মুমূর্ষু রোগীর সেবা মহৎ কাজ
পরিস্কার পোষাক পরিধান করে সে পুরস্কার নিতে এলো	পরিষ্কার পোষাক পরিধান করে সে পুরস্কার নিতে এলো
এ খামটি কেবলমাত্র অফিসের কাজে ব্যবহার্য	খামটি কেবল অফিসের কাজে ব্যবহার্য
সব মাছগুলোর দাম কত?	মাছগুলোর দাম কত?
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ
অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়	অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভাল নয়
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবি	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী
গনিত খুব কঠিন	গণিত খুব কঠিন বিষয়
অদ্য সভায় মহতি অধিবেশন হবে	অদ্য মহতী সভায় অধিবেশন হবে
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত
সকল বন্যার্তদের ত্রাণ সামগ্রী দেয়া হয়েছে	বন্যার্তদের ত্রাণ সামগ্রী দেয়া হয়েছে
চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ দুটি বিস্ময়কর ঘটনা	চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ দুটি বিস্ময়কর ঘটনা
ঐক্যতান শুনতে ভাল লাগে	ঐকতান শুনতে ভাল লাগে

CS CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত	সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত
তুমি কী ঢাকা যাবে?	তুমি কি ঢাকা যাবে?
জ্ঞানি মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ	জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
দুর্বলবশতঃ অনাথিনী বসে পড়ল	দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল
তিনি আরোগ্য হয়েছেন	তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন
একটা গোপন কথা বলি	একটা গোপনীয় কথা বলি
এ কথা প্রমাণ হয়েছে	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে
আমি সাক্ষী দিয়েছি	আমি সাক্ষ্য দিয়েছি
শাড়ি পরা সবুজ মেয়েটিকে আমি চিনি	সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটিকে আমি চিনি
অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য	অন্যায়ের প্রতিফলন/প্রতিফল অনিবার্য
আমি কাল জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব	আমি আগামীকাল জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব
বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
তার সৌজন্যতা ভূলতে পারবো না	তার সৌজন্য ভুলতে পারবো না
বাংলা ব্যাকরন অত্যান্ত জটিল	বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন
'দৈর্ঘ্য' হলো বিশেষ্য পদ	'দৈর্ঘ্য' হল বিশেষণ পদ
ফাল্গুনে গাছে গাছে আগুন লাগে	ফাল্গুনে গাছে গাছে ফুল ফোটে
ধ্বনির প্রতীকই বর্ন	ধ্বনির প্রতীকই বর্ণ
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন ভালো নয়	আকণ্ঠ ভোজন ভালো নয়
অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।	অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভাল নয়।
কবির শোক সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছে।	কবির শোক সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে।
তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।	তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।
সাধারণ জন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে।	সাধারণ জন গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে
সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সৎকার করা উচিত।	সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি সৎকার করা উচিত।
সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
তার দূরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়।	তার দূরাবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।
দৈনতা প্রশংসনীয় নয়।	দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
সে সংকটে পড়েছে।	সে সঙ্কটে পড়েছে।
নিরাপরাধী ব্যাক্তিকে ক্ষমা কর।	নিরাপরাধ ব্যাক্তিকে ক্ষমা কর।
তার অন্তর অজ্ঞান সমুদ্র আচ্ছন্ন	তার অন্তর তিমিরাচ্ছন্ন
আহারে সাংঘাতিক আনন্দ হইল	তার অপরিসীম আনন্দ হলো
বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ানক প্রতিভা ছিল	বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল
২০২২	
সহৃদয়বান ও নিস্পাপী ব্যকি	হৃদয়বান ও নিস্পাপ ব্যক্তি
আমার আর বাঁচিবার স্বাধ নাই	আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই
তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল	তার দুচোখ অশ্রুতে ভেসে গেল
অনেক হয়েছে, গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না	অনেক হয়েছে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না
অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত	অত্যাবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত
পরবর্তীতে তুমি আবার এসো	তুমি আবার এসো
দৈনতা সব সময় ভাল নয়	দীনতা/দৈন্য সময় ভালো নয়
পরীক্ষাকালীন সময়ে মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ	পরীক্ষালীন/ পরীক্ষার সময়ে মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইদানিং কালে তার অবকাশ নাই	ইদানিং তার অবকাশ নাই
তাহার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি
বিধি লঙ্ঘন হয়েছে	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে
অধীনস্থ কর্মচারীরা এ কাজ করেছে	অধীন কর্মচারীরা এ কাজ করেছে
দুষ্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু	দুষ্কৃতকারী সমাজের শত্রু
ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্বের লক্ষণ	ধৈর্য, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ
এ দায়িত্ত আমাকে দিও না	এ দায়িত্ব আমাকে দিও না
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে	আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে
ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে	ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে
বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন	বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়	উপরিউক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়
তার অবস্থা এখন সংকটময়	তার অবস্থা এখন সংকটাপন্ন
ঐক্যমত ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুচিত	ঐকমত্য ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুচিত
গতকাল সভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন	গতকাল সভায় সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন
একটা গোপন কথা বলি	একটা গোপনীয় কথা বলি
সে তার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র	সে তার শিক্ষকের একান্ত বাধ্য ছাত্র
সমস্ত ছাত্রগণই পড়াশোনায় অমনোযোগী নহে	সমস্ত ছাত্রই পড়াশোনায় অমনোযোগী নহে
আমার কথায় প্রমাণ হলো	আমার কথায় প্রমাণিত হলো
তার এখন সংকট অবস্থা	তার এখন সংকটাপন্ন অবস্থা
তার সৌজন্যতা ভুলতে পারব না	তার সৌজন্য ভুলতে পারব না
এই সব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই	এই মানুষগুলোর কোন ঠিকানা নেই
গণিত খুব কঠিন	গণিত খুব জটিল
নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর	নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর
তিনি উদ্ধতপুর্ন আচরণ করলেন	তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করলেন
অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
কপাল ভিজিয়া গেল নয়নের জলে	কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে
তিনি আরোগ্য হইয়াছেন	তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন
হীন চরিত্র লোক পশ্বাধম	হীনচরিত্র লোক পশ্বধম
অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়	অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভাল নয়
বানান ভূল দোষনীয়	বানান ভুল দূষণীয়
হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পর্বত	হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত/ সর্বোচ্চ পর্বত
২০২৩	
প্রত্যেক শিক্ষকগন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।	প্রত্যেক শিক্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।
আমার কথাই প্রমাণ হলো।	আমার কথায় প্রমাণিত হলো।
সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
বিরাট গরু-ছাগলের হাট বসেছে।	গরু-ছাগলের বিরাট হাট বসেছে।
আমার টাকার আবশ্যক নাই।	আমার টাকার আবশ্যকতা নাই।
তোমার সঙ্গে কিছু গোপন পরামর্শ আছে।	তোমার সঙ্গে কিছু গোপনীয় পরামর্শ আছে।
কারো মাঘ মাস, কারো সর্বনাশ।	কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তার কথা প্রমাণ হয়েছে।	তার কথা প্রমাণিত হয়েছে।
সকল ছাত্রগণ পাঠে অমনোযোগী।	সকল ছাত্র পাঠে অমনোযোগী।
লোকটা নির্দোষী।	লোকটা নির্দোষ
বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
তার সৌজন্যতা ভুলতে পারব না।	তার সৌজন্য ভুলতে পারব না।
তিনি স্বস্ত্রীক রাজশাহী থাকেন।	তিনি সস্ত্রীক রাজশাহী থাকেন।
পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণীয়মান।	পৃথিবীর সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান/ঘূর্ণ্যমান।
সোক সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজিবি, বিজ্ঞানি, দার্শনিক প্রমুখগন শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেন।	শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
পরপোকার মনুষত্ত্বের পরিচায়ক ।	পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
বিদ্বাণ মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
নীরিহ শুধুমাত্র আশির্বাদ অতিথী চেয়েছিলেন।	নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।
বাজিকরের অদ্ভুদ ক্রিয়া দেখে ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হইল।	বাজিকরের অদ্ভুদ ক্রীড়া দেখে ছাত্ররা প্রফুল্ল হল।
বিদ্ধান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
পড়াশোনায় তোমার মনযোগীতা দেখি না।	পড়াশোনায় তোমার মনোযোগ দেখি না।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
তার দুরাবস্থা দেখলে দুঃখী হয়।	তার দুরবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।
পরিশ্রমে তার শারিরিক অবস্থা শোচনিয়।	পরিশ্রমে তার শারীরিক অবস্থা শোচনীয়।
পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই
তার সাংঘাতিক আনন্দ হলো।	সে অত্যন্ত আনন্দিত হলো।
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
আপনি স্বপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
আমরা উন্নতির পথে কুঠারাগাত করিতেছি।	আমরা উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি।
সকল মানুষেরাই মরনশীল।	মানুষ মরণশীল।
দেবী অন্তর্ধান হইবেন।	দেবী অন্তর্হিত হইবেন।
সে স্বাক্ষী দিয়েছে।	সে সাক্ষ্য দিয়েছে।
ঐ লোকটি খুব সৎ।	লোকটি খুব সৎ।
শহরে ও গ্রামে এখন ইলেকশনের আমেজ।	শহরে ও গ্রামে এখন নির্বাচনের আমেজ।
উল্লিখিত বিষয় হলো তিনি এখন সমাজসেবী।	উল্লিখিত বিষয় হলো তিনি এখন সমাজসেবক।
ঘরটি ছিমছিমে অন্ধকার।	ঘরটি ঘুটঘুটে অন্ধকার।
সূর্য উদয় হয়নি।	সূর্য উদিত হয়নি।
সব আমগুলোর দাম কত?	আমগুলোর দাম কত?
তারকাবৃন্দ আকাশে মিটিমিটি করে জ্বলছে।	তারকারাজি আকাশে মিটিমিটি করে জ্বলছে।
তোমার সঙ্গে আমার একটি গোপন পরামর্শ আছে।	তোমার সঙ্গে আমার একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
সে এমন রূপসী যেন অপ্সরী।	সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।
মেয়েটি সুকৈশেলী ও সুহাসি।	মেয়েটি সুকেশী ও সহাসিনী।
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
মুমুর্ষ লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।	মুমূর্ষু লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বাংলাদেশের স্বপক্ষে কী ভালো, কী মন্দ তা বাংলাদেশই ঠিক করবে।	বাংলাদেশের সপক্ষে কী ভালো, কী মন্দ তা বাংলাদেশই ঠিক করবে।
তার অধীনস্ত কর্মচারীরা কাজটি করেছে।	তার অধীন কর্মচারীরা কাজটি করেছে।
বিপিএটিসি-র সকল কর্মচারীগণ পরিশ্রমী।	বিপিএটিসি-র সকল কর্মচারী পরিশ্রমী।
সে শির:পিড়ায় কষ্ট পাচ্ছে।	সে শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছে।
গাছটি স্বমূলে উৎপাটিত হলো।	গাছটি সমূল/মূলসহ উৎপাটিত হলো।
'রাস্ট্র' বানানকে অনেকেই 'রাষ্ট্র' লেখেন।	'রাষ্ট্র' বানানকে অনেকেই 'রাস্ট্র' লেখেন।
তারা সকলেই এলো।	তারা এলো।
আমার আয়ুস্কালে সে ফিরবে না।	আমার আয়ুষ্কালে সে ফিরবে না।
অকুল পাথারে আল্লাহই একমাত্র ভরসা।	অকূল পাথারে আল্লাহই একমাত্র ভরসা।
হে আদী জননি শিন্ধু।	হে আদিজননী সিন্ধু
ধন ধান্যে পুস্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।	ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।
তোমার এবার পরিক্ষায় অংশ নেওয়া সমিচীন হয়নি।	তোমার এবার পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সমীচীন হয়নি।
সে অতৃন্ত চালাক।	সে অত্যন্ত চালাক।
সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরন করতে পারলনা।	সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।
সকল আলেমগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।	সকল আলেম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্টতা।	আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্ট্য।
তিনি ফ্রান্স ও জার্মানি ভাষায় অভিজ্ঞ।	তিনি ফরাসি ও জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ।
মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।	মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
প্রকৃতিই রাঙামাটি এর বৈচিত্র এনে দিয়েছে।	প্রকৃতিই রাঙামাটি এর বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে।
রচনাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রহিয়াছে।	রচনাটি ভাব গভীর, তবে ভাষার দীনতা/দৈন্য রহিয়াছে।
কস্ট অর্থ ক্লেস	কষ্ট অর্থ ক্লেশ
ঈক্ষুর চারা বপন করা হইল।	ঈক্ষুর চারা রোপন করা হইল।
চন্দ্র উদয় হলো	চন্দ্র উদিত হলো
২০২৪	
সকল সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন।	সকল সুধী উপস্থিত আছেন।
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম
ক্ষমা একটি মহানগুণ।	ক্ষমা একটি মহৎ গুণ
দৈনতা সবসময় ভাল নয়।	দৈন্য/দীনতা সবসময় ভাল নয়।
মুমুর্ষ রোগীকে শুশ্রষা কর।	মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রূষা কর
এ মোকদ্দমায় আমি সাক্ষী দেব না।	এ মোকদ্দমায় আমি সাক্ষ্য দেব না।
গীতাঞ্জলী একখানা কাব্যগ্রন্থ।	গীতাঞ্জলি একখানা কাব্যগ্রন্থ।
প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহনই বড় কথা।	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণই বড় কথা।
শ্রাবনী অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে।	শ্রাবনী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।
রেজভীর বিবাহতে আমাকে স্বপরিবারে নিমন্ত্রণ করেছে।	রেজভীর বিবাহতে আমাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করেছে।
ছয়টি ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ।	ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ।
বিদ্যান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।
দৈন্যতা প্রসংশনীয় হওয়া সমীচীন নয়।	দৈন্য প্রশংসনীয় হওয়া সমীচীন নয়।
তারা যেন সবাই ভূল করবার প্রতিযোগীতায় নামিয়াছে।	তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
দুর্বিসহ বানানটি অধিকাংশ ব্যাক্তি ভূল লেখে।	দুর্বিষহ বানানটি অধিকাংশ ব্যক্তি ভুল লেখে।

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কেবল মাত্র প্রতিযোগিরাই মঞ্চে আসবে।	কেবল প্রতিযোগিরাই মঞ্চে আসবে।
আর আমার বাঁচিবার স্বাদ নাই।	আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।
নিরোগী লোক প্রকৃতপক্ষে সুখী।	নিরোগ লোক প্রকৃতপক্ষে সুখী।
বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
মুমুর্ষু রোগীকে শুশ্রূষা কর।	মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রূষা কর।
শশান ঘাট কোথায়?	শ্মশান ঘাট কোথায়?
প্রাতকালে লোকটি গাত্রত্থান করে।	প্রাতঃকালে লোকটি গাত্রোত্থান করে।
গুরুজনের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা সমিচীন নয়	গুরুজনের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা সমীচীন নয়

নমুনা প্রশ্ন

১. **শুদ্ধ করে লিখুন: (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ-২০১৮/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)** ৫
ক) আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি খ) দৈন্যতা সব সময় ভাল নয়
গ) ভাত ছড়ালে শালিকের অভাব হয় না ঘ) সব সময় বাহুল্যতা বর্জন করিবে ঙ) মুমুর্ষু রোগীকে সেবা করা উচিত

২. **বাক্য শুদ্ধ লিখুন। (জেলা প্রশাসকের কার্যলয়, সিলেট-২০১৯)** ৪
ক) শাড়ি পরা সবুজ মেয়েটিকে আমি চিনি। খ) অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।
গ) আমি অপমান হয়েছি। ঘ) আমি কাল জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব।

৩. **বাক্য শুদ্ধ করে লিখুন। (বাংলাদেশ হাইকোর্ট-২০২০)** ৬
ক) তার সৌজন্যতা ভুলতে পারব না। খ) বাংলা ব্যাকরন অত্যান্ত জটিল। গ) আমি সাক্ষী দিয়েছি।
ঘ) 'দৈর্ঘ্য' হলো বিশেষ্য পদ। ঙ) ফাল্গুনে গাছে গাছে আগুন লাগে। চ) ধ্বনির প্রতীকই বর্ন।

৪. **বাক্য শুদ্ধ করে লিখুন। (পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর-২০২০/অডিটর)** ৫
ক) অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়। খ) কবির শোক সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছে।
গ) তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হল। ঘ) সাধারণ জন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে।
ঙ) সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবগের্র আতিথ্য সৎকার করা উচিত।

৫. **বাক্য শুদ্ধ করে লিখুন। (কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা-২০২১/সিপাই)** ৫
ক) সূর্য উদয় হয়েছে খ) তার দূরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়। গ) দৈনতা প্রশংসনীয় নয়।
ঘ) সে সংকটে পড়েছে। ঙ) নীরাপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।

৬. **বাক্য শুদ্ধ করে লিখুন। (হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা-২০২২/অডিটর)** ৪
ক) তার সৌজন্যতা ভুলতে পারব না খ) এই সব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই
গ) গণিত খুব কঠিন ঘ) নিরপারী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর

৭. **বাক্য শুদ্ধ করে লিখুন। (কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা-২০২২/সিপাই)** ৫
ক) হীন চরিত্র লোক পশ্বাধম খ) অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়
গ) বানান ভুল দোষনীয় ঘ) হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পর্বত
ঙ) অঙ্ক কষিতে ভুল করিও না

৮. **বাক্য শুদ্ধ করে লিখুন। (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-২০২৪/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)** ৫
ক) সকল সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন। খ) আমি সন্তোষ হলাম।
গ) ক্ষমা একটি মহানগুণ। ঘ) দৈনতা সবসময় ভাল নয়।
ঙ) মুমুর্ষ রোগীকে শুশ্রূষা কর।

CamScanner

১০

বিপরীত শব্দ

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অজ্ঞ	বিজ্ঞ
অধম	উত্তম
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
অনুরক্ত	বিরক্ত
অনুরাগ	বিরাগ
অনুকূল	প্রতিকূল
অপ্রতিভ	সপ্রতিভ
অর্থ	অনর্থ
অল্প	অধিক
অগ্র	পশ্চাৎ
অচল	সচল
অন্ত	অনন্ত
অন্তর	বাহির
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
আদর	অনাদর
আদান	প্রদান
আস্থা	অনাস্থা
আগে	পিছে
আপদ	নিরাপদ
আপন	পর
আবশ্যক	অনাবশ্যক
আমদানি	রপ্তানি
আকর্ষণ	বিকর্ষণ
আশা	নিরাশা
আকুঞ্চন	প্রসারণ
অস্তি	নাস্তি
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ
আসল	নকল
আচার	অনাচার
আচার	অনাচার
আয়	ব্যয়
আদি	অন্ত
আস্তিক	নাস্তিক
আবির্ভাব	তিরোভাব
আবিল	অনাবিল
আত্মীয়	অনাত্মীয়
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
ইদানীং	তদানীং
ইস্তফা	যোগদান
ইচ্ছা	অনিচ্ছা
ইহলোক	পরলোক
ইহা	উহা
ইহা	উহা
ইষ্ট	অনিষ্ট
ইতর	ভদ্র
উদয়	অস্ত
উচ্চ	নিচ
উন্নতি	অবনতি
উন্নত	অবনত/ অনুন্নত
উপকার	অপকার
উপসর্গ	অনুসর্গ
উপচয়	অপচয়
উপস্থিত	অনুপস্থিত
উত্তর	দক্ষিণ
উত্থান	পতন
উৎকণ্ঠা	শান্তি
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উৎসাহ	নিরুৎসাহ
উদ্দিষ্ট	নিরুদ্দিষ্ট
উর্ধ্ব	অধ
এলোমেলো	গোছানো
ওস্তাদ	সাগরেদ
ওঠা	নামা
কৃপণ	উদার
কৃত্রিম	স্বাভাবিক
কৃত্রিম	স্বাভাবিক
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন
কাজ	অকাজ
ক্রয়	বিক্রয়
কেজো	অকেজো
কোমল	কর্কশ
খোঁজ	নিখোঁজ
খোলা	বন্ধ
খাঁটি	ভেজাল
খুঁত	নিখুঁত
খানিক	অধিক
খাতক	মহাজন
খুচরা	পাইকারি
ক্ষুদ্র	বৃহৎ
গূঢ়	ব্যক্ত
গৃহী	সন্ন্যাসী
গ্রহণ	বর্জন
গুরু	লঘু
ঘাটতি	বাড়তি
ঘাত	প্রতিঘাত
ঘাত	প্রতিঘাত
ঘাতক	পালক
চেনা	অচেনা
চোর	সাধু
চোখা	ভোঁতা
চেতন	অচেতন
ছাত্র	অছাত্র
জ্বলন	নির্বাপণ
জন্ম	মৃত্যু
জড়	চেতন
জয়	পরাজয়
জানা	অজানা
জাগরিত	নিদ্রিত
জীবন	মরণ
জোয়ার	ভাটা
জ্ঞানী	অজ্ঞান
জ্ঞেয়	অজ্ঞেয়
টাটকা	বাসি
ঠিক	বেঠিক
ঠকা	জেতা
ঠাণ্ডা	গরম
ডোবা	ভাসা
তিরস্কার	পুরস্কার

CamScanner

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
ত্বরিত	শ্লথ
তফাত	কাছে
তাল	বেতাল
তেজী	নিস্তেজ
দিন	রাত
দূর	নিকট
দাতা	গ্রহীতা
দীর্ঘ	হ্রস্ব
দুর্মতি	সুমতি
দুষ্ট	শিষ্ট
দুষ্ট	শিষ্ট
দেনা	পাওনা
দেওয়া	নেওয়া
দোষী	নির্দোষ
ধৃষ্ট	নম্র
ধনী	নির্ধন, গরিব
ধর্ম	অধর্ম
নরম	শক্ত
নশ্বর	অবিনশ্বর
নতুন	পুরাতন
নিন্দা	প্রশংসা
পথ	বিপথ
পূর্ব	পশ্চিম
পণ্ড	সফল
প্রফুল্ল	বিমর্ষ
প্রবল	দুর্বল
প্রভু	ভৃত্য
প্রখরতা	স্নিগ্ধতা
প্রাচ্য	প্রতীচ্য
পাপী	নিষ্পাপ
পুষ্ট	ক্ষীণ
বেহেশত	দোজখ
বোকা	চালাক
ব্যর্থ	সার্থক
বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ
বর	বৌ
বলবান	দুর্বল
বড়	ছোট
বন্ধন	মুক্তি
বন্ধন	মুক্তি
বন্ধু	শত্রু

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
বাদী	বিবাদী
বাউণ্ডুলে	সংসারী
বাচাল	স্বল্পভাষী
বিচ্ছেদ	সন্ধি
বিরত	নিরত
ভিতর	বাহির
ভোঁতা	ধারালো
ভূত	ভবিষ্যৎ
ভয়	সাহস
ভর্ৎসান	প্রশংসা
ভীরু	নির্ভীক
ভীতু	সাহসী
মূখ্য	গৌণ
মৃদু	প্রবল
মান	অপমান
মৌন	মুখর
মিলন	বিরহ
যশ	অপযশ
যাচিত	অযাচিত
যুক্ত	বিযুক্ত
রদ	চালু
রোগ	নিরোগ
রুগ্‌ণ	সুস্থ
রাজা	প্রজা
রসিক	বেরসিক
রিক্ত	পূর্ণ
রত	বিরত
লঘু	গুরু
লায়েক	নালায়েক
লাভ	ক্ষতি,লোকসান
লেজ	মাথা
লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী
শিষ্ট	অশিষ্ট
শত্রু	মিত্র
শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা
শান্ত	অশান্ত
শীঘ্র	বিলম্ব
শুভ	অশুভ
সদয়	নির্দয়
সৃষ্টি	ধ্বংস
সম্বল	নিঃসম্বল

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
সঞ্চয়	ব্যয়
সফল	বিফল
সবল	দুর্বল
সমষ্টি	ব্যাষ্টি
সরস	নীরস
সওয়াল	জবাব
সংহত	বিভক্ত
সদ্ভাব	বিরোধ
সার্থক	ব্যর্থ
সাচ্চা	ভুয়া
সাকার	নিরাকার
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
সুন্দর	কুৎসিত
সুবহ	দুর্বহ
সুরভি	নিন্দা/পুতি
সুলভ	দুর্লভ
সুকৃত	দুষ্কৃত
সুশ্রী	বিশ্রী
সুশীল	দুঃশীল
সুখ	দুঃখ
সত্য	মিথ্যা
স্বনামে	বেনামে
স্ববাস	প্রবাস
স্বমত	পরমত
স্বকীয়	পরকীয়
স্বর্গ	নরক
স্বাধীন	পরাধীন
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
স্থির	চঞ্চল
স্থাবর	অস্থাবর, জঙ্গম
স্মৃতি	বিস্মৃতি
হ্রাস	বৃদ্ধি
হরণ	পূরণ
হুঁশ	বেহুঁশ
হাল্কা	ভারি
হার	জিত
হাসি	কান্না

CamScanner

সংগৃহীত

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অনুগ্রহ	নিগ্রহ
অনুলোম	প্রতিলোম
অনুজ	অগ্রজ
অন্তর	বাহির
অপকার	উপকার
অমৃত	বিষ, গরল
অনুরক্ত	বিরক্ত
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
অনুকূল	প্রতিকূল
অনুরাগ	বিরাগ
অণু	বৃহৎ
অন্ত্য	আদ্য
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
অর্থ	অনর্থ
অনির্বাণ	নির্বাণ
অধিত্যকা	উপত্যকা
অবিরল	বিরল
অসীম	সসীম
অধম	উত্তম
অলস	পরিশ্রমী/কর্মঠ
অর্বাচীন	প্রাচীন
অগ্রজ	অনুজ
অর্জন	বর্জন
অর্পণ	গ্রহণ
অতিকায়	ক্ষুদ্রকায়
অলীক	সত্য
অম্ল	মধুর
অগ্র	পশ্চাৎ
অভ্যাস	অনভ্যাস
অপরাধ	নিরপরাধ
অগ্রগামী	পশ্চাৎগামী

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অশন	অনশন
অন্ধকার	আলোক
অবনত	উন্নত
আকর্ষণ	বিকর্ষণ
আকুঞ্চন	বিকুঞ্চন, প্রসারণ
আগম	লোপ
আদর	ঘৃণা
আদ্য	অন্ত্য
আপত্তি	সম্মতি
আবাহন	বিসর্জন
আবির্ভাব	তিরোভাব
আশু	বিলম্ব
আশ্লেষ	বিশ্লেষ
আসক্ত	বিরক্ত
আগমন	নির্গমন, প্রত্যাগমন
আশা	নিরাশা
আচার	অনাচার
আত্মীয়	অনাত্মীয়
আবশ্যক	অনাবশ্যক
আবিল	অনাবিল
আস্থা	অনাস্থা
আস্তিক	নাস্তিক
আঁঠি	শাঁস
আদান	প্রদান
আমদানি	রপ্তানি
আয়	ব্যয়
আলসে	কর্মঠ
আকাশ	পাতাল
আরোহণ	অবতরণ
আলস্য	শ্রম
আর্দ্র	শুল্ক
আটক	ছাড়
আবদ্ধ	মুক্ত

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
আগ্রহ	উপেক্ষা
আদিষ্ট	নিষিদ্ধ
আকস্মিক	চিরন্তন
আবৃত	অনাবৃত, উন্মুক্ত
আসামি	বাদী
আগম	নির্গম
ইহ	পরত্র
ইতর	ভদ্র
ইচ্ছা	অনিচ্ছা
ইষ্ট	অনিষ্ট
ইহকাল	পরকাল
ঈষৎ	অধিক
ঈদৃশ	তাদৃশ
ঈর্ষা	প্রীতি
ঈপ্সিত	অনীপ্সিত
উচ্চ	নীচ
উদয়	অস্ত
উন্মুখ	বিমুখ
উন্মীলন	নিমীলন
উজান	ভাটি
উক্ত	অনুক্ত
উত্তম	অধম
উপরোধ	অনুরোধ
উপকার	অপকার
উপস্থিত	অনুপস্থিত
উগ্র	মৃদু, সৌম্য
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উহ্য	স্পষ্ট
উজ্জ্বল	ম্লান
উন্নতি	অবনতি
উপচয়	অপচয়
উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট
উপসর্গ	অনুসর্গ

CamScanner

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
উপগত	অপগত
উদ্ধত	বিনীত
উত্তরণ	অবতরণ
উদার	সংকীর্ণ
ঋজু	বক্র
ঊর্ধ্ব	অধঃ
ঊষা	সন্ধ্যা
ঊর্ধ্বগামী	নিম্নগামী
একাল	সেকাল
এযুগ	সেযুগ
একমত	দ্বিমত
এপিঠ	ওপিঠ
ঐহিক	পারত্রিক
ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
এঁড়ে	বকনা
ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য
ঐক্য	অনৈক্য, বিভেদ
ঔদ্ধত্য	বিনয়
ঔদার্য	কার্পণ্য
কুটিল	সরল
কৃত্রিম	স্বাভাবিক
কৃপণ	বদান্য
কুৎসিত	সুন্দর
কৃষ্ণ	শুক্ল, শুভ্র
কোমল	কঠিন, কর্কশ
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ
কুৎসা	প্রশংসা
করাল	সৌম্য
কপট	অকপট
কেজো	অকেজো
কৃশ	স্থূল
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
কাজ	অকাজ
কান্না	হাসি
ক্রয়	বিক্রয়

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
ক্রোধ	প্রীতি
ক্ষীণ	পুষ্ট
ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
ক্ষিপ্ত	শান্ত
ক্ষয়	বৃদ্ধি
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান
ক্ষুদ্র	বৃহৎ
খোলা	ঢাকা
খ্যাতি	অখ্যাতি
খাতক	মহাজন
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গাম্ভীর্য	চাপল্য
গুপ্ত	ব্যাপ্ত, প্রকাশিত
গোপন	প্রকাশ
গরল	অমৃত
গ্রহণ	বর্জন
গৌরব	লাঘব
গ্রাম্য	নাগরিক, শহুরে
গুরু	লঘু
গৃহী	সন্ন্যাসী
গঞ্জনা	প্রশংসা
গৌণ	মূখ্য
গ্রহীতা	দাতা
গুরু	শিষ্য
ঘাত	প্রতিঘাত
ঘোলা	স্বচ্ছ
ঘন	তরল
ঘরে	বাহিরে
চঞ্চল	স্থির
চড়াই	উৎরাই
চেতন	জড়
চোর	সাধু
চতুর	নির্বোধ
চোখা	ভোঁতা
চেনা	অচেনা

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
চয়	অপচয়
চক্ষুষ্মান	অন্ধ
ছাড়া	ধরা
জঙ্গম	স্থাবর
জরা	যৌবন
জয়	পরাজয়
জ্বলন্ত	নিভন্ত
জোয়ার	ভাটা
জন্ম	মৃত্যু
জীবন	মরণ
জানা	অজানা
জড়	চেতন
জাগরিত	নিদ্রিত
জাগ্রত	সুপ্ত
জীবিত	হত/মৃত
জ্ঞানী	মূর্খ
ঝানু	অপটু, অপক্ক
ঝুনা	কাঁচা
টাটকা	বাসি
ঠুনকা	মজবুত
ডুবন্ত	ভাসন্ত
ডাগর	ছোট
ঢেংগা	খাটো
ঢোসা	হালকা
তরুণ	প্রবীণ
তিক্ত	মধুর
ত্যাগ	ভোগ
ত্বরা	বিলম্ব
তিমির	আলোক
তরল	কঠিন
তিরস্কার	পুরস্কার
তৃপ্তি	অতৃপ্তি
তাপ	শৈত্য
তস্কর	সাধু
তেজি	মেদা, মন্দা

CamScanner

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
তারুণ্য	বার্ধক্য
তেজ	নিস্তেজ
তীব্র	লঘু
তামসিক	রাজসিক
থামা	চলা
দান	গ্রহণ, প্রতিদান
দাস	প্রভু
দীন	ধনী
দুরন্ত	শান্ত
দ্রুত	হ্রস্ব
দরদি	নির্দয়
দাস	প্রভু
দুঃখ	সুখ
দুর্বার	নির্বার
দৃশ্য	অদৃশ্য
দুশমন	দোস্ত
দুর্লভ	সুলভ
দেনা	পাওনা
দুষ্কৃতি	সুকৃতি
দ্যুলোক	ভূলোক
দিন	রাত
দূর	নিকট
দৃষ্টি	অদৃষ্টি
ধবল	কৃষ্ণ
ধীর	অধীর
ধর্ম	অধর্ম
ধূর্ত	সাধু
নম্র	উদ্ধত
নাগর	গ্রাম্য
নাস্তিক	আস্তিক
নিত্য	নৈমিত্তিক
নিষেধ	বিধি
নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস
নীরস	সরস
নিরাকার	সাকার

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
নিন্দা	স্তুতি
নিরক্ষর	সাক্ষর
নির্লজ্জ	সলজ্জ
নগণ্য	গণ্য
নিরর্থক	সার্থক
নরম	কঠিন
ন্যূন	অধিক
নিদ্রা	জাগরণ
নির্মল	পঙ্কিল, মলিন
নিন্দুক	স্তাবক
নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট
নশ্বর	শাশ্বত, অবিনশ্বর
নিরত	বিরত
নির্দয়	সদয়
পচা	টাটকা, তাজা
পণ্ড	সফল
পণ্ডিত	মূর্খ
পর	স্ব, আত্ম
পশ্চাৎ	সম্মুখ
পাপী	পুণ্যাত্মা, পুণ্যবান
পাশ্চাত্য	প্রাচ্য
প্রফুল্ল	ম্লান
প্রবল	দুর্বল
প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি
পরিশ্রমী	অলস
পতি	পত্নী
প্রসন্ন	বিষণ্ন
পুরোভাগ	পশ্চাদ্ভাগ
পটু	অপটু
প্রাচ্য	প্রতীচ্য
পদস্থ	নিম্নস্থ
প্রতিযোগী	সহযোগী
পড়তি	উঠতি
প্রাচীন	অর্বাচীন
প্রশস্তি	নিন্দা

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
প্রবীন	নবীন
পরকীয়	স্বকীয়
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
পূর্ণিমা	অমাবস্যা
পুষ্ট	ক্ষীণ
পাপ	পুণ্য
প্রশ্ন	উত্তর
পারত্রিক	ঐহিক
প্রভু	ভৃত্য
পালক	পালিত
প্রশস্ত	সংকীর্ণ
প্রস্থান	আগমন
প্রত্যাদেশ	আদেশ
ফলন্ত	নিষ্ফলা, অফলা
ফরসা	কালো
বন্ধুর	মসৃণ
বিরহ	মিলন
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত
বৈরাগ্য	আসক্তি
বিষাদ	আনন্দ
ব্যর্থ	সার্থক
ব্যষ্টি	সমষ্টি
ব্যয়	সঞ্চয়
বন্ধু	শত্রু
বিবাদ	মিত্রতা
বন্ধন	মুক্তি
বাদী	বিবাদী
বিশেষ	সামন্য
বিনীত	গর্বিত
বিরল	বহুল
বিধি	নিষেধ
বিপদ	সম্পদ
বিষ	অমৃত
বাধ্য	অবাধ্য
বিরত	নিরত

CamScanner

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
বিজেতা	বিজিত
বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ
বাচাল	স্বল্পভাষী
বিশ্লেষণ	সংশ্লেষণ
ভর্তি	ঊন, খালি, শূন্য
ভূত	ভবিষ্যৎ
ভোঁতা	ধারাল, তীক্ষ্ণ
ভীরু	সাহসী
ভাটা	জোয়ার
ভিতর	বাহির
ভদ্র	ইতর
মজবুত	হালকা
মহৎ	ক্ষুদ্র
মান	অপমান
মান্য	ঘৃণ্য
মুখ্য	গৌণ
মৃদু	তীব্র
মৌন	মুখর
মনোনীত	অমনোনীত
মিলন	বিরহ
মধুর	কটু
যশ	নিন্দা, অপযশ
যোগ	বিয়োগ
যতি	সংযতী
যোজক	প্রণালি
রসিক	বেরসিক
রাজা	প্রজা
রোষ	প্রসাদ
রোগী	নীরোগ
রুষ্ট	তুষ্ট
রিক্ত	পূর্ণ
রুদ্ধ	মুক্ত
রম্য	কুৎসিত
রাগ	বিরাগ
লাঘব	গৌরব
লাভ	লোকসান

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
লক্ষ্য	অলক্ষ্য
লঘু	গুরু
লাল	কাল
লব	হর
লয়	সৃষ্টি
লঘিষ্ঠ	গরিষ্ঠ
লাজুক	নির্লজ্জ
শত্রু	মিত্র
শীত	গ্রীষ্ম
শুক্ল	কৃষ্ণ
শূন্য	পূর্ণ
শোক	হর্ষ
শ্রী	বিশ্রী
শিষ্ট	অশিষ্ট
শিষ্য	গুরু
শ্রদ্ধা	ঘৃণা
শুভ	অশুভ
শীতল	উষ্ণ
শক্ত	নরম
শুখো	হাজা
শীর্ণ	স্থূল
শান্ত	দুরন্ত
শঠ	সাধু
শ্রম	বিশ্রাম
শ্বাস	প্রশ্বাস
সংক্ষেপ	বাহুল্য
সংযোগ	বিয়োগ
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
সন্ধি	বিগ্রহ
সম্পদ	বিপদ
সূক্ষ্ম	স্থূল
সৃষ্টি	সংহার
সিত	কৃষ্ণ
স্মরণ	বিস্মরণ
স্বকীয়	পরকীয়
স্বচ্ছ	ঘোলা
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
স্থির	চঞ্চল
স্থাবর	জঙ্গম
সমতল	অসমতল, বন্ধুর
সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু
সার	অসার
স্বর্গ	নরক
সন্ধি	বিগ্রহ
সদাচার	কদাচার
সমাপ্ত	আরম্ভ
সংকীর্ণ	প্রশস্ত
সরল	বক্র
সঞ্চয়	অপচয়
সুলভ	দুর্লভ
সার্থক	ব্যর্থ
স্পৃশ্য	অস্পৃশ্য
স্নিগ্ধ	রুক্ষ
সুশীল	দুঃশীল
সুগম	দুর্গম
সহযোগী	প্রতিযোগী
স্তুতি	নিন্দা
সুরভি	পুতি
সুশ্রী	বিশ্রী
সমক্ষ	পরোক্ষ
সাবধান	অসাবধান
হর্তা	ভর্তা
হৃষ্ট	বিষণ্ন
হরদম	কদাচিৎ
হাল	সাবেক
হৃদ্যতা	কপটতা
হরণ	পূরণ
হত	জীবিত
হ্রাস	বৃদ্ধি
হর্ষ	বিষাদ
হক	নাহক

CamScanner

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অমৃত	গরল, বিষ
মসৃণ	অমসৃণ
শীতল	উষ্ণ
প্রাচীন	অর্বাচীন
অতীন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়
অপচয়	সঞ্চয়
প্রাকৃতিক	কৃত্রিম
উঁচু	নিচু
অসার	সার
সার্থক	ব্যর্থ
প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি
ঔদার্য	কার্পণ্য
আসক্ত	বিরক্ত
বর্তমান	ভবিষ্যত/অতীত
তন্দ্রা	জাগরণ
বিন্দু	রাশি
অশনি	আশীর্বাদ
হরদম	কদাচিৎ
অর্বাচীন	প্রাচীন
সৌম্য	উগ্র
তিমির	আলো
স্বার্থপর	পরার্থ, নিঃস্বার্থ
মুখর	মৌন, শান্ত,
বিরল	বহুল, অহরহ
পূর্বসূরি	উত্তরসূরি
পরকীয়	স্বকীয়
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
আকস্মিক	চিরন্তন
অলীক	বাস্তব
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
দুস্কৃতি	সুকৃতি

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
সংশয়	প্রত্যয়
স্মরণ	বিস্মরণ
অবিভাজ্য	বিভাজ্য
আবাহন	বিসর্জন
বৈরাগ্য	আসক্তি
খিড়কি	সিংহদ্বার
জরা	যৌবন
গৃহী	সন্ন্যাসী
অনুরক্ত	বিরক্ত
বাহুল্য	স্বল্পতা
সদয়	নির্দয়
প্রকাশ্য	গোপনীয়
বাচাল	স্বল্পভাষী
বিরাগ	রাগ
প্রায়শ	কদাচিৎ
গোপনীয়	নিভৃত
সজীব	নির্জীব
সঞ্চয়	খরচ, অপচয়
তিক্ত	মধুর
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
স্নিগ্ধ	রুক্ষ
বিসর্জন	আবাহন
গমন	প্রত্যাগমন
লম্ব	ভূমি
মহাজন	খাতক
পাশবিক	মানবিক
বিষন্ন	প্রসন্ন
রুদ্ধ	মুক্ত
অনশন	অশন
উতরানো	তলানো
প্রবল	দুর্বল

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
রিক্ত	পূর্ণ
বিরত	নিরত
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
আকুঞ্চন	প্রসারণ
খাতক	মহাজন
আবির্ভাব	তিরোভাব
ঘাটতি	বাড়তি
কৃত্রিম	প্রাকৃতিক
বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ
ভীরু	সাহসী
উপচয়	অপচয়
আবশ্যক	অনাবশ্যক
দীর্ঘ	হ্রস্ব
দুষ্ট	শিষ্ট
ব্যর্থ	সার্থক
ভূত	ভবিষ্যৎ
ভালো	মন্দ
মিল	অমিল
সাধু	অসাধু
গেঁয়ো	শহুরে
কর্মঠ	অলস
নির্জন	জনবহুল
বিশাল	ক্ষুদ্র
উত্তপ্ত	ঠাণ্ডা
প্রসারণ	সংকোচন
বাল্য	বৃদ্ধ
সন্ধি	বিগ্রহ
সংকীর্ণ	প্রশস্ত
চঞ্চল	স্থির
বিনীত	দুর্বিনীত
প্রসন্ন	বিষণ্ন

CamScanner

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
নৈসর্গিক	কৃত্রিম
নিগম	অনিগম
পুরস্কর	তিরস্কার
চেতন	অচেতন
অতীন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়গম্য
ব্যষ্টি	সমষ্টি
অন্ত	অনন্ত
সরস	নীরস
বিরত	নিরত
লঘু	গুরু
অর্পণ	গ্রহণ
আবশ্যিক	ঐচ্ছিক
কঠিন	কোমল
সুন্দর	অসুন্দর
সম্পদ	বিপদ
খেদ	অখেদ/হর্ষ
কৃশ	স্থূল
শিথিল	সুদৃঢ়
চিরন্তন	ক্ষণস্থায়ী
মহৎ	নীচ
লোভ	নির্লোভ
প্রকাশ	গোপন
অধিক	কম
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
অলস	কর্মঠ
বন্ধুর	সমতল
কোমল	কর্কশ
মূখ্য	গৌণ
অনুরাগ	বিরাগ
অনুজ	অগ্রজ
অনুমেয়	অননুমেয়
স্বকীয়	পরকীয়
যশ	অপযশ
কৃত্রিম	নৈসর্গিক
তিরস্কার	পুরস্কার

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
নিন্দা	প্রশংসা
উপকার	অপকার
প্রসন্ন	বিষন্ন
ক্ষিপ্র	মন্থর
চূর্ণ	বিচূর্ণ
জ্বলন	নির্বাপণ
জঙ্গম	স্থাবর
ঝটিতি	বিলম্ব
চিন্ময়	মৃন্ময়
তামসিক	রাজসিক
তিমির	আলো
নির্মল	পঙ্কিল
কলুষ	বিষাদ
হর্ষ	বিষাদ
ঐহিক	পারত্রিক
মনীষা	নির্বোধ
পণ্ড	সফল
দুর্জন	সুজন
উগ্র	সৌম্য
উত্তীর্ণ	অনুত্তীর্ণ
পুষ্ট	ক্ষীণ
অধম	উত্তম
অকর্মক	সকর্মক
সাধারণ	অসাধারণ
অমর	মরণশীল
উন্মীলন	নিমীলন
বাদী	বিবাদী
অগ্র	পশ্চাৎ
অনুকূল	প্রতিকূল
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
খুঁত	নিখুঁত
উপশম	বৃদ্ধি
সুরভি	পুতি/নিন্দা
মুখ্য	গৌণ
সংহত	বিভক্ত

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
চিরায়ত	সাময়িক
ধবল	কৃষ্ণ
গুপ্ত	প্রকাশ
২০২২	
উর্ধ্ব	অধঃ
খাঁটি	ভেজাল
নিরস্ত্র	সশস্ত্র
হ্রস্ব	দীর্ঘ
যোবন	জরা
বাচাল	স্বল্পভাষী
প্রকাশ	গোপন
প্রচুর	অল্প
ভাটি	উজান
অগ্রজ	অনুজ
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
সাকার	নিরাকার
আকুঞ্চন	প্রসারণ
স্বকীয়	পরকীয়
প্রায়শ	কদাচিৎ
সঞ্চয়	অপচয়
আশা	নিরাশা
যুক্ত	বিযুক্ত
আবির্ভাব	তিরোভাব
ইন্দ্রিয়	অতীন্দ্রিয়
সৌম্য	উগ্র
দুর্জন	সজ্জন
সুশীল	দুঃশীল
ঐক্য	অনৈক্য
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
সমষ্টি	ব্যষ্টি
ভূত	ভবিষ্যৎ
তেজি	নিস্তেজ
অবনত	উন্নত
অস্তি	নাস্তি

CamScanner

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
ওস্তাদ	সাগরেদ
টাটকা	বাসি
সঞ্চয়	অপচয়
সুশীল	দুঃশীল
চঞ্চল	স্থির
প্রসন্ন	বিষন্ন
বিনীত	অবিনীত
নৈসর্গিক	কৃত্রিম
পুরস্কার	তিরস্কার
দীর্ঘ	হ্রস্ব
বিরোধ	সদ্ভাব
অধঃ	ঊর্ধ্ব
রদ	চালু
বিচ্ছেদ	মিলন
অনুরক্ত	বিরক্ত
সজীব	নির্জীব
সম্বল	নিঃসম্বল
প্রফুল্ল	ম্লাণ
দুর্মতি	সুমতি
ধৃষ্ট	বিনয়ী/নম্র
প্রাচ্য	প্রতীচ্য/পাশ্চাত্য
শিষ্ট	অশিষ্ট
গৃহী	সন্ন্যাসী
উন্নতি	অবনতি
কৃপণ	উদার/বদান্য
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
অলীক	বাস্তব
অগ্রজ	অনুজ
ইতর	ভদ্র
বক্তা	শ্রোতা
পাশবিক	মানবিক
অমৃত	গরল
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
চপল	গম্ভীর
দিগন্ত	আদিগন্ত

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
গ্রাম্য	শহুরে
অনুগ্রহ	নিগ্রহ
উন্মুখ	বিমুখ
হৃদ্যতা	কপটতা
অবনমিত	উন্নীত
বন্ধুর	মসৃণ
অগ্রগামী	পশ্চাৎগামী
শিথিল	সুদৃঢ়
খাতক	মহাজন
প্রসারিত	সংকুচিত
চপল	গম্ভীর
উজান	ভাটি
দুর্লভ	সুলভ
ঊর্ধ্ব	অধঃ
পটু	অপটু
অঘটন	ঘটন
আমদানি	রপ্তানি
সদয়	নির্দয়
কৃশ	স্থূল
যত	তত
খ্যাতি	অখ্যাতি
শূন্য	পূর্ণ
ভাল	মন্দ
উত্তম	অধম
দরাজ	সংকীর্ণ
সুপ্ত	জাগ্রত
টক	মিষ্টি
তীব্র	লঘু/মৃদু
স্তুতি	নিন্দা
স্বকীয়	পরকীয়
বাউন্ডুলে	সংসারী
স্মৃতি	বিস্মৃতি
অর্পণ	গ্রহণ
প্রতিযোগী	সহযোগী

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ
কাপুরুষ	বীরপুরুষ
২০২৩	
আশ্লেষ	বিশ্লেষ
তামসিক	রাজসিক
কদাচিৎ	হরদম/ প্রায়শ
যুক্ত	বিযুক্ত
টাটকা	বাসি
সুশীল	দুঃশীল
অস্তি	নাস্তি
অর্বাচীন	প্রাচীন
সংশ্লেষণ	বিশ্লেষণ
স্মৃতি	বিস্মৃতি
আপন	পর
জ্ঞানী	অজ্ঞান/মূর্খ
তারুণ্য	বার্ধক্য
ধারালো	ভোঁতা
নিরক্ষর	সাক্ষর
ফাঁপা	নিরেট
আবির্ভাব	তিরোভাব
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
সরস	নীরস
সংশয়	প্রত্যয়
প্রসন্ন	বিষণ্ন
বরখাস্ত	বহাল
রাগ	বিরাগ
সাবেক	হাল
খ্যাতি	অখ্যাতি
অবনত	উন্নত
আকুঞ্চন	প্রসারণ
তস্কর	সাধু
ঋজু	বক্র
হাল	সাবেক
উপসর্গ	অনুসর্গ

CamScanner

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
ভাটা	জোয়ার
ইতিবাচক	নেতিবাচক
ইতর	ভদ্র
যাযাবর	স্থায়ী
পাচ্য	প্রতীচ্য
কৃপণ	উদার
অনুগ্রহ	নিগ্রহ
অনুজ	অগ্রজ
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ
নিশি	দিবা
অগ্র	পশ্চাৎ
উজান	ভাটি
দিন	রাত
মূর্খ	জ্ঞানী
পাকা	কাঁচা
রাজা	প্রজা
অর্জন	বর্জন
ইহলৌকিক	পরলৌকিক
কুঞ্চন	প্রসারণ
উপচিকীর্ষা	অপচিকীর্ষা
কৃশাঙ্গী	স্থূলাঙ্গী
অনুরক্ত	বিরক্ত
অন্তর	বাহির
উন্নতি	অবনতি
বন্ধন	মুক্তি
দাতা	গ্রহীতা
আদ্য	অন্ত্য
আসক্ত	বিরক্ত
কুটিল	সরল
ইতর	ভদ্র
আমদানি	রপ্তানি
মসৃণ	বন্ধুর
মন্থর	ক্ষিপ্র
মুখ্য	গৌণ
তরল	কঠিন

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
সৃষ্টি	ধ্বংস
ঔদ্ধত্য	বিনয়
ঈষৎ	অধিক
আগমন	প্রস্থান
তির্যক	সরল
সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত
সদয়	নির্দয়
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
কৃত্রিম	স্বাভাবিক
হাল	সাবেক
গ্রহণ	বর্জন
হর্ষ	বিষাদ
ঘোষ	অঘোষ
নাস্তিক	আস্তিক
অলস	পরিশ্রমী
উত্তম	অধম
অনুকূল	প্রতিকূল
আয়	ব্যয়
আসক্তি	নিরাসক্তি
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান
দুর্মতি	সুমতি
বাচাল	স্বল্পভাষী
সঞ্চয়	অপচয়
গৃহী	সন্ন্যাসী
ভূত	ভবিষ্যৎ
নিরর্থক	সার্থক
পূর্বসূরি	উত্তরসূরি
উন্মুখ	বিমুখ
উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট/নিকৃষ্ট
অতীন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়
সন্ধি	বিগ্রহ
প্রসারিত	সংকুচিত
প্রতিযোগী	সহযোগী
দুর্জন	সজ্জন
বর্জন	গ্রহণ

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
বন্ধুর	মসৃণ
দুষ্কৃত	সুকৃত
সমষ্টি	ব্যষ্টি
হরণ	পূরণ
উর্ধ্ব	অধঃ
খাতক	মহাজন
অগ্র	পশ্চাৎ
উর্ধ্ব	অধঃ/ নিম্ন
ভূলোক	দ্যুলোক
আকাশ	পাতাল
কোমল	কর্কশ
তিক্ত	মধুর
ফলন্ত	নিষ্ফলা
মলিন	নির্মল
তীক্ষ্ণ	ভোঁতা
অনির্বাণ	নির্বাণ
ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
নিন্দা	প্রশংসা
দিবা	রাত্রি
জরা	যৌবন
বৈরাগ্য	আসক্তি
নির্বাণ	অনির্বাণ
হতবুদ্ধি	স্থিরবুদ্ধি
মহাজন	খাতক
অর্পণ	গ্রহণ
মধুর	কটু
সংকীর্ণ	প্রশস্ত
স্বাধীন	পরাধীন
থামা	চলা
বিনীত	দুর্বিনীত
দীন	ধনী
স্নিগ্ধ	রুক্ষ
ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য
আকুঞ্চন	প্রসারণ

CamScanner

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
ভেজাল	খাঁটি
বেনামে	স্বনামে
দোষী	নির্দোষ
কোমল	কর্কশ
আচার	অনাচার
অচলায়তন	সচলায়তন
অনন্ত	সান্ত
প্রতিলোম	অনুলোম
উর্বর	উষর
সচেতন	অসচেতন
রিক্ত	পূর্ণ
পাশবিক	মানবিক
অগ্রজ	অনুজ
সাধু	অসাধু/ চোর
প্রফুল্ল	বিমর্ষ
রুষ্ট	তুষ্ট
হৃদ্যতা	কপটতা
মৌন	মুখর
ঐহিক	পারত্রিক
ঔদ্ধত	বিনয়
অধিত্যকা	উপত্যকা
যত	তত
কৃশ	স্থূল
সমস্ত	অংশ
ভূত	ভবিষ্যৎ
সৌম্য	উগ্র
প্রায়শ	কদাচিৎ
পবিত্র	অপবিত্র
অবতরণ	আরোহণ
অজ্ঞ	বিজ্ঞ/জ্ঞানী
পারত্রিক	ঐহিক
আবাহন	বিসর্জন
নিরাকার	সাকার
প্রতীচী	প্রাচী
জ্ঞেয়	অজ্ঞেয়

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
অস্তগামী	উদীয়মান
অন্বয়ী	অনন্বয়ী
উত্থান	পতন
দারিদ্র	ঐশ্বর্য
কলুষ	বিষাদ
চটুল	গম্ভীর
বিশ্বস্ত	অবিশ্বস্ত
অলীক	সত্য/ বাস্তব
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
তেজী	নিস্তেজ
প্রবাস	স্ববাস
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
প্রতিঘাত	ঘাত
সজীব	নির্জীব
ঋজু	বক্র
অপকার	উপকার
বক্তা	শ্রোতা
ভৎসনা	প্রশংসা
বাউণ্ডুলে	সংসারী
লগ্ন	চ্যুত
স্তুতি	নিন্দা
স্থাবর	অস্থাবর
বিরক্ত	অনুরক্ত
আদিম	অন্তিম
সবল	দুর্বল
সুখ	দুঃখ
২০২৪	
হর্ষ	বিষাদ
অলীক	বাস্তব/ সত্য
কর্মঠ	অলস
সাধু	ভণ্ড
সূক্ষ্ম	স্থূল
জ্যোৎস্না	অমাবস্যা
বাহুল্য	প্রয়োজনীয়

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
সাহসী	ভীতু
স্বাধীন	পরাধীন
দণ্ড	পুরস্কার
সাকার	নিরাকার
স্বরতন্ত্র	পরতন্ত্র
দুর্গম	সুগম
ইহকাল	পরকাল
সন্ন্যাসী	গৃহী
নশ্বর	অবিনশ্বর
অনুগ্রহ	নিগ্রহ
সংশয়	প্রত্যয়
ঋজু	বক্র
স্মৃতি	বিস্মৃতি
অসীম	সসীম
আলোক	অন্ধকার
সুগম	দুর্গম
গুরু	শেষ
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
অগ্রজ	অনুজ
লঘু	গুরু
স্তুতি	নিন্দা
অর্বাচীন	প্রাচীন
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
প্রাচীন	অর্বাচীন
সদয়	নির্দয়
ভীরু	নির্ভীক
রদ	চালু
অনুলোম	প্রতিলোম
উপসর্গ	অনুসর্গ
দারক	দুহিতা
অর্পণ	গ্রহণ
অনুরাগ	বিরাগ
বন্ধুর	মসৃণ
ত্বরিত	শ্লথ
উচাটন	প্রশান্ত

CamScanner

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান
নর	নারী
কঠিন	তরল
বালক	বালিকা
শ্বশুর	শাশুড়ি
আবির্ভাব	তিরোভাব
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
অগ্র	পশ্চাৎ
অতিকায়	ক্ষুদ্রকায়
গৃহী	সন্ন্যাসী
জড়	চেতন
খাতক	মহাজন
কৃত্রিম	অকৃত্রিম
বিচ্ছেদ	সন্ধি
নিরীহ	হিংস্র
তরল	কঠিন/ঘন
পটু	অপটু
শূন্য	পূর্ণ
ঘটন	অঘটন
ভূত	ভবিষ্যৎ
বিদ্বান	মূর্খ
পাশবিক	মানবিক
মহাজন	খাতক
আবশ্যিক	ঐচ্ছিক
ঈষৎ	অধিক
মূর্ত	বিমূর্ত
ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
গ্রহণীয়	বর্জনীয়
উৎসাহ	নিরুৎসাহ
আবিল	অনাবিল
উক্ত	অনুক্ত
দ্যুলোক	ভূলোক
সন্ধি	বিগ্রহ
সুন্দর	কুৎসিত

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
গৌণ	মুখ্য
নন্দিত	নিন্দিত
বিপত্নীক	বিধবা
আদান	প্রদান
আশু	বিলম্ব
মুক্ত	আবদ্ধ
সংশ্লেষণ	বিশ্লেষণ
স্থির	চঞ্চল
বিশ্রী	সুশ্রী
প্রকাশ	গোপন
খাঁটি	ভেজাল
সৃষ্টি	ধ্বংস
সাফল্য	ব্যর্থতা
আস্তিক	নাস্তিক
ঋজু	বক্র
ঐহিক	পারত্রিক
মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ
সরস	নীরস
আকর্ষণ	বিকর্ষণ
অবনত	উন্নত
তীব্র	লঘু/মৃদু
জলচর	স্থলচর
অপচয়	সঞ্চয়
বিরক্ত	অনুরক্ত
গাঢ়	পাতলা
পদস্থ	নিম্নস্থ
তিমির	আলো
উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট
আদি	অন্ত
অজ্ঞ	বিজ্ঞ
অনুকূল	প্রতিকূল
সরল	বক্র
তাপ	শৈত্য
অন্তর	বাহির

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
সম্মুখ	পশ্চাৎ
শীতল	উষ্ণ
স্বর্গ	মর্ত্য
বিনীত	দুর্বিনীত
শুরু	শেষ
চতুর	নির্বোধ
নৈসর্গিক	কৃত্রিম
ভেজাল	খাঁটি
দুহিতা	পুত্র
বেনামে	স্বনামে
উত্থান	পতন
উত্তম	অধম
গ্রাম্য	শহরে
আকাশ	পাতাল
কুৎসা	প্রশংসা
তীক্ষ্ণ	স্থূল
আবাহন	বিসর্জন
নিরাকার	সাকার
মুখ্য	গৌণ
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
যোজক	প্রণালি
বিষ	অমৃত
লিপ্সা	নির্লিপ্ত
বৈরাগ্য	আসক্ত
সজীব	নির্জীব
মুখর	মৌন
অন্তর	বাহির
আদেশ	নিষেধ
উদ্ধত	বিনীত
কুটিল	সরল
অধিত্যকা	উপত্যকা
অনুরক্ত	বিরক্ত
অনুমোদিত	অননুমোদিত
আরোহন	অবতরণ

CamScanner

১১

সমার্থক শব্দ

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ
অন্ধকার	আধাঁর, তিমির, শর্বর, তম, তমসা, অমানিশা
আকাশ	গগণ, আসমান, নভঃ, শূন্য, দ্যুলোক, খ, অম্বর
আগুন	অগ্নি, অনল, পাবক, শিখা, হুতাশন, সর্বভুক
ঈশ্বর	আল্লাহ, প্রভু, বিধাতা, স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, অমর, দেব, সুর
কান	কর্ণ, শ্রবণ, শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রুতি, শ্রুতিপথ, শ্রবণপথ
কোকিল	পরভৃত, পিক, কাকপুষ্ট, বসন্তদূত, অন্যপুষ্ট
গরু	গো, গাভী, ধেনু
চাদঁ	চন্দ্র, নিশাকর, সুধাকর, হিমাংশু, সুধাংশু, শশী, শশাঙ্ক,সোম
চোখ	অক্ষি, আখিঁ, নয়ন, নেত্র, চক্ষু, লোচন
জল	অম্বু, পানি, অপ, নীর, জীবন, সলিল
তীর	কূল, তট, সৈকত, শর, বাণ, শায়ক, পুলিন
দিন	দিবস, দিবা, বার, রোজ, অহ্ন, বাসর
দেবতা	অমর, দেব, সুর
দেহ	গাত্র, গা, তনু, শরীর, অঙ্গ, গতর
ধন	অর্থ, বিত্ত, সম্পদ, ঐশ্বর্য, দৌলত, নিধি
নদী	তটনী, সরিৎ, গাঙ, স্রোতস্বতী, প্রবাহিণী
নারী	স্ত্রী, মহিলা, স্ত্রীলোক, রমণী, কামিনী, কান্তা, মেয়ে
পৃথিবী	বিশ্ব, ভুবন, ধরত্রী, ধরণী, বসুন্ধরা, জগৎ, ক্ষিতি, ভূ, ভূমন্ডল, অখিল, অদিতি,
পর্বত	অচল, অদ্রি, গিরি, পাহাড়, ভূধর, শৈল
পিতা	আব্বা, জনক, বাবা, জন্মদাতা, পিতৃ, বাপ
পুত্র	ছেলে, তনয়, আত্মজ, সুত, দুলাল, পুত
মাতা	মা , জননী, প্রসূতি, আম্মা, গর্ভধারিণী, মাতৃ
মৃত্যু	ইন্তেকাল, মরণ, নাশ, নিপাত, বিনাশ, প্রাণত্যাগ, চিরবিদায়
রাজা	নৃপতি, নরপতি, ভূপতি, বাদশাহ, সম্রাট, মহীপাল
সূর্য	রবি, ভানু, আদিত্য, অর্ক, আফতাব, তপন,

মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ
	সবিতা, ভাস্কর, অর্যমা
স্বর্গ	বেহশত, জান্নাত, দেবলোক, দ্যুলোক, অমরা, অমরালয়
সাপ	অহি, নাগ, ফণী, সর্প, বিষ, ভুজঙ্গ
সমুদ্র	জলধি, সিন্ধু, সাগর, রত্নাকর, অম্বুধি, জলধর, বারিধি, জলনিধি, অর্ণব
হাত	হস্ত, কর, বাহু, ভুজ, পাণি
হাতি	গজ, হস্তী, দ্বিপ, করী, কুঞ্জর, মাতঙ্গ
অনেক	একাধিক, বহু, নানা, প্রচুর, বেশি, বহুল,
অতিথি	মেহমান, অভ্যাগত, নিমন্ত্রিত, কুটুম
আনন্দ	হর্ষ, পুলক, আহলাদ, সুখ, স্ফূর্তি
ইচ্ছা	অভিলাষ, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা
কন্যা	মেয়ে, কন্যা, তনয়, দুহিতা, দুলালি, নন্দিনী,
কপাল	ললা, ভাল, ভাগ্য, নিয়তি, নসিব, অলিক
কবুতর	পারাবত, পায়রা, নোটন, লোটন, কপোত
কিরণ	কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি, বিভাব, ভাতি
কূল	তীর, তীরভূমি, তট, তটভূমি, তীরভাগ
কুল	বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, জাত, শ্রেণি
খবর	সংবাদ, বার্তা, সন্দেশ, তথ্য, সমাচার
ঘর	গৃহ,আলয়, ভবন, নিলয়, নিকেতন, বাড়ি আবাস, নিকেত
চাঁদ	শশী, শশধর, শশাঙ্ক, সোম, সুধাকর, চন্দ্র
ঝড়	বাত্যা, তুফান, ঝড়ি, ঝটিকা
পদ্ম	কমল, উৎপল, কুমুদ, কুমদী, শতদল, অরবিন্দ,
পাখি	বিহগ, বিহঙ্গ, খেচর, খগ, পক্ষী
বন	অরণ্য, কান্তর, বিপিন, জঙ্গল, বনানী
বায়ু	পবন, সমীর, সমীরণ, অনিল, প্রভঞ্জন বাতাস
বিদ্যুৎ	তড়িৎ, চপলা, চঞ্চলা, দামিনী, বিজলি
বৃক্ষ	গাছ, তরু, শাখী, পাদপ, অটবি, পল্লবী

CamScanner

মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ
মন	চিত্ত, হৃদয়, হিয়া, পরান, মানসলোক
যুদ্ধ	সংগ্রাম, সমর, বিগ্রহ, লড়াই, রণ, সংঘাত
রাত	রাত্রি, নিশি, নিশা, নিশীথ, রজনি যামিনী, শর্বরী
সিংহ	পশুরাজ, কেশরী, হরি, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ
সুন্দর	মনোরম, মনোহর, শোভন, রম্য, কমনীয়
স্ত্রী	পত্নী, সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গী, দার, জায়া, কলত্র
স্বর্ণ	সোনা, সুবর্ণ, কাঞ্চন, কনক, হেম হিরণ্য, হিরণ
অকস্মাৎ	আচমকা, হঠাৎ, সহসা, অতর্কিত, দৈবাৎ
অকাল	অসময়, অবেলা, দুর্দিন, কুক্ষণ, দুঃসময়
অক্ষয়	চিরন্তন, ক্ষয়হীন, অশেষ, অনন্ত, অন্তহীন
অদ্ভুত	উদ্ভট, আজব, আশ্চর্য, অভিনব
অভাব	অনটন, দারিদ্র্য, দৈন্য, দীনতা, অসচ্ছলতা
আইন	বিধান, কানুন, ধারা, নিয়ম
উত্তম	শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ, ভালো, উৎকৃষ্ট, সেরা, প্রধান
একতা	ঐক্য, মিলন, একত্ব, অভেদ. অভিন্নতা
কঠিন	শক্ত, দৃঢ়, কঠোর, কড়া, জটিল, রুক্ষ
কথা	উক্তি, বাক্য, বচন, কথন, বাণী, ভাষণ, বাক
কষ্ট	যন্ত্রণা, দুঃখ, ক্লেশ, আয়াস, পরিশ্রম
কান্না	ক্রন্দন, কাঁদা, রোদন, অশ্রুপাত
খাদ্য	খাবার, খানা, ভোজ্য, অন্ন. রসদ

মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ
খারাপ	মন্দ, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, অভদ্র
খোঁজ	সন্ধান, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, তালাশ
গভীর	অগাধ, অতল, গহন, প্রগাঢ়
জন্ম	উৎপত্তি, উদ্ভব, সৃষ্টি, ভূমিষ্ঠ, জনম, আবির্ভাব
ঝোঁক	টান, প্রবণতা, আকর্ষণ
ঠিক	যথাযথ, সত্য, সঠিক, যথার্থ, উপযুক্ত, নির্ভুল
ঠাট্টা	বিদ্রুপ, শ্লেষ, মশকরা, উপহাস, রসিকতা
তৃষ্ণা	পিপাসা, তিয়াস, তেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা
তৈরি	গঠন, নির্মাণ, গড়া, বানানো, প্রস্তুত
দয়া	অনুগ্রহ, করুণা, কৃপা, অনুকম্প, মায়া
দলিল	নথি, চুক্তিপত্র, কাগজপত্র, পাট্টা
নতুন	নবীন, আধুনিক, অধুনা, অর্বাচীন
নিত্য	সতত, সর্বদা, প্রত্যহ, নিয়মিত, চির
পাথর	পাষাণ, প্রস্তর, শিলা, উপল, অশ্ম
বিবাহ	বিয়ে, পরিণয়, পাণিগ্রহণ, উদ্বাহ, নিকা, শাদি
ব্যবধান	ফাঁক, ছিদ্র, অন্তর, তফাত, ভেদ, পার্থক্য
মেঘ	জলদ, জলধর, নীরদ, বারিদ, ঘন
রানি	মহিষী, সম্রাজ্ঞী, বেগম, রাজ্ঞী, রাজপত্নী
স্বামী	পতি, কান্ত, নাথ, বল্লভ, দয়িত
হীন	নীচ, অধম, নিন্দনীয়, গরিব, অক্ষম, শূন্য

সংগৃহীত

মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ
অবকাশ	সময়, অবসর, ছুটি, বিরাম
অকস্মাৎ	হঠাৎ, সহসা, অতর্কিতভাবে
অক্ষম	দুর্বল, অদক্ষ, শক্তিহীন, বলহীন
অজ্ঞ	মূর্খ, নির্বোধ, অশিক্ষিত, নিরক্ষর,
অশ্রু	অশ্রুবারি, নয়নজল, চোখের জল, নেত্রবারি,
আরম্ভ	শুরু, সূচনা, সূত্রগত, প্রারম্ব
আলো	আলোক, রশ্মি, কিরণ, অংশ, প্রভা, জ্যোতি
ইতি	সমাপ্তি, শেষ, অবসান খতম, সমাপন,
উগ্র	প্রচণ্ড, তীব্র, প্রখর, কঠোর, জেদি
উজ্জ্বল	আলোকিত, দীপ্তিমান, শোভমান, উদ্ভাসিত,

মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ
উচ্ছেদ	উৎপাটন, উৎখাত, উচ্ছেদ, নির্মূল
উল্লাস	উচ্ছ্বাস, আনন্দ, খুশি, ফুর্তি, আমোদ
ঐক্য	একতা, অভিন্ন, মিল, একত্ব, একাত্মতা
কালো	শ্যাম, শ্যামল, শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণবর্ণ
কেশ/চুল	অলক, চুল, চিকুর, কুন্তল
কর্ণ	শ্রবণ, শ্রুতি, কান, শ্রুতিপথ, শ্রবণপথ
খ্যাতি	যশ, সুখ্যাতি, সুনাম, বিখ্যাতি, নামযশ
খড়্গ	দা, কাটারি, কর্তরি, কাতি, দাত্র, রামরাদ
গঙ্গা	ভাগীরথী, গোমতী, পিনাকিনী, কাবেরী
গুপ্ত	সুপ্ত, গোপনীয়

CamScanner

মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ
ঘন	মেঘ, জলধর, নিবিড়, গাঢ়, জমাট, গভীর
ঘোড়া	অশ্ব, ঘোটক, তুরঙ্গ, বাজী, তুরগ
চতুর	বুদ্ধিমান, চালাক
জ্যোৎস্না	চন্দ্রিমা, চন্দ্রকিরণ, জোছনা, কৌমুদী
ঢেউ	ঊর্মি, বীচি, তরঙ্গ, কল্লোল, হিল্লোল
দক্ষ	নিপুণ, পটু, পারদর্শী, কর্মঠ, সুনিপুন
দোকান,	বিপণি, আপণ, পণ্যশালা, পসার, আপণি
দীন	গরিব, দুঃখী, দুস্থ, হীন, দরিদ্র কাতর,
দরিদ্র	নির্ধন, গরিব, বিত্তহীন, নির্বিত্ত, দীন, অসহায়
নর	মানব, মানুষ, মনুষ্য, লোক, জন, পুরুষ
নীহার	কুয়াশা, তুষার
পাপ	পাতক, কলুষ, দুষ্কৃত, আপদ, পুনাহ, অনাচার
ফুল	কুমুম, ফুল, প্রসূন, সুমন. মণীবক, পুষ্প
প্রভু	মনিব, রাজা, কর্তা, অধিপতি

মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ
বন্ধুত্ব	সখ্য, দোস্তি, বন্ধুভাব, বন্ধুতা
বস্ত্র	বসন, বাস, পরিধেয়, কাপড়, পোশাক
ভয়	ভীতি, ডর, তরাস, শঙ্কা, ত্রাস
ভ্রমর	ভোমরা, অলি, শিলীমুখ, দ্বিরেফ
ভয়ানক	ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ, খুব, ভীষণ, অত্যন্ত
ময়ূর	কেকা, কেকী, শিখী, শিখণ্ডী, কলাপী
মুখ	আনন, আস্য, বদন, মুখগহ্বর, মোহনা
মৃদু	কোমল, রনম, ধীর, অল্প, হালকা
মাটি	মৃত্তিকা, জমি কবর, আশ্রয়, পণ্ড
শত্রু	অরি, দুশমন, বিরোধী, বৈরী, প্রতিপক্ষ,
সহোদর	সগর্ভ, ভ্রাতা, একোদর, সোদর
সমূহ	সকল, বৃন্দ, চায, চিয়, বর্গ, সমুদয়, মালা
সাদা	শ্বেত, শুভ্র, ধবল, সফেদ, নির্মল, শুচি, সিত
গর্জন	চিৎকার, নিনাদ

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

◈ প্রত্যেকটি শব্দের তিনটি করে সমার্থক শব্দ লিখুন: (বাংলাদেশ তাত বোর্ড/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পি অপারেটর/২০২৪)

ক) নদী = তটিনী, প্রবাহিণী, তরঙ্গিণী
খ) কোকিল = বসন্তদূত, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট
গ) পাখি = বিহগ, পক্ষী, বিহঙ্গ
ঘ) আকাশ = গগন, আসমান, অন্তরীক্ষ
ঙ) পদ্ম = কমল, কুমুদ, পঙ্কজ

◈ কমপক্ষে ২টি করে সমার্থক শব্দ লিখুন: (কর আপীল অঞ্চল-২, ঢাকা, অফিস সহকারী)

ক) অশ্ব = ঘোড়া, তুরগ
খ) হুতাশন = অগ্নি, আগুন
গ) শশী = চন্দ্র, চাঁদ
ঘ) ঊন = দুর্বল, হীন
ঙ) হস্তী = হাতি, গজ

◈ 'গিরি' শব্দের ৫টি প্রতিশব্দ লিখুন। (সিভিল সার্জনের কার্যালয়, রাজবাড়ী, স্বাস্থ্য সহকারী/২০২৪)

উত্তর: পাহাড়, পর্বত, অচল, শৈল, অদ্রি

◈ প্রত্যেক শব্দের ০২ করে প্রতিশব্দ লিখুন: (প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অফিস সহায়ক/ডেসপাচ রাইডার/২০২৪)

ক) কূল = তীর, তীরভূমি, তট
খ) অন্ধকার = আধাঁর, তিমির, শর্বর
গ) সিংহ = পশুরাজ, কেশরী, হরি

◈ প্রত্যেক শব্দের ০২টি করে প্রতিশব্দ নির্ণয় করুন: (প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/উচ্চমান সহকারী)

ক) ঝোঁক = টান, প্রবণতা
খ) ঠাট্টা = বিদ্রুপ, পরিহাস
গ) নিত্য = সর্বদা, অহরহ

◈ শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লিখুন: (২০১১-২০২৩)

সূর্য, পানি, পদ্ম. চোখ, পৃথিবী, বাতাস, পাহাড়, মাটি, ঘোড়া, কৌমুদী, অগ্নি, কন্যা, জল, সহোদর, কোকিল, নীহার, তরঙ্গ, গুপ্ত, বিটপী, উদক, অর্যমা, ঈশ্বর, গঙ্গা, তপন, বিদ্যুৎ, নারী, রাজা, দেবতা, ঐক্য, অখিল, খড়্গ, প্রভঞ্জন, পুলিন,চুল, নদী, উত্তম, বন, স্বর্ণ, নিধি, গল্প (শব্দ গুলোর সমার্থক শব্দ অনুশীলন অংশে দেখুন)

CamScanner

ধ্বনি ও বর্ণ

✪ ভাষা কাকে বলে?

উত্তর: বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে।/ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলে। ভাষা হলো বাক্যের সমষ্টি।

✪ ভাষার মূল উপকরণ কী? **উত্তর:** বাক্য

✪ ভাষার মূল উপাদান/ক্ষুদ্রতম উপাদান/ ক্ষুদ্রতম একক/ভাষার স্বর কোনটি? **উত্তর:** ধ্বনি

✪ ধ্বনি সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস কী? **উত্তর:** ফুসফুস

✪ বাক্যের মৌলিক/মূল উপাদান/উপকরণ কী? **উত্তর:** শব্দ

✪ চলিত ভাষা রীতির প্রবর্তক কে? **উত্তর:** প্রমথ চৌধুরী

✪ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য হয় কোন কোন পদে বেশি হয়? **উত্তর:** ক্রিয়া ও সর্বনাম

✪ সাধু ও চলিত ভাষার ৪টি পার্থক্য লিখুন।

উত্তর: সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিম্নরূপ:

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
সাধু ভাষার পদ বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট	চলিত রীতি পরিবর্তনশীল
এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল	এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল
এ রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী	এ রীতি বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশ উপযোগী
এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে	এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে

সাধু ও চলিত শব্দ পরিবর্তন

সাধু	চলতি	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
ইহা	এ, এটা	মস্তক	মাথা	করিয়াছি	করছি
ইহার	এর	জুতা	জুতো	চলিয়াছি	চলেছি
ইহারা	এরা	তুলা	তুলো	করিতেছে	করছে
ইহাকে	একে	শুষ্ক/শুকনা	শুকনো	করিতেছ	করছ
ইহাদিগের	এদের	বন্য	বুনো	করিতেছিল	করছিল
যাহা	যা	পূর্বেই	আগেই	করিলাম	করলাম
যাহাকে	যাকে	সহিত/সহ	সঙ্গে,সাথে	দেখিলাম	দেখলাম
যাহার	যার	চর্মকার	চামার	পড়িল	পড়ল
যাঁহাদের	যাঁদের	হস্ত	হাত	যাইয়া	গিয়ে/গিয়ে
যাঁহাদিগকে	যাঁদের	দধি	দই	করিবার	করবার, করার
উহা	ও	ব্যাঘ্র	বাঘ	যাইতেছি	যাচ্ছি
উহার	ওর	বধূ	বউ	খাইতেছি	খাচ্ছি
উহারা	ওরা	অদ্য	আজ	লিখালিখি	লেখালেখি
উহাদের	ওদের	তথাপি	তবুও	শুনিলো	শুনলো
তাহাকে	তাকে	যদ্যপি	যদি	বলিয়াছ	বলেছ

CamScanner

ধ্বনি ও বর্ণ

✪ ভাষা কাকে বলে?

উত্তরঃ বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে।/ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলে। ভাষা হলো বাক্যের সমষ্টি।

✪ ভাষার মূল উপকরণ কী? **উত্তরঃ** বাক্য

✪ ভাষার মূল উপাদান/ক্ষুদ্রতম উপাদান/ ক্ষুদ্রতম একক/ভাষার স্বর কোনটি? **উত্তরঃ** ধ্বনি

✪ ধ্বনি সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস কী? **উত্তরঃ** ফুসফুস

✪ বাক্যের মৌলিক/মূল উপাদান/উপকরণ কী? **উত্তরঃ** শব্দ

✪ চলিত ভাষা রীতির প্রবর্তক কে? **উত্তরঃ** প্রমথ চৌধুরী

✪ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য হয় কোন কোন পদে বেশি হয়? **উত্তরঃ** ক্রিয়া ও সর্বনাম

✪ সাধু ও চলিত ভাষার ৪টি পার্থক্য লিখুন।

উত্তরঃ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিম্নরুপ:

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
সাধু ভাষার পদ বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট	চলিত রীতি পরিবর্তনশীল
এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল	এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল
এ রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী	এ রীতি বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশ উপযোগী
এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে	এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে

সাধু ও চলিত শব্দ পরিবর্তন

সাধু	চলতি	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
ইহা	এ, এটা	মস্তক	মাথা	করিয়াছি	করছি
ইহার	এর	জুতা	জুতো	চলিয়াছি	চলেছি
ইহারা	এরা	তুলা	তুলো	করিতেছে	করছে
ইহাকে	একে	শুষ্ক/শুকনা	শুকনো	করিতেছ	করছ
ইহাদিগের	এদের	বন্য	বুনো	করিতেছিল	করছিল
যাহা	যা	পূর্বেই	আগেই	করিলাম	করলাম
যাহাকে	যাকে	সহিত/সহ	সঙ্গে,সাথে	দেখিলাম	দেখলাম
যাহার	যার	চর্মকার	চামার	পড়িল	পড়ল
যাঁহাদের	যাঁদের	হস্ত	হাত	যাইয়া	গিয়ে/গিয়ে
যাঁহাদিগকে	যাঁদের	দধি	দই	করিবার	করবার, করার
উহা	ও	ব্যাঘ্র	বাঘ	যাইতেছি	যাচ্ছি
উহার	ওর	বধূ	বউ	খাইতেছি	খাচ্ছি
উহারা	ওরা	অদ্য	আজ	লিখালিখি	লেখালেখি
উহাদের	ওদের	তথাপি	তবুও	শুনিলো	শুনলো
তাহাকে	তাকে	যদ্যপি	যদি	বলিয়াছ	বলেছ

CamScanner

তাঁহাকে	তাঁকে		অদ্যাপি	আজ		পার হইয়া	পেরিয়ে
তাহারা	তারা		বিহনে	বিনে		আসিয়া	এসে
তাহার/তাঁহার	তার/তাঁর		দিয়া/ দ্বারা	দিয়ে		দেখিয়া	দেখে
তাহাদিগজে	তাদের		মূলা	মূলো		ভাঙিয়া	ভেঙে
আমাদিগকে	আমাদের		ভিতর	ভেতর		করিয়া	করে
কাহাদের	কাদের		বাহিরে	বাইরে		ফুটিয়া	ফুটে
তিনি	সে		প্রাতে	সকালে		বলিয়া	বলে
এই	এ		গৃহ	ঘর		হাসিয়া	হেসে
			পূজা	পূজো		বলিয়া	বলে
দাহ	পোড়ানো		জ্যোৎস্না	জোছনা		চলিতে	চলতে
বশবর্তী	বশে		সতিশয়	অত্যন্ত		বলিতে	বলতে
ক্রোধ	রাগ		অপেক্ষা	চেয়ে		পড়িতে	পড়তে
ক্ষণ্ন	আঘাত		জন্য	জন্যে		শুনিতে	শুনতে
অবতরণ	নামা		মৎস	মাছ		লিখে	লেখে
কর্ম	কাজ		নাই	নি		লিখা	লেখা
ইইল	হল,হলো		কহে	কয়		ছুটে	ছোটে
হইয়া	হয়ে		নহে	নয়		হইবে	হবে
						কহিলেন	বললেন

✪ ব্যাকরণ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: বিশেষভাবে বিশ্লেষণ

✪ ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত রূপ কী?
উত্তর: বি + আ + কৃ + অন

✪ ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?
উত্তর: ৪টি (ধ্বনি, শব্দ, বাক্য এবং অর্থ)

✪ ব্যাকরণে প্রধানত কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?
উত্তর: ৪টি (ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম, অর্থতত্ত্ব)

✪ **ধ্বনি কাকে বলে?**
উত্তর: মানুষের বাক্ প্রত্যঙ্গ এর সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলে।

✪ **বর্ণ কাকে বলে?**
উত্তর: ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ।/ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ।

✪ **বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনিগুলো কত প্রকার।**
উত্তর: ২ প্রকার। যথা, ক) স্বরধ্বনি খ) ব্যঞ্জনধ্বনি

✪ **স্বরধ্বনি কাকে বলে?**
উত্তর: যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোন প্রকার বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি। যেমন, অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

✪ **ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে?**
উত্তর: যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন, ক, চ, ট, ত ইত্যাদি

CamScanner

✪ **স্বরবর্ণ কাকে বলে?**

উত্তর: স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন, অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

✪ **ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে?**

উত্তর: ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন, ক, চ, ট, ত ইত্যাদি।

✪ **বর্ণমালা কাকে বলে?**

উত্তর: যে কোন ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সে ভাষার বর্ণমালা বলা হয়।

✪ **বঙ্গলিপি কাকে বলে?**

উত্তর: যে বর্ণমালায় বাংলা ভাষা লিখিত হয়, তাকে বলা হয় বঙ্গলিপি।

✪ **বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন, অর্ধমাত্রা ও পূর্ণমাত্রার বর্ণ সংখ্যা কত?**

	মাত্রাহীন	অর্ধমাত্রা	পূর্ণমাত্রা
স্বরবর্ণ	এ, ঐ, ও, ঔ (৪টি)	ঋ (১টি)	অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ (৬টি)
ব্যঞ্জনবর্ণ	৬	৭	২৬
মোট	১০	৮	৩২

✪ বাংলা ভাষায় কতটি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে? **উত্তর:** ৩৭টি।

✪ **মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি ও কী কী?** **উত্তর:** ৭টি। যথা: অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও

✪ **মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি কয়টি?** **উত্তর:** ৩০টি।

✪ **বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি কয়টি?** **উত্তর:** ২৫টি

✪ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে? **উত্তর:** কার

✪ স্বরবর্ণের মোট কতটি সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে? এবং এগুলোকে কী বলে? ও কী কী?

উত্তর: স্বরবর্ণের মোট ১০টি সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে. এগুলোকে কারবর্ণ বলে। [া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ]

✪ কোনবর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই? **উত্তর:** কারবর্ণের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার নেই।

✪ ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে? **উত্তর:** ফলা

✪ ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম কী?

উত্তর: ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম অনুবর্ণ। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও বর্ণসংক্ষেপ।

✪ **র-এর একটি অনুবর্ণ কী?** **উত্তর:** র-এর একটি অনুবর্ণ রেফ(র্)।

✪ **বর্ণসংক্ষেপ কী?**

উত্তর: যুক্তবর্ণ লিখতে অনেক সময়ে বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়। এগুলো বর্ণসংক্ষেপ

✪ **ত- এর বর্ণসংক্ষেপ কী?** **উত্তর:** ত-এর একটি বর্ণসংক্ষেপ ৎ।

✪ যুক্তবর্ণ দুই রকম: স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ।

স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ : ষ্ট, জ্জ, দ্ব, স্ট ইত্যাদি। (যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোকে দেখে সহজেই চেনা যায়)

অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ : ক্ষ, ঞ্চ, হ্ন, হ্ম ইত্যাদি। (যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোকে সহজে চেনা যায় না।)

কিছু সংযুক্ত বর্ণ

ক্ষ = ক+ষ	জ্ঞ = জ+ঞ	ঞ্জ = ঞ+জ	ঞ্চ = ঞ+চ	ঞ্ছ = ঞ+ছ
হ্ন = হ+ন	হ্ণ = হ+ণ	হ্ম = হ+ম	ষ্ণ = ষ+ণ	শ্রু = শ+র্+উ
থ্থ = ত+থ	স্থ = স+থ	রু = র+উ	রূ = র+ঊ	হ্ব = হ+ঋ

✪ **পরাশ্রয়ী বর্ণ কয়টি ও কী কী?** **উত্তর:** ৩টি। যথা: ৎ, ঃ, ঁ

✪ **বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ কয়টি?** **উত্তর:** ২টি। যথা: ঐ এবং ঔ

✪ অন্তস্থ ধ্বনি কয়টি ও কী কী?
উত্তর: ৪টি। যথা: য,র, ল, ব

✪ দন্তবর্ণ কয়টি ও কী কী?
উত্তর: ৫টি, যথা: ত, থ, দ, ধ, ন

✪ নাসিক্য বর্ণ কয়টি ও কী কী?
উত্তর: ৭টি, যথা: ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ

✪ বাংলাভাষায় সংখ্যা বর্ণ কয়টি ও কী কী?
উত্তর: বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য দশটি সংখ্যাবর্ণ রয়েছে। যথা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০।

✪ পদাশ্রিত নির্দেশক কাকে বলে?
উত্তর: কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় কোন না কোন পদের আশ্রয়ে বা পরে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, এগুলোকে পদাশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক বলে। যেমন, টি, টা, গুলি, গুলো ইত্যাদি।

বাক্য

✪ বাক্য কাকে বলে?
উত্তর: যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে। যেমন: আমরা বাংলাদেশে বাস করি।

✪ বাক্যের গুণ কয়টি ও কী কী?
উত্তর: ৩টি (আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা)

✪ প্রতিটি বাক্যে কয়টি অংশ থাকে ও কী কী?
উত্তর: ২টি। যথা: উদ্দেশ্য ও বিধেয়

✪ গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখ।
উত্তর: গঠন অনুসারে বাক্য ৩ প্রকার। যথা:

ক) **সরল বাক্য:** যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। **উদাহরণঃ** আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।

খ) **মিশ্র বা জটিল বাক্য:** যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। **উদাহরণঃ** যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে।

গ) **যৌগিক বাক্য:** পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। **উদাহরণঃ** তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।

শব্দ ও পদ

✪ শব্দ কাকে বলে?
উত্তর: এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে।

শব্দের শ্রেণী বিভাগ:

- গঠনমূলক ভাবে শব্দ ২ প্রকার। যথা: ক) মৌলিক শব্দ খ) সাধিত শব্দ
- অর্থমূলক ভাবে শব্দ ৩ প্রকার। যথা: ক) যৌগিক শব্দ খ) রূঢ়ি শব্দ গ) যোগরূঢ় শব্দ
- উৎসমূলক ভাবে শব্দ ৫ প্রকার। যথা: ক) তৎসম খ) অর্ধ-তৎসম গ) তদ্ভব গ) দেশী ও ঙ) বিদেশী
- উৎস বিবেচনায় বাংলা শব্দভান্ডারকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত। (বাংলা ভাষার ব্যাকরণ/শিক্ষাবর্ষ-২০২১)
  যথা: ক) তৎসম খ) তদ্ভব গ) দেশী ও ঘ) বিদেশী
- পদ বিবেচনায় শব্দ বা পদ আট প্রকার। যথা: ক) বিশেষ্য খ) সর্বনাম গ) বিশেষণ ঘ) ক্রিয়া ঙ) ক্রিয়াবিশেষণ চ) অনুসর্গ ছ) যোজক ও জ) আবেগ

[এটি মূলত ইংরেজি Parts of Speech এর প্রকারভেদ গুলোই]

বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার

তৎসম শব্দ		চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মানুষ্য, পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ, বৃক্ষ,অধ্যাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী, মহাপরিচালক, সচিবালয় ইত্যাদি
অর্ধ-তৎসম শব্দ		জ্যোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নী, বোষ্টম, কুচ্ছিত ইত্যাদি
তদ্ভব শব্দ/ খাঁটি বাংলা শব্দ		হাত, চামার, মা ইত্যাদি
দেশী		কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি, টোপর ইত্যাদি
বিদেশী শব্দ	আরবি	আল্লাহ, গোসল, আদালত, উকিল, এজলাস, কলম, কিতাব, বাকি, গায়েব, হালাল, হারাম, হজ, জাকাত, ঈদ, নগদ, তুফান ইত্যাদি
	ফারসি	গুনাহ, নামায, ফেরেশতা, কারখানা, চশমা, তারিখ, দরবার, দোকান, নালিশ, বেগম, আমদানি, রফতানি, নমুনা, তোশক, জানায়োর, রোজা, দোজখ, দারোগা ইত্যাদি
	ইংরেজি	কলেজ, ইউনিয়ন, নভেল, নোট, স্কুল, বোতল, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি
	পর্তুগিজ	আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি, সাবান, পেয়ারা ইত্যাদি
	ফরাসি	কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, আঁতেল ইত্যাদি
	ওলন্দাজ	ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি
	গুজরাটি	খদ্দর, হরতাল ইত্যাদি
	পাঞ্জাবি	চাহিদা, শিখ ইত্যাদি
	তুর্কি	চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা, বাবা ইত্যাদি
	চীনা	চা, চিনি, সাম্পান ইত্যাদি
	মায়ানমার	ফুঙ্গি, লুঙ্গি ইত্যাদি
	জাপানি	রিক্সা, হারিকিরি ইত্যাদি
	হিন্দি	পানি, ধোলাই, লাগাতার, সমঝোতা, হালুয়া ইত্যাদি।

গুরুচণ্ডালী দোষ বলতে কী বোঝায়/ কখন সৃষ্টি হয়?

উত্তর: তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের একত্র ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। যেমন, গরুর শকট, শবপোড়া, মড়াদাহ প্রভৃতি গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট। এদের শুদ্ধ রূপ: গরুর গাড়ি, শবদাহ, মড়াপোড়া।

নির্দেশক কাকে বলে?

উত্তর: যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদকে নির্দিষ্ট করে, সেগুলোকে নির্দেশক বলে। যেমন: লোকটি, এখানে টি হলো নির্দেশকের উদাহরণ।

বলক কাকে বলে?

উত্তর: যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয়, সেগুলোকে বলক বলে। 'তখনই' বা 'এখনও' পদের 'ই' বা 'ও' হলো বলকের উদাহরণ।

প্রাতিপদিক কাকে বলে? **উত্তর:** বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে।

শব্দ ও পদের মধ্যকার পার্থক্য

শব্দ	পদ
প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব শব্দভান্ডার থাকে। সাধারণত অভিধানে তা সংকলিত হয়।	শব্দ যখন বাক্যে স্থান পায়, তখন তার নাম হয় পদ।
অভিধানের শব্দগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন।	বাক্যের মধ্যে পদগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
শব্দের অংশ উপসর্গ ও প্রত্যয়।	পদের অংশ বিভক্তি, নির্দেশক, বচন ও বলক।
গঠনগতভাবে শব্দ দুই শ্রেণির: মূল শব্দ ও সাধিত শব্দ।	গঠনগতভাবে পদ দুই রকমের: অলগ্নক পদ ও সলগ্নক পদ।
শব্দ শুধু রূপতত্ত্বের আলোচ্য।	পদ একইসঙ্গে রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য।

CamScanner

✪ পদ কাকে বলে?

উত্তর: বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে পদ বলে।

✪ পদ কত প্রকার?

উত্তর: ৫ প্রকার(বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া)

✪ ক্রিয়াপদ কাকে বলে?

উত্তর: যে পদের দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

➢ ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদ কত প্রকার?

উত্তর: ২ প্রকার। যথা; ক) সমাপিকা ক্রিয়া খ) অসমাপিকা ক্রিয়া

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

✪ ণত্ব বিধান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান।

✪ ণ-ত্ব বিধানের ৫টি সূত্র লিখুন।

উত্তর:

১. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্ত্য ন ব্যবহৃত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে, সব সময় মূর্ধন্য হয়। যেমন- ঘণ্টা, কাণ্ড ইত্যাদি।

২. ঋ, র, ষ এর পরে মূর্ধন্য হয়। যেমন- তৃণ, ঋণ, বর্ণনা ইত্যাদি।

৩. ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, ষ য় ব হ ং এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী ন মূর্ধন্য হয়। যেমন- কৃপণ, হরিণ, অর্পণ ইত্যাদি।

৪. বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য ব্যবহার হবে না। যেমন- কর্নেল

৫. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়। যেমন- চাণক্য, মাণিক্য, বণিক, পণ ইত্যাদি।

✪ ষ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: তৎসম শব্দের বানানে 'ষ' এর ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

✪ ষ-ত্ব বিধানের ৫টি নিয়ম লিখুন।

উত্তর:

১. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির এবং ক ও র-এর পরের ষ- প্রত্যয়ের স থাকলে তা ষ হয়। যেমন- ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু ইত্যাদি।

২. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে ষ হয়। যেমন- অভিষেক, প্রতিষেধক, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

৩. ঋ-কার ও র- এর পর ষ হয়। যেমন- ঋষি, কৃষক, তৃষ্ণা ইত্যাদি।

৪. ট ও ঠ এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-স না হয়ে মূর্ধন্য ষ হয়। কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট ইত্যাদি।

৫. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন- আষাঢ়, আভাষ, শোষণ, পৌষ ইত্যাদি।

✪ বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের কয়েকটি নিয়ম:

ক) যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু হবে। যেমন: শ্রেণি, সূচিপত্র, পদবি ইত্যাদি।

খ) রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: সূর্য, কর্ম, কার্য ইত্যাদি।

গ) অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার হবে না। যেমন: কান, গভর্নর, ধরন, রানি ইত্যাদি।

ঘ) সমাসবদ্ধ শব্দগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখিতে হবে। যেমন: সংবাদপত্র, পিতাপুত্র, রবিবার, পূর্বপরিচিত ইত্যাদি।

ঙ বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন: ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুন্দরী মেয়ে ইত্যাদি।

চ) বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন: পোশাক, স্টেশন, স্টুডিয়ো ইত্যাদি।

CamScanner

উপসর্গ

উপসর্গ কাকে বলে?

উত্তর: শব্দ বা ধাতুর পূর্বে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দে অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে বলা হয় উপসর্গ (Prefix). যেমন, প, পরা, পরি, নির ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় উপসর্গ কত প্রকার?

উত্তর: ৩ প্রকার। যথা: বাংলা উপসর্গ (অ, অঘা, অজ ইত্যাদি), তৎসম উপসর্গ (প্র, পরা, অপ, সম, নি ইত্যাদি), বিদেশি উপসর্গ (ফুল, নিম, ফি, হা ইত্যাদি)।

বাংলা ও তৎসম উপসর্গ কয়টি?

উত্তর: বাংলা উপসর্গ ২১ টি এবং তৎসম উপসর্গ ২০ টি।

ক্রিয়াপদের মূল অংশকে কী বলে?

উত্তর: ধাতু

উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য লিখুন:

উত্তর: উপসর্গ শব্দের সামনে বসে, প্রত্যয় শব্দের পরে বসে।

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

নিত্য পুরুষবাচক কয়েকটি শব্দ লিখুন।

উত্তর: কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার, যোদ্ধা, দলপতি, রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি।

নিত্য স্ত্রীবাচক কয়েকটি শব্দ লিখুন।

উত্তর: সতীন, সৎমা, সধবা, অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, বিধবা, অসূর্যস্পশ্যা ইত্যাদি

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
নন্দাই	ননদ
দেওর	জা/ননদ
বামন	বামনী
ভেড়া	ভেড়ী
কামার	কামারনী
জেলে	জেলেনী
কুমার	কুমারনী
ধোপা	ধোপানী
মজুর	মজুরনী
ভিখারি	ভিখারিনী
অভিসারী	অভিসারিণী
ঠাকুর	ঠাকুরানী/ঠাকরুন
নাপিত	নাপিতানী
চাকর	চাকরানী
কাঙাল	কাঙালিনী
গোয়ালা	গোয়ালিনী
বাঘ	বাঘিনী
অভাগা	অভাগী/অভাগিনী
ননদাই	ননদিনী/ননদী
পুরুষ লোক	মেয়েলোক/স্ত্রীলোক
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
বলদ গরু	গাই গরু
কবি	মহিলা কবি
ডাক্তার	মহিলা ডাক্তার
সভ্য	মহিলা সভ্য
কর্মী	মহিলা কর্মী
শিল্পী	মহিলা/নারী শিল্পী
সৈন্য	নারী/মহিলা সৈন্য
পুলিশ	মহিলা পুলিশ
কর্তা	গিন্নী
সাহেব	বিবি
জামাই	মেয়ে
বর	কনে
দুলহা	দুলাইন/দুলহিন
তাঐ	মাঐ
বাদশা	বেগম
শুক	সারী
মৃত	মৃতা
বিবাহিত	বিবাহিতা
মাননীয়	মাননীয়া
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা
প্রিয়	প্রিয়া

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
প্রথম	প্রথমা
কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা
মলিন	মলিনা
অজ	অজা
কোকিল	কোকিলা
শিষ্য	শিষ্যা
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া
শূদ্র	শূদ্রা
নিশাচর	নিশাচরী
ভয়ংকর	ভয়ংকরী
রজক	রজকী
কিশোর	কিশোরী
সুন্দর	সুন্দরী
চতুর্দশ	চতুর্দশী
ষোড়শ	ষোড়শী
সিংহ	সিংহী
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
মানব	মানবী
বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী
কুমার	কুমারী
ময়ূর	ময়ূরী

Forma 14/A

CamScanner

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
সেবক	সেবিকা
নায়ক	নায়িকা
বালক	বালিকা
অধ্যাপক	অধ্যাপিকা
গণক	গণকী
নর্তক	নর্তকী
চাতক	চাতকী
রজক	রজকী/রজকিনী
নাটক	নাটিকা
মালা	মালিকা
গীত	গীতিকা
পুস্তক	পুস্তিকা
শূদ্র	শূদ্রা/শূদ্রানী
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া/ক্ষত্রিয়ানী
অরণ্য	অরণ্যানী
হিম	হিমানী
মায়াবী	মায়াবিনী
কুহক	কুহকিনী
যোগী	যোগিনী
মেধাবী	মেধাবিনী
দুঃখী	দুঃখিনী
নেতা	নেত্রী
কর্তা	কর্ত্রী
শ্রোতা	শ্রোত্রী

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
ধাতা	ধাত্রী
সৎ	সতী
মহৎ	মহতী
গুণবান	গুণবতী
রূপবান	রূপবতী
শ্রীমান	শ্রীমতী
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী
গরীয়ান	গরিয়সী
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী
রাজা	রানি/রাজ্ঞী
যুবক	যুবতী
শ্বশুর	শ্বশ্রূ
নর	নারী
বন্ধু	বান্ধবী
শিক্ষক	শিক্ষয়িত্রী/শিক্ষিকা
পতি	পত্নী
সভাপতি	সভানেত্রী
খান	খানম
মরদ	জেনানা
মালেক	মালেকা
মুহতারিম	মুহতারিমা
মৎস্য	মৎসী
গো	গবী
মনুষ্য	মনুষী

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
মানুষ	মানুষী
বিধাতা	বিধাত্রী
গৃহস্বামী	গৃহস্বামিনী
হুলো বিড়াল	মাদি বিড়াল
সভ্য	মহিলা সভ্য
অরণ্য	অরণ্যানী
দুলহা	দুলাইন
মলিন	মলিনা
ব্রহ্মা	ব্রহ্মাণী
ডাহুক	ডাহুকী
ঋষি	ঋষিকা
সুলতান	সুলতানা
সুন্দর বালক	সুন্দর বালিকা
সুন্দর ছেলে	সুন্দর মেয়ে
পাগল ছেলে	পাগল মেয়ে
ঘোষ	ঘোষজা/ ঘোষজায়া
স্থল	স্থলী
হিম	হিমানী
তপস্বী	তপস্বিনী
ধনী	ধনিনী
মায়াবী	মায়াবিনী
গুণী	গুণিনী
ঘট	ঘটি

বচন

✪ বচন অর্থ কী? **উত্তর:** সংখ্যার ধারণা

✪ বচন কাকে বলে? **উত্তর:** ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বচন বলে।

একবচন	বহুবচন
নর	নরগণ
জন	জনগণ
দেব	দেবগণ
সুধী	সধীবন্দ
ভক্ত	ভক্তবৃন্দ
শিক্ষক	শিক্ষকবৃন্দ/ শিক্ষকমণ্ডলী/শিক্ষকেরা
সম্পাদক	সম্পাদকমণ্ডলী
পণ্ডিত	পণ্ডিতবর্গ
মন্ত্রী	মন্ত্রিবর্গ

একবচন	বহুবচন
পক্ষী	পক্ষীকুল
বৃক্ষ	বৃক্ষকুল/ বৃক্ষসমূহ
কবি	কবিকুল
পর্বত	পর্বতসকল
মনুষ্য	মনুষ্যসকল/ মনুষ্যসমূহ
পাখি	পাখিসব
পুস্তক	পুস্তকাবলি
কবিতা	কবিতাগুচ্ছ
কুসুম	কুসুমদাম
কমল	কমলনিকর

একবচন	বহুবচন
মেঘ	মেঘপুঞ্জ/ মেঘমালা
পর্বত	পর্বতমালা
তারকা	তারকারাজি
জল	জলরাশি
বালি	বালিরাশি
কুসুম	কুসুমনিচয়
হস্তি	হস্তিযূথ
সাহেব	সাহেবান
আমি	আমরা

CamScanner

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়ার কাল কাকে বলে?

উত্তর: ক্রিয়া বর্তমানে, অতীতে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশই ক্রিয়ার কাল।

ক্রিয়ার কাল কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দিন।

উত্তর: ক্রিয়ার কাল তিন প্রকারঃ

ক) বর্তমান কাল। উদাহরণঃ সে মাঠে কাজ করে।

খ) অতীত কাল। উদাহরণঃ আমি গতকাল ঢাকা গিয়েছিলাম।

গ) ভবিষ্যৎ কাল। উদাহরণঃ বাবা আগামীকাল বাড়ি আসবে।

উক্তি ও বাচ্য

উক্তি কাকে বলে?

উত্তর: কোনো কথকের বাককর্মের নামই উক্তি। যেমন, তিনি বললেন, "বইটা আমার দরকার"।

উক্তি কত প্রকার ও কী কী? **উত্তর:** ২ প্রকার। যথা: প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি

বাচ্য কাকে বলে? **উত্তর:** বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য।

বাচ্য কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ৩ প্রকার। যথা: ক) কর্তৃবাচ্য খ) কর্মবাচ্য গ) ভাববাচ্য

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তিতে সর্বনাম ও কালসূচক শব্দের রূপ

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন
ইহা	তাহা	গতকাল	আগের দিন
এ	সে	গতকল্য	পূর্বদিন
এখানে	সেখানে	এখন	তখন
ওখানে	ঐখানে	আজ	সেদিন

সমোচ্চারিত শব্দ

-অ-	
অংশ	ভাগ
অংশ্য	ভাগ করার উপযোগী
অংস	কাঁধ
অশ্ব	ঘোড়া
অশ্ম	পাথর
অনিল	বায়ু
অনীল	যা নীল নয়
অন্ন	খাদ্য
অন্য	অপর/ভিন্ন
অলিক	কপাল
অলীক	মিথ্যা

অর্ঘ	মূল্য
অর্ঘ্য	পূজার উপকরণ
অনু	পশ্চাৎ
অণু	বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ
অবিরাম	ছেদহীন
অভিরাম	সুন্দর
অপচয়	ক্ষতি
অবচয়	চয়ন
অনুদিত	যা উদিত হয়নি
অনূদিত	ভাষান্তরিত
অন্ন	ভাত
অন্য	অপর

অন্যান্য	অপরাপর
অনন্য	একক
অকিঞ্চন	নিঃস্ব
আকিঞ্চন	দৈন্য
অকুল	হীন
অকূল	সমুদ্র/তীরহীন
অক্ষিব	সামুদ্রিক লবণ
অক্ষীব	শজনে গাছ
অখ্যাত	অপ্রসিদ্ধ
আখ্যাত	উল্লিখিত
অগ্র	সম্মুখ
অগ্র্য	শ্রেষ্ঠ

CamScanner

অঙ্ক	গণিত
অঙ্ক্য	মৃদঙ্গ
অচ্ছদ	অনাবৃত
অচ্ছোদ	স্বচ্ছ জলাশয়
অচ্ছন্ন	অবিভক্ত
আচ্ছন্ন	ঢাকা
অদিন	অশুভ দিন
অদীন	ধনী
অদৃষ্ট	ভাগ্য
অধৃষ্ট	অনুদ্ধত
অদ্বৈত	দ্বৈতহীন
অদ্বৈধ	দ্বিধাহীন
অধর্ম	পাপ
অধর্ম্য	ধর্মবিরুদ্ধ
অধীতি	অধ্যয়ন
অধীতী	অধ্যয়নকারী
অনিষ্ট	ক্ষতি
অনিষ্ঠ	নিষ্ঠাহীন
অনুপ	উপমাহীন
অনূপ	জলাশয়
অন্তঃস্থ	মাঝের
অন্তস্থ	শেষের
অন্ত্য	শেষ
অন্তঃ	ভিতর
অবদান	কৃতি
অবধান	জানা
অবিনীত	উদ্ধৃত
অভিনীত	অভিনয় করা
অবিহিত	অন্যায়
অভিহিত	কথিত
অপত্য	সন্তান
অপথ্য	কুপথ্য

-আ-

আঁশ	তন্তু
আঁষ	আমিষ
আশা	আকাঙ্ক্ষা
আসা	আগমন
আবরণ	আচ্ছাদন
আভরণ	অলঙ্কার
আপণ	দোকান
আপন	নিজ
আসক্তি	অনুরাগ
আসত্তি	মিলন/ নৈকট্য
আসার	বৃষ্টি
আষাঢ়	বাংলা মাসের নাম
আদা	মসলাবিশেষ
আধা	অর্ধেক
আবৃতি	আবরণ
আবৃত্তি	কবিতাপাঠ/সশব্দে পাঠে
আধার	পাত্র
আঁধার	অন্ধকার
আশক্ত	শক্ত
আসক্ত	নেশাগ্রস্ত
আশিস	আশীর্বাদ
আশীষ	শীর্ষ পর্যন্ত

-ই- -উ-

ইস্ত্রি	ধোপার যন্ত্র
স্ত্রী	রমণী
ঈহা	ইচ্ছা
ইহা	এটি
উপাদান	উপকরণ
উপাধান	বালিশ
উৎপত	পাখি
উৎপথ	বিপথ
উদ্দেশ	সন্ধান
উদ্দেশ্য	লক্ষ্য
উপধি	ছল
উপাধি	পদবি
উপনয়	আগমন
উপানয়	উপহার
উপযুক্ত	যোগ্য
উপর্যুক্ত	উপরিউক্ত
উপহার	পুরস্কার
উপাহার	জলযোগ
উদ্যত	প্রবৃত্ত
উদ্ধত	অবিনীত
ওষধি	ফল পাকলে যে গাছ
ঔষধি	মরে যায়
	ভেষজ উদ্ভিদ

-ক-

কড়ি	টাকা
করী	হাতি
কপাল	ললাট
কপোল	গাল
কতক	কিছু
কথক	বক্তা
কটি	কোমর
কোটি	শত লক্ষ
কাঁটা	কণ্টক
কাটা	কর্তন
কাঁদা	কান্না
কাদা	পাঁক
কীর্তি	ভালো কাজ
কৃত্তি	বাঘছাল
কুল	বংশ
কূল	তীর
কমল	পদ্ম
কোমল	নরম
কুজন	খারাপ লোক
কূজন	পাখির রব
কাঁচা	অপক্ব
কাচা	ধোয়া
কুষ্ঠি	কোষ্ঠী
কুষ্ঠী	কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত
কুট	পর্বত
কূট	জটিল
কতক	কিছুটা
কথক	বক্তা

-খ-

খড়	তৃণ
খর	তীব্র
ক্ষর	ক্ষরণ
খরা	রোদ্র
ক্ষরা	ক্ষরণ
খুর	গরু/ ঘোড়ার পায়ের
ক্ষুর	খুর
	অস্ত্র বিশেষ
খুব	অনেক
ক্ষোভ	রাগ

CamScanner

-গ-	
গা	শরীর
গাঁ	গ্রাম
গড়	দুর্গ/ এক ধরনের
গর	হিসাব
ঘড়	না
	বাসগৃহ
..দা	স্তূপ
গাঁদা	ফুল বিশেষ
গাধা	গর্দভ
গণ্ডি	চৌহদ্দি
গণ্ডী	ধনুক
গর্ব	অহংকার
গর্ভ	উদর
গ্রন্থি	বন্ধন
গ্রন্থী	গ্রন্থকার
-ঘ-	
ঘুড়ি	কাগজের খেলনা
ঘুড়ী	ঘোড়ার স্ত্রীলিঙ্গ
ঘূর্ণমান	যা ঘুরছে
ঘূণ্যমান	যাকে ঘোরানো হচ্ছে
ঘটক	যে ঘটায়
ঘোটক	ঘোড়া
-চ-	
চির	দীর্ঘ
চীর	ছিন্নবস্ত্র
চিড়	ফাটল
চারি	চার
চারী	বিচরণকারী
চিত্ত	মন
চিত্য	অগ্নি
চড়	চপেটাঘাত
চর	নদীর চর
চপল	অস্থির
চাপল	তরল
চর্চা	অনুশীলন
চর্যা	পালন
-জ- -ঝ-	
জোর	শক্তি
জোড়	যুগল

জড়	অচেতন
জ্বর	রোগ বিশেষ
জাতি	সম্প্রদায়
জাতী	ফুল বিশেষ
জল	পানি
জ্বল	দ্বীপ্তি
জান	প্রাণ
যান	বাহন
জিভ	জিহ্বা
জীব	প্রাণী
জরা	বার্ধক্য
জড়া	জড়ানো
জ্যেষ্ঠ	অগ্রজ
জ্যৈষ্ঠ	মাস বিশেষ
জ্যোতি	আলো
যতি	বিরাম
জমক	সমারোহ
যমক	জোড়া
জানু	হাঁটু
ঝানু	পাকা
জিব	জিহ্বা
জীব	প্রাণী
জাল	নকল
জ্বাল	অগ্নিশিখা
জড়	প্রবল বাত্য
ঝর	ধারা
টিকা	রোগ নিরাময়ে বীজ
টীকা	প্রয়োগ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
ঠক্	ধ্বনি
ঠগ	শঠ
ডাকা	আহ্বান করা
ঢাকা	আবৃত
ঢাক	বাদ্যযন্ত্র
ডাক	চিঠিপত্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা
ঢাল	বর্ম ফলক
ডাল	শাখা
ঢেরা	কাটা দাগ
ডেরা	ছাউনি
-ত-	

তথ্য	সংবাদ
তত্ত্ব	গূঢ় অর্থ
তক	পর্যন্ত
ত্বক	গায়ের চামড়া
তরণী	নৌকা
তরুণী	যুবতী
তেজি	বেশি দাম
তেজী	বলবান
তারা	নক্ষত্র
তাড়া	তাড়না
ত্বরিত	দ্রুত
তড়িৎ	বিদ্যুৎ
তাঁত	কাপড় তৈরি যন্ত্র
তাত	গরম
তির	শর
তীর	কূল
-দ-	
দ্বীপ	জলবেষ্টিত স্থল
দ্বিপ	হস্তী
দীপ	প্রদীপ
দাঁড়ি	বিরাম চিহ্ন
দাঁড়ী	যে নৌকার দাঁড় টানে
দোধারি	দুই প্রান্ত
দোধারী	দুই দিকেই ধার
দূতী	সংবাদবাহিকা
দ্যুতি	আলো
দেরি	বিলম্ব
দেড়ী	বাড়তি
দোষ	অপরাধ
দোস	বাহু
দীপ্ত	উজ্জ্বল
দৃপ্ত	গর্বিত
-ধ- -ন-	
ধনি	সুন্দরী
ধনী	ধনশালী
ধ্বনি	শব্দ
ধরণ	ধরা
ধরন	প্রকার
নীর	জল

CamScanner

নীড়	পাখির বাসা
নাড়ী	ধমনী
নারী	মহিলা
নারি	পারি না
নির্জর	দেবতা
নির্ঝর	ঝরনা
নুড়ি	ছোট পাথর
নুরি	পাখি বিশেষ
নিহত	মৃত
নিহিত	গুপ্ত
নুন	লবণ
ন্যূন	কম, সামান্য

-প- -ফ-

প্রকৃত	যথার্থ
প্রাকৃত	স্বাভাবিক
পরিচ্ছদ	পোশাক
পরিচ্ছেদ	অধ্যায়
পরভৃৎ	কাক
পরভৃত	কোকিল
পানি	জল
পাণি	হাত
পুত	পুত্র
পূত	পবিত্র
পদ্ম	কমল
পদ্য	কবিতা
পরিষদ	সভা
পারিষদ	সভ্য
পড়া	পাঠ করা
পরা	পরিধান করা
পরিদান	বদল
পরিধান	বস্ত্র
পাণি	হাত
পানি	জল
প্রকার	রকম
প্রাকার	প্রাচীর
ফী	বেতন
ফি	প্রত্যেক

-ব- -ভ-

বর্শা	ধনুক
বর্ষা	বর্ষা ঋতু
বানি	পারিশ্রমিক
বাণী	বাক্য
বীজন	বাতাস দেওয়া
বিজন	নির্জন
বন্দি	বন্দনা করা
বন্দী	কয়েদি
বাজি	ভেলকি
বাজী	ঘোড়া
বাক	কথা
বাঁক	বাঁকা
বিশ	কুড়ি
বিষ	গরল
বীণা	বাদ্যযন্ত্র
বিনা	ব্যতীত
বাড়ি	ঘর
বারি	পানি
বা	অথবা
বাঁ	বাম
বাধা	বিঘ্ন
বাঁধা	বন্ধন
বাসি	টাটকা নয়
বাসী	বসবাসকারী
বেশি	অনেক
বেশী	বেশধারী
বিস্মৃত	যাহা মনে নাই
বিস্মিত	অবাক
বজ্র	বাজ
বর্জ্য	বর্জনীয়
ভান	দীপ্তি
ভাণ	ছল
ভাড়া	মাশুল
ভারা	উচ্চস্থানে কাজ করার মাচা
ভাষ	উক্তি
ভাস	দীপ্তি

-ম-

মুখ	বদন
মূক	বোবা
মণ	চল্লিশ সের
মন	অন্তর
মরা	মৃত
মড়া	মৃতদেহ
মাস	ত্রিশ দিন
মাষ	মাষকলাই
মহিষ	মোষ
মহীশ	রাজা
মর্ত	পৃথিবী
মর্ত্য	পৃথিবী বিষয়ক

-য- -হ-

যতি	বিরাম
জ্যোতি	আলো
যুগ	কাল
যোগ	মিলন
রসিত	আস্বাদিত
রসিদ	প্রাপ্তিস্বীকার পত্র
লক্ষ	লাখ, দৃষ্টি
লক্ষ্য	উদ্দেশ্য
শ্বশ্রু	শাশুড়ি
শ্মশ্রু	দাড়ি
শুক	টিয়াপাখি
শূক	শূঁয়া
শয্যা	বিছানা
সজ্জা	সাজ
শক্তি	ক্ষমতা
সক্তি	আসক্তি
শব	মৃতদেহ
সব	সমস্ত
শাদ	কচি ঘাস
স্বাদ	আস্বাদ
শারি	শালিক
সারি	শ্রেণি
সুত	পুত্র
সূত	জাত
সকল	সমস্ত
শকল	খণ্ড
সাক্ষর	অক্ষর জ্ঞান
স্বাক্ষর	সহি
সর্গ	অধ্যায়
স্বর্গ	অমরলোক
সজ্জা	পোশাক

CamScanner

শয্যা	বিছানা
শরণ	আশ্রয়
স্মরণ	স্মৃতি
সরণ	পথ
শিকড়	বৃক্ষের মূল
শীকর	জলকণা
শুচি	শুদ্ধ

সূচি	সূচিপত্র
শিল	পাথর
শীল	চরিত্র
শন	তৃণবিশেষ
সন	বৎসর
সত্ত্ব	গুণের নাম
স্বত্ব	অধিকার/মালিক

হাড়	অস্থি
হার	পরাজয়
হাফ	অর্ধ
হাঁফ	নিঃশ্বাস
হর্ম্য	কৃষক, হলধর, অট্টলিকা
হর্ম	হাই,/হাই তোলা

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

✪ অভিসারী এর স্ত্রীবাচক শব্দ লিখুন। **উত্তর:** অভিসারিণী

✪ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক সংকেতের সংগঠনকে কী বলে? **উত্তর:** ভাষা

✪ প্রত্যক্ষ উক্তি আগামীকাল পরোক্ষ উক্তিতে কি হয়? **উত্তর:** পরের দিন

✪ দর্শন, মধুর, তরল, তিক্ততা শব্দগুলোর মধ্যে কোনটি গুণবাচক বিশেষ্য? **উত্তর:** তিক্ততা

✪ ১২, দ্বাদশ, বারো, বারোই এর মধ্যে কোনটি গণনাবাচক শব্দ? **উত্তর:** বারো

✪ সাধু ও চলিত ভাষার ৪টি পার্থক্য লিখুন। **উত্তর:** (অনুশীলন অংশে দেখুন)

✪ বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? **উত্তর:** ৭টি

✪ চকলেট শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে কোন ভাষা থেকে? **উত্তর:** মেক্সিকান

✪ বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে? **উত্তর:** প্রাতিপদিক

✪ খনার বচনের মূল ভাব কী? **উত্তর:** কৃষিভিত্তিক ছড়া

✪ গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখ। **উত্তর:** (অনুশীলন অংশে দেখুন)

✪ বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উপস্থাপন করুন। **উত্তর:** (অনুশীলন অংশে দেখুন)

✪ উপসর্গ কাকে বলে? **উত্তর:** (অনুশীলন অংশে দেখুন)

✪ সন্ধিতে ধ্বনির কয় ধরনের মিলন হয়? **উত্তর:** চার ধরনের

✪ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য কোন পদে বেশি? **উত্তর:** ক্রিয়া ও সর্বনামে

✪ বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে? **উত্তর:** প্রমথ চৌধুরী

✪ বাংলা ভাষার মূল উৎস কোন ভাষা? **উত্তর:** প্রাকৃত ভাষা

✪ ক্রিয়ার কাল কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দিন। **উত্তর:** (অনুশীলন অংশে দেখুন)

✪ বাংলা স্বরবর্ণে মাত্রাবিহীন বর্ণ কয়টি ও কী কী? **উত্তর:** চারটি। যথা- এ, ঐ, ও, ঔ

✪ **বিগ্রহ বাক্য কী?**

উত্তর: সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়,তার নাম বিগ্রহবাক্য/ সমাসবাক্য/ব্যাসবাক্য।

✪ **সরলবাক্যে রূপান্তর করুন:** যে সকল পশু মাংস ভোজন করে তারা অত্যন্ত বলবান।

CamScanner

উত্তর: সরলবাক্য: মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।

✪ রক্ষা শব্দের সংযুক্ত বর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে গঠিত? উত্তর: ক + ষ

✪ আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি। এখানে দ্বিরুক্ত শব্দ দ্বারা কি বোঝান হয়েছে?

উত্তর: সামান্য

✪ 'আপন ভালো পাগলেও বোঝে' এখানে ভালো কোন পদ? উত্তর: বিশেষ্য পদ

✪ সাতাশ হতো যদি একশো সাতাশ এখানে 'হত' কোন কালের ক্রিয়া? উত্তর: নিত্যবৃত্ত অতীত

✪ ষ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝায়? উত্তর: (অনুশীলন অংশে দেখুন)

✪ বহুব্রীহি শব্দের অর্থ কী? উত্তর: ধান

✪ কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে? উত্তর: মাগধী প্রাকৃত হতে

✪ বাংলা ভাষার মৌলিক উপাদান কয়টি ও কী কী?

উত্তর: চারটি। যথা: ক) ধ্বনি খ) শব্দ গ) বাক্য ঘ) অর্থ

✪ 'সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি' গঠন অনুসারে এটি কোন বাক্য? উত্তর: যৌগিক বাক্য

✪ 'বুদ্ধিমান' শব্দের বিশেষ্য পদ কী? উত্তর: বুদ্ধি

✪ 'এখনই যাও, নচেৎ তার দেখা পাবে না' এটিকে সরলবাক্যে পরিণত করুন।

উত্তর: এখনই না গেলে তার দেখা পাবে না

✪ একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ থাকে ও কী কী?

উত্তর: ৩টি (আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা)

✪ 'চৌ-হদ্দি' কোন কোন ভাষার শব্দ মিলে তৈরি হয়? উত্তর: ফারসি ও আরবি

✪ ব্যাকরণ শব্দের অর্থ কী? উত্তর: বিশেষভাবে বিশ্লেষণ

✪ দাখিলা কী? উত্তর: খাজনার রসিদ

✪ হারিকিরি শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: আত্মহত্যা করার এক বিশেষ পদ্ধতিকে হারিকিরি বলা হয়

✪ বিদ্বান শব্দের বিপরীত শব্দ লিখুন। উত্তর: বিদুষী

✪ কোন গ্রন্থের জন্য ও কত সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন?

উত্তর: গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল পেয়েছেন।

✪ বাংলা সাহিত্যে 'সনেট' এর প্রবর্তক কে? উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

✪ 'শতদল' শব্দের অর্থ কী? উত্তর: কমল, পদ্মফুল

✪ 'পত্র' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী? উত্তর: স্মারক বা চিহ্ন

✪ পত্রের শিরোনামের প্রধান অংশ কোনটি? উত্তর: প্রাপকের ঠিকানা

✪ পোস্টাল কোড কী নির্দেশ করে? উত্তর: পোস্ট অফিসের নাম

✪ সাধারণত পত্রের দুটি অংশ থাকে, এগুলো কী? উত্তর: ক) শিরোনাম খ) পত্রগর্ভ

✪ প্রাপক বয়সে বড় হলে প্রেরক স্বাক্ষরের আগে কোন শব্দটি ব্যবহার করবেন? উত্তর: স্নেহভাজন

✪ ণ-ত্ব বিধান কী? ণ-ত্ব বিধানের ৫ টি সূত্র লিখুন। উত্তর: (অনুশীলন অংশে দেখুন)

➤ ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে। ণ-ত্ব বিধানের ৫টি সূত্র লিখুন। উত্তর: (অনুশীলন অংশে দেখুন)

CS CamScanner

✪ ধ্বনি কী? কত প্রকার কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার; স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

✪ সন্ধির সংজ্ঞা কী? কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধি প্রধানত ৩ প্রকার।

যথা: ক) স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জনসন্ধি গ) বিসর্গ সন্ধি

✪ উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য কি? **উত্তর:** (অনুশীলন অংশে দেখুন)

✪ শব্দের আদিতে বসে না এমন দু'টি বাংলা ধ্বনি কি কি? **উত্তর:** ঙ, ঞ

✪ বাংলা পদ্যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের কৃতিত্ব কার? **উত্তর:** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

✪ দন্তবর্ণ কয়টি ও কী কী? **উত্তর:** ৫টি, যথা: ত, থ, দ, ধ, ন

✪ উৎসের উপর নির্ভর করে শব্দ কত প্রকার ও কী কী? **উত্তর:** (অনুশীলন অংশে দেখুন)

✪ সমাস এর সংজ্ঞা কী? উদাহরণ দিন। **উত্তর:** (সমাস অংশে দেখুন)

✪ উরুপ শব্দটির অর্থ কী? **উত্তর:** চন্দ্র

২০২২

✪ বাংলা ভাষায় পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ৩ প্রকার; যথা- উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষ

✪ বাংলা ব্যাকরণ প্রথম কোন ভাষায় লেখা হয়? **উত্তর:** পর্তুগিজ ভাষায়

✪ বাংলা ভাষায় মৌলিক ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা কত? **উত্তর:** ৩০ টি

✪ বাংলা ভাষায় মৌলিক অংশ কয়টি ও কী কী? **উত্তর:** ৪টি; যথা- ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ

✪ বাক্যের ক্ষুদ্রতম একককে কী বলে? **উত্তর:** শব্দ

✪ ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কী বলে? **উত্তর:** বর্ণ

✪ ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে? **উত্তর:** ফলা

✪ বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি? **উত্তর:** ২৫টি

✪ বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? **উত্তর:** ৭টি

✪ ধ্বনি তৈরি হয় কিসের সাহায্যে? **উত্তর:** বাকপ্রত্যঙ্গ/বাকযন্ত্র

✪ ব্যাকরণে বচন অর্থ কি? **উত্তর:** সংখ্যার ধারণা

✪ একটি সার্থক বাক্যে কতটি গুণ থাকা প্রয়োজন? **উত্তর:** ৩টি

✪ অসমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে?

উত্তর: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বক্তার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

✪ বাংলা ভাষায় মৌখিক রূপের রীতি কয়টি? **উত্তর:** ২টি (সাধু ও চলিত)

✪ পরাশ্রয়ী বর্ণ কয়টি ও কি কি? **উত্তর:** ৩টি; ং, ঃ, ঁ

✪ বউদিদি > বউদি কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? **উত্তর:** ব্যঞ্জনচ্যুতি

✪ নিচের শব্দগুলো কোন ভাষার: (গণগ্রন্থকার-২০২০)

ক) রোজা = ফারসি শব্দ খ) পেয়ারা = পর্তুগিজ শব্দ গ) রেস্তোরা = ফরাসি শব্দ

ঘ) হরতাল = গুজরাটি শব্দ ঙ) রিকশা= জাপানি শব্দ

✪ **নির্দেশিত মতে বাক্য রূপান্তর করুন: (যে কোনো ৫টি) [বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট]**

ক) তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়েনি (জটিল) — **জটিল:** তার বয়স বেড়েছে, বুদ্ধি বাড়েনি।

খ) সে কাল আসবে এবং আমি যাব (সরল) — **সরল:** সে কাল আসলে আমি যাব।

গ) সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ। (যৌগিক) — **যৌগিক:** সে পরিশ্রমী কিন্তু নির্বোধ

ঘ) যে রক্ষক সেই ভক্ষক। (সরল) — **সরল:** রক্ষকই ভক্ষক

ঙ) আরও কথা আছে। (নেতিবাচক) — **নেতিবাচক:** কথা শেষ হয়নি।

চ) হৈম কোনো কথা কহিলনা। (অস্তিবাচক) — **অস্তিবাচক:** হৈম নিরব থাকিল।

✪ **স্বরধ্বনি ও ব্যাঞ্জনধ্বনি কাকে বলে? মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি ও কী কী? (সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-২০২০)**

উত্তর: (অনুশীলন অংশে দেখুন)

✪ **এক কথায় উত্তর দিন: (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/২০২১- সাঁট মুদ্রাক্ষরিক)**

ক) সুপ্ত এর প্রত্যয় কী? খ) সন্দেশ কি ধরনের শব্দ? গ) বিশেষ্য শব্দ কত প্রকার?

ঘ) পঞ্চায়েত কোন পদ? ঙ) 'আদেশ' ক্রিয়ার কোন ভাব?

উত্তর: ক) √স্বপ্ +ক্ত খ) রূঢ়ি শব্দ গ) ৬ প্রকার ঘ) বিশেষ্য ঙ) অনুজ্ঞা

✪ **চিহ্নিত শব্দগুলির পদ নির্ণয় করুন: (জন নিরাপত্তা বিভাগ/২০২১- কম্পিউটার অপারেটর)**

ক) তার সাহস আছে। খ) সে দশম শ্রেণিতে পড়ে। গ) আমার সামনে দাঁড়াও।

ঘ) ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। ঙ) কেউ-না-কেউ তো এ কাজ করেছেই।

উত্তর: ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) ক্রিয়া বিশেষণ ঘ) মিশ্র ক্রিয়া ঙ) সর্বনাম

✪ **চিহ্নিত শব্দগুলির পদ নির্ণয় করুন। (জননিরাপত্তা বিভাগ/২০২১- সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)**

ক) কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। খ) হায়! হায়! তুমি কী করলে! গ) এ এক বিরাট সত্য।

ঘ) নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি। ঙ) যেমন কর্ম তেমন ফল।

উত্তর: ক) বিশেষণ খ) অব্যয় গ) বিশেষ্য ঘ) বিশেষণ ঙ) অব্যয়

✪ **সংক্ষেপে উত্তর দিন। (জননিরাপত্তা বিভাগ/২০২১- সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)**

ক) নৌকা স্রোতে ভেসে গেল- এখানে নৌকা কোন কারক?

খ) 'অগস্ত্য যাত্রা' অর্থ কী? গ) সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম কী?

ঘ) কোন সমাস দ্বারা সমাহার বা সমষ্টি বোঝায়? ঙ) 'প্রোশিতভর্তিকা' শব্দের বানান শুদ্ধ করে লিখুন।

উত্তর: ক) কর্মকারক খ) চিরতরে যাত্রা গ) সমস্তপদ ঘ) দ্বিগু সমাস ঙ) প্রোষিতভর্তিকা

✪ **সংক্ষেপে উত্তর লিখুন: (বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/২০২১- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)**

ক) বাংলা ভাষা কখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা লাভ করে? তারিখ ও সন উল্লেখ করে উত্তর লিখুন।

খ) বাংলা ভাষায় কোন কবি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে নোবেল বিজয়ী হন?

গ) বাংলা ভাষা কোন দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা? ঘ) 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসটি কার লেখা?

ঙ) সাঝের মায়া গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

উত্তর: ক) ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ) বাংলাদেশ

ঘ) আলাউদ্দিন আর আজাদ ঙ) সুফিয়া কামাল

CamScanner

✪ **নিম্নবর্ণিত প্রশ্নের উত্তর লিখুন: (পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর/২০২১-অফিস সহকারী)**

ক) বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে? খ) যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে কী বলে?

গ) সাধুভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? ঘ) শব্দ ও ধাতুর মূলকে কী বলে?

ঙ) ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে কী বলে?

উত্তর: ক) প্রতিপাদিক খ) স্বরবৃত্ত গ) নাটকের সংলাপে ঘ) প্রকৃতি ঙ) কৃদন্ত পদ

✪ **বাক্য পরিবর্তন করুন: (পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর/২০২১-অফিস সহকারী)**

ক) মিথ্যা বললে পাপ হয় (জটিল) খ) পড়লেই পরীক্ষাই পাস করবে। (মিশ্র বাক্য)

গ) যদিও লোকটি জ্ঞানী, তথাপি সে কথা বলে না । (যৌগিক বাক্য)

ঘ) যদি তুমি আস, তবে আমি যাব। (সরল বাক্য) ঙ) যারা সৎ, তারাই সুখী। (সরল বাক্য)

উত্তর: ক) যদি মিথ্যা বল তবে পাপ হয়। খ) যদি পড় তবেই পরীক্ষাই পাশ করবে।

গ) লোকটি জ্ঞানী কিন্তু কথা বলে না। ঘ) তুমি আসলে আমি যাব। ঙ) সৎ লোকেরাই সুখী।

✪ **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন: (বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট/২০২১-ডাটা এন্ট্রি অপারেটর)**

ক) 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র লেখক কে?

খ) 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের পটভূমি কী?

গ) বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?

ঘ) সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত- এই উক্তিটি কার?

ঙ) সমুদ্রের তীরবর্তী বিস্তীর্ণ ভূমিকে কী বলে?

উত্তর: ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) মুক্তিযুদ্ধ গ) বীরবলের হালখাতা
ঘ) প্রমথ চৌধুরী ঙ) বেলাভূমি

✪ **বাক্য রূপান্তর করুন: (ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/২০২২-অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)**

ক) তুমি চেষ্টা করায় ব্যর্থ হয়েছ। (জটিল বাক্য) **উত্তর:** যেহেতু তুমি চেষ্টা করোনি তাই ব্যর্থ হয়েছ।

খ) যারা পরিশ্রম করে, তারা জীবনে সফল হয়। (সরল বাক্য) **উত্তর:** পরিশ্রমীরা জীবনে সফল হয়।

গ) ভিক্ষুককে টাকা দাও। (যৌগিক বাক্য) **উত্তর:** কিছু লোক ভিক্ষা করে, ওদের টাকা দাও।

ঘ) যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক বাক্য) **উত্তর:** বিপদ ও দুঃখ এক সময়ে আসে।

ঙ) ছেলেটির বয়স অল্প, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান। (জটিল বাক্য) **উত্তর:** যদিও ছেলেটির বয়স অল্প, তবু বেশ বুদ্ধিমান।

✪ **সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করুন: (অপরাধ তদন্ত বিভাগ/২০২২-ডাটা এন্ট্রি অপারেটর)**

ক) ঈদ এলে আমরা বাড়ি যাব। **উত্তর:** ইদ আসবে তখন আমরা বাড়ি যাব।

খ) কলম থাকলে লিখতে পারতাম। **উত্তর:** যদি কলম থাকতো তাহলে লিখতে পারতাম।

গ) শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে। **উত্তর:** যারা শিক্ষিত লোক তাদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

ঘ) সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে। **উত্তর:** যারা সত্যবাদী তাদেরকে সবাই ভালোবাসে।

CamScanner

লিঙ্গ পরিবর্তন করুন: (বিগত সাল)

প্রদত্ত লিঙ্গ	বিপরীত লিঙ্গ
কুমার	কুমারনী
ধাত্রী	ধাতা
সুকেশ	সুকেশা
অরণ্য	অরণ্যানী
গরীয়সী	গরীয়ান
শিক্ষক	শিক্ষিকা/শিক্ষয়িত্রী
তেজস্বী	তেজস্বিনী
নেতা	নেত্রী
চাকর	চাকরানি
বিদ্বান	বিদুষী
গরীয়ান	গরীয়সী
কর্তা	কর্ত্রী
সৎ	সতী
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী

প্রদত্ত লিঙ্গ	বিপরীত লিঙ্গ
বাদশা	বেগম
শুদ্রানী	শূদ্র
ধনী	ধনিনী
নবীন	নবীনা
মানি	মানিনী
সতী	সৎ
মহৎ	মহতী
অজ	অজা
শিষ্য	শিষ্যা
অধ্যাপক	অধ্যাপিকা
সেবক	সেবিকা
রচয়িতা	রচয়িত্রী
অশ্ব	অশ্বী
জেলে	জেলেনি

প্রদত্ত লিঙ্গ	বিপরীত লিঙ্গ
দৌহিত্র	নাতনী
সদাশয়	সদাশয়া
বেদে	বেদেনী
প্রতিনিধি	মহিলা প্রতিনিধি
অনুরাগী	অনুরাগিণী
বিদ্বান	বিদুষী
ইন্দ্র	ইন্দ্রানী
যোগী	যোগীনী
মামা	মামি
হরিণ	হরিণী
নারী	পুরুষ
যশস্বী	যশস্বতী
বিহঙ্গ	বিহঙ্গী
শুক	সারী

২০২৩

- ‘খনার বচন’ এর উপজীব্য কি? উত্তর: কৃষিকাজ
- শরীর > শরীল কি ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? উত্তর: বিষমীভবন
- গ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা কাকে বলে?
  উত্তর: যখন কোন আদেশ, অনুরোধ বা প্রার্থনা ভবিষ্যতের জন্য করা হয় তখন তাকে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বলে।
- যতিচিহ্নের অপর নাম কি? উত্তর: বিরাম চিহ্ন
- সমাসের মাধ্যমে কী গঠিত হয়? উত্তর: নতুন শব্দ
- “ইচ্ছা” বিশেষ্যর বিশেষণ কি? উত্তর: ঐচ্ছিক
- ‘সূর্য উঠলে আঁধার দূরীভূত হয়’ -এখানে ‘উঠলে’ কোন ধরনের ক্রিয়াপদ? উত্তর: অসমাপিকা ক্রিয়া
- রেডিওর বাংলা পরিভাষা কী? উত্তর: বেতার
- ধ্বনির সুক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা একককে কী বলা হয়? উত্তর: ধ্বনিমূল
- ‘উদার’ শব্দের বিশেষ্যরূপ কি? উত্তর: ঔদার্য
- নিলীন বর্ণ লিখুন। উত্তর: অ
- বাংলা ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে? উত্তর: ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে
- গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উত্তর: তিন ভাগে
- ক্রিয়ার প্রথম অংশকে কি বলে? উত্তর: ধাতু
- যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে কি বলে? উত্তর: ক্রিয়াবিশেষণ
- ১১ এর সাধারণ পূরণবাচক শব্দ কি? উত্তর: একাদশ
- ২৯ সংখ্যাকে কথায় লিখুন? উত্তর: ঊনত্রিশ
- “কার্তুজ” কোন দেশি শব্দ? উত্তর: ফারসি শব্দ

CamScanner

✪ "ফুটিয়া রহিয়াছে" শব্দের চলিতরূপ লিখুন: উত্তর: ফুটে রয়েছে।

✪ ২২ (সংখ্যাকে পূরণবাচক আকারে লিখুন) উত্তর: দ্বাবিংশ

✪ 'বারবার কামান গর্জে উঠল'। এখানে বারবার কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? উত্তর: পৌনঃপুনিকতা

✪ সাধু ভাষায় কোন শব্দের প্রাধান্য বেশি? উত্তর: তৎসম

✪ বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? উত্তর: রামমোহন রায়

✪ সমাসের রীতি কোথা থেকে বাংলায় এসেছে? উত্তর: সংস্কৃত

✪ 'সেমিকোলন' এবং 'দাড়ি' এর জন্য বিরতি কাল পরিমাণ কত লিখুন।
উত্তর: সেমিকোলন- ১ বলার দ্বিগুণ; দাড়ি - ১ সেকেন্ড

✪ রশিদ বলল, "আমার ভাই আজই ঢাকা যাচ্ছেন", এর পরোক্ষ উক্তি লিখুন।
উত্তর: রশিদ বলল যে তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছিলেন।

✪ চারটি শব্দালঙ্কারের নাম লিখুন। উত্তর: অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি

✪ 'পাণি' শব্দের অর্থ কী? উত্তর: হাত

✪ কোন দুটি স্বরবর্ণ মিলে 'ঔ' স্বরবর্ণ গঠিত হয়? উত্তর: ও এবং উ

✪ ২১ (সংখ্যাটি পূরণবাচক আকারে লিখুন) উত্তর: একবিংশ

✪ 'সমিতি' কোন লিঙ্গ? উত্তর: ক্লীব লিঙ্গ

✪ 'মা খোকাকে চাঁদ দেখাচ্ছেন'- বাক্যটিতে দেখাচ্ছেন পদটি কোন ধরনের ক্রিয়া? উত্তর: প্রযোজক ক্রিয়া

✪ আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে যে দাওয়াতপত্র প্রদান করা হয় তাকে কোন ধরনের পত্র বলা হয়? উত্তর: নিমন্ত্রণপত্র

✪ **বাক্য পরিবর্তন করুন: (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক তথা কম্পিউটার অপারেটর/২০২৩)**

ক) চুল পাকলেও তার বুদ্ধি পাকেনি। (জটিল) **জটিল-** যদিও তার চুল পেকেছে তবুও তার বুদ্ধি পাকেনি।

খ) তার প্রচুর সম্পদ আছে বটে, কিন্তু সে সুখী নয়। (সরল)
সরল- তার প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সুখী নয়।

গ) সে পড়া শেষ করে ঘুমাতে গেল। (যৌগিক) **যোগিক-**সে পড়া শেষ করল এবং ঘুমাতে গেল।

ঘ) বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে। (মিশ্র) **মিশ্র-** যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে।

ঙ) যদি না পড়ি তবু পাস করব। (সরল) **সরল-** না পড়েই পাস করব।

চ) ভিক্ষুককে দান কর। (মিশ্র) **মিশ্র-** যিনি ভিক্ষা করে তাকে দান কর।

✪ **বন্ধনীতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বাক্য রূপান্তর করুন: (পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কুমিল্লা/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক/২০২৩)**

ক) দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য। (জটিল) ➲ যেসব লোক দুর্জন, তারা পরিত্যাজ্য।

খ) যারা পরিশ্রম করে তারা জীবনে সফল হয়। (সরল) ➲ পরিশ্রমীরা জীবনে সফল হয়।

গ) লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যোগিক) ➲ লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অভদ্র নয়।

ঘ) বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে। (জটিল) ➲ যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।

ঙ) তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছো। (যোগিক) ➲ তুমি চেষ্টা করোনি তাই ব্যর্থ হয়েছো।

✪ **বাক্য রূপান্তর করুন: (BCSIR/স্টোর করণিক/সহকারী স্টোর কিপার/২০২৩)**

ক) মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।- (জটিল বাক্য) ➲ যখন মেঘ গর্জন করে তখন ময়ূর নৃত্য করে।

খ) আমরা মিছিলে পা বাড়ালাম। (নেতিবাচক বাক্য) ➲ আমরা মিছিলে পা না বাড়িয়ে পারলাম না।

CamScanner

২০২৪

★ রূপসী বাংলার কবি কাকে বলা হয়?
উত্তর: জীবনানন্দ দাশ

★ 'কুল' শব্দ ব্যবহার করে ৩টি বহুবচন সূচক শব্দ লিখুন:
উত্তর: মাতৃকুল, পক্ষিকুল, কবিকুল, বৃক্ষকুল

★ বাংলা বাক্যের কয়টি অংশ?
উত্তর: ২টি। যথা: উদ্দেশ্য ও বিধেয়

★ বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা কে?
উত্তর: রাজা রামমোহন

★ বাংলা ভাষার অক্ষর কত প্রকার?
উত্তর: ২ প্রকার

★ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ কি?
উত্তর: কার

★ বাক্যের একক কী?
উত্তর: শব্দ

★ ভাষার মূল উপকরণের নাম কী?
উত্তর: বাক্য

★ গঠন অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার?
উত্তর: ৩ প্রকার

★ ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে কি বলা হয়?
উত্তর: উপভাষা

★ আলপিন কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: পর্তুগিজ

★ চশমা কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: ফারসি

★ 'দ্বিপ' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: হাতি

★ 'তোশক' কোন দেশি শব্দ?
উত্তর: ফারসি

★ উপসর্গ কাকে বলে?
উত্তর: শব্দ বা ধাতুর পূর্বে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দে অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে বলা হয় উপসর্গ। যেমন, প, পরা, পরি, নির ইত্যাদি।

★ 'লাগাতার' কোন দেশি শব্দ?
উত্তর: হিন্দি

★ ভর্ৎসনা এর বিপরীত শব্দ কি?
উত্তর: প্রশংসা

★ কর্ণ শব্দের চলিত রূপ লিখুন।
উত্তর: কান

★ চশমখোর বাগধারাটির অর্থ লিখুন।
উত্তর: বেহায়া

★ সম্ভার এর বিপরীত শব্দ কি?
উত্তর: উপকরণ কোল

★ ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান কি?
উত্তর: ধ্বনি

★ বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
উত্তর: ৭টি

★ অনুসর্গ কাকে বলে?
উত্তর: বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদরূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। যেমন, বিনা, সনে, দিয়ে ইত্যাদি।

★ মজুর (বিপরীত লিঙ্গ লিখুন)
উত্তর: মজুরনী

★ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। (যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করুন)
উত্তর: কিছু লোক ভিক্ষা করে, ওদের টাকা দাও।

★ 'তোমার নাম কী?' এখানে 'কী' কোন ধরনের পদ?
উত্তর: সর্বনাম পদ

তদ্ধিত প্রত্যয় কোন প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়?
উত্তর: নাম প্রকৃতি

★ 'বাবা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
উত্তর: তুর্কি

★ 'অভিরাম' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: সুন্দর

★ কোন কোন বর্ণ মিলে 'ক্ষ' হয়?
উত্তর: হ + ম

★ 'কম্পিউটার' শব্দটি কোন পদ?
উত্তর: বিশেষ্য

★ বাংলা স্বরবর্ণ কয়টি?
উত্তর: ১১টি

★ শব্দার্থ লিখুন: নিশীথ
উত্তর: রাত

CamScanner

★ যুক্তবর্ণ 'ক্ষ' ভাঙ্গলে কী কী বর্ণ পাওয়া যায়?
উত্তর: ক্ + ষ

★ দিওয়ানা কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: ফার্সি

★ 'কলম' শব্দটি কোন ভাষা থেকে গৃহীত?
উত্তর: আরবি ভাষা

★ বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে?
উত্তর: প্রাকৃত অপভ্রংশ

★ স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে?
উত্তর: মুক্তাক্ষর।

★ 'সোমত্ত' শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?
উত্তর: সমর্থ

★ 'Referendum' এর বাংলা পরিভাষা কি?
উত্তর: গণভোট

★ 'সফেদ' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: সাদা

★ 'চাবি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: পর্তুগিজ

★ মাত্রাবিহীন ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি ও কী কী?
উত্তর: ৬টি; ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ,ঁ

★ যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে লিখুন: জ্ঞ, হ্ন
উত্তর:ক) জ্ঞ = জ + ঞ; খ) হ্ন = হ + ন

★ গঠনগতভাবে বাক্য কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর: তিন প্রকার; সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য

★ প্রমিত রীতিতে লিখুন: গড়িয়া তুল, হাঁটিতে
উত্তর: ক) গড়িয়া তুল = গড়ে তোল
খ) হাঁটিতে = হাটতে

★ "Face Value" এর বাংলা অর্থ লিখুন?
উত্তর: আক্ষরিক মূল্য

★ যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে লিখুন: জ্ঞ
উত্তর: জ + ঞ

★ "Diplomat" এর বাংলা অর্থ লিখুন?
উত্তর: কূটনীতিক

★ রেস্তোরাঁ, হরতন শব্দগুলো কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: রেস্তোরাঁ- ফরাসি শব্দ, হরতন-ওলন্দাজ

★ বাংলা ভাষায় ওষ্ঠ ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা কত?
উত্তর: ৫টি (প,ফ,ব,ভ,ম)

★ লুঙ্গি কোন দেশি শব্দ?
উত্তর: বর্মি শব্দ।

★ 'কপোল' শব্দের অর্থ কি?
উত্তর: গাল

★ সমার্থক শব্দ লিখুন: রোজনামচা
উত্তর: রোজনামচা = দিনলিপি

★ শব্দগুলো কোন দেশি: আজগুবি, ডেঙ্গু
উত্তর: ক) আজগুবি = উর্দু
খ) ডেঙ্গু = স্প্যানিশ

★ হরতাল শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: গুজরাটি

★ তরঙ্গ শব্দের বহুবচন কি?
উত্তর: তরঙ্গমালা

★ নিশীত রাতে বাজছে বাঁশি- নিশীত কোন পদ?
উত্তর: বিশেষণ পদ।

★ 'উপরোধ' এর অর্থ কী?
উত্তর: অনুরোধ।

★ বাংলা ছন্দ কত রকমের?
উত্তর: তিন (০৩) রকমের।

★ 'কল্লোল' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: ঢেউ।

★ 'দৌবারিক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
উত্তর: প্রহরী

★ 'ঢেঁকি' কোন ধরণের শব্দ?
উত্তর: দেশি শব্দ

★ সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
উত্তর: ধ্বনিতত্ত্ব

★ 'বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে'- এটি কোন ধরণের বাক্য?
উত্তর: যৌগিক বাক্য

★ "তোমার হাত দুটি ইস্পাতের মত নরম" বাক্যটিতে কোন গুণের অভাব রয়েছে?
উত্তর: যোগ্যতার।

★ 'হাতিগুলো আকাশে উড়ে'- বাক্যটিতে কোন গুনের অভাব রয়েছে?
উত্তর: যোগ্যতা

★ সংজ্ঞা লিখুন: কারক, শব্দ, পদ, কাল, নিত্যবৃত্ত অতীত। (সিভিল সার্জনের কার্যালয়, রাজবাড়ী, স্বাস্থ্য সহকারী/২০২৪)
উত্তর:

কারক: বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। অথবা মূলত ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য ও সর্বনামের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।

শব্দ: এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে।

পদ: বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে পদ বলে।

কাল: ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে।

নিত্যবৃত্ত অতীত: অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণত অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে।

★ **শব্দসমূহের অর্থ লিখুন:** (বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, অফিস সহকারী/২০২৪)

ক) অনিষ্ট = অপকার অনিষ্ঠ = শ্রদ্ধাহীন

খ) উদ্যত = আগ্রহী উদ্ধত = উগ্র

গ) সকল = সমস্ত শকল = মাছের আঁশ/খণ্ড

ঘ) তত্ত্ব = মূলকথা তথ্য = সংবাদ

ঙ) বিস্মিত = আশ্চর্যান্বিত হওয়া বিস্মৃত = ভুলে যাওয়া

★ **সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ লিখুন:** (মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/২০২৪)

ক) অন্যান্য = ভিন্ন, অন্যোন্য = পরস্পর

খ) অশ্ব = ঘোড়া, অশ্ম = পাথর

★ **শব্দ জোড়ার অর্থ নির্ণয় করুন:** (প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/উচ্চমান সহকারী)

ক) তত্ত্ব = গূঢ় অর্থ, তথ্য = সংবাদ

খ) দীপ = প্রদীপ, দ্বীপ = জলবেষ্টিত স্থল

গ) পুরি = লুচি, পুরী = নগরী

ঘ) ভাষ = উক্তি, ভাস = দীপ্তি

★ **নিম্নের প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দগুলোর অর্থ লিখুন:** (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/২০২৪)

ক) অনুদিত = যা উদিত হয়নি; অনূদিত = ভাষান্তরিত

খ) অসুর = দৈত্য, অশূর = যে বীর নয়

গ) এন = দোষ; এণ = হরিণ

ঘ) পরিচ্ছন্ন = পরিষ্কার, পরিচ্ছিন্ন = সসীম

★ **নিচের যতিচিহ্নসমূহ বাক্যে কি জন্য ব্যবহৃত হয়?** (বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, অফিস সহকারী/২০২৪)

ক) হাইফেন(-) = দুই শব্দের সংযোগ বোঝাতে হাইফেন ব্যবহার হয়।

খ) উদ্ধরনচিহ্ন ("") = বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

গ) ত্রিবিন্দু(...) = বাক্যের কোন অংশ বাদ দিতে চাইলে ত্রিবিন্দু ব্যবহার করা হয়।

ঘ) কমা(,) = বাক্য পাঠকালে স্পষ্টতা বোঝানোর জন্য।

ঙ) প্রশ্নচিহ্ন (?) = বাক্যে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

★ **বাংলা ভাষার ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।** (বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ডাটা এন্ট্রি/২০২৪) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট, মিউটেশ কাম সার্টি. সহ./ নাজির কাম ক্যাশি/, সার্টি পেশ/, সার্টি সহ./ অফিস সহ. কাম-কম্পি. মুদ্রা./২০২৪)

উত্তর: (অনুশীলন অংশে দেখুন)

★ **বাক্য রূপান্তর করুন:** (কর অঞ্চল-২২, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক)

ক) ভিক্ষুককে দান কর (জটিল)

⇨ যে ভিক্ষুক, তাকে দান কর।

খ) আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি। (যৌগিক বাক্য)

⇨ আমি বহু কষ্ট করেছি এবং শিক্ষা লাভ করেছি।

গ) যখন সূর্য উদিত হয় তখন পদ্মফুল ফোটে। (সরল)

⇨ সূর্য উদিত হলে পদ্মফুর ফোটে।

ঘ) নির্বোধেরাই শুধু এ কাজ করে। (জটিল)

⇨ যারা নির্বোধ, তারাই শুধু এ কাজ করে।

ঙ) সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছো। (জটিল)

⇨ সত্য কথা বলোনি তাই বিপদে পড়েছো।

★ **বাক্য পরিবর্তন করুন:** (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, টেকনিশিয়ান/২০২৪)

ক) দিনগুলো বেশ কাটছিল আমাদের। (নেতিবাচক)

⇨ দিনগুলো খারাপ কাটছিল না আমাদের।

খ) দরিদ্র হলেও তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। (জটিল)

⇨ যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

★ **লিঙ্গান্তর (২০২৪)**

ক) বীর = বীরাঙ্গনা খ) বোষ্টমী = বোষ্টম

গ) বোষ্টমি = বোষ্টম ঘ) কলুনী = কলু

ঙ) নেতা = নেত্রী চ) বাঘ = বাঘিনী

ছ) প্রবীণ = প্রবীণা জ) নাপিত = নাপিতানী

ঝ) অনাথিনী = অনাথ ঞ) পাঠক = পাঠিকা

ট) অষ্টাদশী = অষ্টাদশ ঠ) বাঁদি = গোলাম

ড) গয়লা = গয়লা বউ ড) মালা = মালিকা

CamScanner

✪ পরিভাষিক শব্দ (বিগত সাল ২০১১-২০২৪)

প্রদত্ত শব্দ	পরিভাষা
Allegiance	আনুগত্য
Bankrupt	দেউলিয়া
Enforcement	বলবৎকরণ
Metropolis	মহানগরী
Audit	নিরীক্ষা
Auction	নিলাম
Acknowledgement	প্রাপ্তিস্বীকার
Compensation	ক্ষতিপূরণ
Deputation	প্রেষণ
Axis	অক্ষ
Evolution	বিবর্তন
Hand bill	ইশতিহার
Mythology	পৌরাণিক কাহিনী
Protocol	খসড়া চুক্তি
Adaptation	অভিযোজন
Check-post	তল্লাশি ফাঁড়ি
Civic	পৌর
Laminated	স্তরিত
Bureaucracy	আমলাতন্ত্র
Transparency	স্বচ্ছতা
Superstition	কুসংস্কার

প্রদত্ত শব্দ	পরিভাষা
Perseverance	অধ্যবসায়
Metaphor	রূপক
Periodical	পুনরাবৃত্ত
Brain-drain	মেধা পাচার
Curriculum	পাঠ্যক্রম
Ad-hoc	পূর্ব পরিকল্পিত নয় এমন
Invoice	মালপত্রের চালান
File	নথি
Post graduate	স্নাতকোত্তর
Peninsula	উপদ্বীপ
File	নথি
Oxygen	অম্লজান
Periodical	সাময়িকী
Graduate	স্নাতক
Training	প্রশিক্ষণ
Ambiguous	অনিশ্চিত
Calligraphy	চারুলিপি
Ombudsman	ন্যায়পাল
Sentry	প্রহরী
Customs Duty	বহিঃশুল্ক

✪ শব্দার্থ লিখুন: (বিগত সাল ২০১১-২০২৪)

প্রদত্ত শব্দ	অর্থ
হর্ষ	আনন্দ
অপলাপ	অস্বীকার
জগদ্দল	অতি বিশাল ও গুরুভার
বিহার	ভ্রমণ/ বিচরণ
তিলোত্তমা	শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষুদ্রতম কণা/ পরমা সুন্দরী
মূক	বাক্‌শক্তিহীন
পবন	বাতাস
জলৌকা	জোঁক
আসমান	আকাশ
অভিধান	শব্দকোষ
আসমানি	হালকা নীল, আকাশের ন্যায় বর্ণ
অমৃতলোক	স্বর্গ

প্রদত্ত শব্দ	অর্থ
আবহমান	ক্রমাগত
প্রচ্ছন্ন	আবৃত
অর্ণবপোত	সমুদ্রগামী জাহাজ
বিপিন	অরণ্য
বৈশ্বানর	অগ্নি
উর্বী	ধরণি
শিষ্টাচার	সদাচার
বামেতর	ডান
শীকর	জলকণা
অবকাশ	অবসর
উচাটন	উৎকণ্ঠা
কুজন	মন্দ লোক
করী	হাতি
কড়ি	টাকা

Forma 15/A

CamScanner

সেল্ফ প্রিপারেশন

বাংলা সাহিত্য

CamScanner

বাংলা সাহিত্য

✪ বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি?

উত্তর: প্রাকৃত ভাষা

✪ বাংলা লিপির উৎস কী?

উত্তর: ব্রাহ্মী লিপি

✪ বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক কে?

উত্তর: চার্লস উইলকিন্স

✪ বাংলা সাহিত্যকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর: ৩ টি যুগে।

ক) প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রি)

খ) মধ্য যুগ (১২০১-১৮০০ খ্রি)

গ) আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান)

✪ কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?

উত্তর: ১২০১-১৩৫০ খ্রি

✪ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি? / বাংলা ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন কী?

উত্তর: চর্যাপদ

✪ চর্যাপদের আবিষ্কারক কে, কোথা হতে কবে আবিষ্কার করেন?

উত্তর: ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থশালা হতে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে

✪ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী?

উত্তর: মহামহোপাধ্যায়

✪ চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা উল্লেখ আছে?

উত্তর: বৌদ্ধধর্ম

✪ 'সন্ধ্যাভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?

উত্তর: চর্যাপদ

✪ বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে?

উত্তর: লুইপা

✪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন কোনটি?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

✪ মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

✪ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা কে, কবে কোথা থেকে উদ্ধার হয়েছিল?

উত্তর: বড়ু চণ্ডীদাস; ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে; গোয়ালঘর থেকে

✪ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' চরণটি কার কাব্য থেকে নেয়া?

উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়

✪ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' উক্তিটি করেছেন কে/মনোবাঞ্ছাটি কার?

উত্তর: ঈশ্বরী পাটনী

✪ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি কে?

উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর

✪ ইউসুফ জোলেখা প্রণয়কাব্য রচনা করেছেন কে?

উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর

✪ 'পদ্মাবতী' রচনা করেন কে?

উত্তর: আলাওল

✪ 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' উক্তিটি কার?

উত্তর: চণ্ডীদাস

✪ 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা' সম্পাদনা করেছেন কে?

উত্তর: ড. দীনেশচন্দ্র সেন

✪ 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা' সংগ্রাহক কে?

CamScanner

উত্তর: চন্দ্রকুমার দে

✪ 'খনার বচন' এর মূল্য ভাব কী ও এটি কী সংক্রান্ত?

উত্তর: শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি; কৃষি

✪ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ১৮০০ সালে

✪ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় কবে?

উত্তর: ১৮০১ সালে

✪ বাংলা সাহিত্যের ১ম উপন্যাস কোনটি?

উত্তর: আলালের ঘরে দুলাল (প্যারীচাঁদ মিত্র)

✪ বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক উপন্যাস কোনটি?

উত্তর: দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

✪ বাংলা সাহিত্যের ১ম ইতিহাস গ্রন্থ কোনটি?

উত্তর: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশ চন্দ্র সেন)

✪ বাংলা সাহিত্যের ১ম মহিলা কবি কে?

উত্তর: চন্দ্রাবতী

✪ বাংলা সাহিত্যের ১ম মুসলিম কবি কে?

উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর

✪ বাংলা সাহিত্যে 'সনেট' এর প্রবর্তক কে?

উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

✪ চলিত রীতির প্রবর্তক কে?

উত্তর: প্রমথ চৌধুরী

✪ যতি বা বিরামচিহ্নের প্রবর্তক কে?

উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

✪ বাংলা ছোট গল্পের জনক কে?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

✪ প্রথম বাংলা ব্যাকরণ পর্তুগিজ ভাষায় লেখেন কে, কত সালে?

উত্তর: মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ ১৭৪৩ সালে।

✪ ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' এর লেখক কে কত সালে তা প্রকাশিত হয়?

উত্তর: নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে।

✪ প্রথম বাংলা ব্যাকরণ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' লেখেন কে কত সালে?

উত্তর: রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে।

পত্র পত্রিকা

✪ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ১ম সাময়িকপত্র- দিগদর্শন (মাসিক)

✪ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ১ম সংবাদপত্র- সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক)

✪ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ১ম দৈনিক- সংবাদ প্রভাকর (সম্পাদক- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

✪ বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত ১ম সংবাদপত্র- রঙ্গপুর বার্তাবাহ

✪ ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১ম সংবাদপত্র- ঢাকা প্রকাশ

✪ বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা- সবুজ পত্র (সম্পাদক- প্রমথ চৌধুরী)

CamScanner

সাহিত্যিকদের উপাধি

উপাধি	প্রকৃত নাম
মিথিলার কোকিল বা মৈথিল কোকিল, কবিকণ্ঠহার	বিদ্যাপতি
দৌলত উজির	বাহরাম খান
মহাকবি	আলাওল
বাংলা উপন্যাস ধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ	প্যারীচাঁদ মিত্র
কবিকঙ্কন	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
রায়গুণাকর, প্রথম নাগরিক কবি	ভারতচন্দ্র
যুগসন্ধিক্ষণ বা যুগসন্ধিকালের কবি	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
বিদ্যাসাগর	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
যতি বা বিরামচিহ্নের প্রবর্তক	
বাংলা গদ্যের জনক	
বাংলার মিল্টন	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্যোগ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি	
ভোরের পাখি, বাংলা গীতিকবিতার জনক	বিহারীলাল চক্রবর্তী
বিশ্বকবি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলা ছোট গল্পের জনক	
কবিগুরু	
সাহিত্য সম্রাট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক	
বাংলার ওয়াল্টার স্কট	

উপাধি	প্রকৃত নাম
ছন্দের জাদুকর	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
তর্করত্ন	রামনারায়ণ
সাহিত্য বিশারদ	আবদুল করিম
ভাষাতত্ত্ববিদ	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
অপরাজেয় কথাশিল্পী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চলিত রীতির প্রবর্তক	প্রমথ চৌধুরী
সাহিত্যরত্ন	নজিবর রহমান
শহীদ জননী	জাহানারা ইমাম
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি	সুফিয়া কামাল
জননী সাহসিকা	
নারী জাগরণের অগ্রদূত	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
বাংলাদেশের জাতীয় কবি	কাজী নজরুল ইসলাম
বিদ্রোহী কবি	
পল্লিকবি	জসীমউদ্‌দীন
প্রকৃতির কবি	জীবনানন্দ দাশ
তিমির হননের কবি	
রুপসী বাংলার কবি	
নির্জনতার কবি	
মুসলিম বা ইসলামি রেনেসাঁর কবি	ফররুখ আহমদ
মরমি কবি	হাসন রাজা
শান্তিপুরের কবি	মোজাম্মেল হক
আধুনিক যুগের নাগরিক কবি	সমর সেন
কিশোর কবি	সুকান্ত ভট্টাচার্য
নাগরিক কবি	শামসুর রাহমান
দুঃখবাদী কবি	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

CamScanner

সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম ও প্রকৃত নাম

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম
অনন্ত বড়ু	বড়ু চণ্ডীদাস
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহ ঠাকুর
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল
প্যারীচাঁদ মিত্র	টেকচাঁদ ঠাকুর
সমরেশ বসু	কালকূট
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	বনফুল
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নীল লোহিত
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	যাযাবর
মীর মশাররফ হোসেন	গাজী মিয়া
শেখ আজিজুর রহমান	শওকত ওসমান
আবদুল মান্নান সৈয়দ	অশোক সৈয়দ

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা
মুহম্মদ কাজেম আল কোরেশী	কায়কোবাদ
স্বামী কালিকানন্দ	অবধূত
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	বানভট্ট
রাজশেখর বসু	পরশুরাম
কাজী নজরুল ইসলাম	ধূমকেতু
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অনিলা দেবী
মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ	জহির রায়হান
প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
আবুল ফজল	শমসের উল আজাদ
বিমল ঘোষ	মৌমাছি

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রচনা

নাটক	
কবর	মুনীর চৌধুরী
উপন্যাস	
আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান
আর্তনাদ	শওকত ওসমান
নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন ,
গ্রন্থ	
একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান
চলচ্চিত্র	
জীবন থেকে নেওয়া	জহির রায়হান
Let there be light	
কবিতা	
কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
স্মৃতির মিনার	আলাউদ্দিন আল আজাদ
গান	
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি..	আবদুল গাফফার চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা

নাটক	
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক
কী চাহ শঙ্খচীল	মমতাজ উদ্দীন আহমেদ
বকুলপুরের স্বাধীনতা	
বর্ণচোরা	
নরকে লাল গোলাপ	আলাউদ্দিন আল আজাদ
উপন্যাস	
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
নিষিদ্ধ লোবান	সৈয়দ শামসুল হক
নীলদংশন	
জাহান্নাম হইতে বিদায়	শওকত ওসমান
দুই সৈনিক	
নেকড়ে অরণ্য	
জলাংগী	

আগুনের পরশমণি	হুমায়ূন আহমেদ
শ্যামল ছায়া	
জোছনা ও জননীর গল্প	
সূর্যের দিন	
উপমহাদেশ	আল মাহমুদ
খাঁচায়	রশীদ হায়দার
হাঙর নদী গ্রেনেড	সেলিনা হোসেন
যুদ্ধ	
কালো ঘোড়া	ইমদাদুল হক মিলন
ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন
এ গোল্ডেন এজ	তাহমিমা আনাম
আমার বন্ধু রাশেদ	মুহম্মদ জাফর ইকবাল
একটি কালো মেয়ের কথা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবন্ধ	
একাত্তরের বিজয় গাঁথা	মেজর রফিকুল ইসলাম
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	
দ্যা লিবারেশন অব বাংলাদেশ	মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	ড. নীলিমা ইব্রাহিম
একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন
একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন

স্মৃতিকথা	
আমি বিজয় দেখিছি	এম আর আখতার মুকুল
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের ডায়েরি	সুফিয়া কামাল
ফেরারী ডায়েরি	আলাউদ্দিন আল আজাদ
গ্রন্থ	
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস	হাসান হাফিজুর রহমান
বাংলাদেশ কথা কয়	আবদুল গাফফার চৌধুরী
গল্প	
জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান
মুক্তিযুদ্ধের গল্প	রাবেয়া খাতুন
কবিতা	
সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড	অ্যালেন গিনসবার্গ
স্বাধীনতা তুমি	শামসুর রাহমান
আজকের বাংলাদেশ	সুফিয়া কামাল
দগ্ধগ্রাম	জসীমউদ্‌দীন
পত্র সংকলন	
একাত্তরের চিঠি	প্রথম আলো

গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি

রচনা	লেখক
কথোপকথন	উইলিয়াম কেরি
বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস, বর্ণপরিচয়	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
আলালের ঘরের দুলাল, আধ্যাত্মিকা	প্যারীচাঁদ মিত্র
বিষাদ সিন্ধু, উদাসীন পথিকের মনের কথা, জমিদার দর্পন, বেহুলা গীতাভিনয়, বসন্ত কুমারী, রত্নবতী, গাজী মিয়ার বস্তানী	মীর মশাররফ হোসেন
দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হুতোম প্যাঁচার নকশা	কালীপ্রসন্ন সিংহ

রচনা	লেখক
বৃত্রসংহার	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশ্মশান, অশ্রুমালা, কুসুম কানন	কায়কোবাদ
সাজাহান, নূরজাহান,	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, কমলে কামিনী	দীনবন্ধু মিত্র
তিলোত্তমাসম্ভব, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, বঙ্গভাষা, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী,	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গীতাঞ্জলি, সোনার তরী, বনফুল, মানসী, পুনশ্চ, সঞ্চয়িতা, গীতবিতান, নবজাতক, সোনার তরী, শেষ লেখা, মহুয়া, বসন্ত, বিসর্জন, ডাকঘর, রাজা ও রানী, ঘরে-বাইরে, চোখের বালি, শেষের কবিতা, রাজর্ষি, বৌঠাকুরাণীর হাট, গোরা, হৈমন্তী, পোস্টমাস্টার, এক রাত্রি, ছিন্ন পত্র, আমার ছেলেবেলা, আত্মজীবনী, দুই বিঘা জমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম: ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮/ ৭ মে ১৮৬১ মৃত্যু: ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮/ ৭ আগস্ট১৯৪১

❋ তথ্য কনিকা ❋

- প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'কবি-কাহিনী' । (প্রকাশকাল-১৮৭৮) {মোট কাব্যগ্রন্থ-৫৬টি}
- দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'বনফুল'। (প্রকাশকাল-১৮৮০)
- প্রথম প্রকাশিত নাটকের নাম 'বাল্মীকি প্রতিভা'।
- প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম ' বৌঠাকুরাণীর হাট'।
- প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্পের নাম 'ভিখারিনী'।
- প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'বিবিধপ্রসঙ্গ'।
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখা ১৩টি নাটকে অভিনয় করেন।
- আর্জেন্টিনার 'ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো' নারী কবিকে রবীন্দ্রনাথ বিজয়া নাম দেন। তাকে 'পূরবী' কাব্য উৎসর্গ করেন।
- রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ বিদেশযাত্রা সিংহল, ১৯৩৪ সালে।
- হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য তিনি 'রাখীবন্ধন' উৎসব সূচনা করেন।
- রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি খুলনা, বাংলাদেশ।
- 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। *{'গীতাঞ্জলি' ১৫৭টি গানের সংকলন}
- গীতাঞ্জলি অবলম্বনে গ্রন্থ Song Offerings ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়।
- Song Offerings ১৯ এর ভূমিকা লেখেন ইংরেজি কবি W. B. Yeats.
- রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি বা Song Offerings গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯১৩ সালে; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৪০ সালে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৩৬ সালে ডি.লিট. উপাধি পান।
- ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইটহুড বা স্যার উপাধি দেন ১৯১৫, ৩রা জুন।
- রবীন্দ্রনাথকে কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' উৎসর্গ করেন।
- 'সাধনা', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন', 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । {এটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়}
- বিবিসি জরিপে (২০০৪ সালে) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। {প্রথম শেখ মুজিবুর রহমান}
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় আসেন ২ বার (প্রথম-১৮৯৮ সালে ও দ্বিতীয়- ১৯২৬ সালে) {ঢাবিতে বক্তৃতা দেন-১৯২৬ সালে}

CamScanner

রচনা	লেখক
আনোয়ারা	নজিবুর রহমান
মতিচূর, সুলতান স্বপ্ন, অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ	বেগম রোকেয়া (৯ ডি. ১৮৮০ - ৯ ডি. ১৯৩২)
বীরবলের হালখাতা, তেল-নুন-লাকড়ী, চার ইয়ারী কথা	প্রমথ চৌধুরী
আব্দুল্লাহ	কাজী ইমদাদুল হক
ঠাকুরমার ঝুলি	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র
অনল প্রবাহ, স্পেন বিজয় কাব্য	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, দেবদাস, শেষপ্রশ্ন, শেষের পরিচয়, দেনাপাওনা, পল্লীসমাজ, পথের দাবী, বড়দিদি, বৈকুণ্ঠের উইল, বিলাসী, মহেশ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অগ্নিবীণা, মরুভাস্কর, সঞ্চিতা, বিশের বাঁশি, সর্বহারা, সাম্যবাদী, দোলন চাঁপা, প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, দারিদ্র্য, আনন্দময়ীর আগমনে, নারী, যৌবনের গান, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা, ঝিলিমিলি, বাঁধন হারা, মৃত্যুক্ষুধা, ব্যথার দান, রাজবন্দীর জবানবন্দি, মোহররম	কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬/২৪ মে ১৮৯৯ মৃত্যু: ১২ভাদ্র ১৩৮৩/২৯ আগস্ট ১৯৭৬

❋ তথ্য কনিকা ❋

- প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের/ গল্পগ্রন্থের নাম 'ব্যথার দান'। (প্রকাশকাল-১৯২২ সালে)
- প্রথম প্রকাশিত রচনার/গল্পের নাম 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'।
- প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'মুক্তি'।
- প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'বাঁধনহারা'। (এটি পত্রোউপন্যাস যাতে ১৮টি পত্র আছে)
- প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'অগ্নিবীণা'। (প্রকাশকাল-১৯২২, কবিতা আছে ১২টি)
- প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'যুগবাণী'।
- প্রথম প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থের/নাটকের নাম 'ঝিলিমিলি'।
- কাজী নজরুল ইসলাম মস্তিষ্কের ব্যাধিতে ১৯৪২ সালের ১০ই অক্টোবর আক্রান্ত হন।
- কাজী নজরুল ইসলামের মোট উপন্যাস ৩টি (বাঁধন হারা, মৃত্যু ক্ষুধা, কুহেলিকা)
- কাজী নজরুল ইসলামের মোট নাটক ৪টি (ঝিলিমিলি, আলেয়া, মধুমালা, পুতুলে বিয়ে)
- ধূমকেতু, লাঙল ও নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।
- কাজী নজরুর ইসলাম মোট ১৩ বার ঢাকায় আসেন। (ঢাবিতে আসেন ৫ বার)
- কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ঢাকায় আসেন হেমন্তকুমার সরকারের সঙ্গে ১৯২৬ সালে। (দ্বিতীয় বার- ১৯২৬)
- কাজী নজরুল ইসলাম সুস্থ অবস্থায় সর্বশেষ ঢাকায় আসেন ১৯৪০ সালের ১২ই ডিসেম্বর।
- রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে ঢাকায় আনা হয় ১৯৭২ সালে এবং জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়।
- রবীন্দ্রভারতী ১৯৬৯ সালে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৪ সালে তাকে ডি-লিট পদক দেন।
- কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় ১৯৭৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি।
- বাংলাদেশ সরকার 'একুশে পদক' দেন ১৯৭৬ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন।
- বিবিসি জরিপে (২০০৪ সালে) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তৃতীয় কাজী নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের রণসঙ্গীত এর রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম।
- কাজী নজরুল ইসলামের 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই 'রণসঙ্গীত'।
- রণসঙ্গীতটি সর্বপ্রথম 'নতুন গান' শিরোনামে 'শিখা' পত্রিকায় ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়।

❋ অগ্নিবীণার প্রথম কবিতা- 'প্রলয়োল্লাস'
❋ অগ্নিবীণার দ্বিতীয় কবিতা- 'বিদ্রোহী'
❋ অগ্নিবীণার সর্বশেষ কবিতা- মোহররম

CamScanner

রচনা	লেখক
হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, শেষ বিকেলের মেয়ে, বরফ গলা নদী, একুশের গল্প, সময়ের প্রয়োজনে, জীবন থেকে নেওয়া, Stop Genocide, Let there be light.	জহির রায়হান
বনলতা সেন, ধূসর পাণ্ডুলিপি, ঝরা পালক, মহা পৃথিবী, সাতটি তারার তিমির,	জীবনানন্দ দাশ
আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর	আবুল মনসুর আহমদ
রক্তাক্ত প্রান্তর, কবর, মুখরা রমণী বশীকরণ	মুনীর চৌধুরী
নিরালোকে দিব্যরথ, বন্দি শিবির থেকে, বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে, বিধ্বস্ত নীলিমা, স্বাধীনতা তুমি, আসাদের শার্ট,	শামসুর রাহমান
তিতাস একটি নদীর নাম	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
নদী ও নারী	হুমায়ূন কবির
সংশপ্তক, সারেং বৌ	শহীদুল্লাহ কায়সার
শাশ্বত বঙ্গ	কাজী আবদুল ওদুদ
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতী, অশনি সংকেত	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য	মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়
লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
রাখালী, নকশী কাঁথার মাঠ, বালুচর, সোজন বাদিয়ার ঘাট, এক পয়সার বাশী, চলে মুফাফির, হলদে পরীর দেশে, পল্লীবধূ, বোবা কাহিনী, পদ্মাপার, বেদের মেয়ে	জসীমউদ্‌দীন
সূর্যদীঘল বাড়ি, জোঁক	আবু ইসহাক
চাচা কাহিনী, সবনম, দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র	সৈয়দ মুজতবা আলী
ছাড়পত্র, হরতাল	সুকান্ত ভট্টাচার্য
বনি আদম	গোলাম মোস্তফা
সাত সাগরের মাঝি, সিরাজুম মুনীরা	ফররুখ আহমদ
মোস্তফা চরিত	মাওলানা আকরাম খাঁ
মনীষা মঞ্জুষা	মুহম্মদ এনামুল হক
বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ভাষা ও সাহিত্য	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	ড.দীনেশ চন্দ্রসেন
বটতলার উপন্যাস	রাজিয়া খান
উত্তম পুরুষ	রশীদ করিম
কাশবনের কন্যা	শামসুদ্দীন আবুল কালাম
যদ্যপি আমার গুরু	আহমদ ছফা
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘরবসতি	সেলিনা হোসেন
নূরজাহান	ইমদাদুল হক মিলন

CamScanner

রচনা	লেখক
আত্মঘাতী বাঙালী	নীরদচন্দ্র চৌধুরী
মহাপুরুষ	হাসনাত আবদুল হাই
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল, লাল নীল দীপাবলি	হুমায়ুন আজাদ
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, মানচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ
ক্রীতদাসের হাসি, জননী, জাহান্নাম হইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নিষিদ্ধ লেবান, নূরুলদীনের সারাজীবন	সৈয়দ শামসুল হক
চিলেকোঠার সেপাই, খোয়াব নামা, দুধেভাতে উৎপাত, সংস্কৃতির ভাঙা সেতু	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
নন্দিত নরকে, আগুনের পরশমণি, কোথাও কেউ নেই, শঙ্খনীল কারাগার, আজ রবিবার, বহুব্রীহি	হুমায়ূন আহমেদ
সুবচন নির্বাসনে	আব্দুল্লাহ আল মামুন
স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা	মমতাজউদ্দিন আহমেদ
নেমেসিস	নূরুল মোমেন
মুনতাসীর ফ্যাটাসী, জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন	সেলিম আল দীন
হুলিয়া, চাষাভূষার কাব্য	নির্মলেন্দু গুণ
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
রাত্রিশেষ, ছায়া হরিণ	আহসান হাবীব
সোনালী কাবিন, কালের কলস, লোক লোকান্তর, উপমহাদেশ	আল মাহমুদ
সাঝের মায়া, একাত্তরের ডায়েরি	সুফিয়া কামাল
বিমুখ প্রান্তর, একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

- 'এর উপায় কি' নাটকটির রচিয়তা কে? **উত্তর:** মীর মশাররফ হোসেন
- 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদকের নাম কী? **উত্তর:** প্রমথ চৌধুরী
- 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা? **উত্তর:** সোনার তরী
- 'নদী ও নারী' বইটির লেখক কে? **উত্তর:** হুমায়ুন কবির
- 'দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ' গ্রন্থের লেখক কে? **উত্তর:** মেজর জেনারেল সুখাওয়ান্ত সিং
- 'উপমহাদেশ' উপন্যাসের রচয়িতা কে? **উত্তর:** আল মাহমুদ
- 'পরশুরাম' ছদ্মনাম লিখতেন কে? **উত্তর:** রাজশেখর বসু
- 'বরফ গলা নদী' উপন্যাসের রচয়িতা কে? **উত্তর:** জহির রায়হান
- বেগম রোকেয়া এর জন্ম ও মৃত্যু সাল কত? **উত্তর:** জন্ম: ১৮৮০ মৃত্যু: ১৯৩২
- 'বীরবল' কোন খ্যাতিমান লেখকের ছদ্মনাম? **উত্তর:** প্রমথ চৌধুরী
- 'ময়মনসিংহ গীতিকা' কে সম্পাদনা করেন? **উত্তর:** ড. দীনেশচন্দ্র সেন
- 'সংশপ্তক' এর রচয়িতা কে? **উত্তর:** শহীদুল্লাহ কায়সার
- 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কার লেখা? **উত্তর:** শামসুর রহমান
- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি? **উত্তর:** চর্যাপদ
- কাজী নজরুল ইসলাম কোন কবিতার জন্য কারাবরণ করেন? **উত্তর:** আনন্দময়ীর আগমনে
- 'শেষ প্রশ্ন' কার লেখা? **উত্তর:** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- বাংলা ভাষার সার্থক মহাকাব্য কোনটি? **উত্তর:** মেঘনাদবধ কাব্য
- 'শেষের কবিতা' কোন শ্রেণির সাহিত্য? **উত্তর:** উপন্যাস
- বিখ্যাত 'নারী' কবিতাটি কে লিখেছেন? **উত্তর:** কাজী নজরুল ইসলাম
- 'লিও তলস্তয়' কোন ভাষার সাহিত্যিক? **উত্তর:** রাশিয়ার
- 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' গ্রন্থের লেখক কে? **উত্তর:** সৈয়দ শামসুল হক
- 'আগুনের পরশমণি' গ্রন্থের লেখক কে? **উত্তর:** হুমায়ূন আহমেদ
- কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী? **উত্তর:** অগ্নিবীণা
- 'একাত্তরের দিনগুলি' কার লেখা? **উত্তর:** জাহানারা ইমাম
- 'নির্জনতার কবি' কার ছদ্মনাম? **উত্তর:** জীবনানন্দ দাস
- 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কার ও কোন ধরনের রচনা? **উত্তর:** কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি প্রবন্ধ
- 'ভোরের পাখি' কাকে বলা হয়? **উত্তর:** বিহারীলাল চক্রবর্তীকে
- 'অপরাজিতা' উপন্যাসের রচয়িতা কে? **উত্তর:** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

CamScanner

- 'কেউ ভোলেনা, কেউ ভোলে, অতীত দিনের স্মৃতি' এ গানটির রচয়িতা কে? **উত্তর:** কাজী নজরুল ইসলাম
- 'বৈষ্ণব পদাবলী' এর আদি রচয়িতা কে? **উত্তর:** বড়ু চণ্ডীদাস
- 'আরণ্যক' উপন্যাসের রচয়িতা কে? **উত্তর:** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- 'অর্ধাঙ্গিনী' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে? **উত্তর:** বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
- ইশ্বরচন্দ্রকে কোন প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগর উপাধি দিয়েছে? **উত্তর:** সংস্কৃত কলেজ
- 'একদা রাজ্যে' রচনা কার এবং কি ধরনের? **উত্তর:** সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
- 'বই পড়া' প্রবন্ধটি কার লেখা? **উত্তর:** প্রমথ চৌধুরী
- **নিম্ন লিখিত গ্রন্থসমূহের রচয়িতার নাম লিখুন।**

উত্তর:

ক) পদ্মরাগ	বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
খ) বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত	ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ
গ) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর	আবুল মনসুর আহমদ
ঘ) অনল প্রবাহ	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ঙ) নদী ও নারী	হুমায়ুন কবির

- **নিম্নের গ্রন্থগুলোর রচয়িতার নাম লিখুনঃ**

উত্তর:

ক) বায়ান্নর দিনগুলো	শেখ মুজিবুর রহমান
খ) বিষের বাঁশি	কাজী নজরুল ইসলাম
গ) রাত্রিশেষ	আহসান হাবিব
ঘ) বন্দি শিবির থেকে	শামসুর রাহমান
ঙ) বিমুখ প্রান্তর	হাসান হাফিজুর রহমান

- 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কোন শ্রেণির নাটক? **উত্তর:** মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাট্য
- ঠাকুর মার ঝুলির রচিয়তা কে? **উত্তর:** দক্ষিণারঞ্জন মিত্র
- 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? **উত্তর:** জহির রায়হান
- 'মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর' পঙক্তিটি কার? **উত্তর:** শেখ ফজলুল করিম
- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? **উত্তর:** ১৯৭৬ সালে
- 'দেয়াল' উপন্যাসটির রচিয়তা কে? **উত্তর:** হুমায়ূন আহমেদ
- 'বীরবল' কার ছদ্মনাম? **উত্তর:** প্রমথ চৌধুরী
- 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম? **উত্তর:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস
- বাংলা সাহিত্যে 'সনেট' এর প্রবর্তক কে? **উত্তর:** মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- কাজী নজরুল ইসলাম এর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? **উত্তর:** অগ্নিবীণা
- মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি? **উত্তর:** মধ্যযুগের
- বাংলা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? **উত্তর:** ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর

CamScanner

- 'বর্ণ পরিচয়' গ্রন্থের লেখক কে? — উত্তর: ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- পূর্বাশা পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? — উত্তর: সঞ্জয় ভট্টাচার্য
- বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি? — উত্তর: প্রাকৃত ভাষা
- 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসটি কে লিখেছেন? — উত্তর: সৈয়দ শামসুল হক
- 'প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড়' কাব্যটি কে লিখেছেন? — উত্তর: আসাদ চৌধুরী
- বাংলা সাহিত্যে কে প্রথম সনেট লিখেছেন? — উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- বড় দিদি উপন্যাসটি কার লেখা? — উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- অবরোধবাসিনী প্রবন্ধ গ্রন্থটি কার লেখা? — উত্তর: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

২০২২

- কবর কবিতাটির রচয়িতা কে? — উত্তর: জসীমউদ্‌দীন
- আমাদের জাতীয় কবির নাম কী? — উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরে রচয়িতা কে? — উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- 'কোথাও কেউ নেই' রচয়িতা কে? — উত্তর: হুমায়ূন আহমেদ
- 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতাটির কার লেখা? — উত্তর: শামসুর রাহমান
- কোন সাহিত্যিক 'ব্যাঙাচি' ছদ্মনামে লিখতেন? — উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম
- মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কে? — উত্তর: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
- শাহনামা এর লেখক কে? — উত্তর: কবি ফেরদৌসী
- বাংলা ছোট গল্পের জনক কে? — উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- 'টপ্পা' গানের জনক কে? — উত্তর: রামনিধি গুপ্ত
- বাংলা সাহিত্যের ছন্দের জাদুকর কাকে বলা হয়? — উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন কে? — উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- একটি তুলসী গাছের কাহিনী এর লেখকের নাম কী? — উত্তর: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
- রুবাইয়াৎ-ই-ওমর কৈয়াম এর লেখকের নাম কী? — উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম
- ব্রজবুলি পদাবলি কে রচনা করেন? — উত্তর: বিদ্যাপতি
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারী কবি কে? — উত্তর: চন্দ্রাবতী
- পদ্মাবতী কাব্যের রচয়িতা কে? — উত্তর: সৈয়দ আলাওল
- 'আমার দেখা নয়াচীন' কে লিখেছেন? — উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান
- সনেটের শেষ অংশকে কী বলে? — উত্তর: ষটক
- 'বীরাঙ্গনা' মধুসূদন দত্ত রচিত কোন ধরনের গ্রন্থ? — উত্তর: পত্রকাব্য
- 'নদী ও নারী' উপন্যাসের রচয়িতা কে? — উত্তর: হুমায়ুন কবির
- শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তার নাম কী? — উত্তর: পথের দাবী

CamScanner

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক কোনটি? **উত্তর:** কৃষ্ণকুমারী
- 'আর্তনাদ' উপন্যাসের পটভূমি কী? **উত্তর:** ভাষা আন্দোলন
- কবি আলাওল এর উপাধি কি ছিল? **উত্তর:** মহাকবি
- নবীনচন্দ্র সেনের ১টি মহাকাব্যের নাম লিখুন। **উত্তর:** কুরুক্ষেত্র
- পদ্মাবতী নাটকটির রচয়িতা কে? **উত্তর:** মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? **উত্তর:** সুকুমার রায়
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের সৃষ্ট ছন্দের নাম কি? **উত্তর:** অমিত্রাক্ষর
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কি? **উত্তর:** চর্যাপদ
- বাংলা সাহিত্যের 'ভোরের পাখি' কাকে বলা হয়? **উত্তর:** বিহারীলাল চক্রবর্তী
- 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের রচয়িতা কে? **উত্তর:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রচয়িতা কে? **উত্তর:** মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? **উত্তর:** অগ্নিবীণা
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ লিখুন।

  উত্তর: জন্ম: ২৪মে ১৮৯৯ মৃত্যু: ২৯ আগস্ট ১৯৭৬
- 'সঞ্চিতা' ও 'সঞ্চয়িতা' কার লেখা?

  উত্তর: সঞ্চিতা- কাজী নজরুল ইসলাম; সঞ্চয়িতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে? **উত্তর:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- 'চর্যাপদ' কে কখন কোথা থেকে আবিষ্কার করেছেন?

  উত্তর: ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থশালা হতে
- বঙ্গবন্ধুর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদক কে? **উত্তর:** অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম
- 'রাজলক্ষী' চরিত্রের স্রষ্টা কে? **উত্তর:** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- 'মজলুম আদিব' কোন কবির ছদ্মনাম? **উত্তর:** শামসুর রাহমান
- 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কোন শ্রেণীর গ্রন্থ? **উত্তর:** উপন্যাস
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম কত সালে ঢাকায় আসেন? **উত্তর:** ১৮৯৮ সালে
- বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক কে? **উত্তর:** চার্লস উইলকিন্স
- মার্জার সুন্দরী কী?

  উত্তর: বিড়াল (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর 'বিড়াল' প্রবেন্ধে বিড়াল কে মার্জার সুন্দরী বলা হয়)
- 'এই গৃহ এই সন্ন্যাসী' কোন ধরনের গ্রন্থ ও লেখকের নাম কী? **উত্তর:** কাব্যগ্রন্থ; মহাদেব সাহা
- ' রেখ, মা, দাসেরে মনে'- উক্তিটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে? এখানে 'মা' কে?

  উত্তর: কবিতা- 'বঙ্গভূমির প্রতি। 'মা' কে দেশ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।
- এন্টনি ফিরিঙ্গি কি জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা? **উত্তর:** কবিগান

CamScanner

- যুগসন্ধিক্ষনের কবি কাকে বলা হয়? **উত্তর:** ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
- রবীন্দ্রনাথ কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান? **উত্তর:** গীতাঞ্জলি
- 'নেকড়ে অরণ্য' মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসটির লেখক কে? **উত্তর:** শওকত ওসমান
- 'দুই সৈনিক' উপন্যাসের রচয়িতা কে? **উত্তর:** শওকত ওসমান
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে? **উত্তর:** চন্দ্রাবতী
- "আমার সন্তান যেন তাকে দুধে-ভাতে" এ বিখ্যাত পঙক্তিটির রচয়িতা কে? **উত্তর:** ভারতচন্দ্র রায়
- 'মৃত্যুক্ষুধা' কোন ধরনের গ্রন্থ? **উত্তর:** উপন্যাস
- 'বিসর্জন' নাটকটি কার রচিত? **উত্তর:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- 'বীরবল' কার ছদ্মনাম? **উত্তর:** প্রমথ চৌধুরী
- 'বৈকুণ্ঠের উইল' কার রচনা? **উত্তর:** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- **নিম্নলিখিত কবিতাসমূহের কবির নাম লিখুন:**

উত্তর:

কপোতাক্ষ নদ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বঙ্গবাণী	আবদুল হাকিম

- **লেখকের নাম লিখুন:** (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/২০২১- সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
ওদের জানিয়ে দাও	শাহরিয়ার কবির
সবুজ মাঠ পেরিয়ে	শেখ হাসিনা
রাইফেল রেটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
গোরা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সময়ের প্রয়োজনে	জহির রায়হান

- **নিচের গ্রন্থগুলোর রচয়িতার নাম লিখুন:** (কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট/২০২১- সিপাই)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
মেঘনাদবধ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বলাকা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সোজন বাধিয়ার ঘাট	জসীমউদ্‌দীন
অগ্নিবীণা	কাজী নজরুল ইসলাম
পথের দাবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- **নিম্নবর্ণিত গ্রন্থগুলোর লেখকের নাম লিখুন:** (বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ/২০২১- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষিক)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
বিষাদ সিন্ধু	মীর মশাররফ হোসেন
সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সংশপ্তক	শহীদুল্লাহ কায়সার
একাত্তরের দিনগুলো	জাহানারা ইমাম
মা	আনিসুল হক

Forma 16/A

CamScanner

➲ **লেখকের নাম লিখুন:** (ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/২০২১-রেভিনিউ সুপারভাইজার)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম

➲ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন:** (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ/২০২১-অফিস সহকারী)

ক) ফোর্ট উলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কে? খ) হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা কে?

গ) 'সাহিত্য সম্রাট' নামে খ্যাত কোন বাংলা লেখক? ঘ) 'বৈরাগ্য সাধনে....., সে আমার নয়।'

ঙ) 'লালসালু' উপন্যাসটি কার রচনা?

উত্তর: ক) গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি খ) কালীপ্রসন্ন সিংহ গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘ) মুক্তি ঙ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সিংহ

➲ **নিম্নের গ্রন্থসমূগের লেখকের নাম লিখুন:** (নিপোর্ট/২০২১- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
স্পেন বিজয় কাব্য	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
বাতাসে লাশের গন্ধ	রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
সাম্যবাদী	কাজী নজরুল ইসলাম
চৌচির	আবুল ফজল
কাশবনের কন্যা	শামসুদ্দীন আবুল কালাম

➲ **রচয়িতার নাম লিখুন:** (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/২০২১- সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
গীতাঞ্জলি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রুদ্রমঙ্গল	কাজী নজরুল ইসলাম
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
অসমাপ্ত আত্মজীবনী	শেখ মুজিবুর রহমান

➲ **রচয়িতার নাম লিখুন:** (বাংলাদেশ জতীয় সংসদ সচিবালয়/২০২২- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
চিলেকোঠার সেপাই	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
শবনম	সৈয়দ মুজতবা আলী
কৃষ্ণকুমারী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
লালসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
পল্লী সমাজ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

➲ **রচয়িতার নাম লিখুন:** (ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/২০২২- ব্যক্তিগত সহকারী)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
বিষাদ সিন্ধু	শীর মশাররফ হোসেন
পদ্মরাগ	বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

Forma 16/B

CamScanner

নকশী কাঁথার মাঠ	জসীমউদ্‌দীন
শেষ লেখা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

➲ **গ্রন্থগুলোর গ্রন্থাকারের নাম লিখুন: (খাদ্য মন্ত্রণালয়/২০২২- অফিস সহায়ক)**

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থাকারের নাম
আমার দেখা নয়াচীন	শেখ মুজিবুর রহমান
অবরোধবাসিনী	বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
বলাকা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাতকাহন	সমরেশ মজুমদার

➲ **গ্রন্থগুলোর গ্রন্থাকারের নাম লিখুন: (খাদ্য মন্ত্রণালয়/২০২২- সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)**

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থাকারের নাম
কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিশের বাঁশি	কাজী নজরুল ইসলাম
শেষের কবিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিষাদ সিন্ধু	মীর মশাররফ হোসেন
সাঁঝের মায়া	বেগম সুফিয়া কামাল

➲ **গ্রন্থগুলোর রচয়িতার নাম লিখুন:(জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম/২০২২-অফিস সহকারী/নাজির কাম ক্যাশিয়ার/মিউটেশন সহকারী/ সার্টিফিকেট পেশকার/ ক্রেডিট চেকিং সহকারী)**

গ্রন্থের নাম	রচয়িতার নাম
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
মতিচূর	বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
The Cruel Birth of Bangladesh	আর্চার কেন্ট ব্লাড
আমার দেখা নয়াচীন	শেখ মুজিবুর রহমান
অরণ্যের দিনরাত্রি	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

➲ **নিম্নের বইগুলোর লেখকের নাম লিখুন: (বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ/২০২২-সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরী)**

বই এর নাম	লেখকের নাম
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ
বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
অবরোধবাসিনী	বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

➲ **নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির রচয়িতার কে? (হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়/২০২২- জুনিয়র অডিটর)**

গ্রন্থের নাম	রচয়িতার নাম
একাত্তরের ডায়েরি	সুফিয়া কামাল
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ
বন্দী শিবির থেকে	শামসুর রাহমান
নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান

CamScanner

➲ **গ্রন্থ রচয়িতার নাম লিখুন:** (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী/২০২২- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/নাজির কাম ক্যাশিয়ার/মিউটেশন সহকারী/ সার্টিফিকেট পেশকার/ ক্রেডিট চেকিং সহকারী)

গ্রন্থের নাম	রচয়িতার নাম
বরফ গলা নদী	জহির রায়হান
বাঁধনহারা	কাজী নজরুল ইসলাম
পথের পাঁচালী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কবর	মনীর চৌধুরী

২০২৩

✪ 'ফেব্রারী ডায়েরী' কোন পটভূমিকায় রচিত?
উত্তর: মুক্তিযুদ্ধ

✪ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি কে?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

✪ 'অভাগীর স্বর্গ' এর লেখকের নাম কী?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

✪ গীতাঞ্জলির রচয়িতা কে? এর ইংরেজী অনুবাদের নাম কি?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইংরেজী অনুবাদ- Song Offerings

✪ 'নীল নবঘনে আষড় গগনে তিল ঠাই আর নাহিরে' - কবিতার লাইনটি কে লিখেছেন?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

✪ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য কোনটি?
উত্তর: মেঘনাদবধ কাব্য

✪ বিশ্বভারতী কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

✪ কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রথম গল্পের নাম কি?
উত্তর: বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী

✪ চর্যাপদের রচনা শুরু হয় কোন রাজবংশের আমলে?
উত্তর: পাল রাজবংশ

✪ বেহুলা, লখিন্দর চরিত্র দু'টি কোন সাহিত্যে পাওয়া যায়?
উত্তর: মনসামঙ্গল কাব্যে

✪ কবি আল মাহমুদ কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উত্তর: দৈনিক গণকণ্ঠ

✪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নৃত্যনাট্যের নাম লিখুন।
উত্তর: চণ্ডালিকা

✪ চর্যাপদ যে বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম কে প্রমাণ করেন?
উত্তর: ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

✪ মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবির নাম কি?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার

✪ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস এর নাম কি?
উত্তর: দুর্গেশনন্দিনী

✪ 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক কে?
উত্তর: অমিত রায়

✪ বঙ্গবন্ধু লেখা প্রকাশিত দ্বিতীয় বইয়ের নাম কি?
উত্তর: কারাগারের রোজনামচা

✪ 'ব্যাঙাচি' কোন কবির ছদ্মনাম?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম

✪ 'বোবা কাহিনী' কি ধরনের গ্রন্থ?
উত্তর: উপন্যাস

✪ বাংলা সাহিত্যের 'দুঃখবাদী' কবি কে?
উত্তর: যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

✪ শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রথম উপন্যাস কি?
উত্তর: সারেং বউ

✪ 'চিলেকোঠার সেপাই' এর রচয়িতা কে?
উত্তর: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

✪ বাংলা সাহিত্যে কাকে 'সাহিত্য বিশারদ' বলা হয়?
উত্তর: আবদুল করিম

✪ ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

✪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা কে?
উত্তর: বড়ু চণ্ডীদাস

✪ মধ্যযুগের শেষ কবি কে ছিলেন?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

✪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম কী?

CamScanner

উত্তর: Rajmohan's Wife (ইংরেজি ভাষায় রচিত), দুর্গেশনন্দিনী

✪ 'নীল দর্পন' নাটকের রচয়িতা কে?

উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র

✪ বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?

উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

✪ 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

✪ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি কার লেখা?

উত্তর: আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

✪ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ 'নিষিদ্ধ লোবান' কার লেখা?

উত্তর: সৈয়দ শামসুল হক

✪ "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা" দিয়ে শুরু গানটির রচয়িতা কে?

উত্তর: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

✪ ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম? এই ছদ্মনামে কোন গ্রন্থটি রচিত হয়?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী গ্রন্থ

✪ চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা বলা আছে?

উত্তর: বৌদ্ধ ধর্ম

✪ 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতাটির রচয়িতা কে?

উত্তর: শামসুর রাহমান

✪ "বঙ্গদূত" পত্রিকা কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর: ১৮২৯ সালে

✪ বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপাণ্ডবদের নাম লিখ?

উত্তর: বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী

✪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর রচিত তিনটি গ্রন্থের নাম লিখ?

উত্তর: অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, আমার দেখা নয়াচীন

✪ যুক্তবর্ণ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর: যুক্তবর্ণ ২ প্রকার। যথা: স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ।

✪ 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর: ১৭৭৮ সালে

✪ ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে সেগুলোকে একত্রে কি বলে?

উত্তর: বাগযন্ত্র

✪ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বর্ষবরণ উৎসব 'বৈসাবি' কোন তিনটি নামের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত? উত্তর: বৈসু, সাংগ্রাই ও বিজু

✪ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যু সাল লিখ?

উত্তর: জন্ম -১৮৮০ মৃত্যু-১৯৩২

✪ 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতাটির রচয়িতা কে?

উত্তর: মাহবুব উল আলম চৌধুরী

✪ চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ রচনা করেন কে?

উত্তর: ভুসুকুপা।

✪ চম্পুকাব্য কাকে বলে?

উত্তর: যে সকল কাব্যে গদ্য ও পদ্যের আনুপাতিক হার প্রায় সমান তাকে চম্পুকাব্য বলে।

✪ 'পরশুরাম' কার ছদ্মনাম?

উত্তর: রাজশেখর বসু

✪ বাংলা গদ্যের জনক কে?

উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

✪ "আমার সন্তান যেন থাকে দুতে-ভাতে" উদ্ধৃত লাইনটি কার রচনা?

উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

✪ "যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি" কাব্যাংশটি কার রচনা?

উত্তর: আবদুল হাকিম

"বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, উহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়"- কে লিখেছেন?

উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

✪ "ঠাই নাই ঠাই নাই..... ছোট সে তরী, আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।" কবিতাটির নাম লিখুন।

উত্তর: সোনার তরী

✪ "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"- রচয়িতার নাম লিখুন।

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম

✪ অহিদুর রেজা'র ছদ্মনাম কি?

উত্তর: দেওয়ান হাসান রাজা

CamScanner

✪ 'ক্রীতদাসের হাসি' এর লেখক কে?

উত্তর: শওকত ওসমান

✪ 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর: উত্তর: ১৯১৪

✪ বাংলা একাডেমী ভবনের পূর্ব নাম কি?

উত্তর: বর্ধমান হাউস

✪ চর্যাপদ কত খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কার হয়?

উত্তর: ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে

✪ ধূমকেতু পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম

✪ বাংলা সাহিত্যে চতুর্দশপদী কবিতার জনক কে?

উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

✪ 'মর্সিয়া' কী?

উত্তর: মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শোকসূচক গান।

✪ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমাধি কোথায়?

উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে

✪ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় কত সালে?

উত্তর: ১৮০১

✪ 'কবর' নাটকটির পটভূমি কি ছিলো?

উত্তর: বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন

✪ সনেটে দুটি অংশ কি কি নামে পরিচিত?

উত্তর: অষ্টক ও ষটক

✪ 'রতন' -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের চরিত্র?

উত্তর: পোস্টমাস্টার

✪ 'কপোতাক্ষ নদ' কার লেখা?

উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

✪ 'বিলাসী' কার লেখা?

উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

✪ 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি...' গানটির রচয়িতা কে?

উত্তর: গোবিন্দ হালদার

✪ 'ময়মনসিংহ গীতিকা'- প্রথম সম্পাদনা করেন কে?

উত্তর: ড. দীনেশচন্দ্র সেন

✪ ময়মনসিংহ গীতিকা এর শতবর্ষ কোন সালে পালন করা হবে?

উত্তর: ২০২৩ সালে

✪ 'পঞ্চভূত' এর রচয়িতা কে?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

✪ কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উত্তর: অগ্নিবীণা

✪ 'কবর' নাটকের রচয়িতা কে?

উত্তর: মুনীর চৌধুরী

✪ 'চিলে কোঠার সেপাই' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

উত্তর: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

✪ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' উক্তিটি কার?

উত্তর: ঈশ্বরী পাটনী

✪ বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলন করেন কে?

উত্তর: রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

✪ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নাম কী?

উত্তর: বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত

✪ "স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান" এই কবিতাংশটি কার লেখা?

উত্তর: শামসুর রাহমান

✪ 'দেশে-বিদেশে' কোন শ্রেণির রচনা?

উত্তর: ভ্রমণকাহিনী

✪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন কবে?

উত্তর: ১৯০১ সালে।

✪ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা হয় কোন সময়কে?

উত্তর: ৬৫০-১২০০ খ্রি.

✪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর রচয়িতা কে? উত্তর: বড়ু চণ্ডীদাস

✪ 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে কে লিখতেন?

উত্তর: অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

✪ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাসে 'রাইফেল রোটি আওরাত' কার লেখা?

উত্তর: আনোয়ার পাশা

✪ বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম কী?

উত্তর: রত্নবতী

✪ 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থটি কার লিখা?

উত্তর: সৈয়দ মুজতবা আলী

✪ রূপসী বাংলার কবি কাকে বলা হয়?

উত্তর: জীবনানন্দ দাশ

CamScanner

◐ **রচয়িতার নাম লিখুন:** (শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ, টাঙ্গাইল/মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি)/২০২৩)

রচনা	রচয়িতার নাম
পদ্মাবতী প্রবন্ধ	সৈয়দ আলী আহসান
কবর নাটক	মুনীর চৌধুরী
আমার ছেলেবেলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উদাসীন পথিকের মনের কথা	মীর মশাররফ হোসেন

◐ **নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলির প্রত্যেকটির লেখকের নাম লিখুন।** (বাংলা একাডেমি/স্টোর কিপার/২০২৩)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
ক্রীতদাসের হাসি	শওকত ওসমান
প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে	শামসুর রাহমান
আমার দেখা নয়া চীন	শেখ মুজিবুর রহমান
রক্তাক্ত প্রান্তর	মুনীর চৌধুরী
হাঙর নদী গ্রেনেড	সেলিনা হোসেন

◐ **নিম্নের গ্রন্থগুলোর লেখকের নাম লিখুন:** (কাস্টম হাউস আইসিডি/সিপাহী/২০২৩)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
রক্তাক্ত প্রান্তর	মুনীর চৌধুরী
তরঙ্গভঙ্গ	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
আজব জাবর জবর অর্থনীতি	আকবর আলী খান
ওরা টোকাই কেন?	শেখ হাসিনা
বিষাদ সিন্ধু	মীর মশাররফ হোসেন

◐ **গ্রন্থকারের নাম লিখুন লিখুন:** (পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কুমিল্লা/ পরিবার কল্যাণ সহকারী/২০২৩)

গ্রন্থ	লেখক
সঞ্চয়িতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঞ্চিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
কারাগারের রোজনামচা	শেখ মুজিবুর রহমান
লালসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
বিষাদ-সিন্ধু	মীর মশাররফ হোসেন

◐ **রচয়িতার নাম লিখুন:** (শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, টাঙ্গাইল/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট/২০২৩)

রচনা	রচয়িতার নাম
ভগ্নহৃদয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বালুচর	জসীমউদ্‌দীন
মধুমালা	কাজী নজরুল ইসলাম
বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম	শেখ হাসিনা

◐ **লেখকের নাম লিখুন:** (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর/অফিস সহায়ক/২০২৩)

গ্রন্থ	লেখক
আমার দেখা নয়া চীন	শেখ মুজিবুর রহমান
দেবদাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর	আবুল মনসুর আহমদ
খোয়াবনামা	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

◐ **গ্রন্থলোর রচয়িতা কে?** (বন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ/ফরেস্ট গার্ড/২০২৩)

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
চোখের বালি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিষবৃক্ষ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বসন্ত কুমারী	মীর মশাররফ হোসেন
অপরাজিত	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মাটির কান্না	জসীমউদ্‌দীন

◐ **গ্রন্থগুলোর রচয়িতার নাম লিখুন:** (বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/মাঠ সহকারী/২০২৩)

গ্রন্থ	রচয়িতার নাম
পুতুল নাচের ইতিকথা	মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জোছনা ও জননীর গল্প	হুমায়ূন আহমেদ
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
চিলে কোঠার সেপাই	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
ক্রীতদাসের হাসি	শওকত ওসমান

◐ **রচয়িতার নাম লিখুন:** (বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/নিম্নমান সহকারী/২০২৩

রচনা	রচয়িতার নাম
আরণ্যক	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অসমাপ্ত আত্মজীবনী	শেখ মুজিবুর রহমান
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র
সঞ্চিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
প্রদোষ প্রাকৃতজন	শওকত আলী

◐ **কবি/লেখকের নাম লিখুন:** (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/২০২৩)

গ্রন্থ	কবি/ লেখক
অগ্নিবীণা	কাজী নজরুল ইসলাম

CamScanner

লালসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গীতাঞ্জলি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নকশী কাঁথার মাঠ	জসীমউদ্‌দীন
অবরোধবাসিনী	বেগম রোকেয়া

◐ সাহিত্যকর্মগুলোর রচয়িতার নাম লিখুন: (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/২০২৩)

সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা
সঞ্চিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
অপরাজিত	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্বাভাস	সুকান্ত ভট্টাচার্য
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
ব্যাকরণ কৌমুদী	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

◐ সাহিত্যকর্মগুলোর রচয়িতার নাম লিখুন: (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR)/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/২০২৩)

সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
প্রবোধ প্রভাকর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
অগ্নিবীণা	কাজী নজরুল ইসলাম
সভ্যতার সংকট	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	সেলিনা হোসেন

◐ গ্রন্থগুলোর কোন ধরনের রচনা ও রচয়িতা কে? (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর/অফিস সহায়ক/২০২৩)

রচনা	রচয়িতা
অপরাজিত (উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাশিয়ার চিঠি (ভ্রমণকাহিনী)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শর্মিষ্ঠা (নাটক)	মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২০২৪

★ 'ফেরারী ডায়েরী' কোন পটভূমিকায় রচিত?
উত্তর: মুক্তিযুদ্ধ

★ বাংলা গদ্যের জনক কে?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

★ 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর: জীবনানন্দ দাশ

★ 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের রচয়িতা কে?
উত্তর: মুনীর চৌধুরী

★ 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান

★ 'খোয়াবনামা' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

★ 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কি ধরণের রচনা?
উত্তর: আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

★ 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতাটির রচয়িতা কে?
উত্তর: মাহবুব উল আলম চৌধুরী

★ 'রাজসিংহ' কি ধরণের উপন্যাস?
উত্তর: উপন্যাস

★ 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'- কে কাকে বলেছিল?
উত্তর: কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে

★ বাংলা সাহিত্যের ছন্দের জাদুকর বলা হয় কাকে?
উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

★ বাংলা কাব্যে ভোরের পাখি বলা হয় কাকে?
উত্তর: বিহারীলাল চক্রবর্তী

★ যুগ সন্ধির কবি কে?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

★ 'Captive Ladie' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

★ 'গাজী মিয়ার বস্তানী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন

★ 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

★ কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ১টি উপন্যাসের নাম লিখুন।
উত্তর: বাঁধনহারা

★ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কী?
উত্তর: চর্যাপদ

★ 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'- চরণটির লেখক কে?
উত্তর: কামিনী রায়

★ বিশ্বভারতী কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

★ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি কে?
উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর

★ কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রথম গল্পের নাম কি?
উত্তর: বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী

★ 'দুঃখু মিয়া' কার ডাক নাম ছিল?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম

CamScanner

★ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর: ১৯১৩ সালে

★ 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন

★ 'নকশী কাঁথার মাঠ' এর রচয়িতা কে?
উত্তর: জসীমউদ্‌দীন

★ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কোনটি?
উত্তর: কাব্য

★ কাজী নজরুল ইসলামের 'রিক্তের বেদন' কোন ধরনের রচনা?
উত্তর: গল্পগ্রন্থ

★ 'ঝুমকো লতায় জোনাকি' শীর্ষক শিশুতোষ রচনাটি কার?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম

★ 'আমার কিছু কথা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান

★ 'কাঁদো নদী কাঁদো' এর রচয়িতা কে?
উত্তর: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

★ 'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা..... ছোট ছোট দুঃখ কথা' কবিতার লাইনটির রচয়িতা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

★ কবি কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক রচিত একটি গ্রন্থের নাম লিখুন।
উত্তর: অগ্নিবীণা

★ বাংলা নারী জাগরণের অগ্রদূত কে?
উত্তর: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

★ জহির রায়হান ও সৈয়দ শামসুল হক এর জন্ম, মৃত্যু সাল ও দুটি করে উপন্যাসের নাম লিখুন।
উত্তর: জহির রায়হান- জন্ম: ১৯৩৫ মৃত্যু:১৯৭২;
উপন্যাস: শেষ বিকালের মেয়ে, বরফ গলা নদী
সৈয়দ শামসুল হক- জন্ম: ১৯৩৫ মৃত্যু: ২০১৬
উপন্যাস: অনুপম দিন, দেয়ালের দেশ

★ বাংলা সাহিত্যের যুগকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
উত্তর: ৩ ভাগে

★ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?
উত্তর: তিব্বত, নেপাল

★ চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা?
উত্তর: মাত্রাবৃত্ত

★ মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান কার রচনা?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

★ জীবনিকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত কে?
উত্তর: বৃন্দাবন দাস

★ ওরা কদম আলী নাটকটির রচয়িতা কে?
উত্তর: মামুনুর রশীদ

★ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কত সালে?
উত্তর: ১৯১৩ সালে

★ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কোনটি?
উত্তর: চর্যাপদ

★ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানের গীতিকার কে?
উত্তর: আব্দুল গাফফার চৌধুরী

★ বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন?
উত্তর: মৈথিলি

★ 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'- কোন কবির উক্তি?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

★ 'শবনম' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
উত্তর: সৈয়দ মুজতবা আলী

★ 'জোছনা ও জননীর গল্প' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
উত্তর: হুমায়ূন আহমেদ

★ চর্যাপদের প্রাপ্তিস্থান কোথায়?
উত্তর: নেপালের রাজগ্রন্থশালা

★ 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর: জসীমউদ্‌দীন

★ 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কার লেখা?
উত্তর: মুনীর চৌধুরী

★ 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

★ 'গাহি সাম্যের গান, ধরণীর হাতে দিল যারা, আনি ফসলের ফরমান' পংক্তিটির রচয়িতা কে?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম

★ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

CamScanner

উত্তর: ১৮৬১ সালে ভারতে

★ আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত কে?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম

★ ছায়ানট কোন ধরনের সাহিত্য কর্ম?
উত্তর: কাব্যগ্রন্থ

★ সংশপ্তক উপন্যাসের লেখক কে?
উত্তর: শহীদুল্লাহ কায়সার

★ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে? সুরকার কে? তিনি কী খেতাবে খ্যাত? জন্মসাল কত? তিনি কোন দেশের নাগরিক?
উত্তর: রচয়িতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; খেতাব: বিশ্বকবি/কবিগুরু; জন্মসাল: ৭ই মে, ১৮৬১; নাগরিক: ভারতের

★ বাংলাদেশের জাতীয় কবির ৫টি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন:
উত্তর: অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, দোলনচাঁপা, ভাঙার গান, চক্রবাক।

★ সাহিত্যিক নীহার রঞ্জন গুপ্ত- এর জন্মস্থান কোন জেলার কোন গ্রামে?
উত্তর: নড়াইল জেলার, ইটনা গ্রামে

★ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'মতিচুর' কোন ধরনের রচনা?
উত্তর: প্রবন্ধ।

★ বাংলা সাহিত্যের 'মজিদ' চরিত্রটি কোন ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি?
উত্তর: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

★ 'আনোয়ারা' উপন্যাসের লেখক কে?
উত্তর: মোহাম্মদ নজিবর রহমান।

★ 'একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা'- কোন কবিতার চরণ ও কবি কে?
উত্তর: সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

★ কোন কবিতার জন্য কাজী নজরুল ইসলামকে কারাবরণ করতে হয়?
উত্তর: আনন্দময়ীর আগমনে।

★ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এ চরণটির রচয়িতা কে?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

★ বিদ্রোহী কবিতাটি কোন সালে রচিত হয়?
উত্তর: ১৯২১ সালে।

★ 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'- কার লেখা?
উত্তর: সৈয়দ শামসুল হক

★ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর: কলকাতা

★ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা দু'টি বইয়ের নাম লিখুন।
উত্তর: অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা

★ 'রাশিয়ার চিঠি' ভ্রমণকাহিনী কার লেখা?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

★ আমার দেখা নয়াচীন ও অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ দুটির রচয়িতা কে?
উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান

★ সান্ধ্য ভাষায় লিখিত বাংলা সাহিত্য এর অন্যতম নিদর্শন কোনটি?
উত্তর: চর্যাপদ

★ বীরবল কার ছদ্মনাম?
উত্তর: প্রমথ চৌধুরী

★ কবর নাটকটির পটভূমি কি ছিল?
উত্তর: মুনীর চৌধুরী

★ বাংলা সাহিত্য প্রাচীন যুগের নিদর্শনের মূল নাম কি?
উত্তর: চর্যাপদ

★ 'লালসালু উপন্যাসের রচয়িতা কে?
উত্তর: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

★ কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি?
উত্তর: বঙ্গ-কামরূপী

★ চর্যাপদের পদ সংখ্যা কয়টি?
উত্তর: ৫১টি

★ সর্বপ্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
উত্তর: ঐতরেয় আরণ্যক

★ ম্যাকবেথ নাটকের প্রথম বঙ্গানুবাদ কে করেন?
উত্তর: গিরিশচন্দ্র ঘোষ

★ কবি আলাওল কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
উত্তর: আরাকান

★ 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম

★ প্রমথ চৌধুরী ছদ্মনাম কী?
উত্তর: বীরবল

★ 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

উত্তর: শওকত ওসমান।

★ 'বনফুল' কার ছদ্মনাম?
উত্তর: বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

★ 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'- কার উক্তি?
উত্তর: প্রমথ চৌধুরী

★ বাক্যে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণকে কি বলে?
উত্তর: গুরুচণ্ডালী দোষ

★ 'দেশে বিদেশে' কি ধরণের রচনা?
উত্তর: ভ্রমণ কাহিনী

★ বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি?
উত্তর: প্রাকৃত ভাষা

★ 'আইন-ই-আকবরি' কার লেখা?
উত্তর: সম্রাট আকবর

★ 'মর্সিয়া' কি?
উত্তর: শোকগীতি

★ 'আলালের ঘরের দুলাল' কার লেখা?
উত্তর: প্যারীচাঁদ মিত্র

★ 'শেষের কবিতা' কি ধরণের রচনা?
উত্তর: উপন্যাস

★ 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসটি কে লিখেছেন?
উত্তর: আনোয়ার পাশা

★ 'হীরামালিনী' কোন কাব্যের চরিত্র এবং উক্ত কাব্যটি কে লিখেছেন?
উত্তর: অন্নদামঙ্গল; কাব্যটির লেখক ভারতচন্দ্র

★ 'হুতুম পেঁচা' কার ছদ্মনাম?
উত্তর: কালীপ্রসন্ন সিংহ

★ আমাদের জাতীয় কবির নামে বাংলাদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশের কোন উপজেলায় অবস্থিত?
উত্তর: ত্রিশাল উপজেলা, ময়মনসিংহ।

★ 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সংগ্রহ করেন?
উত্তর: চন্দ্রকুমার দে

★ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত বাংলাদেশের এরকম একটি স্থানের নাম উল্লেখ করুন।
উত্তর: শিলাইদহ, কুষ্টিয়া

★ আমাদের জাতীয় কবির নাম কী?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম

★ 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী' কবিতার এ লাইনটির কবির নাম কী?
উত্তর: আব্দুল হাকিম

★ সম্পাদিত গ্রন্থ 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র সম্পাদকের নাম কী?
উত্তর: হাসান হাফিজুর রহমান

★ 'তিষ্ঠ' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: অপেক্ষা করা

★ তাম্বুলখালা কী? এখানে কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
উত্তর: তাম্বুলখানা গ্রামে জসীমউদ্‌দীন জন্মগ্রহণ করেন।

★ নাগরি লিপি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল? নাগরি লিপি কোন ভাষার লিপি?
উত্তর: সিলেট; বাংলা ভাষার লিপি

★ "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" উক্তিটি কার?
উত্তর: ঈশ্বরী পাটনী।

★ বাংলা সাহিত্যেও কোন সময়কে চৈতন্যযুগ বলে?
উত্তর: ১৫০১-১৭০০ খ্রিঃ

★ 'মনসা মঙ্গল কাব্য' -এর আদি কবি কে?
উত্তর: কানা হরিদত্ত।

★ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন যুগ কোনটি?
উত্তর: ৬৫০-১২০০ খ্রিঃ

★ রামায়ণের অনুবাদক প্রথম মহিলা কবি কে?
উত্তর: চন্দ্রাবতী

★ চন্ডীমঙ্গল কাব্য কার রচনা?
উত্তর: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

★ আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি কে?
উত্তর: দৌলত কাজী

★ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন কি?
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

★ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' চরণটি কোন কাব্যের?
উত্তর: অন্নদামঙ্গল

★ রোমান্টিক প্রনয়োপাখ্যানের প্রথম কবি কে?
উত্তর: শাহ মুহাম্মদ সগীর

★ বাংলা টপ্পাগানের জনক কে?
উত্তর: রামনিধি গুপ্ত

CamScanner

রচয়িতার নাম লিখুন: (শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ, টাঙ্গাইল/মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি)/২০২৩)

রচনা	রচয়িতার নাম
পদ্মাবতী প্রবন্ধ	সৈয়দ আলী আহসান
কবর নাটক	মুনীর চৌধুরী
আমার ছেলেবেলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উদাসীন পথিকের মনের কথা	মীর মশাররফ হোসেন

গ্রন্থগুলোর রচয়িতার নাম লিখুন: (বাংলাদেশ টেলিভিশন, অফিস সহায়ক/২০২৪)

গ্রন্থ	রচয়িতা
সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঞ্চিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
নীল দর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র
মেঘনাদবধ কাব্য	মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রচয়িতার নাম লিখুন: (বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, অফিস সহকারী/২০২৪)

গ্রন্থ	রচয়িতা
ইলেকট্রার গান	শামসুর রহমান
জাহান্নাম হতে বিদায়	শওকত ওসমান
বউঠাকুরাণীর হাট	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আনন্দময়ীর আগমনে	কাজী নজরুল ইসলাম
তিতাস একটি নদীর নাম	অদ্বৈত মল্লবর্মণ

নিচের গ্রন্থ গুলির লেখকের নাম লেখ: (জেলা ও দায়রা জজ আদালত, চুয়াডাঙ্গা, নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর/২০২৪)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
তিতাস একটি নদীর নাম	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
ভোলগা থেকে গঙ্গা	রাহুল সাংকৃত্যায়ন
সূর্য দীঘল বাড়ী	আবু ইসহাক
নুরুল দীনের সারা জীবন	সৈয়দ শামসুল হক
সোজন বাদিয়ার ঘাট	জসীমউদ্‌দীন

গ্রন্থসমূহের রচয়িতার নাম লিখুন: (সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ফার্মাসিস্ট/ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব)/২০২৪)

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
মরুভাস্কর (কাব্যগ্রন্থ)	কাজী নজরুল ইসলাম
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ
মায়াকাজল	সুফিয়া কামাল
বিমুখ প্রান্তর	হাসান হাফিজুর রহমান
বহিপীর	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

নিম্নলিখিত গ্রন্থের রচয়িতার নাম লিখুন: (ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, ঢাকা/কম্পিউটার অপারেটর/২০২৪)

গ্রন্থ	রচয়িতার নাম
বত্রিশ সিংহাসন	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
জমিদার দর্পন	মীর মশাররফ হোসেন
একেই কি বলে সভ্যতা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বই পড়া	প্রমথ চৌধুরী

লেখকের নাম লিখুন: (সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল,টিকেট ক্লার্ক/২০২৪)

গ্রন্থের নাম	লেখক
সূর্যদীঘল বাড়ী	আবু ইসহাক
হাঙর নদী গ্রেনেড	সেলিনা হোসেন
নিষিদ্ধ লোবান	সৈয়দ শামসুল হক
পথের পাঁচালী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দত্তা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

.....

গ্রন্থের নাম	লেখক

সেল্ফ প্রিপারেশন

ভাবসম্প্রসারণ
অনুচ্ছেদ
পত্র

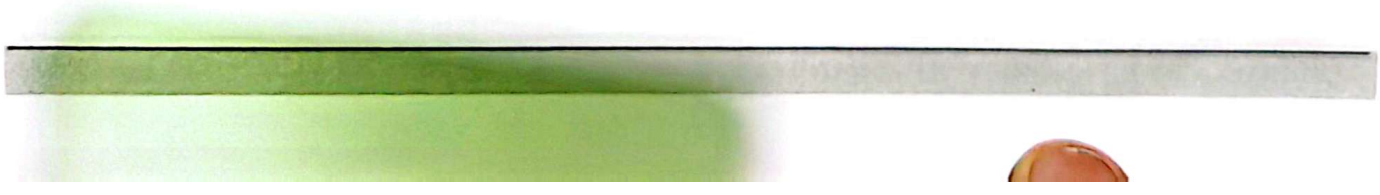

CamScanner

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রেখ এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছে, যারা উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। বরং তারা সামান্য উপকার করতে পারলেই, দম্ভভরে তা প্রচার করে বেড়ায়।

দিঘির বিশাল জলরাশির মধ্যে শৈবালের অবস্থান ও অস্তিত্ব। এই শৈবালের ওপর জমেছে ভোরের শিশির। শিশিরের ক্ষুদ্র ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছে দিঘির অগাধ জলে। এই সামান্য শিশির-ফোঁটাকে শৈবাল দিঘির প্রতি তার মহৎ দান বলে গণ্য করছে। অথচ দিঘির বিশাল জলরাশির কাছে এক ফোঁটা শিশির অতি তুচ্ছ। দিঘির জলেই যার অস্তিত্ব, সেই দিঘির প্রতি শৈবালের এমন দম্ভোক্তি সত্যি হীনম্মন্যতার পরিচায়ক।

শৈবালের মতো মানবসমাজেও এমন অনেক অকৃতজ্ঞ লোক আছে, যারা পরের দয়া-দাক্ষিণ্য দু হাতে গ্রহণ করে কিন্তু সামান্য উপকার করতে পারলেই মনে করে আমি মহৎ কিছু করে ফেলেছি। প্রকৃতপক্ষে যিনি মহৎ এবং যথার্থ পরোপকারী তিনি অপরের উপকার করে কখনো দম্ভ প্রকাশ করেন না। নিছক আত্মপ্রচারে জন্য নয়, বরং নিঃস্বার্থভাবেই তিনি পরের উপকার করেন।

প্রতিদানের প্রত্যাশা নয়, মানবকল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করাই মহৎপ্রাণ ব্যক্তির কাজ।

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই
অথবা,
মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নহে।
অথবা,
জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে, কল্যাণ পূত কর্মে।

দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে অনেকে পৃথিবীতে স্মরণীয় হতে পারে না। বরং সংক্ষিপ্ত জীবন যাপন করেও অনেকে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন তাদের স্মরণীয় কীর্তির জন্যে।

এ নশ্বর পৃথিবীতে কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না। একদিন না একদিন তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। মৃত্যু অমোঘ জেনেও এ সংক্ষিপ্ত জীবনে কেউ কেউ মানবকল্যাণে এমন কিছু কীর্তি রেখে যান, মৃত্যুর পরও যারা মানুষের হৃদয়ে চিরকাল অমর হয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের মৃত্যু হলে পৃথিবীতে কেউ তাকে আর স্মরণ করে না। অথচ কীর্তিমানের মৃত্যু হলে তার শরীরের অবসান হয় বটে কিন্তু তার মহৎ কাজ, অম্লান কীর্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখে। কীর্তিমান মানুষের মৃত্যুর শত শত বছর পরেও মানুষ তাকে স্মরণ করে। বায়ান্নর মহান ভাষা-আন্দোলনে শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, কিংবা মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদ বাংলার মানুষের হৃদয়ে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। তাদের অম্লান কীর্তি বাঙালি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু মহৎ কীর্তি অবিনশ্বর। মৃত্যুর শত শত বছর পরেও কীর্তিমান মানুষের অমর অবদানের কথা মানুষ স্মরণ করে। তাই বলা হয়, কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

কোন কিছু অর্জন করতে হলে নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার কোন বিকল্প নেই। পরিশ্রম করেই বিরূপ ভাগ্যকে করায়ত্ত করতে হয়।

ভাগ্যে বিশ্বাসী লোক অলস এবং শ্রমবিমুখ হয়। 'ভাগ্যে থাকলে পাবে'- এই আশায় কেউ বসে থাকলে জীবনে তার কোন উন্নতি হবে না। আসলে সৌভাগ্য নিয়ে কেউ পৃথিবীতে আসে না। কঠিন, কঠোর পরিশ্রম করেই বিরূপ ভাগ্যকে জয় করতে হয়। লক্ষ্য স্থির করে, সঠিক পদ্ধতিতে পরিশ্রম করলে সৌভাগ্য আপনা-আপনি ধরা দেয়। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যারা সফল হয়েছেন, তাদের সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে পরিশ্রমের জাদু। কৃষক ভাগ্যের ওপর বসে থেকে ফসল ফলায় না, তাকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপন্ন করতে হয় তেমনি পরিশ্রম ছাড়া দুনিয়াতে ভালো কিছু অর্জিত হয় না।

CamScanner

আধুনিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে কিংবা তাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা নিরলস পরিশ্রম করেই উন্নতি চরম শিখরে পৌঁছেছে। একমাত্র শ্রমশক্তিই তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমবিমুখ, অলস কত যুবক বেকার হয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটাচ্ছে।

জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য পরিশ্রম অপরিহার্য। যে জাতি যত পরিশ্রমী, সে জাতি তত উন্নত। তাই অযথা ভাগ্যের পেছনে না দৌড়ে, লক্ষ্য স্থির করে সঠিক পদ্ধতিতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা উচিত।

দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সকল উন্নতির অন্তরায়

নীতিহীনতাই দুর্নীতি। নীতিহীন ব্যক্তি স্বার্থ-অন্ধ। এ ধরনের ব্যক্তি দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর । তারা দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

নৈতিকভাবে উন্নত, সৎ, বিবেকবান মানুষ যে পদেই থাকুন না কেন, তিনি সমাজ ও দেশের বড় সম্পদ। তাকে দিয়ে উপকার না হলেও অন্তত ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। অপরদিকে নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যক্তি যতই উচ্চ আসনে অবস্থান করুক না কেন, তিনি মোটেও শ্রদ্ধার পাত্র নন। পদ মর্যাদার কারণে তাকে হয়তো মানুষ সামনে কিছু বলে না কিন্তু পেছনে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। তার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কাও বেশি । কারণ, তিনি স্বার্থ-অন্ধ, বিবেকবর্জিত তিনি সবসময় নিজের স্বার্থ সিদ্ধির মতলবে থাকেন। স্বার্থ-অন্ধ ব্যক্তি নিজের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার কাজেই ব্যস্ত থাকেন। সমাজের কল্যাণ, দেশের মঙ্গলের কথা তিনি ভাবেন না। জাতীয় জীবনের উন্নতি, সমৃদ্ধির কথা ভাবতে তার বিবেক সায় দেয় না। এজন্য বিবেকবর্জিত, দুর্নীতিগ্রস্ত লোক দেশের সকল উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ।

যে দেশের জনগণ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে পেরেছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও তাদের বিজয়ী হতে হবে। তাহলেই দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হবে।

দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য

দুর্জন মানে দুষ্ট-প্রকৃতির লোক। এ ধরনের মানুষ বিদ্বান হলেও অবশ্যই পরিত্যাজ্য। দুষ্ট লোক দেশ ও সমাজের শত্রু। তারা বিদ্বান হলেও লোকে তাদের ঘৃণা করে।

বিদ্যা মানুষের অমূল্য সম্পদ। বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র সম্মানিত। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি চরিত্রবান না হন, বরং দুষ্ট-প্রকৃতির হন, তবে তার কাছে থেকে দূরে থাকাই মঙ্গলজনক। কারণ, শিক্ষিত অথচ দুশ্চরিত্র লোক সবচেয়ে ভয়াবহ। যে কোন মুহূর্তে এ ধরনের লোক নৃশংসতম কাজটি করতে পারে। বিদ্যা যার চরিত্রকে সংশোধন করতে পারেনি, তাকে দিয়ে মানুষের কোনো কল্যাণ হতে পারে না। দুর্জন ব্যক্তি সাপের সাথে তুলনীয় এবং তার অর্জিত বিদ্যা সাপের মাথার মণির সঙ্গে তুলনীয়। সাপকে মানুষ ভয় করে। কারণ যে কোনো সময় সাপ তার ছোবল দিয়ে প্রাণনাশ করতে পারে। তেমনি বিদ্বান হয়েও যিনি দুর্জন, তার কাছ থেকে যে কোনো সময় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এ ধরনের ব্যক্তির সান্নিধ্য কেউ কামনা করে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে।

চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিদ্বান ব্যক্তি দুশ্চরিত্র হলে সে অমানুষে পরিণত হয়। তাই শিক্ষিত হলেও চরিত্রহীন দুর্জন ব্যক্তির সাহচর্য থেকে দূরে থাকা উচিত।

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

সৌন্দর্য মোটেই নিরপেক্ষ নয়। স্থান-কাল-পাত্রের ওপর সৌন্দর্যের পূর্ণতা নির্ভর করে।

যে জিনিস যে স্থানে থাকা উচিত, সেখানে থাকলে শুধু যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয় তা নয়, দেখতে সুন্দরও লাগে। যথার্থ স্থানেই বস্তুর স্বাভাবিক বিকাশ হয়, অস্থানে কৃত্রিমভাবে যতই তাকে পরিচর্যা করা হোক তার স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটবে না। পাখিকে যতই সোনার খাঁচায় রেখে বুলি শেখানো হোক, সেটা পাখির জন্য কারাগার, মানুষের জন্যও অসুন্দর। তেমনি, মায়ের কোলে একটি শিশু যেমন ফুলের মতো স্বাভাবিক, অন্যের কোলে তেমন নয়। ফুল যতক্ষণ গাছের ডালে প্রস্ফুতি, ততক্ষণ তার মধ্যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য থাকে, কিন্তু বোঁটা থেকে ছিঁড়লে ফুলের সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য আর থাকে না। এ জন্য বলা হয়, যার যে স্থান, তাকে সে স্থানে থাকতে দাও। যার যে কাজ, তাকে সে কাজ করতে দাও। তাকে স্থানান্তর করলে সৌন্দর্যের অবলুপ্তি ঘটে।

স্বাভাবিক স্থানে বস্তুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। তাকে স্থানান্তর করলে পরিবেশের ভারসাম্য যেমন নষ্ট হয়, তেমনি সৌন্দর্যেরও হানি ঘটে।

CamScanner

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন

সাধনা দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। পরিশ্রম ছাড়া জগতে ভালো কিছু অর্জন করা যায় না। পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি। পরিশ্রম ছাড়া ভাগ্যের দুয়ার কখনো খোলে না। যথার্থ পরিশ্রমই ভাগ্যের লক্ষ্মীকে ডেকে আনে। পরিশ্রমবিমুখ, অলস ব্যক্তির কাছে সবকিছুই নাগালের বাইরে থাকে। পক্ষান্তরে কষ্ট করলেই কেষ্ট মিলে। দুনিয়াতে যারা খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সুনাম, সাফল্য লাভ করেছেন, তাদের জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা বিনা আয়াসে এসব অর্জন করেননি। বরং তাদের সৎ সাফল্যের পেছনে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম, কঠিন সাধনা। একজন কৃষক যেমন মন্ত্র পড়ে ফসল ফলান না; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলান, তেমনি অলৌকিক কোনো জাদুমন্ত্রের বলে নয়, সনিষ্ঠ শ্রমের মাধ্যমে বিমুখ ভাগ্যকে জয় করতে হয়।

মন্ত্রবলে নয়, শ্রমের মাধ্যমেই আসে কাজের সাফল্য। বিনা আয়াসে কোনোকিছু লাভ করা যায় না। রবার্ট ব্রুস বারবার যুদ্ধে পরাজিত হয়েও হতাশ হননি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তিনি অবশেষে জয়লাভে সমর্থ হন। তাই 'একবার না পারিলে দেখ শত বার' এ উক্তিই যথার্থ।

ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ

বাস্তব জীবনে মানুষ ভোগকে অধিক গুরুত্ব দেয়। মনে করে ভোগের মধ্যেই জীবনের সর্বসুখ। কিন্তু ত্যাগই প্রকৃত সুখের আকর।

মানুষ লোভের কাছে পরাজিত । কামনায় পরাভূত। প্রবৃত্তির দাস হয়ে জীবনের সার্থকতা খোঁজে মানুষ। ভোগের আসক্তিতে নিমজ্জিত মানুষের মধ্যে কেবল ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে। অধিক ভোগ করেও তার তৃপ্তি মেটে না। আত্মমুক্তি ঘটে না হৃদয়ের । এভাবে ভোগের শৃঙ্খলে বন্দি মানুষ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। ভোগের বশবর্তী মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়। তার মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে না। অন্যদিকে ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ খুব সহজেই স্বীয় মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ত্যাগের বিনিময়ে মানুষ পায় শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্মান। তাই ত্যাগই মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ অন্তরে যে প্রশান্তি আর সুখ অনুভব করতে পারে, জগতে কোটি টাকার বিনিময়েও সেই সুখ কেনা সম্ভব নয়।

মানুষ যদি অপরের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে পারে, তবে মরেও অমর হয়। ভাষা-আন্দোলনে শহিদ রফিক, সালাম, বরকত জাতির কল্যাণে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন বলেই আজ তারা জাতীয় বীর। বাঙালি হৃদয়ে চিরকাল তারা অমর হয়ে থাকবে। তাই বলা যায়, ভোগে নয়, ত্যাগেই জীবনের গৌরব। অর্থাৎ প্রকৃত সুখ ত্যাগেই নিহিত।

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

ভোগে নয়, ত্যাগেই মানুষের প্রকৃত সুখ ও মুক্তি। অন্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই রয়েছে মানবজীবনের সার্থকতা।

মানুষ তার অর্জিত গুণাবলি আত্মস্বার্থে ব্যয় করলে চলে না, পরের জন্য ভাবতে হয়। ফুল যখন গাছের ডালে ফোটে, তখন তার সৌন্দর্য রূপপিয়াসী মানুষকে মুগ্ধ করে, মধুলোভী মৌমাছিকে করে আকর্ষণ। মানুষ প্রশংসা করে তার সৌন্দর্যের, ঘ্রাণ নিয়ে মুগ্ধ হয়। মেয়েরা খোঁপায় গোঁজে, সাজায় ফুলদানিতে। মধুকর পান করে ফুলের মধু, গড়ে তোলে মৌচাক। এভাবে একসময় ফুল শুকিয়ে যায়, ঝড়ে পড়ে। অপরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে ফুল তার জীবন সার্থক করে তোলে।

পৃথিবীর বুকে এমন অনেক মহৎপ্রাণ ব্যক্তি আছেন, যারা ফুলের মতোই অন্যের কল্যাণে নিজের মেধা, জ্ঞান, শ্রম, এমনকি মূল্যবান জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। ইতিহাসের পাতায় তারাই স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। বস্তুত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা মানুষের গুণ নয়, স্বার্থসর্বস্ব পশুর বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রত্যেকেই পৃথিবীতে এসেছি এক অপরের জন্য জীবনধারণ করে সার্থক হতে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে।

ফুলের জীবনের কাছে মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে। ফুল অন্যের জীবন সাজাতে, সুন্দর করতে, সৌরভময় করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে পারলে, মানুষের জীবনও ফুলের মতো সুন্দর ও সৌরভময় হয়ে উঠতে পারে।

CamScanner

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন কোনো প্রাণী উঠে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না।

শিক্ষা জাতির প্রধান চালিকাশক্তি। নিরক্ষর মানুষ সমাজের জন্য শুধু বোঝা নয়, দেশের অগ্রগতির পথেও বাধাস্বরূপ। কারণ, শিক্ষা মানুষকে কর্মদক্ষ ও সচেতন নাগরিক হতে সাহায্য করে। দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য দরকার সচেতন ও কর্মদক্ষ মানুষ। মেরুদণ্ডহীন প্রাণী যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। এ জন্য শিক্ষাকে মেরুদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত।

শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান সোপান। আত্মশক্তি অর্জনের প্রধান উপায় শিক্ষা। তাই জাতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শিক্ষাকে সহজলভ্য ও সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার।

স্বদেশের উপকারে নেই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন

স্বদেশ ও স্বজাতির উপকার সাধন মানুষের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বদেশের উপকার সাধনে দ্বিধাগ্রস্ত, স্বদেশ ও স্বজাতির বিপদে যার প্রাণ কাঁদে না, সে মানুষ হয়েও পশুর সমান।

দেশ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত । যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের কল্যাণ ছাড়া যে অকল্যাণ চিন্তা করে, সে সত্যিকার মানুষ হতে পারে না। পশু আর তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মানুষ হয়েও কেউ যদি জন্মভূমির কল্যাণে কাজ না করে, উল্টো স্বদেশের ক্ষতি করে, মা-মাটির বিরুদ্ধে কাজ করে, তবে স্বদেশেও একসময় তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্যিকার দেশপ্রেমিক দেশের মাটি ও মানুষকে নিয়ে সবসময় ভাবে এবং তাদের উপকার সাধনে সে দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু যারা আত্মকেন্দ্রিক, কেবল নিজের স্বার্থচিন্তায় বিভোর থাকে, তারা মানুষ নামের কলঙ্ক। দেশপ্রেমহীন বিবেকবর্জিত এ মানুষগুলো পশুর তুল্য। পশুর যেমন থাকা–খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা থাকে না; উপলব্ধিহীন, বিবেকবর্জিত এ মানুষগুলোও তেমনি। দেশপ্রেমহীন মানুষ তাই পশুর নামান্তর। সত্যিকারের মানুষ হতে হলে অবশ্যই দেশকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে। দেশপ্রেমহীন মানুষ প্রকৃতপক্ষে পশুর সমান।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে

যে অন্যায় করে এবং যে সেই অন্যায় সহ্য করে, তারা উভয়ে সমান অপরাধী- উভয়ে সমান ঘৃণার পাত্র।

আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়কারীকে অপরাধী মনে করা হয়। তাই তার জন্য শাস্তির বিধান থাকে। আবার অনেক মানুষ আছে তারা সরাসরি অন্যায় করে না, কিন্তু পেছনে থেকে অন্যায়কারীকে সহায়তা করে বা অন্যায় করতে উৎসাহিত করে। আইনের আওতায় এরাও কখনো কখনো অপরাধী হিসেব গণ্য হয়। আবার, এমনও লোক থাকে- যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যায় করে না, অন্যায় ঘটার সময়ে শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। আইনের চোখে তাদের অপরাধী বলা যায় না। আইনের চোখে অপরাধী না হলেও এই নীরব দর্শকেরাও এক অর্থে অন্যায় ঘটাতে সহযোগিতা করে। কেননা, অন্যায় সংঘটিত হওয়ার সময়ে ওইসব দর্শক যদি সরব প্রতিবাদীর ভূমিকা পালন করত, তাহলে অন্যায় ঘটত না। আইনের চোখে এরা হয়তো অপরাধী নয়, কিন্তু বিবেকের দায় থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া যায় না। সমাজ থেকে অন্যায়কে দূর করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিবেকের দায়সম্পন্ন সচেতন মানুষের উপস্থিতিও জরুরি যারা অন্যায়ের প্রতিবাদে সব সময়ে সোচ্চার হবে, সরব হবে। অপরাধী যাতে অপরাধ করার সুযোগ না পায়, সবাইকে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

অন্যায়কারীকে যথাযথভাবে শাস্তি দিলে অন্যায় প্রশ্রয় পায় না। আবার অন্যায় করতে না দিলে অন্যায়ের ঘটনা ঘটে না। তাতে সমাজ থেকে অন্যায় চিরতরে দূর হয়। তাই অন্যায়কারী এবং অন্যায়-সহ্যকারী উভয়ই সমাজে নিন্দনীয়।

Forma 17/ B to B

CamScanner

আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে

ব্যক্তির জীবনাচরণের মধ্যে যা নেই, তা অন্যকে উপদেশ আকারে দেওয়া যায় না। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে তা পালন করে দেখাতে হয়। এর ফলে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে তা পালন করতে আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। কাউকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, উপদেশ পালন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। যে উপদেশ দেয়, সে যদি নিজে তা পালন না করে, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে এর গুরুত্ব থাকে না। অন্যদিকে উপদেশ দানকারী যদি সেই উপদেশের পালনীয় দিক নিজ জীবনে পালন করে দেখান, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশ পালনের দৃষ্টান্ত পেয়ে যান, যা তার জীবনাচরণে সক্রিয় প্রভাব ফেলে। সাধারণত ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মপ্রচারক, জ্ঞানী ব্যক্তি বা জীবনে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তদের তরফ থেকে উপদেশ-বাণী বর্ষিত হয়ে থাকে। এঁদের দেওয়া উপদেশ মানুষ পালন করতে দ্বিধা করে না। তবে উপদেশ হিসেবে বর্ষিত কথাটুকু তাঁরা নিজেদের জীবনেও অনুসরণ করেন কি-না এ বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। সমাজে অনেক মানুষ থাকে, যারা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু ওইসব উপদেশ তারা নিজেরাই পালন করতে অভ্যস্ত নয়। তখন উপদেশগুলো উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে সেইভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন লোক নিয়মিত ধূমপান করে, আবার সে যদি অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করে, তাহলে তা হাস্যকর উপদেশে পরিণত হয়। তাই কোনো একটা ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার আগে উপদেশদাতাকেই ভালো কাজটি করতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাতে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশের পাশাপাশি উপদেশ পালনের নজিরও গ্রহণ করতে পারে।

কাউকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ সাজার ভান করা খুব সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন করা খুব কঠিন কাজ। তবে সেই উপদেশদাতাই সর্বোত্তম, যিনি নিজে যা পালন করেন, অন্যকেও তা পালন করতে বলেন।

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন

স্বাধীনতা অর্জন করা সহজ নয়। স্বেচ্ছায় কেউ স্বাধীনতা পায় না। সংগ্রামের মাধ্যমে তা অর্জন করতে হয়। কিন্তু তদপেক্ষা বেশি সংগ্রামী, সতর্ক ও সৃষ্টিশীল হতে হয় স্বাধীনতা রক্ষায়।

স্বাধীনতা অর্জন করা কোনো পরাধীন জাতির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু সেই অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা আরও কঠিন কাজ বলে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতা লাভ অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু তা খুব সহজে লাভ করা যায় না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং বহু রক্তপাতের ফলেই স্বাধীনতা আসতে পারে। কারণ, শক্তিমান শাসকেরা কখনোই পদানত জাতিকে স্বাধীনতা দান করে না; রক্তপাতের মাধ্যমেই তা অর্জন করতে হয়।

তবে স্বাধীনতা অর্জিত হলেই তা চিরস্থায়ী হয় না। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আরও বেশি শক্তির প্রয়োজন। কারণ স্বাধীন দেশের ভেতরে ও বাইরে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি থাকে। সকলের হিংসাত্মক দৃষ্টি থেকে দেশকে রক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধীরা ও শত্রুরা অদৃশ্যভাবে দেশের ক্ষতি করে। তাদের পরাভূত করা দুরূহ ব্যাপার। যথেষ্ট সচেতন ও সংঘবদ্ধ না হলে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায় না। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিতে হয় এবং সদা সতর্ক থাকতে হয়।

স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে যেমন নির্ভীক যোদ্ধা হয়ে অস্ত্র হাতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। তেমনি স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে কলম, কাস্তে হাতুড়ি নিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন সংগ্রামে একতাবদ্ধ ভাবে দাঁড়াতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতা রক্ষা করা সহজ হবে।

CamScanner

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

মানুষে মানুষে অনেক ধরনের বিভেদ-বৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক বিবেচনায় সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে আমরা সবাই মানুষ।

সব মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর একই জল-হাওয়ায় আমরা বেড়ে উঠি। আমাদের সবার রক্তের রং লাল। তাই মানুষ একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভৌগোলিকভাবে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, অথবা আমরা যে যুগেরই মানুষ হই না কেন, আমাদের একটিই পরিচয় আমরা মানুষ। কখনো কখনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা জাত-কুল-ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য তৈরি করে মানুষকে দূরে ঠেলে দিই, এক দল আরেক দলকে ঘৃণা করি, পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হই। কিন্তু এগুলো আসলে সাময়িক। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আমরা একে অন্যের পরম সুহৃদ। আমাদের উচিত সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয়া এবং তার অধিকার সংরক্ষণে একনিষ্ঠ থাকা। মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, আশরাফ-আতরাফ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, কেন্দ্রবাসী-প্রান্তবাসী এমন ভাগাভাগি কখনোই কাম্য হতে পারে না। তাতে মানবতার অবমাননা করা হয়। তাই আধুনিককালে এক বিশ্ব, এক জাতি চেতনার বিকাশ ঘটছে দ্রুত। মানব জাতির একই একাত্ম-ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে যুগে যুগে, দেশে দেশে মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে আসবে। মানুষ সংঘাত-বিদ্বেষমুক্ত শান্তিপূর্ণ এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সর্বত্র মনুষ্যত্বের বিজয়গাথা ঘোষিত হবে।

সব ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বে প্রার্থিত সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে।

জুলাই বিপ্লব- ২০২৪

জুলাই বিপ্লব বলতে ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে বোঝানো হয়। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের দাবি তুলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেন। এরই প্রেক্ষিতে ৪ অক্টোবর, ২০১৮ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে তৎকালীন সরকার। উক্ত পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সাত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৬ ডিসেম্বর, ২০১১ সালে হাইকোর্টে রিট করেন এবং এই রিট আবেদনের ফলে হাইকোর্ট ৫ জুন, ২০২৪ সালে পরিপত্রটি বাতিল করেন। হাইকোর্টের দেওয়া এই রায় বাতিল এবং ২০১৮ সালের পরিপত্র বজায় রাখতে ৬ জুন, ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেন। ১ জুলাই ২০২৪ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ব্যানারে সংগঠিত হয় এবং জুলাই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ৬ জুলাই আন্দোলনকারীরা সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস, পরীক্ষা বর্জন এবং সারা দেশে সড়ক মহাসড়ক অবরোধের ডাক দেয় যার নাম দেওয়া হয় "বাংলা ব্লকেড"। ১৩ জুলাই ও ১৫ জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের উপর রড, লাঠি, হকি স্টিক, রামদা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় । শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশ লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে । ১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে আন্দোলনের সময় পুলিশ গুলি করে হত্যা করেন এবং ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে শতাধিক ছাত্র আহত হন। এই হত্যা কাণ্ডের মধ্য দিয়ে জুলাই বিপ্লব আরও সুসংগঠিত হতে শুরু করে এবং প্রতিদিন ছাত্রদের নতুন নতুন কর্মসূচি পালিত হয়। ১৮ জুলাই 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা দিলে ঢাকা অচল হয়ে যায় এবং সরকার বিজিবি মোতায়েন করেন। ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা নয় দফা দাবি ঘোষণা করেন। তৎকালীন আওয়ামী সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েন করেন এবং ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেন। প্রতিদিন পুলিশের হাতে জেল বন্দি ও আহত হচ্ছেন ছাত্র-জনতা। ইতোমধ্যে দেশজুড়ে ছাত্রদের উপর

CamScanner

সরকারের এমন দমন পীড়ন দেশের বিভিন্ন পেশা শ্রেণির মানুষ এই আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে। দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্র-জনতার বিভিন্ন কর্মসূচিতে আন্দোলন চলতে থাকে। ৪ আগস্ট বিক্ষোভকারীরা সারাদেশের নাগরিকদের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানায়। ৫ আগস্ট ছাত্র জনতা কারফিউ ভেঙে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি পালন করার উদ্দেশ্যে সর্বস্তরের মানুষ ঢাকার রাস্তায় সমবেত হওয়া শুরু করেন সকাল হতে। পুলিশ ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমন করতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় গুলি চালায়, এতে অনেক ছাত্র-জনতা আহত, নিহত হন। কিন্তু পরিস্থিতি সেনাবাহিনী ও পুলিশ এই আন্দোলন সামলাতে উপেক্ষা করে ছাত্র জনতা গণভবনের দিকে মার্চ করতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান। ছাত্র-জনতার বিপুল সফলতা পায়। এই আন্দোলনের সমাপ্তির ব্যাপ্তি সংক্ষিপ্ত হলেও এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবগুলি সুদূরপ্রসারী ও বৈচিত্র্যময়।

থ্রি জিরো তত্ত্ব/ তিন শূন্য নীতি

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর প্রবর্তিত 'থ্রি জিরোস' বা 'তিন শূন্য' তত্ত্বটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। থ্রি জিরোস তত্ত্বের মূল ভিত্তি তিনটি হচ্ছে - জিরো দারিদ্র্য (Zero Poverty), জিরো বেকারত্ব (Zero Unemployment) ,ও জিরো নেট কার্বন নিঃসরণ (Zero Net Carbon Emission)। এই তিনটি অর্জনে ব্যবহার হবে তারুণ্য, প্রযুক্তি, সুশাসন ও সামাজিক ব্যবসা। তত্ত্বটি একটি টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা। ড. ইউনূস বিশ্বাস করেন, এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করার মাধ্যমে একটি ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। এর জন্য তরুণদের শক্তি এবং সৃজনশীলতা ব্যবহার, প্রযুক্তির মাধ্যমে লক্ষ্যগুলো অর্জন, এবং ব্যবসাগুলিকে সামাজিক ব্যবসায় রূপান্তর করা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন সৌর, বায়ু এবং জলবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ এবং টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষিকাজে সকলের অংশগ্রহণ জরুরি। পাশাপাশি এই তত্ত্ব সবুজ উদ্ভাবন এবং পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক প্রযুক্তি ও ব্যবসার প্রণোদনা দেয়। "থ্রি জিরোস" পরিকল্পনা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে। ড. ইউনূস প্রতিষ্ঠিত থ্রি জিরো ক্লাব এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে এবং দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ও নিট কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় আনার লক্ষ্যে কাজ করে, যা টেকসই পরিবেশ এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

স্মার্ট বাংলাদেশ

স্মার্ট বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি পরিকল্পনা বা রূপরেখা যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে মূলত বোঝায় প্রযুক্তিনির্ভর জীবনব্যবস্থা, যেখানে সব ধরনের নাগরিক সেবা থেকে শুরু করে সবকিছুই স্মার্টলি করা যাবে। দেশের প্রতিটি নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই ডিসেম্বর ২০২২ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার কথা বলেন। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি ৪টি। এগুলো হচ্ছে- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ। স্মার্ট বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হলো আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), রোবটিক্স, ব্লকচেইন এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নানা ধরনের খাত অধিকতর দক্ষতার দ্বারা পরিচালনা করা। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে স্মার্ট ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা তার পরবর্তী সময়কে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে ডিজিটাল এবং স্মার্ট সংস্কৃতির জন্য যতটুকু প্রযুক্তির প্রয়োজন সরকার তার অধিকাংশই সুসম্পন্ন করেছে। মূলকথা বাংলাদেশের নাগরিকরা প্রযুক্তি জ্ঞানে স্মার্ট হবে। দেশের গ্রামগুলোতে প্রযুক্তির সহজলভ্যতার নাগরিকগণ সহজেই প্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভ করে কাজে লাগাতে পারবে। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। সময়ের বিবর্তনে রাজনীতি, অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা কারণে দ্রুত বদলে যাচ্ছে বিশ্বপ্রেক্ষাপট। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির অনেক উন্নতি ঘটেছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশেও লেগেছে প্রযুক্তি নামের জাদুর কাঠির ছোঁয়া। যার নাম 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো কম্পিউটার এবং উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া এবং জবাবদিহিতার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এ পরিকল্পনায় মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স, ই-কৃষি, ই-স্বাস্থ্য, ই-ভূমি মালিকানা, ই-শিক্ষাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক সেবা নিশ্চিত করাই হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখন ঘরে বসে বিমান, ট্রেন ও বাসের টিকেট ক্রয় করতে পারছি। কোন চিকিৎসা সেবা পেতে টেলিমেডিসিন এর মাধ্যমে আমরা সেবা গ্রহণ করতে পারছি। ই-বুক ডাউনলোড করে আমরা বই পড়া সহ ঘরে বসেই দেশ বিদেশের বিখ্যাত শিক্ষকদের ক্লাশ করতে পারছি। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি, পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি আমরা এখন ঘরে বসে সহজেই পায়। অফিস আদালতে ই-নথি ব্যবস্থাপনায় অফিসে কাজের গতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সময় ও কাগজের অপচয় রোধ হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে ডিজিটালাইজ বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এখন আমরা মূহুর্তেই এমন কি অফিস বন্ধের দিনও টাকা লেনদেন করতে পারি। বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। সমুদ্রের তলদেশে অপটিক্যাল ফাইবার যুক্ত করেছে যা বাংলাদেশকে ডিজিটালাইজ করতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে একটি অনন্য উচ্চতায় নেওয়ার প্রত্যয় হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব /4IR/ শিল্প ৪.০

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT), Web3, ব্লক চেইন, 3D প্রিন্টিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহারের অগ্রগতির সংমিশ্রণ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শব্দটি সর্বপ্রথম পরিচয় করিয়ে দেয় জার্মানির অর্থনীতিবিদ ক্লাউস শোয়াব। প্রথম শিল্প বিপ্লবটি হয়েছিল ১৭৮৪ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে। এরপর দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব ১৮৭০ সালে বিদ্যুতের আবিষ্কার এবং তৃতীয় শিল্প বিপ্লব ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের আবিষ্কার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের গতিকে বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ। পূর্বের তিনটি বিপ্লবকে ছাড়িয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হচ্ছে ডিজিটাল বিপ্লব যেখানে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমূল পরিবর্তন হচ্ছে বিশ্বের উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা, এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনার প্রক্রিয়া। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হিসেবে ডিজিটালাইজেশন আমাদের কাজের সব ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। উৎপাদনের জন্য মানুষকে যন্ত্র চালাতে হবেনা বরং যন্ত্র স্বয়ংক্রীয়ভাবে কর্ম সম্পাদন করবে এবং এর কাজ হবে আরও নিখুঁত ও নির্ভূল। চিকিৎসা, যোগাযোগ, প্রকাশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ব্যাপক। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে কোন কোম্পানির উপাদান ব্যবস্থায় ঝুঁকি হ্রাস হবে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা হবে। বৈশ্বিক টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলা, সামাজিক বৈষম্য দূর করা , প্রশাসনিক মডেল গুলিকে খাপ খাইয়ে নেওয়াই হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বড় চ্যালেঞ্জ।

মেট্রোরেল

বর্তমান সরকারের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং মেগা প্রকল্পগুলোর মধ্যে ঢাকা মেট্রোরেল অন্যতম। ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পকে বলা হয় ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট। সংক্ষেপে একে MRT বলা হয়। ২০১৩ সালে অতি জনবহুল ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধমান যানবাহন সমস্যা ও পথের দুঃসহ যানজট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ঢাকায় মেট্রোরেল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মেট্রোরেল হলো বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা। মেট্রোরেলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য হবে ২১.২৬ কি.মি। এই দীর্ঘ রুটে ১৬টি স্টেশন থাকবে। এগুলোর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত থাকবে ৯টি স্টেশন। এগুলালো হচ্ছে উত্তরা নর্থ, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা সাউথ, পল্লবী, মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বর, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া এবং আগারগাঁও । দ্বিতীয় পর্যায়ে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত থাকবে ৭টি স্টেশন। প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন-৬ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। মেট্রোরেলে ২৪টি ট্রেন প্রতি ঘণ্টায় আপ ও

CamScanner

ডাউন বুটে দুই প্রান্তের ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে সক্ষম হবে। স্বয়ংক্রিয় কার্ডের মাধ্যমে যাত্রীরা ভাড়া পরিশোধ করতে পারে। যানজট দূরীকরণ, সময়ের অপচয় রোধ ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় মেট্রোরেল ভূমিকা অপরিসীম।

পদ্মা সেতু

বাংলাদেশের স্বপ্ন, সাধ্য ও সক্ষমতার এক অপূর্ব সমন্বয় পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন। পদ্মা বহুমুখী সেতু পদ্মা নদীর উপর নির্মিত সড়ক-রেল সেতু। গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখে পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হয়। এ সেতু মাদারীপুর জেলার সাথে মুন্সিগঞ্জ (মাওয়া পয়েন্ট) ও শরীয়তপুর (জাজিরা পয়েন্ট) জেলাকে সংযুক্ত করার পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের সাথে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সংযোগ সাধন করেছে। বাংলাদেশের যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মাইলফলক হিসেবে সংযোজিত পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কি.মি এবং প্রস্থ ১৮.১০ মিটার। পদ্মা সেতুতে মোট পিলার ৪২টি । দ্বিতল বিশিষ্ট এ সেতু নির্মিত হচ্ছে কংক্রিট আর স্টিল দিয়ে। সেতুতে চারটি লেন থাকবে। ওপর দিয়ে চলবে যানবাহন ও নিচ নিয়ে চলবে ট্রেন। সেতুটির আয়ুষ্কাল ১০০ বছর। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পদ্মা সেতু পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় আনেছে নতুন মাত্রা। পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ, বাণিজ্য, পর্যটনসহ অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে খুলেছে। কৃষি ক্ষেত্র উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় আয় ও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিসহ বিনিয়োগ প্রবাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পদ্মা সেতু আর্থ-সামাজিক, শিল্প ও অবকাঠামো গত সার্বিক উন্নয়নে গতি সঞ্চার করে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

ভিশন-২০৪১/রূপকল্প-২০৪১/ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে দৃঢ় ভাবে গড়ে তোলার জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনাই হলো রূপকল্প ২০৪১। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) আগামী ২০ বছরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০৩১ সালে নাগাদ উচ্চ মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের সারিতে উন্নীত হবে। রূপকল্প ২০৪১/দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সক্ষমতা অর্জন এ চারটি মৌলিক ভিত্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এর ভিত্তিমূলে দুটি প্রধান অভীষ্ট রয়েছে। যথা- ক) ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ। খ) বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা যেখানে দারিদ্র হবে সুদূর অতীতের ঘটনা। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবে রূপায়ণঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ অনুমোদন করে। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে বাংলাদেশ। যেমন- জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব, দুর্নীতির বিস্তার, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার বৃদ্ধি, দক্ষ ও মানসম্মত শ্রমের, দুর্বল যোগাযোগ কাঠামো, মানসম্মত শিক্ষার অভাব ইত্যাদি। এই সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ হবে আত্মনির্ভরশীল, সমৃদ্ধশালী একটি উন্নত সোনার বাংলাদেশ।

ডেল্টা প্ল্যান/ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

ইংরেজি শব্দ Delta অর্থ ব-দ্বীপ। নদীর মোহনাস্থিত প্রায় ব-অক্ষরের আকারবিশিষ্ট যে দ্বীপ তাকেই বলা হয় ডেল্টা। বাংলাদেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চল।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ এলাকা এই নদীগুলোর অববাহিকা ও প্লাবন ভূমিতে অবস্থিত। মানুষের জীবন জীবিকা ও অর্থনীতির চালিকাশক্তি হচ্ছে নদী ও তার প্লাবন ভূমিসমূহ। কিন্তু সঠিক নদী ও পানি ব্যবস্থাপনার অভাবে এবং বন্যা, খরা ও নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাকে বাংলাদেশ বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ ক্ষতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। এই বহুবিদ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার শতবর্ষ ব্যাপী যে দীর্ঘ পরিকল্পনা তৈরি করেছে তা 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০/ডেল্টা প্লান ২১০০' নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যা, নদী ভাঙন, নদী শাসন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শতবর্ষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করছে নেদারল্যান্ড।

CamScanner

পত্রের নমুনা

১। তিন দিনের নৈমিত্তিক ছুটি চেয়ে ও কর্মস্থল ত্যাগের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র লিখুন।

০১ নভেম্বর ২০২৪
বরাবর
পরিচালক,
স্থানীয় সরকার
খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।
বিষয়: নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি অত্র প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে কর্মরত আছি। নিয়মিত আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছি। কিছুক্ষণ আগে জানতে পারলাম, মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মায়ের সু-চিকিৎসার জন্য বাড়িতে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই আমার আগামী ০৫/১১/২০২১ থেকে ০৭/১১/২০২১ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিনের ছুটি প্রয়োজন।

২। অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন এই যে আমাকে উক্ত ৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করে আমাকে কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
সাফিন হাওলাদার
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
স্থানীয় সরকার শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা

২। আপনার এলাকায় ডেঙ্গু মশা নিধনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান/মেয়রের নিকট একটি আবেদন লিখুন।

০১ নভেম্বর ২০২৫
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা।
বিষয়: ডেঙ্গু মশা নিধনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত মিরপুর একটি জনবহুল এলাকা। এ এলাকায় বর্তমানে ডেঙ্গু মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের মাঝে ডেঙ্গু জ্বরের আতঙ্ক বিরাজ করছে। ইতোমধ্যে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকজন এ এলাকায় মারা গিয়েছে এবং অনেকে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যায় পড়ালেখা করতে মশার কামড়ের বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। ডেঙ্গজ্বরের প্রধান বাহক এডিস মশা নিধন করা না গেলে এলাকায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এডিস মশা পচা ডোবা নালা, আবর্জনার স্তূপে বংশ বিস্তার করে। এমতাবস্থায়, জনগণকে ডেঙ্গু থেকে বাঁচানোর জন্য এডিশ মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করার বিকল্প নেই।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা অত্র এলাকাবাসীকে ডেঙ্গুজ্বর থেকে রক্ষাকরত ডেঙ্গু মশা নিধনে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে মহোদয়ের মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক,
মিরপুর এলাকাবাসীর পক্ষে
তাউসিফ
কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা

CamScanner

৩। সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে অভিমত জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র।

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫
বরাবর,
সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর
ঢাকা

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত হব।
বিনীত-
মো. শামীম সরকার
কলেজ রোড, খুলনা।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটা দুর্ঘটনা- সারা জীবনের কান্না'- এ স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতা নির্ভর। আজকাল আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন টিভির পর্দায় আর পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে সড়ক দুর্ঘটনার মর্মান্তিক খবর। এতে কত মূল্যবান প্রাণ অকালে ঝরে পড়ছে, কত পরিবার পথে বসছে, সেই অশ্রুসজল করুণ মুখের হিসাব কেউ রাখে না। পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের সামনে পিতার রক্তাক্ত নিথর দেহ এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনাগুলো কয়েকটি কারণে হয়ে থাকে: ক) ত্রুটিযুক্ত গাড়ি; খ) অনভিজ্ঞ বা নেশাখোর ড্রাইভার; গ) ধারণ ক্ষমতার অধিক মাল বা যাত্রী বহন; ঘ) ওভারটেকিং বা চালকদের দায়িত্বহীনতা; ঙ) ট্রাফিক আইন না মানার মানসিকতা ইত্যাদি। এই সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি আরো কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। যেমন: রাস্তা সংস্কার, ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়ন, পরিবহণ সংশ্লিষ্ট বাইকে যানবাহনবিধি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং মিডিয়াগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা।

আশা করি, উপর্যুক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
মো. শামীম সরকার
কলেজ রোড, খুলনা

CamScanner

৪। মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে ছোট ভাইকে একটি পত্র লিখুন।

দুর্গাপুর, নেত্রকোণা
১০ জানুয়ারি ২০২৫

স্নেহের মিহির
আশীর্বাদ নিও। গতকাল মায়ের হাতে লেখা একটা চিঠি পেয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হলাম। মায়ের চিঠিতে জানতে পারলাম, তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিহাব মাদকাসক্ত। ইদানিং সিহাবের সাথে চলাফেরা করে মূল্যবান সময় নষ্ট করছ, নিয়মিত পড়াশোনা করছ না। পরীক্ষার ফলও আশানুরূপ হচ্ছে না। মা আমার কাছে জানতে চেয়েছে- তুমি মাদকাসক্তির মরণ নেশায় আক্রান্ত হয়েছ কিনা? যদিও আমি মাকে আশ্বস্ত করেছি যে, তোমার পক্ষে এ কাজ করা কোনদিনই সম্ভব নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এ বিষয়ে তুমি বেশ সচেতন তবু তোমাকে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।
মাদকাসক্তিকে বলা হয় মরণ- নেশা। মৃত্যুই এর অনিবার্য পরিণতি। এই নেশা ধীরে ধীরে স্নায়ুকে দুর্বল করে দেয়। শরীরের প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে নিঃশেষ করে দেয়। ক্রমশ ভোঁতা, অসাড় হয় এদের মননশক্তি। এদের খিদে পায় না, ঘুম হয় না, সময়ের বোধ কমে যায়। ওজন কমে যায়। ধীরে ধীরে এক অস্বাভাবিক জীবন্মৃত অবস্থায় পৌঁছে যায়। সর্বোপরি মাদকাসক্তির কুফল অতি মারাত্মক বলে বিবেচনা করা হয়, বিশেষত এ কারণে যে মাদকাসক্ত দেহে ক্ষতির কাজটি চলে ধীরগতিতে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে এর প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে না, ফলে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। তুমি তোমার বন্ধুদেরও এ বিষয়ে সচেতন করে তুলবে বলে আশা করি। তোমার সামনে এসএসসি পরীক্ষা। তাই নিয়মিত পড়ালেখা একান্ত কাম্য।
স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিও। আজ এখানেই শেষ করছি।

তোমার বড় ভাই
শাকিল আহমেদ

প্রেরক, কাফি আল কুরাইশ নেত্রকোণা	ডাকটিকিট প্রাপক, মিহির বাসা নং: ৭/২১, রোড নং: ৩১ বসাকপাড়া, পটুয়াখালী

৪। খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদন লিখুন।

১৫ নভেম্বর ২০২৩
বরাবর
উপ-সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
বিষয়: অফিস সহকারী পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ০৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখায় কয়েকজন 'অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক' নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে নিম্নে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখ করা হলো:

১।	নাম	ঃ	সাজ্জাদ হোসেন
২।	পিতার নাম	ঃ	সফিকুল ইসলাম
৩।	মাতার নাম	ঃ	আলপনা আক্তার
৪।	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	গ্রাম: আকবপুর, ডাকঘর: আকবপুর উপজেলা: মুরাদনগর জেলা: কুমিল্লা
৫।	বর্তমান ঠিকানা	ঃ	গ্রাম: আকবপুর, ডাকঘর: আকবপুর উপজেলা: মুরাদনগর জেলা: কুমিল্লা
৬।	জন্ম তারিখ	ঃ	০৫ জানুয়ারি ১৯৯৯
৭।	পরিচয়পত্র নম্বর	ঃ	১৯৯৭০৬৪৩৮৩৪
৮।	জাতীয়তা	ঃ	বাংলাদেশি
৯।	ধর্ম	ঃ	ইসলাম
১০।	বৈবাহিক অবস্থা	ঃ	অবিবাহিত
১১।	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	

পরীক্ষার নাম	পাসের সন	গ্রুপ/বিষয়	ফলাফল	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এসএসসি	২০১৫	বিজ্ঞান	জিপিএ-৪.৭৫	কুমিল্লা
এইচএসসি	২০১৭	বিজ্ঞান	জিপিএ-৪.৩৬	কুমিল্লা
বিএ	২০২১	বিএ (ইংরেজি)	সিজিপিএ-৩.১৯	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১১। প্রশিক্ষণ: কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লা হতে ৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।
১১। অভিজ্ঞতা: একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠাতে ০১ নভেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে 'কম্পিউটার অপারেটর' পদে কর্মরত আছি।

অনুগ্রহপূর্বক উপর্যুক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে আমাকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার পদে নিয়োগ দিয়ে বাধিত করবেন।

আপনার অনুগত
.....
সাজ্জাদ হোসেন

সংযোজন:

ক। সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
খ। নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
গ। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
ঘ। অভিজ্ঞতা সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
ঙ। চার কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।

CamScanner

৫। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে জেলা প্রশাসক বরাবর যোগদান পত্র লিখুন।

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বরাবর

জেলা প্রশাসক

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

ময়মনসিংহ।

বিষয়: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে যোগদান।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, মহোদয়ের দপ্তরের স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.০০১. ১১.০০৪.১৮-৩৯৯, তারিখ: ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ মারফত আমাকে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রাজস্ব খাতে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে আমি অদ্য ০১-০২-২০২৫ খ্রি. তারিখ পূর্বাহ্নে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে যোগদানপত্র দাখিল করলাম।

এমতাবস্থায়, আমার যোগদানপত্র গ্রহণ করতে মহোদয়ের সদয় মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

আব্দুল্লাহ হেল কাফি
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
রোল: ১০৫৫৭; মেধা তালিকা: ৫ম
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫২৫৮৭১

CamScanner